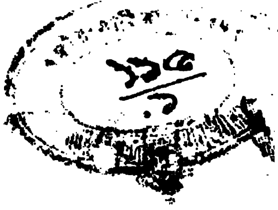
४६७॥२२५



বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

১৭৮

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৩, কার্ত্তিক। [১ সংখ্যা।

জগদীশ্বরের কি অনুপম মহিমা! তাঁহার ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কি আশ্চর্য্য অনির্বচনীয় ব্যাপার সকল অবিরত নিষ্পন্ন হইতেছে! তাঁহার নিয়মে আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি স্ব স্ব কর্ম্মে সর্বদা নিযুক্ত আছে; কেহ ক্ষণমাত্রের নিমিত্তেও বিশ্রাম করে না। চন্দ্রের পাক্ষিক হ্রাস বৃদ্ধি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে নিয়মে হইয়াছিল অদ্যাপিও তদ্রূপেই হইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ মাত্রও ন্যূনাতিরেক হয় নাই। গ্রহ সকল আপন২ নির্দিষ্ট ব্যাসে সর্বদা সমবেগে ভ্রমণ করে, কোনক্রমেই তাহার অন্যথার সম্ভাবনা নাই। জীবের জন্ম স্থিতি ও মৃত্যু কি বিস্ময়জনক পদার্থ! তাহাতে কত অদ্ভুত ঘটনা সকল সর্বদা দৃষ্ট হয়! এক প্রকার এমত কীট দৃষ্ট হইয়াছে, যাহার দেহ কেবল মাংসময়, ও এমত সূক্ষ্ম যে মনুষ্যচক্ষের দুর্লক্ষ্য; অথচ তাহাদের বংশবৃদ্ধি এপ্রকার সত্বরে হয় যে দুই দিবসের মধ্যে ঊর্দ্ধাধ-দীর্ঘ-প্রস্থ চতুর্দিগে এক ফুট স্থান ঐ কীটবংশে পরিপূর্ণ হয়। কোন জীবদেহ এ প্রকার আছে যাহাকে খণ্ড ২ করিলে তাহার প্রত্যেক খণ্ড এক ২ তজ্জাতীয় জীব হয়। অপর এক প্রকার কীট আছে যাহার দেহ একাঙ্গুলি পরিমাণ স্থানের সহস্রাংশের একাংশ স্থানও ব্যাপ্ত করে না; অথচ মনুষ্যের উদরে যদ্রূপ কৃমি বাস করে তদ্রূপ তাহার দেহমধ্যে তদপেক্ষায় ক্ষুদ্র অন্য কীট-সমূহ স্ব স্ব জীবনের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে। এহরণ্বর্গ সাহেব অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে চীনদেশে ও অন্যত্র যে পীতবর্ণ বালুকা বৃষ্টি হয় তাহার প্রত্যেক রেণু এক একটি ক্ষুদ্র শম্বুক। এই বৃষ্টি এককালে বহু ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া হয়, অতএব পাঠক মহাশয়েরা ভাবিয়া দেখুন যে এক২ পশলা বালুকা বৃষ্টিতে কত অসংখ্য কোটি শম্বুক আকাশ হইতে নিপতিত হয়। অনেক উপদ্বীপ কেবল কীটদ্বারা নির্ম্মিত। অনেক পর্বত শুদ্ধ কীটাগারের সমষ্টি। এক বিন্দু অপরিষ্কার জল শতসহস্র কীটের আধার। কিন্তু কেবল কীট সত্ত্বই যে আশ্চর্য্যের আকর এমত নহে। জগৎপিতার বর্ণনাতীত কৌশল সর্বত্রই সমরূপে ব্যক্ত আছে, সকল জীবই স্ব স্ব অসাধারণ গুণ দ্বারা পরমেশ্বরমহিমার সাক্ষ্য দিতেছে। দক্ষিণ অমরিকা দেশে এমত এক মৎস্য-জাতি আছে যাহাকে স্পর্শ করিলে অশ্ব অবধি সকল জীব তৎক্ষণাৎ, প্রাণত্যাগ করে। কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে আস্ত্রেলীয়া দেশে এক পক্ষী ছিল যাহার ঊর্দ্ধপরিমাণ সামান্য হস্তিহইতে দ্বিগুণ। অনেক পক্ষী আছে যাহাদের ডানা নাই। এক জাতি পশু আছে যাহারা নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। ঐ নগর উত্তম পারি-

পাট্যে নির্ম্মিত হয়; এবং ঐ পত্তনগরস্থ প্রত্যেক বাটীতে শয্যাগার, ও প্রমোদাগার, ও প্রসবাগার নির্দ্দিষ্ট আছে। (অপর অশ্বের বেগ এবং মনুষ্যোপকারিতা, হস্তির বুদ্ধি এবং ধীরতা, কুক্কুরের কৃতজ্ঞতা, উষ্ট্রের সহিষ্ণুতা, সিংহের গাম্ভীর্য্য, ব্যাঘ্রের বীর্য্য, এই সকলেতেই সর্ব্ব নিয়ন্তার মহিমা বিস্তৃত হইতেছে; ইহাদের বিচার পরম জ্ঞান ও আনন্দের প্রধান উপায়; ইহা বালক ও বৃদ্ধ ও বনিতা সকলেরই মনোরঞ্জক, এবং সকলেই ইহাদের বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করেন। অতএব সময়ে২ এতদ্বিষয়ের যথার্থ বর্ণনা প্রকাশ করা আমাদিগের অভিপ্রায়, এবং তদভিপ্রায়ে এই পত্র স্থাপিত হইল। পরন্তু আমরা যে কেবল জ্যোতির্বিদ্যায় এবং জীবসংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত থাকিব এমত নহে। পদার্থবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্যালঙ্কারাদি সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম আমাদিগের সমরূপে উদ্দেশ্য; এই সকল বিষয়েই আমরা যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিব; এবং যাহাতে স্বদেশস্থ জনগণ অনায়াসে তত্তদ্বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন তাহা সম্যগ্রূপে চেষ্টা করিব। যে কেহ দুই আনা পয়সা দিয়া বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহকে সমাদর করিবেন তাঁহার ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে অনেকের নিকট ঐ পত্র পারিষদের ন্যায় বহুকালাবধি উপস্থিত থাকিয়া শুদ্ধজ্ঞান ও প্রমোদজনক সদালাপদ্বারা তাঁহাদের তুষ্টি জন্মাইবে; ফলতঃ পাঠক মহাশয়দিগের সন্তোষার্থে এক বৎসরকাল আমরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে সঙ্কল্প করিলাম, পরে তাঁহাদের উৎসাহানুসারে এই পত্রের পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট হইবে।)

(আমাদিগের লিখিবার প্রনালী বিষয়ে পণ্ডিত-মহাশয়দিগের অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু ভরসা করি তদ্বিষয়ে তাঁহারা এতৎপত্রের লক্ষ্য স্মরণ করত আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিদ্যালাভ করে, যাহাতে বণিক্ এবং মোদক আপন২ কর্ম্ম-হইতে অবকাশ মতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালক ও বালিকাগণ গল্পবোধে ক্রীড়াছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপন আপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে যুবকগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থ সকল পরিহরণ পূর্ব্বক উপকারক বিষয়ের চর্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি তুষ্টিজনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন, এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য, এবং ঐ মানস সিদ্ধ্যর্থে যাহাতে এই পত্র সকলেই অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন ইহা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিত মহাশয়েরা অপভ্রংশ ও অপরভাষা অনায়াসে বুঝিতে পারেন, কিন্তু সুকঠিন সাধুভাষা উপদেশ বিরহে অজ্ঞ ব্যক্তির কদাপি বোধগম্য হইতে পারে না; অতএব অপভ্রংশ-মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা যাহা ভদ্রসমাজের কথোপকথনে সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ।)

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে এই পত্র স্থাপিত হইল, অতএব তৎসমাজস্থ মহোদয়গণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। উক্ত-সমাজস্থ মহাশয়েরা বঙ্গভাষাদ্রোহি জনগণের উপহাস সহ্যকরত শুদ্ধ পরোপকারার্থে এতদ্দেশীয় ভাষার উন্নতি চেষ্টায় প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, এবং বিপুলার্থ ব্যয় করিয়া নানাবিধ উত্তম গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করাইতেছেন, অতএব ভদ্রসমাজে উহাঁরা অবশ্য সমূহ প্রশংসার্হ পাত্র হইবেন, এবং এতদ্দেশস্থ সকলেই যে ইহাঁদিগকে ধন্যবাদ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।



হোমা।

সংস্কৃত শাস্ত্রে হোমা পক্ষির কোন বিবরণ নাই; কিন্তু ঐ বিহঙ্গমের পক্ষ রাজমুকুটে ধারণ করা বহুকালাবধি প্রথা থাকায় এই মনোহর জীবের প্রশংসা-সূচক নানাবিধ মিথ্যা গল্প প্রচার হইয়াছে। মোসলমানদিগের বিশ্বাস আছে যে

ইহারা শুষ্ক অস্থি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু আহার করে না, এবং কদাপি ভূমিতে বাস করে না; আজন্মকাল অন্তরীক্ষে থাকিয়া অণ্ডপ্রসবাদি তাহাদের জীবনের তাবৎকর্ম্ম সেই স্থানে নিষ্পন্ন করে; অধিকন্তু যে কোন ব্যক্তির শরীরে এই পক্ষির ছায়া স্পর্শ হয় সে অচিরাৎ রাজা হয়। প্রাচীন ইউরোপীয় ব্যক্তিদিগের সাহায্যে এই গল্প শাখাপল্লবিত হইয়া বিলাতেও বহুকালাবধি প্রচার ছিল। তত্রস্থ লোকেরা কহিত হোমা পক্ষী শিশির পান করত জীবন ধারণ করে, এবং পদ না থাকা প্রযুক্ত উহারা ভূমিস্পর্শ করণে অশক্ত; কাহার মতে ইহারা দগ্ধ হইলে পুনরায় ভস্ম হইতে আপন রম্য পক্ষ ধারণ করত গাত্রোত্থান করে। এই মিথ্যাগল্প মনুষ্য সকলের মনে এমত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে পিগাফেটা নামা প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ যখন এই পক্ষির যথার্থ বর্ণনা করেন তখন সকলে তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল। পরে মার্কগ্রেব ক্লুসিয়স্ এবং বণ্টিয়স্ নামক ব্যক্তি সকলও এই পক্ষি বিষয়ক যাথার্থ্য প্রচারে উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন! ফলতঃ সাধারণ ব্যক্তিরা উপরোক্ত বিস্ময়জনক রম্য গল্পকে দুই এক জনের উপদেশে মিথ্যাবোধ করিলেন না; বরং সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ লিনীয়স্ সাহেব ও এই মিথ্যাগল্পের প্রতি নির্ভর করিয়া এই পক্ষির জাতিবিশেষের নাম নিষ্পদস্বর্গীয় পক্ষী রাখিয়াছেন। মোলক্কা উপদ্বীপে ইহার নাম মানুকো-দেবতা অর্থাৎ দেবতার পক্ষী।

হোমা পক্ষির পদ ও চঞ্চুর অবয়ব ও তাহাদের স্বভাব দৃষ্টে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ঐ পক্ষির জাতি সকলকে সর্ব্বভুগ্* গণ মধ্যে নির্ণয় করিয়াছেন। ইহারা অনেক জাতিতে বিভক্ত হয়; তন্মধ্যে যে জাতিকে নিষ্পদ কহে তাহাই সর্ব্বতোভাবে প্রসিদ্ধ; এবং তাহার প্রতিমূর্ত্তি উপরে মুদ্রিত চিত্রের ১ অঙ্কে নির্দিষ্টা হইয়াছে। পরমেশ্বরেচ্ছায় এই পক্ষী এমত সুকোমল পক্ষে পরিবৃত এবং এতদ্রূপ নানা উজ্জ্বল বর্ণে বিচিত্রিত যে লেখনীদ্বারা তাহার যোগ্য বর্ণনা কদাপি নিষ্পন্না হইতে পারে না; একারণ যৎকিঞ্চিন্মাত্র পাঠক মহাশয়গণের তুষ্ট্যর্থে লিখিতেছি।

প্রথমজাতীয় হোমার নাম "নিষ্পদ হোমা" অপরাভিধান "মরকত-হোমা"। ইহার কণ্ঠস্থ পক্ষ সকলের বর্ণ মরকত অর্থাৎ উজ্জ্বল সবুজ, এবং তন্নিম্নে কাল। চঞ্চূর্দ্ধ-দেশ কাল, এবং তৎপশ্চাৎ মস্তকাবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত হরিদ্রা বর্ণ। পৃষ্ঠ দেশ, পাখা, উদর এবং পুচ্ছ ঘোর তাম্রবর্ণ। পার্শ্বস্থ পক্ষ সকল জাতিভেদে শ্বেত, পীতাক্তশ্বেত, অথবা পাংশুলশ্বেত, কিম্বা উজ্জ্বলরক্তবর্ণ। পুচ্ছের মধ্যদেশস্থ পক্ষদ্বয়ের অগ্রভাগ মহিষাদি পশুর শৃঙ্গ যে বস্তুদ্বারা নির্ম্মিত হয় তদ্রূপ পরমাণুদ্বারা গঠিত, এবং প্রায় ভেড় হস্ত দীর্ঘ।

২ অঙ্কোল্লেখিত পক্ষির নাম "ষট্চূড়ক হোমা"। ইহার মস্তকোপরিস্থিত পক্ষ সকল ছোট, কঠিন, কৃষ্ণ এবং শুক্ল বর্ণবিশিষ্ট; এবং তৎ প্রতি পার্শ্বে কর্ণের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে চূড়ার ন্যায় তিনটা কৃষ্ণ বর্ণের সূক্ষ্ম সূত্র থাকে, ঐ সূত্রের অগ্রভাগ ক্ষুদ্র পক্ষের দ্বারা ভূষিত। ঘাড়ের বর্ণ মরকতের ন্যায়; গল দেশের পক্ষ সকল আঁইসের ন্যায়, এবং ঐ প্রত্যেক পক্ষের মধ্যভাগ মখমলের ন্যায় চিক্কন কাল, এবং তদগ্রভাগ স্বর্ণ মণ্ডিত উজ্জ্বল মরকত বর্ণের অর্দ্ধচন্দ্র রেখার দ্বারা বেষ্টিত। এই পক্ষির পাখা এবং পুচ্ছ মখমলের ন্যায় চিক্কন কৃষ্ণ বর্ণের অসংসৃষ্ট (ছাড়া

* যে সকল পক্ষিরা সকল খাদ্য বস্তু ভোজন করে তাহাদের নাম সর্ব্বভুক্।

ছাড়া) লোমবৎ পালক দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। ঐ পক্ষ ইচ্ছাক্রমে উত্তোলিত হয়। ইহার চঞ্চু এবং পদদ্বয়ের বর্ণ কাল; এবং ইহাদের শরীরের পরিমাণ চঞ্চ্বধি পুচ্ছ পর্য্যন্ত ১৩ অঙ্গুলি।

৩ অঙ্কে নির্দিষ্ট পক্ষির নাম "অতুল্য হোমা"। ইহার বর্ণ অতি উজ্জ্বল, এবং ইহার মস্তকে স্বর্ণ-মণ্ডিত মরকত বর্ণের অতি মনোহর চুড়া হয়।

৪ অঙ্কোক্ত পক্ষির নাম "মেঘবর্ণ হোমা"। ইহার শরীরের বর্ণ অতি সুন্দর কাল; গলদেশের পক্ষ মরকত বর্ণাক্ত; এবং পৃষ্ঠদেশের দীর্ঘ পক্ষ সকল মেঘবর্ণ বিশিষ্ট। ঐ পক্ষসকল ইচ্ছাক্রমে ময়ূরের পুচ্ছের ন্যায় বিস্তৃত হয়। মরকত হোমার পুচ্ছস্থ শলাকার ন্যায় ইহার পুচ্ছে কয়েকটা নমনশীল চেপ্‌টা শলাকা নিবদ্ধ থাকে।

৫ অঙ্কে "সুসজ্জ হোমার" অবয়ব চিত্রিত হইয়াছে। ইহার স্কন্ধদেশে সুচিত্রিত দীর্ঘ পক্ষ সকল আছে, যাহা তদ্দেশে দুই অতিরিক্ত ডানার ন্যায় বিস্তৃত হইয়া থাকে। তদ্রূপ পক্ষ সকল ইহার বক্ষদেশেও আছে। ঐ বক্ষস্থ পক্ষ সকলের বর্ণ অতি উজ্জ্বল, এবং তাম্র নির্ম্মিত কবচের ন্যায় বোধ হয়; ঐ বর্ণ যত ভিন্ন ২ দিগ্‌ হইতে দেখা যায় ততই ভিন্ন ২ বোধ হয়। এতৎ পক্ষির আচঞ্চু-পুচ্ছপর্য্যন্তের পরিমাণ অর্দ্ধ হস্ত।

বেনেট্‌ সাহেব স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লেখেন যে মেকেয়ো নগরে বিল নামা জনৈক সাহেবের ঘরে একটা হোমা পক্ষি নয় বৎসরকাল পিঞ্জর-বদ্ধ ছিল। ঐ সুন্দর জীবের স্বভাব অতি চঞ্চল ও ক্রীড়ানুরক্ত। কেহ তাহার পিঞ্জরের নিকটে আইলে নির্ভয়ে গর্ব্বের সহিত তাহার প্রতি সে দৃষ্টি করিত; এবং সমাদৃত হইলে আহ্লাদ প্রকাশ করত নৃত্য করিত। ইহার ধ্বনি কাকের ন্যায়। বৈশাখ মাস অবধি ভাদ্র পর্য্যন্ত ইহার পক্ষ পরিবর্ত্তনের সময়; এবং তৎ সময়ে ঐ পক্ষী প্রত্যহ দুইবার স্নান করিত; এবং স্নানান্তে পার্শ্বস্থ দৃঢ় পক্ষ সকল এবম্প্রকারে বিস্তৃত করে যে লক্কা পায়রার ন্যায় স্বপুচ্ছদ্বারা আপন মস্তক আচ্ছাদিত করে। ইহার ভক্ষ্য বস্তু অন্ন, অণ্ড, রম্ভা, মিষ্টান্ন, গঙ্গাফড়িং, আর-সুলা এবং অন্যান্য কীট। গঙ্গাফড়িং ভক্ষণে ইহা বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোন প্রকার মৃত কীট গ্রহণ করে না; ও আহার কর-ণেও তাদৃশ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত না। এই অনুপম জীব আপন সুচারু পক্ষ সকলকে পরিষ্কার করণে অতি তৎপর। কদাপি কেহ ইহার অঙ্গে মলা দেখি-তে পায় নাই। তাহার সম্মুখে কেহ দর্পণ আনিলে তাহাতে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া সে অতি সন্তুষ্ট হ-ইয়া আহ্লাদ জ্ঞাপক "হক্‌ হক্‌ হক্‌" ইত্যাকার ধ্বনি করিত। স্বীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে এই বিহঙ্গম অবিরত নিযুক্ত থাকিত, এবং পাছে কোন মলা তাহার রম্য দেহ স্পর্শ করে ইত্যাশঙ্কায় উহা আপন পিঞ্জরের নিম্ন দেশে বসিত না; পীঞ্জরস্থ সর্ব্বোচ্চ দণ্ড আপন উপযুক্ত স্থান জানিয়া সর্ব্বদা তাহাই অবলম্বন করিত।

নিউগিনি এবং তন্নিকটস্থ উপদ্বীপ সকল এই পক্ষির বাসস্থান, এবং তদ্দেশীয় লোকেরা এই পক্ষির পক্ষ বিক্রয় করণার্থে ধনুর্ব্বাণদ্বারা ইহা-দিগকে সর্ব্বদা বধ করে। ধনি ব্যক্তিরা উষ্ণীষো-পরি ধারণ করণার্থে ইহাদিগের পক্ষ বহুমূল্যে ক্রয় করে, কারণ তাহাদের বিশ্বাস আছে যে যে কেহ এই পক্ষ ধারণ করে তাহার সকল কর্ম্মে জয় হয়; এই হেতু এ বস্তুর বিস্তর বাণিজ্য আছে, এবং অনেকে হোমার পর বিক্রয় করিয়া বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছে।

গ্রাম্যগ্রন্থালয়।

গ্রন্থালোচনার ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে হিতোপদেশকর্ত্তা শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা পণ্ডিত লিখিয়াছেন;

অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বল্মীকস্য চ সঞ্চয়ং।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাৎ দানাধ্যয়নকর্ম্মসু॥

অর্থাৎ "অঞ্জনের ক্ষয়, এবং উইপোকার সঞ্চয় দেখিয়া (বিবেচক ব্যক্তি) দান, সৎকর্ম্ম ও পাঠদ্বারা দিবসকে সফল করিবেক"। পরন্তু এবিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন রাখে না। শাস্ত্র সকলই ইহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। গ্রন্থ পাঠ জগৎসম্বন্ধীয় সমস্ত মঙ্গল-প্রাপ্তির প্রধান উপায়। ইহাদ্বারা ঋষিগণ জ্ঞানসাধনের নিয়ম প্রাপ্ত হয়েন; পণ্ডিতগণ আপন পাণ্ডিত্য লাভ করেন; এবং বিষয়িব্যক্তি স্ব স্ব ইষ্ট সাধনের উত্তমোপায় প্রাপ্ত হয়েন। গ্রন্থেতে কৃষি ক্ষেত্র কর্ষণের বিধি সকল জানিতে পারেন; বণিক্ বাণিজ্য ব্যাপারের সন্নিয়ম জ্ঞাত হয়েন; এবং শিল্পকারেরা আপন ২ ব্যবসায়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আহ্লাদের সময় আহ্লাদ, দুঃখের সময় দুঃখমোচনের উপায়, এবং শোকের সময় হৃদ্বোধক বাক্য, গ্রন্থহইতে উদ্ভব হয়। গ্রন্থ কামি জনের সহচর, ধার্ম্মিকের বন্ধু, এবং সকলের উপদেশক। ফলতঃ পুস্তক সকলমঙ্গলের কামধেনু, এবং সকলসদুপদেশের আধার; অতএব কি ভাগ্যবানের অট্টালিকা কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর সর্ব্বত্র ইহা সমরূপে আদরণীয়; এবং সর্ব্বত্রই ইহার ফল তুল্যরূপে বিস্তারিত হয়। উপদেশ গুরুস্বেচ্ছার এবং উপাসনার সাপেক্ষপর, উপদেশাকাঙ্ক্ষির মানসাধীন নহে। কিন্তু পুস্তক সর্ব্বদা আপন কার্য্য-সাধনে প্রস্তুত, এবং জিজ্ঞাসামাত্র আপন বক্তব্য সকল প্রকাশ করে; কদাপি বিরক্তি কি আলস্য কি অনিচ্ছা ব্যক্ত করে না। এতদর্থে এমত উপদেশক যাহাতে সকলের গৃহে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে এমত চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং সে চেষ্টাও কষ্টসাধ্য নহে। প্রতি মাসে এক টাকা মাত্র ব্যয় করিলে পাঁচ বৎসর মধ্যে অনায়াসে এক শত গ্রন্থ সঙ্গ্রহ হইতে পারে; এবং সামান্য বিষয়ি ব্যক্তির তদপেক্ষায় অধিক গ্রন্থ প্রয়োজন হইবেক না। বিশেষতঃ একবার গ্রন্থ সঙ্গ্রহ করিলে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে অনেকে তাহা ভোগ করিতে পারে, এবং এতদ্রূপ বহুকাল ব্যাপক মঙ্গলপ্রদ বস্তুর সঞ্চয়ে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ে যে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন ইহাও বোধ হয় না।

যদিচ যাঁহারা একবার মাত্র গ্রন্থপাঠরূপ সুধাপান করিয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে একশত গ্রন্থ কিছু অধিক নহে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ সঙ্গ্রহ হইলে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যয়ব্যতীত অনায়াসে অনেক পুস্তক-পাঠের উপায় হইতে পারে। পরমেশ্বর আমাদিগকে পরস্পরোপকারার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং আমাদিগের কর্ত্তব্য যে আপন ২ বস্তু পরোপকারার্থে প্রদান করি। বিশেষতঃ গ্রন্থ-ব্যবহার-বিষয়ে কাহার হানি হয় না। এক গ্রামস্থ দশ ব্যক্তি যদিস্যাৎ বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রন্থ-ক্রয় করেন, তবে একশত গ্রন্থের মূল্যে তাঁহারা প্রত্যেকে এক সহস্র গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন; অথচ প্রত্যেকের এক ২ শত গ্রন্থ সঞ্চয় থাকে।

পরন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয় জন-সকল যদি একত্র হওত ঈষদনুগ্রহাবলোকন করিয়া স্বদেশীয় মঙ্গল-বৃদ্ধির উৎসাহ জন্মাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নানা উপায়দ্বারা তদভীষ্ট সাধন হইতে পারে।

ভদ্র ভদ্র স্থানে অথবা গ্রামে২ সর্ব্বসাধারণের সার্ব্বকালিক বংশ-পরম্পরার উপকারার্থে গ্রাম ভেটি ও বারয়েয়ারির ধন অথবা তত্রত্য প্রত্যেক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ ২ মাসিক দানদ্বারা এক এক গ্রন্থালয় স্থাপন করিলে কোন ব্যক্তির ব্যয় ক্লেশ হইবে না, অথচ অতুল উপকার। গ্রন্থের অভাব প্রযুক্ত অনেকে নানা শাস্ত্রালোচনার যোগ্য হইয়াও স্বয়ং গ্রন্থ সঙ্গ্রহে অপারক বোধে আলস্যের হস্তে পতিত হন। অনেকের ইতিহাস ও ভূগোলবৃত্তান্ত শ্রবণে ও পঠনে স্বতই ইচ্ছা জন্মে; কিন্তু তাদৃশ গ্রন্থাদির অভাব প্রযুক্ত নিরর্থক ভৌতিকও মান্ত্রিক গল্প-জল্পনাতে কাল যাপন করেন। এ সকল দুঃখমোচনের সুলভ উপায় সত্ত্বেও নিরুপায় হওয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নহে। যদি সাধারণ উপকারার্থে প্রতি গ্রামে প্রতি গৃহস্থ এক আনা করিয়া প্রদান করেন, তদানুকূল্যেও তত্তদ্গ্রামে গ্রন্থালয় স্থাপন হইতে পারে। তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বিষয় গ্রামভেটি ও বারয়েয়ারির ধন, যেহেতু তদুপার্জ্জনে কাহার ক্লেশ জন্মে না। অনায়াসে অনভিসন্ধিতে কৃপণেও দান করিতে পারে।

আময়া পল্লীগ্রামবাসি জনের প্রতি অমর্ষান্বিত হইয়া দুর্ব্বল পরামর্শপক্ষের উল্লেখ করিতেছি; কিন্তু তাহাই যে সর্ব্বত্রেরই রীতি হউক এমত আমাদের অভিসন্ধি নহে। এতদ্রূপ ভদ্র ধনাঢ্য পল্লীগ্রাম অনেক আছে, যে তাহাতে প্রতি বৎসর মিথ্যা কর্ম্মোপলক্ষে অনেক ব্যক্তি শত ২ টাকার বারূদ পোড়াইয়া ক্ষণিক আমোদ করেন, মিথ্যা সং নির্ম্মাণ করিয়া কত শত মুদ্রা ব্যয় করেন। এমত সকল গ্রামে এক ২ টি উত্তম গ্রন্থালয় না থাকা তত্তদ্গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের কি পর্য্যন্ত নিন্দাকর তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই নিন্দার কারণ কি? গ্রামস্থ ব্যক্তিব্যূহের সৎকর্ম্মে ব্যয় কুণ্ঠতা? কি অনভিজ্ঞতা? কি বিবেক হীনতা? তাহা নহে। এতদ্দেশের রীতি এই প্রকার যে প্রত্যেকেই একাকী অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধ হইব এই মানস করেন, সুতরাং তদভিলাষ সিদ্ধ্যর্থে পরম সাঙ্ঘাতিক কর্ম্মেও তাঁহারা একত্র হইতে প্রবৃত্ত হয়েন না; এবং সেই অপ্রবৃত্তিই এতদ্দেশের সংহারিকা অর্থাৎ উৎসন্ন হইবার বিস্তৃত পন্থা হইয়াছে। পরমেশ্বর যে আমাদিগকে পরস্পরের অধীন করিয়াছেন, ইহা কেহ ক্ষণমাত্রের নিমিত্তে স্বস্ব মনে স্থান দেন না, এবং তন্নিমিত্তেই আমাদিগের জন্ম ভূমির এমত দুরবস্থা।

অনেক সামান্য গ্রামেও সহস্রাধিক গৃহস্থের বসতি আছে। তন্মধ্যে চারি শত ঘর একত্র হইয়া যদ্যপি দুই আনা করিয়া প্রদান করেন তাহা হইলে সহজেই ৫০ টাকা প্রতি মাসে সঙ্গ্রহ হয়, এবং সেই অর্থে এক গ্রন্থালয়ের কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে; অপর গ্রামস্থ জমিদার মহাশয়দিগের পক্ষে একবিঘা ভূমি ও তদুপরি এক গ্রন্থালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া দুষ্কর নহে। গ্রামমধ্যে এমত এক গ্রন্থালয় হইলে গ্রামস্থ সকলে ঐ স্থলে একত্র হইয়া সংবাদ পত্র পাঠদ্বারা জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারেন, মনোহর কবিতা পাঠকরত মনকে প্রফুল্লকরণে সক্ষম হয়েন, ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যা পাঠদ্বারা জ্ঞান জ্যোতিতে ভাসমান হইতে পারেন, স্বগ্রামের মঙ্গলোন্নতির উপায় স্থির করেন, এবং এতদ্দেশের রীতি-নীতির পরিশোধন চেষ্টা করেন। আমাদিগের ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা সাধারণের বিচার জন্য মধ্যে ২ ভাবি বিধি সকলের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু পল্লী গ্রামস্থ জনগণেরা তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারেন না। সে সকল স্থানে সংবাদ পত্রের প্রচ-

লন হইলে সকলেই ঐ পাণ্ডুলেখ্য পাঠ করিয়া তাহার হিতাহিত বিচার করিতে পারেন; এবং পাণ্ডুলেখ্যোক্ত বিধি তাঁহাদের অনিষ্টকর হইলে তদ্বিরুদ্ধে রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করিয়া তাহার নিবারণ চেষ্টা করিতে পারেন। ফলতঃ ঐ স্থান সাধারণের চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় হয়; এবং তথায় অনেকে একত্র আসিয়া পুস্তক ও সংবাদ পত্র পাঠ, পরস্পর মিষ্টালাপ, বায়ুসেবন, গ্রন্থালয়ের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি পুষ্পবাটিকার সৌন্দর্য্য-দর্শন, চতুরঙ্গ ক্রীড়াদি নানা বিধ প্রেমরসে আর্দ্র হইতে পারেন। অদ্য এবিষয়ের অনুষ্ঠান মাত্র লিখিলাম; যদ্যপি পল্লীগ্রামস্থ ভায়ারা আমাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে আমরা ইহাতে পুনর্ম্মনোনিবেশ করিব; এবং যাহাতে সাধারণ লোকে নুতন গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হয়েন এতদর্থে সময়ে ২ বাঙ্গালা গ্রন্থের দোষগুণ বিষয়ক প্রস্তাব প্রচার করিব।

মেদিনীপুরস্থ শ্রীযুক্ত বেলি সাহেব, কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত লাং সাহেব, এবং বীরভূমিস্থ শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল মিত্র মহাশয়দিগের উৎসাহে মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, বীরভুমি, যশোহরাদি বঙ্গদেশের দ্বাদশ স্থানে এতদ্রূপ গ্রন্থালয় স্থাপিত হইয়াছে, অতএব উক্ত সদাত্মাদিগকে আমরা ধন্যবাদ করিতেছি; এবং ভরসা করি দেশ হিতৈষিমহাশয়েরা ইহাঁদের অনুবর্ত্তী হইয়া অন্যত্র এতদ্রূপ মাঙ্গল্য কর্ম্মের সূত্রপাত করিতে ত্রুটি করিবেন না।

জিব্রাশ্রেণীস্থ পশুর বিবরণ।

একশফ অর্থাৎ অখণ্ডখুরবিশিষ্ট পশু সকল শ্রেণীত্রয়ে বিভক্ত হয়, তদ্যথা; প্রথম, যাহাদিগের স্কন্ধ দেশস্থ কেশ দীর্ঘ, এবং নত হইয়া পড়ে, ও মস্তক পুরোভাগে গুচ্ছায়মান অথাৎ ঝুঁটি হয়; ও লাঙ্গুলের মূল পর্য্যন্ত কেশদ্বারা মণ্ডিত হয়; আর জঙ্ঘাদ্বয় ও বাহুদ্বয়ের অন্তঃপৃষ্ঠে কেশ রহিত স্থান অর্থাৎ কড়া চতুষ্টয় থাকে; অর্থাৎ অশ্বশ্রেণী। দ্বিতীয়, যাহাদিগের স্কন্ধস্থ কেশ নত হয় না, ও লাঙ্গুলের অগ্রভাগ মাত্র কেশ দ্বারা মণ্ডিত হয়, আর কেবল বাহুদ্বয়ের অন্তঃপৃষ্ঠে কড়া থাকে; অর্থাৎ গর্দ্দভ শ্রেণী। তৃতীয়, যাহাদের স্কন্ধস্থ কেশও লাঙ্গুল গর্দ্দভের ন্যায়, অথচ শরীর ব্যাঘ্রবৎ কৃষ্ণবর্ণ রেখার দ্বারা চিত্রিত হয়; অর্থাৎ জিব্রা শ্রেণী *। অশ্ব ও গর্দ্দভ শ্রেণীর বিবরণ পাঠক মহাশয়েরা সকলেই জ্ঞাত আছেন অতএব এস্থলে শেষোক্ত শ্রেণীর সংক্ষেপ বিবরণ লিখিতব্য।

আফ্রিকা খণ্ডের দক্ষিণ দেশে জিব্রাশ্রেণীস্থ পশু সকল দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহাদের অবয়ব অশ্বের ন্যায়; মস্তক গর্দ্দভশিরহইতে হ্রস্ব, কিন্তু অশ্বমস্তকহইতে দীর্ঘ। গ্রীবা অশ্বগীবার ন্যায় স্থূলা এবং উচ্চা, ও তত্রস্থ কেশ কঠিন এবং উচ্চ হইয়া থাকে; কর্ণদ্বয় বিরল এবং গর্দ্দভশ্রোত্র বদ্দীর্ঘ; স্কন্ধ অশ্বস্কন্ধের ন্যায় উচ্চ; খুর গর্দ্দভ শফবৎ; লাঙ্গুল গর্দ্দভলাঙ্গুল হইতে অধিক কেশ বিশিষ্ট, কিন্তু অশ্বলাঙ্গুলের তুল্য নহে; দন্ত অশ্বদন্তের ন্যায়। এই পশুরা দিবা ও রাত্রে সম-

* শ্রী হামিল্টন্ স্মিথ সাহেবের গ্রন্থানুসারে এস্থলে গর্দ্দভ ও জিব্রাদিগকে ভিন্ন ২ শ্রেণীতে করা গেল; কিন্তু আমাদিগের মতে এই পশুদ্বয়কে এক শ্রেণী মধ্যে গণ্য করা কর্ত্তব্য, কারণ উক্ত গ্রন্থকার মতে ইঁহাদের বিশেষ লক্ষণ উঁহাদের গাত্রস্থ কৃষ্ণ রেখা; গর্দ্দভে ঐ রেখার অত্যন্তাভাব নহে। গর্দ্দভের স্কন্ধে এক কৃষ্ণ রেখা সকলেই দেখিয়াছেন, এবং ঐ রেখা কোন রজককন্যার দগ্ধকৃত ভাতের কাঠির দ্বারা হইয়াছে ইত্যাদি ইতর গল্প ও অনেকে শুনিয়াছেন; এবং একাধিক রেখা ও অনেকের দৃষ্ট হইয়াছে। কোন ২ ঘোটকের স্কন্ধস্থ কেশ উত্তমরূপে নত হয় না। কিন্তু তাহা জাতিসঙ্করত্বের (অশ্বতরত্বের) ফল এমত বোধ হয়। টাটুর কেশ কর্ত্তন না করিলে নত হয়।



ড্বউ মৃগয়া।

রূপে দেখিতে পায়; এবং যদিও অশ্বের ন্যায় ইহারা সুশিক্ষিত হয় না তত্রাপি মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী বটে, যেহেতু ইহাদের বেগ ও সহিষ্ণুতাশক্তি যথেষ্ট আছে, এবং মনুষ্যদ্বারা বহুকাল পালিত ও লালিত হইলে যে ইহারা অবশ্য সুশিক্ষিত হইতে পারে ইহার যথেষ্ট সম্ভাবনা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাদের দল অশ্ব কি খরজাতির ন্যায় বহুসংখ্যক নহে; এবং তাহাদের ন্যায় ইহাদের প্রতিদলে এক২ দলপতিও নিযুক্ত থাকে না।

জিব্রাশ্রেণীস্থ পশুর বর্ণ শ্বেত, এবং ঈষৎপীত ও কৃষ্ণবর্ণ-রেখা-দ্বারা চিত্রিত। ঐ রেখা এতজ্জাতীয় প্রত্যেকেতে সমরূপে ব্যাপ্তা নহে; এবং তাহার সঙ্কীর্ণতা বা বাহুল্যানুসারে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই জীবদিগকে জাতিত্রয়ে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা; ১ জিব্রাজাতি; ২ ড্বউজাতি; ৩ কুগ্গাজাতি। উক্তজাতিত্রয়ের মধ্যে জিব্রা-জাতি সকলের কনিষ্ঠা। তজ্জাতিগত পশু সকলের পুরোবর্ত্তিখুরহইতে স্কন্ধ পর্য্যন্তের পরিমাণ ২।। হস্ত; অর্থাৎ সামান্য টাটুঘোড়ার ন্যায়। তাহাদের উদর ও জঙ্ঘার অন্তঃপৃষ্ঠ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ উপরোক্তকৃষ্ণরেখাদ্বারা ভূষিত হয়; ও তাহাদের স্কন্ধস্থ কেশ ৩-৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ।

ড্বউজাতি-ভুক্ত পশু জিব্রা হইতে অন্যূন অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ। ইহাদের পদ-চতুষ্টয়ে কৃষ্ণরেখা নাই,

এবং স্কন্ধস্থ কেশ ৭·৮ অঙ্গুলি দীর্ঘ। ঐ কেশ স্কন্ধাবধি মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ছটার ন্যায় শোভমান হইয়া থাকে।

কগ্গা পশু ডৃউ হইতে ও বৃহৎ। ইহাদের অবয়ব প্রায় অশ্বের তুল্য, এবং ইহাদের বর্ণ কুঙ্কুমাক্ত শ্বেত। কৃষ্ণরেখা ইহাদের মস্তক এবং গ্রিবাভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টা হয় না। দক্ষিণ আফরিকা দেশে এই পশুর স্বরানুকরণ ধ্বনিদ্বারা উহাকে "কুক্কা" বা "কুচা" শব্দে কহে। ঐ কুচা সংস্কৃত খচর শব্দের নিকটবর্ত্তি বটে, কিন্তু সংস্কৃত খচর শব্দ যে আফরিকা দেশস্থ কুচা শব্দহইতে উৎপন্ন হইয়াছে এমত বোধ হয় না। কুচা শব্দের অপভ্রংশে ইংরাজেরা এই পশুকে কগ্গা কহে। আফরিকা দেশে বাল নদীর তটস্থ বিস্তৃত মাঠ সকল এই পশুদিগের চরিবার স্থান।

জিব্রাশ্রেণীস্থ পশু অদ্যাপি মনুষ্য-ব্যবহারে নিযুক্ত হয় নাই; কিন্তু উহাদের মাংস অতি কোমল এবং সুস্বাদু জানিয়া আফরিকা দেশের হটেণ্টট্ নামক কাফ্রীজাতীয় ব্যক্তিরা পদব্রজে অথবা অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ায় এতৎ পশু হিংসা করণে সর্ব্বদা ধাবমান হয়, এবং উহাদিগকে বধ করাতে যথেষ্ট আহ্লাদ প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব-পত্রে মুদ্রিত চিত্রে ডৃউ মৃগয়ার ধারা ও তৎ পশুর অবয়ব দৃষ্ট হইবে। চিত্রকর প্রমাদে ডৃউ পশুর স্কন্ধস্থ কেশ অবিকল অঙ্কিত হয় নাই। উচ্চ ছটার ন্যায় চিত্র করা কর্ত্তব্য।

শিখ ইতিহাস।

প্রথম সংখ্যা।


রাবৃত্ত বিষয়ে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের একপ্রকার বীতরাগই আছে। ইহার মুখ্য কারণ এই যে পূর্ব্বাপর যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ অস্মদ্দেশে প্রচলিত তন্মধ্যস্থ পুরাবৃত্ত সকল অলৌকিক ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ। ভগবান্ বাল্মীকি ও বেদব্যাস কৃত রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থ সকল ইতিহাসস্থানে অভিষিক্ত হইয়া দেশমান্য ও সর্ব্বাগ্রগণ্যরূপে গণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তত্তদ্ গ্রন্থে দৈব-চরিত্রের বাহুল্য হেতুক তৎ সমস্ত উৎকট বর্ণনা মনুষ্য চরিত্রমধ্যে গ্রাহ্য করা দুরূহ। বিশেষতঃ বহুকালাবধি এতদ্দেশীয়দের ভিন্ন দেশে গতায়াত একেবারে রহিত হওয়াতে—তথা হিন্দুস্থানের ভিন্ন২ রাজ্যে গমনাগমনের প্রথাও সর্ব্বদা প্রচলিতা না থাকাতে, অন্যান্য দেশীয় মনুষ্যদের অবস্থার প্রতি আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টিপাত নাই। পরন্তু মনুষ্য যেমত স্বদোষদর্শনে সর্ব্বদা অন্ধ হইয়া ভিন্ন ব্যক্তিতে তদ্দোষ দর্শনমাত্রেই অনায়াসে তাহাকে নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, তেমনি স্বদেশপ্রচলিত আচার যাহা বাল্যকালে সংস্কার সিদ্ধ হইয়া যৌবনদশায় যুক্তি সহকারে গাঢ়তা প্রাপ্তি পূর্ব্বক পরিণামে অভ্যাসবশতঃ আদরণীয় হয়, ভিন্ন দেশে তৎ সদৃশ চরিত্র দৃষ্ট হইলে বিবেচনার অধীন হইয়া সহজেই নিন্দনীয় জ্ঞান হয়। ইহার কারণ এই, যে জগতের অধিকাংশ লোক স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা সাংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করে না, কিন্তু পরকীয় দৃষ্টান্তের আলোকদ্বারা স্বীয় জ্ঞানরূপ প্রভাকে পরাজিতা করিয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করে; পুরাবৃত্তপাঠে যে ঐ সকল মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধি, বহু দর্শন, ও সদসৎ বিবেচনার ক্ষমতা হয়, ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিতে হইবেক। এক্ষণে যে সকল মহাত্মারা বঙ্গভাষা প্রচলিতা করিবার কল্পনায় ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে আদৌ ইতিহাসাদির রচনা ও অনুবাদ করণে নিপুণ হইয়া তদ্বিষয়ে সাধারণের যাহাতে অভিরুচি জন্মে



তাহাই করেন। এতৎ পত্র উক্ত বৃত্তের বৃত্তি, এবং তন্নিয়ম সাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবেক। সম্প্রতি শিখদিগের ইতিহাস প্রস্তাব করা যাইতেছে।

শিখদিগের উপাখ্যান শ্রবণে কে না উৎসুক হইবেন? যাহাদিগের বল-বীর্য্য-পরাক্রমের সৌরভ সিন্ধু-নদীর তীরহইতে উত্থিত হইয়া নানাদিগ্‌দেশে ভ্রমণ করিতেছে; যাহাদিগের বিপুল সাহসের গৌরব স্বগৌরবে গর্ব্বিত ইউরোপীয়েরাও স্বীকার করেন; এবং যাহাদিগের সহিত কএক বৎসরাবধি ঘোরতর সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিয়া আমাদিগের শাসনকর্ত্তারা ব্যয় ও পরিশ্রমের কিঞ্চিন্মাত্র ও ত্রুটি করেন নাই; সেই সমরকুশল ভীমপরাক্রমিদিগের বার্ত্তা অন্তঃপুরবাসিনী সীমন্তিনীগণেরা ও অন্তঃপুরে থাকিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন যে বর্ষে২ বুড় সাহেব শিখযুদ্ধের নিমিত্ত পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন, এবং ঐ যুদ্ধ-যাত্রার ফল কি ইহা জানিতে তাঁহারা যে অবশ্য ইচ্ছান্বিত হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি? সেই শিখদিগের দেশ ও সামান্য দেশ নহে। প্রথম কল্পে লাহোর মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজধানী; দ্বিতীয়, পৃথিবীর সুরম্য উদ্যান কাশ্মীর, যথায় মনুষ্যের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ শাল-বস্ত্র প্রস্তুত হয়; তৃতীয়, অম্বরসহর লুধিয়ানা প্রভৃতি বহুতর দেশ যথায় নানাবিধ উপাদেয় বস্তু সকল উৎপন্ন হয়। তথাকার পর্ব্বতের বায়ুতে এবং নদনদীর সলিলেতে মনুষ্যকে দেবতুল্য পরাক্রমশালী করে।

তথায় অনেক সুবিখ্যাত মহাত্মা সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঐ দেশ নানাবিধ প্রসিদ্ধঘটনার আধার; অতএব এবম্প্রকার দেশের উপাখ্যান কে না ব্যগ্রচিত্তে এবং ঐকান্তিক মনে শ্রবণ করিতে উৎসুক হইবে? বিশেষতঃ তদ্দেশ অস্মদাদির স্বদেশ, যেহেতুক উহা হিন্দুদিগের আকরস্থান; হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তী; এবং শিখেরা হিন্দুমধ্যে পরিগণিত।

হিন্দুস্থানের পশ্চিমাংশে প্রবল বেগবতী পঞ্চ নদী আছে। ঐ নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গতা হইয়া হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমাংশস্থ সমস্ত ভূমিকে সুচারুরূপে আর্দ্র করিয়া সুরম্য উদ্যানের স্বরূপ করত দক্ষিণাভিমুখে বহুদূর গমন করিয়া পরে একত্র মিলিতা হয়। এই পঞ্চ নদীর মধ্যে সিন্ধুনদী শ্রেষ্ঠা; অপর চারি নদী উহার শাখা নামে বিখ্যাতা; এবং যে সমস্ত ভূমি ঐ নদীপঞ্চের রসে (অপে) সিক্তা হয় তাহার নাম পঞ্জাব (পঞ্চাপ্) অর্থাৎ পঞ্চবেণী অথবা পঞ্চনদীর দেশ।

উক্ত পঞ্জাব-দেশস্থ লাহোর নগর হইতে প্রায় ত্রিংশৎ ক্রোশ অন্তরে বিপাসা নদীর তীরবর্ত্তি রায়পুর গ্রামে কালুবেদী নামে এক ক্ষত্রিয় ছিল। ১৫২৬ সম্বতে নানক নামে তাঁহার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সেই নানক হইতে নানক-পন্থি সম্প্রদায়ের এবং শিখ নামক জাতির সৃষ্টি হয়। শিখ শব্দে শিষ্য; ঐ শব্দ মূর্দ্ধন্যষকার প্রযুক্ত উপরোক্ত মতেই পশ্চিম প্রদেশে উচ্চারিত হয়, অতএব যাহারা নানকের শিষ্য তাঁহারাই শিখ নামে বিখ্যাত।

নানক প্রথমাবস্থায় বাণিজ্য বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া শস্যাদির ক্রয় বিক্রয় করিতেন। পরে তাহার বয়োবৃদ্ধির সহিত ধর্ম্মচর্চ্চারও বৃদ্ধি হইল, এবং তিনি ধর্ম্ম চিন্তায় গাঢ়রূপে মনঃসংযোগ করিয়া হিন্দু ও মোসলমান ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হওত নানা দেশে ভ্রমণপূর্ব্বক ক্রমে আপন শিষ্যদিগকে স্বীয়মতে দীক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে বেহলোল লোদী নামক পাঠান রাজা দিল্লির অধীশ্বর ছিলেন; এবং পঞ্জাবাদি ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ সকল তাঁহার শাসনাধীন ছিল। ঐ সকল প্রদেশ সুবেহদার, রায়, অথবা ফৌজদার, অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধিদ্বারা শাসিত হইত, এবং ঐ প্রতিনিধিরা উপরোক্ত অধীশ্বরকে কর প্রদান করিতেন। যিনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তেঁহ নানকের প্রতি অনুগ্রহ করিতেন। তদনুগ্রহে নানক নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। নানকের তীক্ষ্ন বুদ্ধি এবং ধর্ম্ম বিষয়ে অভিনিবেশদ্বারা তৎকালের প্রচলিতমতে শীঘ্র দোষারোপ হইয়া উঠিল, এবং তাহার সংশোধন করার আবশ্যকতা বোধে তাঁহার মনোমধ্যে এক প্রবল অভিপ্রায় হইল। দেশ পর্য্যটন ও ঈশ্বরোপাসনা ও বিদ্যাধ্যয়ন জ্ঞানবৃদ্ধির উপায় ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরদেশে গমন করিলেন। পরে ভারতবর্ষের অনেক স্থান ও (কথিত আছে যে) মুসলমানদিগের তীর্থ মক্কা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করত প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সন্ন্যাসির বেশ ত্যাগ করিয়া গৃহ প্রবেশ ও ধর্ম্মোপদেশে প্রবৃত্ত হইলেন। দবস্তান মোজাহেব নামক অতি প্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থে অন্যান্য সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক গুরুদিগের ন্যায় নানকেরও অনেক অলৌকিক উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকল মিথ্যাগল্প পাঠক বর্গের বিশ্বাসযোগ্য নহে, অতএব তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন রাখে না। নানক স্বয়ং ও ঐ সকল ঐশীশক্তিজ্ঞাপক অলৌকিক কীর্ত্তির যশোভিলাষী ছিলেন না।

তেঁহ কহিতেন যে "মন্ত্রের সত্যতাই শিক্ষকের বল; ঈশ্বরাজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র তাঁহার উপযুক্ত নহে"। এবং কোন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহাকে কোন অদ্ভুত কীর্ত্তি করণার্থে অনুরোধ করাতে তেঁহ কহিয়াছিলেন;

"আদৌ তুমি ক্লেশ প্রাপ্ত না হইয়া অগ্নি-প্রবেশ কর"।

"কেবল প্রস্তর খণ্ড তোমার জীবন ধারণের উপায় হউক"।

"এই পৃথিবীকে পদাঘাতে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হও"।

"এবং তুলে স্বর্গের পরিমাণ নিরূপণ কর"।

"পরে আমাকে এমত কর্ম্মের নিমিত্তে অনুরোধ করিও"।

(আদিগ্রন্থ, মধ্যে রাগ)

পরন্তু অদ্ভুত কীর্ত্তি বিষয়ে নানকের এতদ্রূপ দ্বেষসত্ত্বে ও তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার প্রতি নানাবিধ অলৌকিক কর্ম্ম কর্তৃত্বারোপণ করিয়াছে। কথিত আছে যে তাঁহার প্রতি তাঁহার শিষ্যদিগের কি পর্য্যন্ত বিশ্বাস আছে ইহা নিরূপণ করণার্থে কোন সময়ে এক মৃত মনুষ্য দেখিয়া নানক স্বীয় শিষ্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে "এই শবমাংস আহার কর'। তাহাতে সকলে অস্বীকার করিল, কেবল লেহনানামা এক জন শিষ্য গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনে উদ্যত হইল; কিন্তু ঐ শবোপরিস্থিত বস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র দেখেন যে ঐ শব নাই, এবং তৎস্থানে নানক শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। গুরু আজ্ঞা পালনে লেহনাকে এমৎ ব্যগ্রচিত্ত দেখিয়া নানক আনন্দ পূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করত কহিলেন "তুমি আমার শরীর, তোমাতে আমার আত্মা অবস্থান করিবেক"। হিন্দুস্থানীয় ভাষায় "আমার শরীর" অথবা "স্বীয় শরীর" পদের প্রতিশব্দ "অঙ্গ খোদ;" এবং লেহনার নাম "অঙ্গ খোদ" শব্দের অপভ্রংশে অঙ্গদ হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় স্বীয় অতুল্য পারিপাট্যদ্বারা নানকসাহের মতের মর্ম্ম সঙ্গ্রহ করিয়া উক্ত পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব যাঁহারা নানকপন্থিদিগের বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে উক্ত পত্রে ঐ প্রস্তাব পাঠ করুন্। তথাহইতে এস্থলে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করাগেল। "গুরু নানক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে পরমেশ্বর একমাত্র, অদ্বিতীয়, নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নিত্য, সত্য, স্বয়ম্ভু, পরাৎপর ও বাক্য মনের অগোচর। তিনি সকল প্রভুর প্রভু; এবং শিব, বিষ্ণু, মহম্মদ, ইহারা সকলই তাঁহার অধীন্। নানক পরমেশ্বরকে অনাদি, আদিম, ও সত্য বলিয়া উচ্চারণ করিয়াছেন। নানকের কবিতা পাঠ করিলে বোধ হয়, তিনি হিন্দু-বৈদান্তিক ও মোসলমান সূফি এই উভয়ের মত সঙ্কলন করিয়া স্বীয় মত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার বেদান্তদর্শনের মত অবগত থাকা অবশ্যই সম্ভবে, এবং পারসিক গ্রন্থকারেরা লেখেন তিনি এক মোসলমান ফকিরের নিকট মোসলমানশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন; ও তৎসমুদয় স্বীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে জীবাত্মার ••• শুভাশুভ কর্ম্মানুরূপ উত্তমাধম জন্ম গ্রহণ অঙ্গীকার করিতেন। "চক্র যেমন নাভির উপর ঘূর্ণিত হয়, এ জীবন ও সেইরূপ; ও নানক! যাতায়াতের অন্ত নাই"। তিনি বহুতর স্বর্গ লোক স্বীকার করিতেন, আর বেদান্তবাদিদের ন্যায় তাঁহার মতে শরীর ভ্রমণ নিবারণ পূর্ব্বক মায়া প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে

লীন হওয়াই পরম পুরুষার্থ।. ••• যদিও নানক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির অস্তিত্ব ও দেবত্ব স্বীকার করিতেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুর আরাধনা করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছেন"।

ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও শুভকর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে তিনি পুনঃপুনঃ বিধি দিয়াছেন। এবং জাতিভেদ উৎসন্নকরিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং হিন্দু মোসলমান, সকল জাতি হইতে শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে দলাক্রান্ত করিয়াছিলেন।

নানকের পরলোক প্রাপ্তির সময় * শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামক তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে শ্রীচন্দ্র উদাসীন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং লক্ষ্মীদাস বিষয় মদে মত্ত হইয়া ধর্ম্ম চিন্তায় বিমুখ ছিলেন; অতএব নানকের পরলোক-প্রাপ্তির পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য লেহনা আপন গুরুর পদাভিষিক্ত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত অঙ্গদ নামে বিখ্যাত থাকিয়া শিখ ধর্ম্ম বিস্তার করত ১৬০৯ সম্বতে লোকান্তর গত হয়েন।

অঙ্গদের পর তাঁহার শিষ্য অমরদাস, এবং পরে তাঁহার জামাতা রামদাস † ও দৌহিত্র অর্জ্জুন গুরুপদাভিষিক্ত হইয়া নানকের মত বিস্তার করেন। রামদাস আক্‌বর বাদ্‌সাহের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়াছিলেন; এবং তদনুগ্রহে লাহোর নগরের কিঞ্চিৎ দূরে এক খণ্ড ভূমি প্রাপ্ত হয়েন। ঐ ভূমিতে তিনি এক পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার নাম অমৃত সরোবর রাখেন। উক্ত সরোবর এবং তচ্চতুর্দিকস্থিত নগর অমৃতসর নামে এইক্ষণে অতি প্রসিদ্ধ আছে।

অর্জ্জুনদ্বারা শিখদিগের শ্রীপাট অমৃতসরে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং শিখধর্ম্ম সংস্থাপক উপদেশ বাক্যসকল একত্র সঙ্গৃহীত হইয়া শিখদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ সম্পন্ন হয়। ঐ সঙ্গ্রহের নাম "আদি গ্রন্থ"। আধুনিকেরা ঐ পুস্তক কে "গ্রন্থ" শব্দেও কহিয়া থাকে। অঙ্গদ-নানকের উপদেশবাক্য সকল সঙ্গ্রহ করিয়া ছিলেন, এবং তৎপরে অপর গুরুরাও তাঁহাদের পূর্ব্বতন উপদেশকদিগের বাক্য একত্র করেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ সঙ্গ্রহ কে ধর্ম্মগ্রন্থ-পদে অভিষিক্ত করেন নাই। অর্জ্জুনকৃত সঙ্গ্রহে নানকাদি শিখ-ধর্ম্ম-প্রচারক অনেকেররচনা একত্র করা হইয়াছে।

উক্তগ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রথম খণ্ডের নাম "জপজি" অথবা "গুরুমন্ত্র"। উহা নানক দ্বারা রচিত; এবং সেই অংশ ধার্ম্মিক শিখেরা প্রতিনিয়ত প্রাতঃকালে পাঠ করিয়া থাকেন; ফলতঃ উহা শিখদিগের প্রাতঃসন্ধ্যার মন্ত্র। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম "সোদর রিয়া রাস"। ইহা নানকদ্বারা রচিত হইয়া পরে রামদাস ও অর্জ্জুনদ্বারা প্রচলিত হয়। এই খণ্ড শিখদিগের সায়ংসন্ধ্যার মন্ত্র। তৃতীয় খণ্ডের নাম, "কীরৎ সোহিলা"; এবং উহাতে ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন সকল আছে। চতুর্থ খণ্ড ৩১ প্রকরণে বিভক্ত, এবং ঐ প্রকরণ সকল শ্রী, গৌরী, আসা, গুজ্জরী, দেবগান্ধার, বেহাগরা ইত্যাদি রাগ ও রাগিণীর নামে বিখ্যাত; ফলত শিখদিগের গুরু ও ভক্ত সকলের রচিত পরমার্থ বিষয়ক ভজন ও গীত সমূহ এই খণ্ডের প্রতিপাদ্য; এবং ঐ সকল গান যে২ রাগে গীত হইয়াছিল তদনুসারে প্রকরণবদ্ধ হইয়াছে। আদিগ্রন্থের অধিকাংশ এই গীত সকলে পরিপূর্ণ। পঞ্চম খণ্ডের নাম "ভোগ্"। এই খণ্ড নানক ও অন্যান্য শিখগুরু ও নয় জন ভট্টের রচিত কবিতাসমূহে সঙ্কলিত। ষষ্ঠ খণ্ডের নাম "ভোগ্‌কি বাণী;" এবং নানক রচিত স্তব ও শিখদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধায়ক বাক্যসকল তৎ খণ্ডের সার।

* ১৫৯৬সম্বতে রাবিনদী তটস্থ কর্ত্তারপুর গ্রামে নানকের মৃত্যু হয়।
† রামদাসের জন্ম সময় সম্বৎ ১৫৮১, ও মৃত্যু সময় সম্বৎ ১৬৩৮।

আদিগ্রন্থ অপভ্রংশ হিন্দিভাষায় রচিত, এবং পঞ্জাবি অক্ষরে লিখিত হয়। উক্ত অক্ষর শিখ গুরুদিগেরদ্বারা ব্যবহৃত হয় একারণ সেই অক্ষরকে "গুরুমুখি" শব্দে ও কহে। ভোগ খণ্ডে নানককৃত ৪ টা ও অর্জ্জুন কৃত ৯১ টা সংস্কৃত শ্লোক আছে।

অর্জ্জুনদ্বারা শিখধর্ম্ম নানাবিধ নিয়মের বশীভূত হয়, এবং তাঁহাদ্বারা শিষ্যদিগের নিকট হইতে নিয়মিত কর সঙ্গ্রহের ও প্রথা স্থাপিতা হয়। ফলতঃ অর্জ্জুন নানা উপায়দ্বারা শিখ ধর্ম্মের বিস্তার ও শিখদিগের উন্নতি করেন। অর্থোপার্জ্জনে তিনি যথেষ্ট ব্যগ্র ছিলেন; এবং শিষ্যদিগের নিকট যে কর প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বাণিজ্য দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল; এবং অনেক উচ্চপদস্থ লোকদ্বারা তেঁহ সমাদৃত হইয়াছিলেন। লাহোরের দেওয়ান শ্রীচণ্ডু সাহ অর্জ্জুনের পুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে উৎসুক ছিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতে সম্মত হইলেন না। খোসরো নামক রাজ পুত্র যখন আপন পিতা জাহাঙ্গির বাদসাহের সহিত বিবাদ করেন তখন অর্জ্জুন তাঁহার মঙ্গলার্থে ঈশ্বরের ভজনা করিয়াছিলেন। এতন্নিমিত্ত জাহাঙ্গির তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন, এবং ঐ কারাগারে ১৬৬৩ সম্বতে তাঁহার কাল হয়। অর্জ্জুনের শিষ্যেরা তাঁহার যশোবৃদ্ধির নিমিত্তে কহিয়া থাকে যে তিনি রাবি নদীতে স্নান করিতে কোন সময়ে অবকাশ পাইয়াছিলেন, এবং সেই ছলে অবগাহন কালে আপনার রক্ষক মণ্ডলীর মধ্যহইতে অন্তর্হিত হন।

শিখদিগের অবয়ব, ও তাহারা কিরূপে বস্ত্রাদি পরিধান করে, তাহা কলিকাতাস্থ সকলেই জানেন; কিন্তু পল্লিগ্রামস্থ পাঠক মহাশয়েরা ও স্ত্রীলোকেরা অনেকেই শিখকিগকে দেখেন নাই, অতএব তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্তে ১১ পৃষ্ঠায় শিখদিগের এক ছবি মুদ্রিত করা গেল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কৌতুক কণা।

ভৌত বিচার।

রাজদ্বারে এক হস্তি দেখিয়া কোন এক ন্যায়বিশারদ বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে, এ কি আশ্চর্য্য বস্তু"? তাঁহার সমভিব্যাহারী বৃহৎকায় কৃষ্ণবর্ণ জীব ও তাহার শ্বেত দন্ত দেখিয়া কহিলেন "বন্ধো! এটা অন্ধকার, মূলা ভক্ষণ করিতেছে"। প্রথম ব্যক্তি আপনার ন্যায় ব্যুৎপত্তিপ্রসাদে হস্তির কর্ণদ্বয় দেখিয়া অনায়াসে তর্ক করিলেক; "যদি তাহাই হইবে, তবে কুলা সঞ্চালন কেন করিতেছে?" তৎসহচর স্বীয় মীমাংসায় দোষারোপ দেখিয়া কহিলেক, "এ একটা মেঘ, এবং তাহাতে বকপঁক্তি উড়িতেছে"। ন্যায়বিশারদ কহিলেন; "সখে, তাহাও নহে, কারণ মেঘের চারিটা স্তম্ভ নাই"। সহবাসক্রমে সমভিব্যাহারী স্বীয় সখার ন্যায়ব্যুৎপত্তির ঘ্রাণ পাইয়াছিল, অতএব প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিল, "তবে এটা কোন বান্ধব, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছে, 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ'। প্রথম ব্যক্তি প্রখরচতুরতার বলে হস্তি শুণ্ড দেখিয়া বিতণ্ডা করিল, "যদি তাহাই হইবে, তবে লগুড় নাড়িবার প্রয়োজন কি"? "তবে এটা কোন বস্তুর ছায়া"। সখা শিরশ্চালন পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর দিল, "উহুঁ, তাহাও নহে, যেহেতুক ছায়ার গর্জ্জন সম্ভবে না"। দ্বিতীয়

ব্যক্তি ইহাতে বিশেষ বিবেচনা করিয়া মীমাংসা করিল, "যে তবে এটা কিছুই নহে"। এবং ঐ মীমাংসায় উভয়ে সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পৈত্রিক দৃষ্টান্তের আলোক।

জনেক নগরবাসী এক নাবিককে জিজ্ঞাসা করিল; "তোমার পিতার কিরূপে মৃত্যু হইয়াছিল"? নাবিক কহিল; "তিনি জল মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন"। নগরবাসী জিজ্ঞাসিল; "তোমার পিতামহের কি রূপে কাল হয়"। সে প্রত্যুত্তর দিল; "তিনি ও জল মগ্ন হন"। নাগর পুনঃ প্রশ্ন করিল; "তোমার প্রপিতামহ কি প্রকারে পরলোক প্রাপ্ত হন"? সে উত্তর দিল; "তিনি ও জলে ডুবিয়া মরেন"। নাগর কহিল; "যাহার তিন পুরুষ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে সে কি বিবেচনায় পুনঃ সমুদ্র যাত্রা করে; আমি হইলে আর কদাপি সমুদ্রে গমন করিতাম না"। ইহাতে নাবিক প্রশ্ন করিল; "তোমার বাপ কি রূপে মরেন"? নাগর কহিল; "কেন? তিনি পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যায় শয়ন করত পরলোক প্রাপ্ত হন"। নাবিক জিজ্ঞাসিল; "তোমার ঠাকুর দাদা ও তাঁহার বাপ কেমন করে মরেন"? সে সক্রোধে কহিল; "কেন? আমার পিতামহ ও প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ আদি সকলেই ভদ্রলোকের ন্যায় শয্যায় শয়ন করত স্বচ্ছন্দে স্বর্গপ্রাপ্ত হন"। নাবিক কহিল; "ভাই, যাহার সাত পুরুষ শয্যায় মরিয়াছে সে কি ভরসায় ফের শেজে শোয়; আমি হৈলে বিছানার কাছেও যাইতাম না"।

তবে আমি ঘুমচ্ছি।

কেহ আপন সখাকে প্রাতঃকালে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেন; "বন্ধো, তুমি কি নিদ্রিত আছ"? শয্যাস্থ ব্যক্তি কহিলেক "কেন"? সখা প্রার্থনা করিলেন; "আমার একটা টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, যদি তুমি জাগ্রৎ থাক তবে উঠিয়া তাহা আমায় কর্জ্জ দিলে ভাল হয়"। সে কহিল; "তবে আমি ঘুমচ্ছি"।

এক চোক্ ভাল কি দুই চোক্ ভাল?

জনেক একচক্ষুর্হীন আপন অবশিষ্ট নয়নের প্রশংসায় কহিতেছিল যে আমি ঐ নয়নদ্বারা অনেক দিনেত্রব্যক্তি হইতেও অধিক দেখিতে পাই। তৎসভাস্থ কোন দ্বিনেত্রবলগর্বিত এতদ্বাক্যে অমর্ষান্বিত হইয়া কহিলেন, "যদি তুমি একথা সপ্রমাণ করিতে পার তবে আমি তোমাকে শত মুদ্রা দিব"। অন্ধ ঐ পণে স্বীকৃত হইয়া কহিলেক; "আমার মুখের উপর তুমি কি দেখিতেছ"। দ্বিনেত্রবলগর্বিত ব্যঙ্গ্য করত কহিল; "তোমার এক চক্ষু"। অন্ধ কহিলেক; "ভালই, তবে আমি অধিক দেখিয়াছি, কারণ তোমার দুই নয়ন আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, অতএব পণের একশত টাকা আমাকে দেও"।

এক হাজার টাকার পা।

এক দিবস কয়েক জন আহ্লাদানুরত নায়ক কোন খঞ্জকে তাহার বক্র পদের নিমিত্তে উপহাস করাতে সে তাহার সরল পদ বাদিদিগের সম্মুখে বক্রভাবে রাখিয়া কহিলেক; "তোমরা কি মিছে ব্যঙ্গ্য করিতেছ, আমি সহস্র মুদ্রা পণ রাখিয়া কহিতে পারি যে এই সভায় এ পদহইতেও বক্র পদ আছে"। সভাস্থ সকলে ঐ ব্যক্তির পদ ও বাক্যের ভঙ্গি প্রতি বিবেচনা না করিয়া কহিল "যে আমরা এই পণ গ্রাহ্য করিলাম, এই সভায় ঐ পদ হইতেও বক্র পদ যদ্যপি তুমি দেখাইতে পার তবে তোমার জিত"। খঞ্জ হাস্য বদনে আপন ভগ্ন পদ বাড়াইয়া কহিলেন, "তবে এই দেখ এক বাঁকা পা, এবং তাহার দর্শনী হাজার টাকা দেও।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

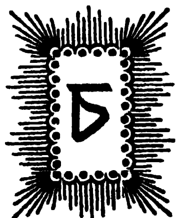
পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৩, অগ্রহায়ণ। [২ সংখ্যা।



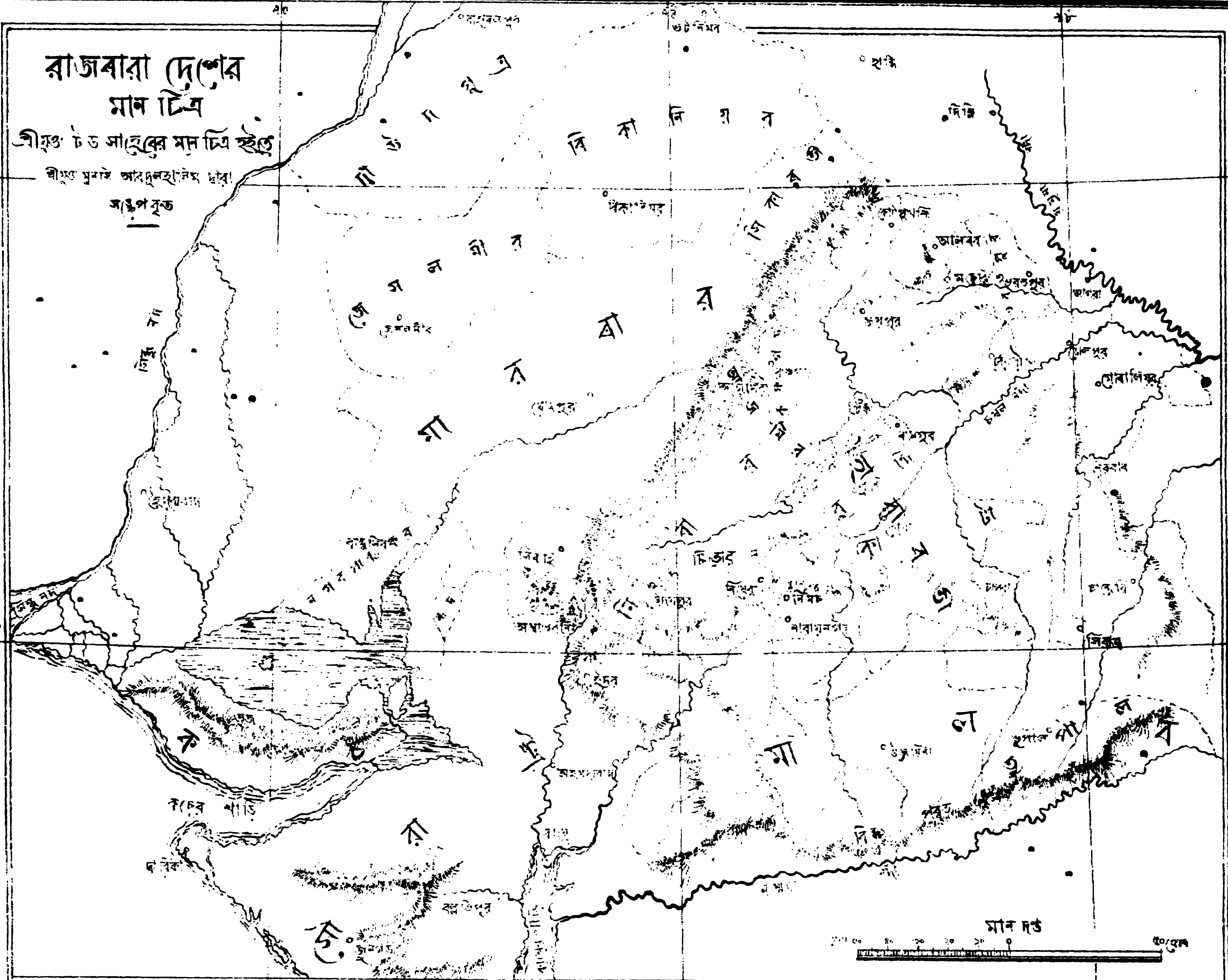
রাজপুত্র-ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।



চন্দ্র ও সূর্য্য বংশীয় রাজাদিগের বিপুল মহিম-বর্ণনে ও যশঃকীর্ত্তনে ইতিহাস ও পুরাণ-সকল নিয়ত নিযুক্ত আছে; কিন্তু তাহাদের একণকার জনগণের সহিত সম্বন্ধ-ধারা ও মহিমা বঙ্গভাষায় অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই। পরন্তু তাহাদের ইদানীন্তনের ইতিহাস প্রকাশ না থাকায় যে তাহা জ্ঞাতব্য নহে এমত নহে। ভারতবর্ষ যেমত বিস্তৃত, চান্দ্র ও সৌর-বংশও তদ্রূপ। হিমালয় পর্ব্বত অতি উচ্চ; কিন্তু উক্ত বংশদ্বয়ের রাজাদিগের কীর্ত্তিধ্বজা তাহাহইতে খর্ব্ব নহে। আসমুদ্র-হিমালয় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সীমা; কিন্তু সৌর রাজারা ঐ সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। কাবুল, কান্দার, বামিয়ন, বল্ল ইত্যাদি দেশ-সকল, যত্রত্য মো-

সলমানেরা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছে, ও হিন্দুস্বাধীনতা উৎসন্না করিয়াছে, সেই সকল দেশ কোন কালে সৌর-রাজাদিগের দণ্ডাধীন হইয়াছিল; কোন সময় তথাকার লোকেরা হিন্দু-আজ্ঞাবহ হইয়া কালযাপন করিত। সেই বংশের কি প্রচণ্ড প্রতাপ, যাহা সহস্র ২ বৎসর পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে ভারতবর্ষে রাজ্য করিয়া আসিতেছে! যাহার শাখা অদ্যাপি হিমালয় শিখরে ও মিবার দেশে রাজসিংহাসনোপবিষ্টা আছে! কালের করাল গ্রাসে সকলই পতিত হয়, এবং সৌরবংশ ও ঐ নিয়মাধীন হইয়া পুনঃ২ গৌরব-হীন ও শাখা-পল্লব-চ্যুত হইয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার আবহমান রাজ্যের কদাপি বিচ্ছেদ হয় নাই। রাজপুত্র সম্বন্ধে ইতিহাসবেত্তা টড সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা সৌর ও চান্দ্র বংশীয় সমস্ত রাজাদিগের প্রতি উত্তমরূপে প্রয়োগ হয়। "হিরোডোটস্ এবং জিনোফন্ যদ্রূপ গ্রিক দেশের ইতিহাস লিখিয়া তদ্দেশীয় মহাত্মাদিগের কীর্ত্তি সকল বর্ণন করত চিরস্মরণীয় রাখিয়াছেন, সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের ইতিহাস তদ্রূপ সুচারু লেখকদ্বারা সুরচিত হইলে তাঁহাদের কীর্ত্তি-সকল তুল্যরূপে মান্য ও পুজনীয় হইত"। কিন্তু, হায়! ভারতবর্ষের ইতিহাস সকল লোপ হইয়াছে! মহাকবি বাল্মীকিদ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের পৌরুষপ্রতাপ জগদ্বিস্তৃত ও সকলের মনে বিকসিত হইয়াছে; এবং ভগবান ব্যাসদেব ইন্দুবংশের যে গুণগান করিয়াছেন তাহার প্রতিধ্বনিদ্বারা অদ্যাপি সকলের অন্তঃকরণ ব্যাপিত আছে; কিন্তু ঐ বংশদ্বয়ের পশ্চাৎ পর কি অবস্থা হয়, তাহাদের শাখা সকল ভারতবর্ষে কি প্রকারে বিস্তৃতা হয়; কোন দেশে কোন শাখা স্থাপিতা হয়; তাহাদের দ্বারা কি২ মহৎ-কর্ম্ম নিষ্পাদিত হয়; এবং তাহাদের কি প্রকারেই বা লোপ হয়, তাহার নানাবিধ বিবরণ সত্বেও কোন ইতিহাসবেত্তা অদ্যাপি তাহার সমন্বয় ও সার-সঙ্গ্রহ করেন নাই। যে সকল সৌর শাখা এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের অধিকাংশের আধুনিক বাসস্থান রাজবারা দেশ। ঐ দেশে উক্ত বংশের ৩৬ শাখা "ছত্রিশ রাজ কুল" নামে অদ্যাপি বিরাজমান আছে। এই ছত্রিশ কুলের সমষ্ট্যাখ্যা "রাজপুত্র"; এবং তাহারা নানা বিধ অনুশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এতদ্বংশজাত ব্যক্তি ব্যূহেরা মহাতেজস্বী এবং হিন্দুজাতি-শ্রেষ্ঠ। রাজপুত্র নাম হওয়াতে কেহ ২ ইহাদিগকে বর্ণশঙ্কর জ্ঞান করে; কিন্তু সে ভ্রম মাত্র। রাজপুত্র কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে ইহাদের বংশাবলির সমূহ বিবরণ বিস্তার আছে; এবং ঐ কুলজি সমস্তই যে মিথ্যা এ কথার পোষক কোন প্রমাণ নাই। রাজবারা দেশে প্রস্তাবিত বংশদ্বয়ের বহুকালাবধি বাস হওয়াতে তাহাদের আধুনিক ইতিহাস রাজবারা দেশের ইতিহাসের সহিত ঐক্য হইয়াছে; একের ইতিহাস বিস্তার হওয়ায় উভয়েরই ইতিহাস বিস্তার হয়; অতএব আদৌ উক্ত দেশের এক মানচিত্র ১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিলাম। ঐ মানচিত্র দৃষ্টে পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত হইবেন যে রাজবারা দেশ ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী। উহার উত্তর সীমা ভট্টি দেশ ও শতদ্রু নদী; দক্ষিণ সীমা মালব, সৌরাষ্ট্র এবং কচ দেশ সকল; পূর্ব্বসীমা হরিয়ানা; দিল্লি, আগরা, ঢোলপুর, গোবালিয়র, নিরবার এবং চান্দেরি দেশ-সকল; এবং পশ্চিম সীমা সিন্ধু নদের বাম তটস্থ মরুভূমি এবং দাউদপুত্র দেশ। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দেশকে "রাজপুতানা" এবং "রাজস্থান" শব্দেও কহে; এবং ঐ দেশ সপ্ত রাজ্যে বিভক্ত হয়, তদ্যথা, ১, মিবার রাজ্য, ইহার রাজপাট উদয়পুর,



রাজবারা দেশের
মান চিত্র
শ্রীযুক্ত টড সাহেবের মান চিত্র হইতে
শ্রীযুক্ত মুনশি আবদুলহাকিম দ্বারা
সংক্ষেপ কৃত
মারবার
বিকানির
জেসলমীর
আলবর
গোয়ালিয়র
উজ্জয়িনী
কচ্ছ
মালওয়া
মান দণ্ড

২, মারবার রাজ্য, তাহার রাজপাট যোধপুর; ৩, বিকানিয়রা রাজ্য, রাজপাট বিকানিয়র নগর, ৪, কোটা রাজ্য, রাজপাট কোটা নগর; ৫, বুন্দি রাজ্য, রাজপাট বুন্দিনগর; (কোটা এবং বুন্দি-রাজ্যের সমষ্ট্যাখ্যা হারাবতী) ৬, জয়পুর রাজ্য, রাজপাট জয়পুর নগর; (সিকাবতী, মেচেরি, কেরৌলি, এবং কৃষ্ণগড় রাজ্য-সকল জয়পুরের অধীন); ৭, জেসলমীর রাজ্য, রাজপাট জেসল্-মীর নগর। এই সকল রাজ্যের অধিপতিদিগের মধ্যে মিবার দেশের রাণারা সর্ব্বতোভাবে মান্য। তাঁহারা "হিন্দুসূর্য্য" নামে অদ্যাপি বিখ্যাত আছেন: এবং তদ্দেশীয় লোকদিগের এমত বিশ্বাস আছে, যে ঐ রাণাদিগের দর্শনে সূর্য্য-দর্শনের ফল হয়; অতএব বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন হইলে ঐ রাণারা রাজ-অট্টালিকার গবাক্ষ হইতে সূর্য্য-দর্শনাভিলাষিদিগকে দর্শন দেন।

রাজস্থান প্রচলিত বহুল গ্রন্থহইতে বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত টড সাহেব রাজপুত্র জাতিদিগের ইতি-হাস পরম পারিপাট্যের সহিত বিন্যাস করি-য়াছেন, অতএব পাঠক মহাশয়দিগের তুষ্ট্যর্থে উক্ত রচনা হইতে আমরা এই প্রস্তাব সঙ্কলন করিলাম।

রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের দুই পুত্র, লব এবং কুশ; এবং তাহাদের উভয়েরই বংশ রাজস্থানে অদ্যাপি জাজ্বল্যমান আছে। কুশের অপত্যেরা এই ক্ষণে নিরবার এবং আম্বের দেশে "কুম্বহ" বা "কচ্বহ" বংশ নামে বিখ্যাত আছে, এবং তাহা-দের কুলশ্রেষ্ঠ অদ্যাপি উক্তদেশের রাজমুকুট ধারণ করিতেছেন। লবকে হিন্দিভাষায় "লোহ" শব্দে কহে, এবং ঐ লোহ পঞ্জাব দেশে রাবি (ইরাবতী) নদীর তটে এক নগর স্থাপন করেন। ঐ নগর "লবকোট" অথবা "লোহ কোট" নামে বিখ্যাত হয়; এবং ক্রমশঃ ঐ শব্দের অপভ্রংশে উক্ত নগরের নাম এইক্ষণে "লাহোর" হইয়াছে।

লবসন্তানেরা লাহোর নগরে অবস্থিতি করিয়া বহুকাল পঞ্জাব রাজ্য ভোগ করেন; পরে কনকসেন নামক এক জন লববংশজ ২০১ সংবতে সৌরাষ্ট্র দেশে দ্বারিকা নগরে রাজ্য স্থাপন করেন। কনকসেনহইতে চতুর্থ পুরুষ বিজয়সেন দ্বারা বি-দর্ভ নগর স্থাপিত হয়, কিন্তু বিদর্ভ হইতে তাঁহার রাজপাট বল্লভীপুর অতি প্রসিদ্ধ ছিল। ৫৮০ সংবতে বল্লভীপুর-নায়ক শিলাদিত্য সপরিবারে শত্রুদ্বারা পরাহত হন; এবং বল্লভীপুর সৌর বং-শীয় হস্ত হইতে এক কালে গত হয়। এই ঘটনা অবধি বল্লভী-সংবতের আরব্ধ হয়। শিলাদিত্যের শত্রুদ্বারা হত হওন কালে তাঁহার পুষ্পবতী নাম্নী মহিষী অন্তঃসত্তাবস্থায় ইদর রাজ্যের নিকটস্থ পর্ব্বত-শিখরবাসিনী অম্বা ভবানী দেবীর দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে আপন স্বামির পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ শ্রুত-মাত্রই পরমশোকে ব্যাকুলা হইয়া মেলিয়া পর্ব্ব-তের এক গুহা অবলম্বন করেন। পরে তথায় এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া বীর-নগর-বাসিনী কমলবতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণীকে ঐ পুত্রটি সমর্পণ করিয়া ঐ সাধ্বী পতির বিয়োগে অনুমরণ স্বীকার করিলেন।

মাতৃচর্য্যায় কুশলিনী কমলবতী রাজপুত্রকে অতি উত্তমরূপে প্রতিপালন করিলেন, এবং গুহা-জাত ইত্যর্থে তাহার নাম "গোহ" রাখিলেন। একাদশ-বর্ষীয় গোহ সর্ব্বদা মৃগয়ায় এবং অস্ত্রশি-ক্ষায় তৎপর—সমবয়স্ক বন্য বালকদিগের সহিত অবিরত বনে ভ্রমণ করিতেন। গল্প আছে যে এক-দা বালক বৃন্দেরা ক্রীড়াছলে গোহকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া তন্মধ্যে এক জন আপন অঙ্গুলি

দংশন করত তন্নির্গত শোণিতদ্বারা গোহের কপালে রাজটীকা প্রদান করে। ঐ সময়ে মণ্ডলিক নামক এক জন ভীল জাতীয় অসভ্য রাজার অধীনে ইদর দেশ ছিল। ঐ রাজা গোহকে প্রিয় মানিত, এবং তাহার ক্রীড়াস্থলে রাজ্যাভিষেক বিষয়ক উপহাস কথা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওত গোহকে ইদর-দেশান্তর্গত ইদর গ্রামের আধিপত্য প্রদান করিল। গোহ কিয়ৎকাল ইদরাধিপত্য ভোগ করত পরে তাঁহার হিতৈষি মণ্ডলিককে বধ করিয়া ভীলদিগের সমস্ত রাজ্য আপন দণ্ডাধীন করিলেন। এই সূর্য্য বংশীয় কনকসেনের অপত্য গোহ হইতে তাহার বংশের নাম "গোহিলোট্" "অথবা গেহলোট্" হইয়াছে। এবং ক্রমশ এই গেহলোট্ বংশ চতুর্বিংশতি শাখায় বিভক্ত হয়।

গোহের পার্ব্বত্য জন্ম ভূমিতে তাঁহার অপত্যেরা বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করে। পরে তাঁহার অষ্টম পুরুষ নাগাদিত্যের রাজ্য সময়ে তদধীনস্থ অসভ্য ভীলজাতীয়েরা রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল; এবং নাগাদিত্যকে এক দিবস একক মৃগয়ানুরক্ত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণ দণ্ড, এবং তাঁহার বংশহইতে ইদর রাজ্যকে, অপহরণ করিল।

বীর-নগর-বাসিনী কমলবতী ব্রাহ্মণীর বংশ গোহ রাজার সময় অবধি ক্রমাগত ইদর দেশের রাজ পৌরহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, এবং নাগাদিত্যের মৃত্যুর পর তদ্বংশজাত কোন ব্যক্তি নাগাদিত্যের বংশ-রক্ষায় তৎপর হইয়া তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক বাপ্পা রাওল্ নামক পুত্রকে ভান্দের নগরের দুর্গে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেক। পরে তৎস্থানে নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার সম্ভাবনা না থাকায় তথা হইতে ঐ বালককে ত্রিকুট-পর্ব্বতোপরি পরাসর কাননে লইয়া গেল। ঐ পর্ব্বত-মূলে নগেন্দ্র নামক এক নগর ছিল। এই স্থলে ঐ বালক গোপাল-বেশে কালযাপন করিত।

অন্যান্য মহদ্ব্যক্তির বাল্যকাল-ঘটিত অলৌকিক ও অদ্ভুত গল্পের ন্যায় বাপ্পার বাল্যকালিক নানাবিধ গল্প প্রচার আছে। কথিত আছে যে এক সময়ে বাপ্পার স্বামী তাঁহার রক্ষিত গোবিশেষের দুগ্ধ-চৌর্য্য বিষয়ে তাঁহাকে সন্দেহ করে; এবং ঐ সন্দেহের ও যথেষ্ট প্রমাণ ছিল, কারণ ঐ গোর স্তন সর্ব্বদা শুষ্ক থাকিত, এবং সে দুগ্ধদানে অশক্তা ছিল। বাপ্পা এই ঘটনার কারণানুসন্ধায়ী হইয়া দেখিলেন যে ঐ গো প্রত্যহ এক নিবিড় বনমধ্যে গমন করিয়া তথায় এক শিবলিঙ্গোপরি দুগ্ধ স্রাব করে, এবং তৎপূজক হরিৎ নামক এক ঋষিকেও দুগ্ধ পান করায়। বাপ্পা ঐ ঋষিকে আপন অবস্থা জ্ঞাত করাইলেন; এবং প্রত্যহ ঐ শিবকে ও তাঁহাকে দুগ্ধাদির দ্বারা পূজা করিতেন। হরিৎ বাপ্পার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নীতি-শিক্ষা করাইতেন, এবং পরে ত্রিকাণ্ড উপবীত ধারণ করাইয়া তাঁহাকে আপন শিষ্য করত একলিঙ্গ শিবের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত করিলেন। তদবধি মিবার দেশের রাণাদিগের "একলিঙ্গের দেওয়ান" ইতি উপাধি হইয়াছে। মহাদেব বাপ্পার ভক্তিতে যে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তেঁহ তাহার প্রমাণ ত্বরায় প্রাপ্ত হইলেন। সিংহাসনী ভবানী দেবী তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলেন, এবং তাঁহাকে বর প্রদান পূর্ব্বক, অসি, চর্ম্ম ধনুর্ব্বাণাদি বিজয়ি অস্ত্র সকল প্রদান করিলেন। হরিৎ আপন প্রিয় উপাসকের এতদ্রূপ মঙ্গল দেখিয়া পরমাহ্লাদে তাহার নিকটে স্বর্গে যাইবার মানস প্রকাশ করেন। পরদিবস প্রাতে নিদ্রাবশতঃ নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলে পর বাপ্পা ঋষি নিকটে আগমন করিয়া দেখেন যে ঋষি পুষ্পরথে

বিমানে উড্ডীয়মান হইয়াছেন। অন্তরীক্ষহইতে হরিৎ স্বীয় শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করত অন্তর্হিত হইলেন।

বাপ্পা রাওল্ পূর্ব্বেই মাতৃ নিকটে শুনিয়াছিলেন যে তেঁহ মোরি বংশীয় চিতোর রাজার ভাগিনেয়, এবং স্বয়ং রাজ সন্তান। এইক্ষণে দেবীর অনুগ্রহে বিজয়ি অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ করত গোপাল-বেশ পরিহরণ পূর্ব্বক কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে চিতোর নগরে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে ব্যাঘ্রকূট পর্ব্বতে গোরক্ষনাথ ঋষির সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহার কৃপায় এক তীক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গ প্রাপ্ত হন। ঐ খড়্গ যথাযোগ্য মন্ত্রপূত করিয়া ব্যবহার করিলে তদ্দ্বারা পর্ব্বত শিখরও বিদীর্ণ হইত।

চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বাপ্পা চিতোর নগরে মাতুল সদনে উত্তীর্ণ হইলে রাজসভায় সমাদর পূর্ব্বক গৃহীত হয়েন; ও মিবারাধিপতির অনুগ্রহে এক খণ্ড ভূমি ও সেনাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাপ্পা রাওলকে বিশেষ সম্মান করাতে মিবারাধীশের অন্য সেনাপতিরা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয; এবং কিয়ৎকাল পরে মহম্মদ-বিন্-কাসিম নামক সিন্ধুদেশের আমির উপাধি বিশিষ্ট এক রাজপ্রতিনিধি চিতোর আক্রমণ করিলে চিতোর রক্ষার্থে কোন সেনাপতি অগ্রসর হইল না, সকলেই আপন২ কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিমুখ হইয়া কহিল বাপ্পা রাওল্ সম্যক রাজানুগ্রহ ভোগ করিয়াছে, এইক্ষণে চিতোর রক্ষাকরা তাহারই কর্ত্তব্য। সেনানায়কদিগের এতদ্রূপ আচরণে বাপ্পা রাওল ভীত কি চিন্তিত না হইয়া বরং আপনাকে কৃতকার্য্যই মানিলেন; এবং সসৈন্যে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া শত্রু দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজাজ্ঞার হেলনকারি সেনানায়কেরা তাঁহাদিগের মহৎ শৌর্য্যগুণ বশাৎ অল্পবয়স্ক বাপ্পার রণকৃতিত্ব দেখিয়া স্ব২ ঈর্ষ্যা পরিহরণ পূর্ব্বক বাপ্পার সাহায্যে সকলেই সমরক্ষেত্রে ধাবমান হইল; এবং পররাজ্যাপহরণাকাঙ্ক্ষি মহম্মদ-বিন্-কাসিম ঐ শূরসঙ্ঘের বিক্রম হইতে পলায়ন পরায়ণ হওয়া শ্রেয়ো বোধে তদ্রূপ করিল; কিন্তু বাপ্পা বিন্-কাসিমের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহার রাজপাটে তাহাকে পরাভূত করিয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং গজনি * নগর চাবুরা বংশীয় এক অধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়া চিতোরে প্রত্যাগমন কালে দেখিলেন যে রাজবিদ্রোহি সেনানায়কেরা তাঁহার শৌর্য্যগুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রেমান্বিত হইয়াছে। এই অবসরে মিবার রাজ্য অনায়াসে প্রাপ্য বোধে মাতুলভক্তি ও কৃতজ্ঞতাকে বিসর্জন পূর্ব্বক সসৈন্যে চিতোর নগরে প্রবেশ করিয়া আপন মাতুল হইতে রাজ্যাপহরণ করিলেন; এবং সেনাধ্যক্ষ সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে "হিন্দু সূর্য্য" "রাজগুরু" এবং "চক্রবর্ত্তী" উপাধি প্রদান করিল।

চিতোর নগর প্রাপ্ত্যনন্তর বাপ্পা সৌরাষ্ট্র দেশে গমন করেন; এবং তত্রত্য বন্দর দ্বীপের রাজ-দুহিতাকে বিবাহ করিয়া ঐ দারা এবং ঐ দ্বীপের বাস্তু দেবতা ব্যানমাতা দেবীর প্রতিমাকে চিতোরে আনয়ন করেন। এক-লিঙ্গ-শিবের সহিত ঐ দেবী অদ্যাপি গেহলোট্ বংশের দ্বারা পূজিতা আছেন।

তদনন্তর বহুকালাবধি মিবার রাজ্য ভোগ করত পূর্ব্বোক্ত মহিষী-জাত অপরাজিত-নামা পুত্রকে ঐ রাজ্য প্রদান করিয়া বাপ্পা পশ্চিম প্রদেশ জয় করণে যাত্রা করিলেন। পরে ক্রমশঃ কাশ্মীর, কাবুল, কন্ধহার, ইরাণ, তুরাণ, ইস্পাহান, এবং কাফ্রিস্থান্ দেশ সকল জয় করত তত্তদ্দেশের রাজকন্যা সকলকে বিবাহ করেন ঐ রাজকন্যাসকলের গর্ভে একশত ত্রিশ পুত্র জন্মে। ঐ সকল

* ঐ নগরের আধুনিক নাম "কান্দে"।

পুত্রদিগের বংশ "নৌশেরা পাঠান্" নামে অদ্যাপি বিখ্যাত আছে।

বাপ্পার হিন্দু-স্ত্রী-জাত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ৯৮ জন পুত্র "অগ্ন্যুপাসি সূর্য্যবংশি" নামে বিখ্যাত হয়; এবং তাহাদের অনেকের বংশ মিবার, মারবার, গোহিলবাল্, সৌরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কোন ২ গ্রন্থে এমত উক্তি আছে যে এক শত বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে বাপ্পা মেরু পর্ব্বত-মূলে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করত জীবন সত্ত্বেই সমাধি প্রাপ্ত হন। অন্যত্র এমত প্রবাদ আছে যে শতবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হয়; এবং তৎ সময়ে তাঁহার হিন্দু ও অপর জাতীয় পুত্রদিগের মধ্যে তাঁহার অন্তিম-ক্রিয়োপলক্ষে এক তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব পক্ষীয়েরা হিন্দুরীত্যনুসারে বাপ্পার শবদাহন করাই কর্ত্তব্য জানিয়া তদ্বিষয়ে ব্যগ্র হইল; এবং তাঁহার বিজাতীয় পুত্রেরা তাঁহার সমাধি অর্থাৎ গোর দেওনে উদ্যত হইল; কিন্তু ঐ শবোপরিস্থিত বস্ত্র উত্তোলন করিয়া সকলে দেখিল যে ঐ শব নাই, এবং তৎস্থানে কতকগুলি প্রস্ফুটিত পদ্ম পুষ্প রহিয়াছে। এই অদ্ভুত উপাখ্যান সুপ্রসিদ্ধ নৌসেরওয়াঁ পাদসাহের সম্বন্ধেও উক্ত হয়। কোন ২ গ্রন্থকার এমত কহেন যে শিলাদিত্য পারস দেশীয় নৌসেরওয়াঁ পাদসাহের বংশোদ্ভব; এবং অপরে কহেন যে উক্তদেশীয় ইজদ্‌গর্দ পাদসাহের কন্যা মাহ-বানুর গর্ভে শিলাদিত্যের জন্ম হয়; কিন্তু এতদ্বাক্য-সকলের কোন বিশেষ প্রমাণ নাই; এবং ইহাও স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বাপ্পার বিবরণ অনেক অলীক-বৃত্তান্তের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, এবং তদ্বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ করা অতি কষ্টসাধ্য; অতএব উক্ত বিষয়ে আমরা এইক্ষণে বাক্য-ব্যয় করিতে উদ্যত হইলাম না।

রাজপুত্র-ইতিহাসের উপক্রমেই এই সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধভাগ ব্যাপ্ত হইল, সুতরাং পরিশেষ প্রকাশ-করণে এইক্ষণে নিরস্ত রহিলাম; পাঠকমহাশয়দিগের ইচ্ছানুসারে পরপর সংখ্যায় তাহা প্রকাশ হইতে পারে। মোসলমানদিগের আক্রমণ হইতে চিতোর-রক্ষণে রাজপুত্র রাজারা যে মহৎ স্বদেশানুরাগের বশীভূত হইয়া ঐকান্তিক মনে সমর-পরায়ণ হইয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত সকলেই শুনিতে বাঞ্ছা করেন, অতএব ত্বরায় তাহা প্রকাশ যোগ্য।

পূর্ব্বে যে কারণে শিখদিগের প্রতিমূর্ত্তি-প্রকাশ করা গিয়াছিল, এইক্ষণে তদ্ধেতুকই রাজপুত্র প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছি; অধিকন্তু রাজপুত্রদিগের রণসজ্জা অতিঅল্প লোকে দেখিয়াছেন; অতএব বোধ হয় যে ইহা পূর্ব্বপ্রকাশিত চিত্র-হইতে অধিক আদরণীয় হইতে পারে। রাজপুত্রেরা উত্তমকুল কন্যাকে সহধর্ম্মিণী করণে বিশেষ আগ্রহান্বিত; কিন্তু ভালা নামে প্রসিদ্ধ শূল অস্ত্র তাদৃশ স্ত্রী অপেক্ষা প্রিয়তর। তাহারা ঐ অস্ত্র কদাপি ত্যাগ করে না। পরন্তু স্ত্রী এবং ভালা অপেক্ষা অশ্ব তাহাদের প্রিয়তম। তাহারা কহে "ভালা এবং অশ্বদ্বারা স্ত্রীরত্ন উপার্জ্জন হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রীদ্বারা সদশ্ব কদাপি প্রাপ্য নহে"। ধনবান ব্যক্তিরা সমর ক্ষেত্রে যথা আপনাদিগের শরীরকে লোহ কবচে রক্ষণ করে; অশ্বের শরীর ও তদ্রূপ কবচে রক্ষা করে। ১৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রের পুরোবর্ত্তি ব্যক্তির শরীর লোহ জালে আবৃত, এবং তাঁহার অশ্বের শরীর লোহময় পত্র নির্ম্মিত কবচে রক্ষিত।

টৌকন্ পক্ষিজাতির বিবরণ।



উপরে মুদ্রিত চিত্রে যে বিহঙ্গম-সকলের অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে সে অতি আশ্চর্য্য ইহা পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য স্বীকার করিবেন; কারণ তাহাদের সুদীর্ঘ চঞ্চু, মনোহর বর্ণ, এবং কেশ-বিশিষ্ট জিহ্বা দৃষ্টে উহাদের অসাধারণ লক্ষণের প্রমাণ অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ আমরিকা খণ্ডের উষ্ণ প্রদেশ-সকল এই পক্ষিদি-

গের বাসস্থান; এবং তদ্দেশে উহারা দলবদ্ধ হইয়া নিবিড়-বন-মধ্যে বাস করে। ইহাদের চঞ্চু যে প্রকার স্থূল ও দীর্ঘ তদনুযায়ি ভার-বিশিষ্ট হইলে ইহাদের ঊর্দ্ধে গমন ও শিরশ্চালন করা অতি দুষ্কর হইত; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ চঞ্চু এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম অস্থিজালে পরিপূর্ণ হওয়াতে ইহাদের মস্তক চালনে কোন ক্লেশ হয় না, এবং ইহারা অনায়াসে অতিউচ্চ বৃক্ষশাখায় আপন ভোজ্য বস্তুর অনুসন্ধানে বিশেষ চঞ্চলতার সহিত ভ্রমণ করে; ও স্বায় সবল চঞ্চুর দ্বারা সর্প, বানর ও অন্যান্য শত্রুহইতে আপন অপত্য রক্ষণে সর্ব্বদা সত্বর থাকে। টৌকন্ পক্ষির চঞ্চু যে পদার্থে গঠিত হয় তাহা অতি লঘু; বাজ পক্ষির চঞ্চুর সহিত তুলনা করিলে কাষ্ঠ ও প্রস্তর তুলনায় যে প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ ইহাতেও বোধ হয়; কিন্তু ঐ চঞ্চু এবম্প্রকার লঘু হওয়াতে তাহার দৃঢ়তার হানি হয় না। ইহার দ্বারা টৌকন্ অনায়াসে চটকাদি ক্ষুদ্র পক্ষি-সকলকে বধ করত ও তাহার অস্থি সকলকে চূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে আহার করে। এই ক্ষুদ্র পক্ষিকে প্রায় তাহার শরীরের তুল্য এক বৃহৎ চঞ্চু দিয়া পরে ঐ চঞ্চুকে লঘু করিবার নিমিত্তে অন্য অস্থি অপেক্ষায় সূক্ষ্ম অস্থিজালে পরিপূর্ণ করায় কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে ইহা নিরূপণ করা সুকঠিন; পরন্তু ঐ বৃহৎ চঞ্চুতে টৌকন্ পক্ষির কোন অসুসার হয় না ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে। টৌকন্ পক্ষির শরীর প্রায় ঘুঘুর তুল্য, এবং উহা হরিৎ, পীত, আলক্ত, রক্ত, কৃষ্ণ বর্ণাদি নানা বিধ অতি উজ্জ্বল বর্ণে বিচিত্রিত হয়।

গুলড সাহেব টৌকন্ জাতিকে দুই শাখায় বিভাগ করিয়াছেন; প্রথমতঃ, যাহাদের পুচ্ছ খর্ব্ব, ও তাহার অগ্রভাগ বিস্তার; চঞ্চু স্থূল; এবং পদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ; ইহাদের নাম "টৌকন্"; এবং তাহাদের বর্ণভেদে ৪ দলে ১১ বংশ নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যাহাদের পুচ্ছ দীর্ঘ ও ক্রমশ সরু হয়; এবং চঞ্চু দীর্ঘ; ইহাদের নাম "আরিকারি" এবং ইহারা দ্বাদশ দলে ২২ বংশে বিভক্ত হয়। ২৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রের "ক" চিহ্নে আরিকারি, এবং "খ" "গ" ও "ঘ" চিহ্নে তিন প্রকার টৌকন্ পক্ষির অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে। খ চিহ্নোল্লেখিত পক্ষির চঞ্চু উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, এতন্নিমিত্তে তাহার নাম "রক্তচঞ্চু-টৌকন্" কহাযায়। গ অক্ষরে চিহ্নিত পক্ষির নাম "কৃষ্ণচঞ্চু-টৌকন্"; এবং ঘ কার সঙ্কেতে উক্ত পক্ষির নাম "কৃষ্ণপীত-টৌকন্"।

কএক বৎসর হইল প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিগোর্স সাহেব একটা টৌকন্ পক্ষী পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া ইংলণ্ড দেশে রাখিয়াছিলেন; এবং তাহার স্বভাব বিষয়ে লেখেন যে এই পক্ষী পিঞ্জর মধ্যে সকলের সহিত নির্ভয়ে ক্রীড়া করিত, এবং কেহ কোন খাদ্য বস্তু দিলে সে তাহা ঐ দাতার হস্ত হইতে লইত। উহার স্বভাব চঞ্চল এবং ক্রীড়ানুরত; সর্ব্বদা এক দণ্ড হইতে অন্য দণ্ডে ভ্রমণ করিত। আপন উজ্জ্বল পক্ষ সকল পরিষ্কার রক্ষণে এ পক্ষী নিয়ত তৎপর, এবং তদভিপ্রায় সিদ্ধার্থে প্রত্যহ স্নান করিতে ত্রুটি করে না; এবং ঐ স্নান করায় বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হয়। ফল, মূল, মৎস্য, মাংস, সকল বস্তুই ইহারা ভোজন করে, কিন্তু মাংসাহারে বিশেষ তুষ্টি বোধ করে। ইহার পিঞ্জর নিকটে কোন ক্ষুদ্র পক্ষী কি কোন পক্ষির চর্ম্ম আনিলে তাহাকে ধৃত করণার্থে বড় ব্যগ্র হইয়া এক প্রকার "খট খট" শব্দ করে। ঐ শব্দ আহ্লাদজ্ঞাপক, কারণ অন্য সময়ে বিশেষতঃ বিরক্ত হইলে, অন্য প্রকার শব্দ করে। নিয়-

মিত সময়ে স্নান, ভোজন ও শয়ন করায় এই পক্ষী সন্তুষ্ট হয়। প্রত্যহ অপরাহ্নে সূর্য্যাস্ত সময়ে সে দিবসের নিমিত্ত শেষ আহার করিয়া কিঞ্চিৎকাল ইতস্ততো ভ্রমণ করত নিদ্রাপরায়ণ হয়; এবং নিদ্রাকালে পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া পৃষ্ঠ দেশের পক্ষ সকলের মধ্যে আপন চঞ্চু এ প্রকারে লুক্কায়িত করিয়া রাখে যে তাহার শরীর গোলাকার পক্ষ-পিণ্ডের ন্যায় বোধ হয়। টৌকন্ পক্ষিরা উহাদের প্রবল চঞ্চুদ্বারা উচ্চ বৃক্ষ শাখায় কোটর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অণ্ড প্রসব করে; এবং ঐ অণ্ড কি তজ্জাত শিশুদিগকে অপহরণেচ্ছায় বানর কি সর্প ঐ কোটর নিকটে আইলে উহারা ঐ কোটর মধ্যে আপন শরীর রাখিয়া চঞ্চুনিক্ষেপ করত শত্রুদিগকে এ প্রকার আঘাত করে যে তাহারা অবিলম্বে পলায়ন পরায়ণ হইবার সুপথানুসন্ধানে তৎপর হয়।

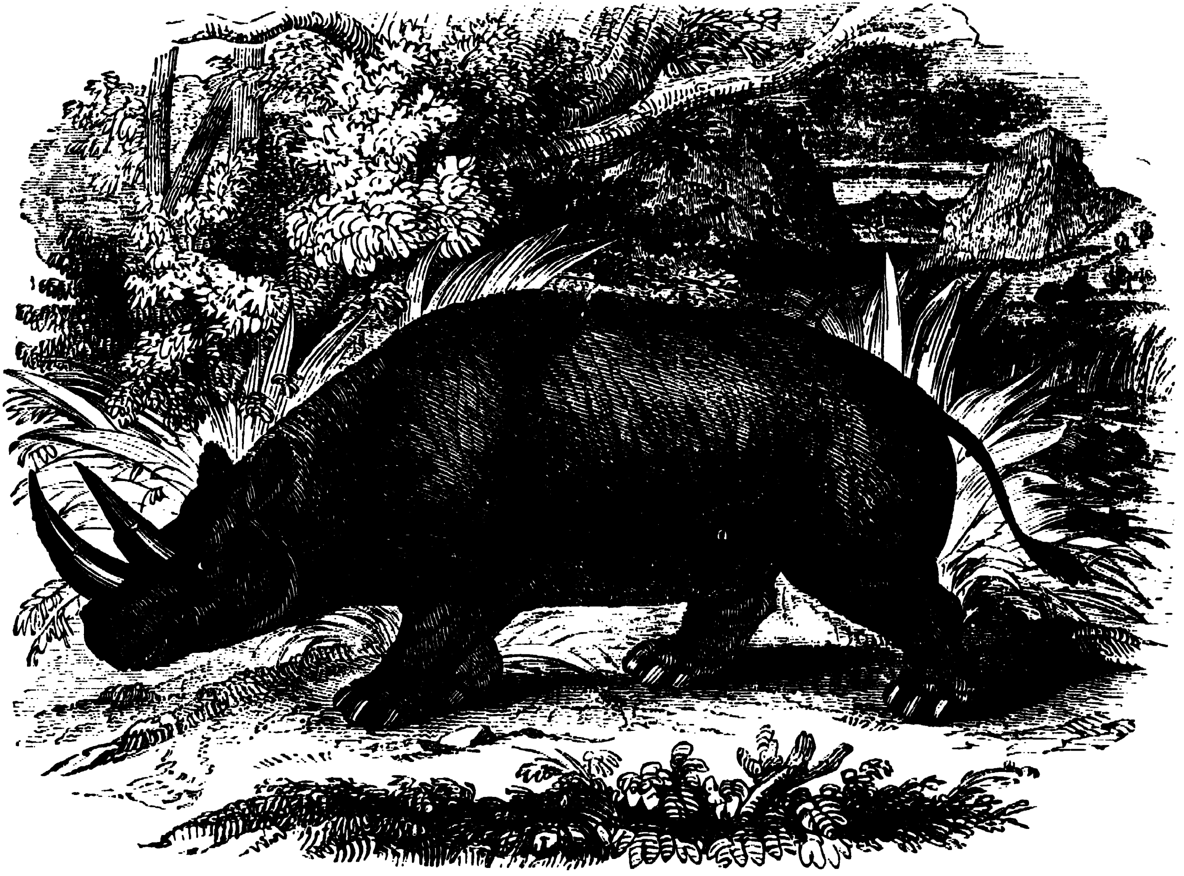
নেকড়িয়া বাঘ বিষয়ক উদ্ভট বাক্য।

রমুলস্ এবং রিমসের ন্যেকড়িয়া বাঘের স্তনপান বিষয়ক বিবরণ রোমরাজ্যের ইতিহাস পাঠকদিগের সকলেরই স্মরণ থাকিবেক; কিন্তু সেই গল্পের প্রমাণ প্রয়োগে কেহ কখন চেষ্টান্বিত হয়েন নাই। সম্প্রতি গত ইংরাজি আগষ্ট মাসের "জীব বিষয়ক বৃত্তান্ত সঙ্গ্রহ" * গ্রন্থে তদ্বিষয়ক এক আশ্চর্য্য প্রস্তাব প্রকাশ হইয়াছে, তাহাহইতে নিম্নে লিখিত কএক পংক্তি উদ্ধৃত করাগেল। ইহা কি পর্য্যন্ত বিশ্বাস যোগ্য তাহা পাঠক মহাশয়েরাই মীমাংসা করিবেন।

কাপ্তেন ইষ্টন্ সাহেব স্বীয় "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" পুস্তকে লেখেন "যে অযোধ্যাদেশের রিসিডেণ্ট কর্ণেল স্লীমেন সাহেব একদা আমার নিকটে নেকড়িয়া বাঘের ছেলে ধরার অদ্ভুত বৃত্তান্ত বিষয়ে কহেন যে নেকড়িয়া বাঘে অযোধ্যার কতিপয় দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, এবং পালন করিয়া রাখে। এ বিষয়ে তিনি পাঁচ প্রমাণ দেন; তন্মধ্যে বলবৎ দুই প্রমাণ এই যে তিনি ঐ ব্যাঘ্র পালিত দুইটি বালক দেখিয়াছিলেন; এবং তাহাদের নিকটহইতে তাহাদের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। নক্ষ্ণৌ রাজধানীতে এবং কানপুর নগরে নেকড়িয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব; এবং প্রায় সতত তত্রস্থ বালকদিগকে তাহারা ধরিয়া লইয়া যায়। অনেককে খাইয়া ফেলে; কতককে বা আপনাদের নীত্যনুসারে পালন ও শিক্ষা দানও করিয়া থাকে। কএক বৎসর হইল অযোধ্যাবাসী রাজদেহ-রক্ষক দুই অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ গোমতী নদী তীরে উপনীত হইয়া দেখিল যে তিনটা পশু জলপান করিতেছে তন্মধ্যে দুইটা নেকড়িয়া ব্যাঘ্রশাবক প্রত্যক্ষ হইল, তৃতীয়টা পশুবৎ, কিন্তু অন্য জাতি। অশ্বারূঢ়েরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া দেখিল তাহাদের মধ্যে একটা উলঙ্গ ক্ষুদ্র বালক। সেও পশুবৎ চতুষ্পদে হাঁটিতে শিখিয়াছিল; এবং তাহাতে তাহার কুণি ও হাঁটুতে কড়া পড়িয়াছিল। স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে চলিবার দোষই এই কড়ার কারণ। তাহারা তাহাকে ধরিবার সময়ে সে তাহাদিগকে আঁচড়াইতে লাগিল। অনন্তর, লক্ষ্ণৌ নগরে ঐ বালক আনীত হয়; এবং তথায় কিয়ৎকাল ইহা জীবিত ছিল; বোধ হয় এতাবৎ কাল পর্য্যন্তও সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তাহার কিছুমাত্র বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় নাই; এবং বুদ্ধি কুক্কুর জাতির ন্যায়; অনায়াসেই সঙ্কেতাদি গ্রহণ করিতে পারিত"।

---

* *Annals and Magazine of Natural History.*



গণ্ডার।

খুরবিশিষ্ট পশুদিগকে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; প্রথম যাহারা রোমন্থ করে অর্থাৎ জাওর কাটে; যথা গবাদি। দ্বিতীয়, যাহারা ভুক্ত বস্তু উদ্গীরণ করিয়া তাহা পুনশ্চর্ব্বণ করে না; যথা শূকরাদি সংস্কৃত শাস্ত্রে শেষোক্ত শ্রেণীকে "স্থূলচর্ম্মা" শব্দে কহে; এবং ঐ শ্রেণী গণদ্বয়ে বিভক্তা হয়। এই গণদ্বয়ের প্রথম গণেতে ঐ সকল পশুকে নির্ণয় করা যায় যাহাদের খুর অখণ্ড থাকে; দ্বিতীয় গণস্থ পশুদিগের খুর দুই, তিন, কিম্বা চারি খণ্ডে বিভক্ত হয়; এবং তৃতীয় গণ-নির্ণীত পশুরা শুণ্ডবিশিষ্ট। একসক-বিশিষ্ট পশুদিগের বিবরণ আমরা এতৎপত্রের প্রথম সংখ্যায় বিবৃত করিয়াছি, এই ক্ষণে স্থূলচর্ম্মা শ্রেণীস্থ দ্বিতীয় গণের খড়্গিজাতীয় পশুদিগের বিবরণ লিখিতে উদ্যত হইলাম।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে খড়্গ পশু পঞ্চনখিমধ্যে গণ্য *; কিন্তু মনূক্ত খড়্গ যে এক্ষণকার গণ্ডার ইহা বোধ হইতেছে না, কারণ গণ্ডারের প্রতি পদে তিন মাত্র খুর থাকে, এবং এই ভারতবর্ষে অনায়াস-প্রাপ্য পশুর লক্ষণ অজ্ঞাত থাকিয়া ভগবান মনু তাহাকে পঞ্চনখিমধ্যে গণ্য করিবেন ইহা সম্ভব যোগ্য নহে। পরন্তু খড়্গবিশিষ্ট চতুষ্পাদ পশু গণ্ডার ভিন্ন আর কিছু প্রচার নাই, অতএব খড়্গ শব্দে মনুদ্বারা

* শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গ-কূর্ম্ম-শশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতোদতঃ॥
মনু; ৫ অধ্যায়। ১৮ শ্লোক॥

যে কোন পশুকে উল্লেখ করা হউক, এই ক্ষণে ঐ শব্দ গণ্ডারের পর্য্যায়ে প্রয়োগ হয়। গণ্ডারের বিশেষণ-জ্ঞাপক নামমধ্যে খড়্গী, গণ্ডক, খড়্গ-মৃগ, ক্রোড়িমুখ, তুঙ্গমুখ, এবং বজ্রচর্ম্মা শব্দ-সকল প্রসিদ্ধ আছে।

ভারতবর্ষে গণ্ডারের বংশৈক মাত্র প্রচার আছে, কিন্তু সুমাত্রা, জাবা এবং আফ্রিকা দেশে এই পশুর ছয় বংশ দৃষ্ট হইয়াছে। এই ছয় বংশকে দুই দলে বিভাগ করা যায়। প্রথম, যাহাদের নাসাগ্রে এক খড়্গ হয়; দ্বিতীয়, যাহাদের নাসাগ্রে দুই খড়্গ হয়। এই নিয়মানুসারে ভারতবর্ষীয় গণ্ডার প্রথম দলে গণ্য হইবেক।

গণ্ডার মাত্রেরই চর্ম্ম স্থূল। পরন্তু ভারতবর্ষের খড়্গির চর্ম্ম এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষায় প্রসিদ্ধ; ঐ চর্ম্ম গণ্ড বিশিষ্ট অর্থাৎ চর্ম্মোপরি কড়া পড়িলে যদ্রূপ হয় তদ্রূপ। বন্দুকে সীশক নির্ম্মিত গুলি পূরিয়া এতদ্দেশীয় খড়্গিকে আঘাত করিলে তাহার চর্ম্ম ক্ষত হয় না; বরং ঐ গুলিই কিঞ্চিৎ চেপ্টা হইয়া অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই স্থূল চর্ম্ম স্বাভাবিক অতি দৃঢ়, এবং স্থানে ২ বিশেষ স্কন্ধোপরি এবং বাহু এবং জঙ্ঘার ঊর্দ্ধ্বভাগে দ্বিভাঁজ কৃত হওয়াতে সাধারণ অস্ত্রদ্বারা প্রায় অভেদ্য হইয়াছে। এই ভাঁজ আফ্রিকা খণ্ডের খড়্গিদিগের অঙ্গে নাই। তাহাদের চর্ম্ম স্থূল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র সরল, কুত্রাপি ভাঁজবিশিষ্ট হয় না। তাহাদের দন্তও ভারতবর্ষীয় খড়্গির সদৃশ নহে। শেষোক্ত পশুর ব্যাদানে ২৮ টা চর্ব্বণ দন্ত * এবং প্রতি মাড়িতে ২ টা ছেদন দন্ত হয়; সুমাত্রা এবং জাবাদ্বীপস্থ খড়্গির প্রতি মাড়িতে পূর্ব্বোক্ত ২ টা ছেদন-দন্তের উভয় পার্শ্বে অপর ২ টা ক্ষুদ্র ২ ছেদন-দন্ত হয়; কিন্তু আফ্রিকাদেশস্থ পশুর ছেদন-দন্ত মাত্র নাই, কেবল ২৮ চর্ব্বণ-দন্ত হয়।

ইংরাজি ১৮১৫ অব্দে একটা এতদ্দেশীয় গণ্ডার-শাবক বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল; তাহার স্বভাব দৃষ্টে শ্রীযুক্ত কুবিয়র সাহেব লেখেন যে "ঐ পশু প্রায় সর্ব্বদা ধীর স্বভাবে তাহার রক্ষকের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিত; কিন্তু এক ২ সময়ে আপন বন্ধন মোচনার্থে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া তাহার পিঞ্জর ভগ্ন করিতে প্রবর্ত্ত হইত। সে সময়ে সকলেই তাহার নিকটহইতে পলায়ন করাই শ্রেয় মানিতেন, কিন্তু ফল মূলাদি খাদ্যদ্রব্য তৎসময়ে তাহাকে দিলে অনায়াসে তাহার কোপ সম্বরণ হইত। তাহার প্রতি অনুগ্রহান্বিত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র সে তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক জিহ্বা বিস্তার করত ভোজ্য বস্তুর প্রত্যাশা জানাইত, এবং ইহাতে বোধ হয় যে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সবল ছিল; কিন্তু তাহার দুর্জয় বলের ভয়ে তাহাকে এমত দৃঢ় এবং ক্ষুদ্র পিঞ্জরে রাখা হইয়াছিল যে তন্মধ্যে তাহার বুদ্ধির সীমা নির্ণয় করা হয় না। ইহার বর্ণ ঈষদ্রক্তবর্ণাক্ত পাঁংশুল; কিন্তু ইহার শরীর সর্ব্বদা কর্দ্দমে ধূসর থাকায় তদ্বর্ণবিশিষ্ট বোধ হয়। ইহার কর্ণদ্বয়াগ্রে এবং লাঙ্গূলাগ্রে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ স্থূল কেশ আছে; তদ্রূপ কেশ কয়েকটা ইহার শরীরের অপরাপর স্থানেও দৃষ্ট হয়। খড়্গির চর্ম্ম স্থূল ও কড়াবিশিষ্ট হওয়াতে তাহাদের ত্বগিন্দ্রিয় অতি দুর্ব্বল হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্য ইন্দ্রিয় সকল যথেষ্ট বলবান। ভোজনকালে সুস্বাদু ও কুস্বাদু বস্তুর নির্ণয়ে ইহার

* দন্ত তিন প্রকার হয়; প্রথম, মুখপূরবর্ত্তি খাদ্য বস্তুর ছেদনার্থে প্রয়োজনীয় একাগ্রবিশিষ্ট দন্ত; ইহাদের নাম "ছেদন দন্ত"। দ্বিতীয়, ছেদন দন্তের পার্শ্ববর্ত্তি অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ দন্ত; তাহার নাম "গজদন্ত"; অথবা "শ্বদন্ত"। তৃতীয়, মুখের উভয় পার্শ্বস্থিত স্থূল, অসম-পৃষ্ঠ, চর্ব্বণ-কর্ম্ম-নিষ্পাদক দন্ত; তাহাদের নাম "চর্ব্বণ দন্ত" অথবা "মাড়ির দন্ত"।

কোন ক্লেশ হয় না; অনায়াসেই কটু দ্রব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিষ্ট দ্রব্য অগ্রে গ্রহণ করে”। ভারতবর্ষীয় গণ্ডারের বল এমত প্রখর যে তাহার খড়্গাঘাতে অপরে কা কথা হস্তীও তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হয়। ইহাদের ভীষণ-স্বভাবে ভীত হইয়া কোন পশু ইহাদের নিকটস্থ হয় না; গজেন্দ্রও পলায়ন পরায়ণ হইয়া আপন সম্মান রক্ষা করেন। ফল, মূল ও বৃক্ষশাখা সকল গণ্ডারের খাদ্য বস্তু; এবং পূর্ব্বোক্ত উষ্ণদেশ সকলের জলবিশিষ্ট মাঠ ইহাদের প্রিয় বাসস্থান। ইহাদের পরিমাণ ৩৷৷ হস্ত অবধি ৪ হস্ত উচ্চ; এবং ৬-৭ হস্ত দীর্ঘ।

জাবা এবং সুমাত্রাদ্বীপস্থ গণ্ডারদিগের দন্ত বিষয়ক ভেদ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; অধিকন্তু, ইহাদের চর্ম্ম ভারতবর্ষীয় গণ্ডকের চর্ম্মের তুল্য স্থূল ও ভাঁজবিশিষ্ট নহে। সুমাত্রা দেশজ গণ্ডকের নাসাগ্রে অসম দুই খড়্গ হয়।

আফ্রিকা দেশে ৩ প্রকার গণ্ডক আছে। তাহাদের প্রত্যেকের দ্বি২ খড়্গ হয়; এবং ঐ খড়্গ ভারতবর্ষীয় গণ্ডকের খড়্গহইতে বৃহৎ। তাহাদের চর্ম্ম সরল এবং ভাঁজহীন; এবং শরীর বৃহৎ শুকরাকার। ২৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে আফ্রিকা দেশজ “কেট্‌লোয়া”-নামক গণ্ডকের আকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে। ঐ কেট্‌লোয়া গণ্ডক দুই সম-দীর্ঘ খড়্গ বিশিষ্ট, এবং সর্ব্বাপেক্ষায় ভয়ানক এবং বলিষ্ঠ। ইহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম এবং ক্রোশাধিক দূরহইতে ইহারা ঐ ইন্দ্রিয়দ্বারা শত্রুর আগমন জানিতে পারে। এই কারণ এতৎ পশু মৃগয়াকারিরা ইহাদিগকে আক্রমণ কালে বায়ুর গতির বৈপরীত্যে অতি সাবধানে গমন করে, যাহাতে বায়ুদ্বারা তাহাদের শরীরের গন্ধ গণ্ডকের বিপক্ষ-দিগে চালিত হয়। শিকারিরা হঠাৎ এই গণ্ডকের নিকটে আইলে ঐ পশু পলায়ন না করিয়া শত্রুর প্রতি ধাবমান হয়; এবং তাহাকে বিনাশ না করিয়া নিরস্ত হয় না; কিন্তু ইহাদের চক্ষু অতি ক্ষুদ্র, একারণ ইহাদের দৃষ্টি পার্শ্বে বিস্তার হয় না, এবং স্থূলকায় প্রযুক্ত অতি বেগে ধাবমানকালে পার্শ্বে অনায়াসে ফিরিতে পারে না; অতএব শিকারিরা ঐ গণ্ডকদ্বারা আক্রমিত হইলে হঠাৎ এক পার্শ্বে গমন করিয়া ঐ গণ্ডক ফিরিবার পূর্ব্বেই আপন বন্দুকে বারুদ পূর্ণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে প্রস্তুত হয়।

মহিষাদির শৃঙ্গ যে প্রকার বস্তুদ্বারা রচিত, গণ্ডকের খড়্গ তদ্রূপ বস্তুদ্বারা গঠিত নহে; কতকগুলি দৃঢ় কেশ নির্ম্মিত স্থূল পিণ্ডের ন্যায় বোধ হয়। এই খড়্গ অতি শুদ্ধ এই খ্যাতি আছে; এবং তন্নির্ম্মিত পান ও তর্পণের পাত্র তদ্‌হেতুক এতদ্দেশে ব্যবহৃত হয়।

রাজা চন্দ্রগুপ্তের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ।

বার্হদ্রথবংশজ মাগধাধিপতি রাজা নন্দ তাঁহার সমকালীন রাজাদিগের মধ্যে অতি মান্য ছিলেন; এবং ভবিষ্যদ্ বাণীচ্ছলে পুরাণেও তাঁহার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। এই বার্হদ্রথবংশ জরাসন্ধের পূর্ব্বপুরুষ বৃহদ্রথ হইতে আরব্ধ হয়, এবং ইহাতে যজাতি নহুষ আদি অনেক তেজস্বী ও জগদ্বিখ্যাত রাজা সকল জন্মগ্রহণ করেন। যদিচ রাজা নন্দ শূদ্রাণী গর্ভজাত, তত্রাপি ঐ সকল ভূপতিদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ রূপে গণ্য নহেন; তিনিও বহুকালাবধি দৌর্দণ্ড প্রতাপদ্বারা ভারতবর্ষের অধিকাংশ শাসন করেন। বিক্রমাদিত্য সংবতের ২৭২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার রাক্ষস নামা সদ্বিজ্ঞ মন্ত্রী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিম্বসারকে রাজ্যাভিষিক্ত করে।

বিম্বসার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষস পণ্ডিতের পরামর্শে আপন ভ্রাতৃসপ্তের সহিত একত্রে পৈতৃক রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। এই অষ্ট ভ্রাতার চন্দ্রগুপ্ত নামা নবমৈক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল*। ঐ ভ্রাতাকে নন্দজ্যেষ্ঠজ কোন রাজ্যভার না দিয়া কেবল কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু সে তাঁহাতে অসন্তুষ্ট হওয়াতে তাহার প্রাণ দণ্ড করিতে চেষ্টান্বিত হন। চন্দ্রগুপ্ত প্রাণভয়ে মগধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিক্রমাদিত্য-সংবতের ২৭১ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাব দেশে প্রস্থান করেন। ঐ সময়ে সেকন্দর পাদসাহ ভারত রাজ্য জয়ে উন্মুখ হইয়া চন্দ্রভাগা নদী তটে স্বীয় শিবির স্থাপন করাতে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সদনে উপনীত হইয়া আপন ভ্রাতৃদিগকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সেকন্দর পাদসাহ তাঁহার বাচালতায় অতৃপ্ত হওয়াতে তাঁহার সাহায্য প্রাপ্তির কোন উপায় হইল না।

কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রগুপ্ত হিমালয় পর্ব্বত-বাসি পার্ব্বতক নামা রাজার সহিত একত্র হইয়া আপন ভ্রাতৃবিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হন; এবং কিঞ্চিৎ সঙ্গ্রাম সাফল্যে, কিছু বা চানক্য নামা জনৈক পণ্ডিতের শাঠ্যতায়, আপন অষ্ট ভ্রাতাকে বধ করাইয়া বিক্রমাদিত্য সংবতের ২৫৯ বৎসর পূর্ব্বে মাগধ-রাজপাট পাটলিপুত্র নগরে প্রবেশ করত মগধ রাজ্যের রাজমুকুট ধারণ করেন।

* কোন ২ গ্রন্থে এমত উক্তি আছে যে চন্দ্রগুপ্ত দাসীসন্তান, নাপিত কন্যা, গর্ভজাত। অপর এই বাদ আছে যে তিনি নাপিত পুত্র-নন্দবংশজ নহেন। কিন্তু এবিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ করা এইক্ষণে অসাধ্য। বোধ হয় যে প্রথম পক্ষীয়দিগের উক্তি প্রামাণিকী, কারণ নন্দের সহিত চন্দ্রগুপ্তের নৈকট্য সম্বন্ধ না থাকিলে তিনি যে হঠাৎ রাজ্য প্রাপ্তির চেষ্টায় ব্যগ্র হইবেন; এবং রাজ-পণ্ডিত চানক্য রাজপুত্রদিগকে বধ করিয়া এক নাপিত পুত্রকে রাজসিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিবেন, ইহা সম্ভব যোগ্য হয় না। চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম মূরা; এবং তজ্জেতুক তাঁহার বংশের নাম মৌরীয় বংশ হইয়াছে।

কথিত আছে যে চানক্য কোন সময়ে নন্দজ্যেষ্ঠজদ্বারা অবমানিত হইয়াছিলেন; এবং সেই কোপে তিনি বিম্বসার ও তাহার ভ্রাতৃগণের হস্ত হইতে মগধরাজ্য অপহরণ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে দেন; পরে রাজপুত্র হিংসাজনক পাপ বিমোচনার্থে নর্ম্মদা নদী তটে কার্যাগ্নিবৃত স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু "মুদ্রারাক্ষস" নামক নাটকে এমত দৃষ্ট হইতেছে যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক পরে চানক্য পণ্ডিত বহুকালাবধি তাঁহার মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন; অতএব এই বাক্যদ্বয়ের কোন্ বাক্য সত্য ইহা নিশ্চয় হয় না। ফলতঃ চানক্য পণ্ডিত সর্ব্বদা ক্রোধবিশিষ্ট এবং কুটিলস্বভাব ছিলেন ইহা সকলেই স্বীকার করেন।

স্বাভাবিক উৎসাহ-পূর্ণ এবং সমরকুশল চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যে নিস্তব্ধ থাকিবেন ইহা সম্ভবযোগ্য নহে। এবং বস্তুতঃ তিনিও দিগ্‌বিজয়ে নিরুদ্যম ছিলেন না। রাজ্য প্রাপ্ত্যনন্তর অল্পকাল মধ্যেই সেকন্দর পাদসাহের উত্তরাধিকারিকে ভারতবর্ষহইতে দূরীকরণ করিয়া উক্ত দেশের অধিকাংশ স্বীয় দণ্ডাধীন করেন; এবং দক্ষিণ দেশ-সকল তাঁহার আজ্ঞাবহ হয়। ঐ দক্ষিণদেশে তেঁহ এক নগরস্থাপন করিয়া আপন নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন। ঐ নগরের চিহ্ন কৃষ্ণানদী তটে শ্রীশৈলপর্ব্বত নিকটে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

সেকন্দরের এতদ্দেশীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী সিলুকস্ নামা যবন আপন রাজ্যচ্যুত হওয়াতে মহাকোপে সসৈন্যে চন্দ্রগুপ্তের সহিত সঙ্গ্রাম করিতে কাবুলদেশ হইতে প্রত্যাগমন করেন; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে যথাযোগ্য সৈন্যের সহিত আহ্বান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ঐ সৈন্য সামন্ত দর্শনে সিলুকস্ কোপ সংবরণ করত চন্দ্রগুপ্তের সহিত

সৌহৃদ্য বন্ধনে বদ্ধ হন; এবং ঐ বন্ধন দৃঢ় করণাভিপ্রায়ে উদ্বাহ বন্ধনও স্বীকার করেন; কিন্তু সেই বিবাহের সুবিস্তার প্রচার নাই। বোধ হয় সিলুকসের কন্যাকে চন্দ্রগুপ্ত সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করেন; কারণ ঐ সময় অবধি একদল যবন সৈন্য চন্দ্রগুপ্তের বেতনভুক্ হইয়াছিল। ২৪ বৎসর কালপর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়া বিক্রমাদিত্য সংবতের ২৩৭ বৎসর পূর্ব্বে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র বিম্বসারকে রাজ্যভার দিয়া চন্দ্রগুপ্ত পরলোক প্রাপ্ত হন।

এই রাজা অতি সুবিখ্যাত, এবং ভারতবর্ষের পুরাণাদি অনেক গ্রন্থে ইহাঁর উল্লেখ আছে; অধিকন্তু, যবন রাজা সেকন্দর এবং সেলুকসের সহিত ইহাঁর সাক্ষাৎ হওয়াতে ইহাঁর রাজ্যাব্দ এতদ্দেশীয় নানাবিধ ঘটনার কালনিরূপণ করিবার এক প্রধান উপায় হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনা-সকল কোন্ কোন্ সময়ে হইয়াছিল ইহার কোন নির্ণয় না থাকায় এতদ্দেশের ইতিহাস বহুকালাবধি বৃথারূপে গণ্য হইয়াছিল; কিন্তু যবন গ্রন্থকারদিগের কালনিরূপণ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকা প্রযুক্ত সেকন্দর এবং সিলুকসের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ সময় অনায়াসে নিরূপণ হইয়াছে; এবং তদ্দ্বারা অন্যান্য অনেক ঘটনার সময় নিরূপণ অক্লেশে সাধ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে, তথা সোমদত্ত কৃত বৃহৎ কথায়, এবং কএক যবন ও তৈলঙ্গ গ্রন্থে রাজা চন্দ্রগুপ্তের বিবরণ আছে; কিন্তু ঐ বিবরণ সকল কেহ কাহার সহিত ঐক্য হয় না। প্রত্যেক গ্রন্থে এক এক নূতন বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে, এবং তাহার অধিকাংশ যে অলীক তাহা স্পষ্টবোধ হইতেছে। তথাহি, বৃহৎকথা গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববিবরণ বিষয়ে বররুচি কহিতেছেন, “বৈরী এবং ইন্দ্রদত্ত আমার আচার্য্য বর্ষের নিকটে পানিনীয় ব্যাকরণের উপদেশ প্রাপ্ত্যর্থে যাচ্ঞা করায় বর্ষ বিপুলার্থ ব্যতিরেকে তাহা প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন না। ইহাতে আমরা জনত্রয়ে ঐ অর্থ উপার্জ্জনাকাঙ্ক্ষায় রাজসদনে যাত্রা করিলাম। তথা অযোধ্যা নগরে রাজশিবিরে উপনীত হইয়া শুনিলাম যে রাজা মহাপদ্ম নন্দের মৃত্যু হইয়াছে। এই বিঘ্নের সদুপায় করণার্থে সমভিব্যাহারি ইন্দ্রদত্ত কহিলেন আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী; আমার এই শরীর বৈরির নিকটে রাখিয়া আমার প্রাণদ্বারা নন্দের শরীরকে সজীব করিতেছি; পরে বররুচি তুমি আমার নিকটে প্রয়োজনীয় অর্থ যাচ্ঞা করিবামাত্র তাহা আমি তোমাকে দিব, এবং নন্দ শব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বশরীরে আবির্ভাব হইয়া আপন আপন কার্য্য সাধন করিব। তৎপর ইন্দ্রদত্ত তদ্রূপ করাতে জনগণ সকলেই আনন্দিত হইল; কিন্তু রাজমন্ত্রী সকাতল নন্দের পুনর্জীবন প্রাপ্তির কোন বিশেষ কারণ থাকিবেক এই বোধে আপন ভৃত্যদিগীকে আজ্ঞা দিলেন; “নগরস্থ সমস্ত শব অবিলম্বে দাহ করিয়া ফেল”। শকাতলের ভৃত্যেরা স্বামির আজ্ঞানুসারে নগরস্থ সকল শব-দাহন করিলেক, এবং তৎসঙ্গে ইন্দ্রদত্তের শবও ভস্মসাৎ হইল। এই কারণ বশত ইন্দ্রদত্ত আর আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিলেন না,” ইত্যাদি। ফলতঃ এতদ্রূপ স্পষ্ট ব্যক্ত অলীক গল্পহইতে যাথার্থ্য নিরূপণ করা অতি কঠিন; প্রত্যেক প্রসঙ্গের বিরুদ্ধ প্রমাণ অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; অতএব কি সত্য কি মিথ্যা ইহা কি প্রকারে নিশ্চয় হইতে পারে? পরন্তু, সেকন্দর পাদসাহের সমকালে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য প্রাপ্তির উদ্যোগে ব্যাপৃত ছিলেন এবং উক্ত পাদসাহের মৃত্যুর অত্যল্প কাল পরে রাজ্য প্রাপ্ত হন, ইহা উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত হও-

রাতে এতদ্দেশীয় ইতিহাসের যদ্রূপ মহোপকার হইয়াছে তাহা চন্দ্রগুপ্তের পিতৃ-মাতৃ-নির্ণয় অথবা তাঁহার অন্য কোন বিষয়ের যাথার্থ্য প্রকাশে কদাপি হইত না। যে সকল কথা সম্ভব যোগ্য এবং উত্তম গ্রন্থকার-ধৃত তাহাই হইতে পূর্ব্ব প্রকাশিত বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

পাঠক মহাশয়দিগকে নিবেদন।

সম্পাদক পীড়িত থাকা প্রযুক্ত বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের দ্বিতীয় সংখ্যা নিয়মিত সময়ে প্রকাশ হয় নাই। ভরসা করি, গ্রাহক মহাশয়েরা তদ্বিষয়ক ত্রুটি নিমিত্তে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। ভবিষ্যতে এতদ্রূপ অনিয়ম নিবারণার্থে দুই সংখ্যার উপযুক্ত প্রস্তাব-সকল প্রস্তুত রাখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বোধ করি তদ্দ্বারা পুনঃ বিলম্ব-ঘটনার নিরাকরণ হইবে।

অপর, এতৎ পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ অবধি আমরা শ্রুত হইয়াছি যে ভারতবর্ষের যে সকল স্থানের বিবরণ এই পত্রে প্রকাশ হয় তদ্বিরণ সম্বলিত তৎতৎস্থানের এক এক মানচিত্র প্রকাশ হইলে অনেকের উপকার হয়, কারণ এতদ্দেশের অধিকাংশ বিশেষতঃ স্ত্রী লোকেরা ভুগোল বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎও ব্যুৎপত্তি-বিশিষ্ট নহেন; তাঁহাদিগকে আদৌ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ স্থান সকলের বিবরণ জ্ঞাত না করাইয়া তাঁহাদিগের অর্থে তৎতদ্দেশের ইতিহাস লেখায় বিশেষ উপকার সম্ভাব্য নহে। এই অনুরোধবশাৎ এই সংখ্যাতে আমরা রাজবারা দেশের এক মানচিত্র প্রকাশ করিলাম। কিন্তু সর্ব্বদা এই অল্পায়তন পত্র দেশ সকলের নামে ও তাহাদের চতুঃসীমা, পরিমাণ,জন-সংখ্যা, ও মানচিত্রে পরিপূর্ণ করিলে ইহা জন সমাজে কদাপি আদরণীয় হইতে পারে না; বিশেষতঃ যে মূল্যে এই পত্র বিক্রীত হয় তাহাতে ইহার উপস্থিতাবস্থায় মুদ্রিত হওয়াই দুষ্কর, মানচিত্র প্রকাশে সুতরাং তদধিক। পরন্তু সমুদয় ভারতবর্ষের এক সুদীর্ঘ মানচিত্র প্রকাশ করিলে পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানচিত্র প্রকাশ করিবার প্রয়োজন থাকে না; এবিধায় যে সকল মহাশয়েরা এই পত্র পাঠ করিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হন তাঁহাদের বিশেষ প্রীত্যর্থে বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষের এক মানচিত্র ত্বরায় প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। ঐ চিত্রের পরিমাণ দীর্ঘে ৩ হস্ত, প্রস্থে ২।০ হস্ত। ইহাতে এতদ্দেশের নগর, ডাকের আড্ডা ও পথ, নদ, নদী, পর্ব্বতাদি সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থান লিখিত থাকিবে; এবং তাহার মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র নিরূপণ করা গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা ঐ মানচিত্র বস্ত্র নির্ম্মিত আধার সম্বলিত গ্রহণ করিবেন তাঁহাদিগকে দুই টাকা আট আনা করিয়া দিতে হইবে; এবং উহা বস্ত্র, বার্ণিশ, এবং কাষ্ঠ দণ্ডে সজ্জীভুত হইলে তাহার মূল্য চারি টাকা হইবে।

গ্রহণাকাঙ্ক্ষি মহাশয়েরা লালবাজারস্থ মেং রোজাক্ক কোম্পানি,অথবা পার্ক ষ্ট্রীটে ৪৩ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট সংবাদ পাঠাইলে যথাকালে উক্ত মানচিত্র প্রাপ্ত হইবেন।

পাঠ-পরিবর্ত্ত।

এতৎ পত্রের ১ সংখ্যায় ১২ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ১৪ পঁক্তিতে "এই পঞ্চ নদীর মধ্যে" ইত্যাদি ১৬ পঁক্তিতে "উহার" শব্দ পর্য্যন্ত যে যে পাঠ আছে তাহার পরিবর্ত্তে "এই পঞ্চ নদীর নাম শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা; এবং ইহারা সিন্ধুনদের" এই পাঠ হইবে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

[১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৩, পৌষ। [৩ সংখ্যা।



ভীল জাতির বিবরণ।

এতৎ পত্রের দ্বিতীয় সঙ্খ্যা প্রকাশানন্তর আমরা কোন বন্ধু প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি যে কোন ২ বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহানুরাগিণী ধীমতীরা রাজপুত্র-ইতিহাস-প্রবন্ধে ব্যবহৃত ভীল শব্দে কোন্ জাতিকে কহে? তাহাদের আবাস স্থান কোথায়? তাহারা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী? ইত্যাদি বিষয়ক ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন। এই অনুরোধ বশতঃ আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক এই সঙ্‌ক্ষেপ প্রস্তাব চিত্র সম্বলিত প্রকাশ করিলাম।

শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-সকল ব্যতীত এই ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেদ-শাস্ত্র-বিমুখ নানা অসভ্য জাতি-সকল বহুকালাবধি বর্ত্তমান আছে; এবং ইহাদের অনেকের নাম পুরাণাদিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্দেশের প্রায়

সমস্ত পার্ব্বত্য ভূমি এই অসভ্য জাতিতে পরিপূর্ণা। আসাম দেশে "গারো, "নাগা" এবং "ডোফলা" নামে প্রসিদ্ধ অসভ্য জাতিরা তদ্দেশের সমুদয় বন ও পর্ব্বতকে প্রজায় পূর্ণ করে। বঙ্গ দেশের উত্তরস্থ পর্ব্বত-সকল "কোচ, "বোদো" এবং "ঢিমাল" জাতিদ্বারা সংকীর্ণ হয়। রাজমহল নগরের দক্ষিণে "সোন্তাল" দিগের বাস; তদ্দক্ষিণ-পশ্চিমে "পার্ব্বতীয়া" জাতি; তদ্দক্ষিণে মেদিনীপুর অবধি "ধাঙ্গড়" জাতি; তদ্দক্ষিণ-পশ্চিমে "গোঁড়" বা "গোণ্ড" জাতি; তৎপরে "কোল" জাতি-সকল বাস করে। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে সৌরাষ্ট্র দেশের পূর্ব্বভাগে বন্দেলখণ্ড দেশস্থ বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য ভূমি "ভীল" নামা ধাঙ্গড়বৎ-জাতি বিশেষের বাসস্থান। এই জাতি অতি প্রাচীন; পুরাণাদিতে "ভিল্ল" নামে ইহাদের উল্লেখ আছে; এবং কোন সময়ে যে ইহারা ক্ষমতাপন্ন ছিল পুরাণে ও রাজপুত্র-ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। ইহাদের জাত্যভিমান নাই; সকলেই এক বর্ণ; কিন্তু বংশ ভেদ আছে, এবং তদ্বংশের উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ নিরূপণ হয়। ঈশ্বর জ্ঞান ইহাদের কিছু মাত্র নাই; কেবল আপৎকালে তন্মোচনার্থে জ্বরাদি রোগের কল্পিত অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করার প্রথা আছে। গোরক্ষনাথ ঋষিকেও ইহারা মান্য করিয়া থাকে। খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে ইহারা সর্ব্বভুক্; কোন বস্তুই পরিত্যাগ করে না; গোমাংসাদি সকল বস্তু ভোজন করে; এবং অহরহ মৌয়া-ফল-নিঃসৃত মদে প্রমত্ত থাকে। সকল উৎসবে—বরং আত্মীয় স্বজন বিয়োগান্তেও—এই মাদকে বিহ্বল হওয়া ইহাদের এক প্রবল রীতি। চৌর্য্য বৃত্তিতে ইহারা অতি প্রসিদ্ধ; এবং পশ্চিম অঞ্চলে "ভীল" শব্দ চোর শব্দের প্রতিবাক্য হইয়াছে। কিন্তু এই দুষ্কর্ম্মে ভীল মাত্রই সম রূপে অগ্রগণ্য নহে। গ্রামবাসি অনেক ভীল ব্যক্তিও প্রহরি এবং দাসত্ব কর্ম্মে সাধুতাদ্বারা প্রশংসা ভাজন হইয়া কালযাপন করিতেছে। অপর অনেকে ক্ষেত্র কর্ষণে নিযুক্ত আছে; তাহারাও চৌর্য্য ব্যবসায়ে রত নহে। কিন্তু যে সকল ভীলেরা অদ্যাপি বনে বাস করিয়া মৃগয়ায় কালযাপন করে তাহারা স্বভাবতই শস্যাদির উৎপাদনে অক্ষম, সুতরাং অনায়াস-সাধ্য চৌর্য্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

ভীলদিগের শরীর স্থূল ও খর্ব্ব; এবং তাহাদের স্বভাব চঞ্চল এবং শ্রম সহনে তৎপর। উদ্বাহ বিষয়ে ইহাদের এক আশ্চর্য্য রীতি আছে। প্রথমতঃ কন্যা পাত্র নির্ণয় হইলে পর উভয় পক্ষের জ্ঞাতি কুটুম্ব উভয়ের বাটীতে একত্র হইয়া ক্রমাগত দুই দিবস পান ও ভোজনে মত্ত থাকে। পরে তৃতীয় দিবসে বরযাত্রী স্ত্রী পুরুষ-সকলে কন্যার বাটীতে আসিয়া কন্যাপহরণ করে; এবং নির্ব্বিঘ্নে কন্যাপহরণ হইলে ঐ বিবাহ মঙ্গলদায়ক নচেৎ অমঙ্গলজনক জ্ঞান করে।

ভীলদিগের পুং-শবকে দাহ করে; এবং স্ত্রীও বালকদিগকে সমাধি অর্থাৎ গোর দেয়।

ইউরোপীয় পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িরা কহেন, যে এই অসভ্যজাতি-সকলই ভারতবর্ষের আদি প্রজা। ফলতঃ বেদানুগামি হিন্দুরা কোন সময়ে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমস্থ অত্যল্প স্থান মাত্র অবলম্বন করিয়াছিল, এবং ক্রমশ এতদ্দেশের অধিকাংশ ব্যাপ্ত করিয়াছে, ইহা নানাবিধ প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হইতেছে; তথা ঐ বেদানুগামিদিগের বিস্তৃত হওনের পুর্ব্বে ভারতবর্ষে কোন প্রকার প্রজার অবস্থিতি ছিল, ও পরে তাহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিদ্বারা তাড়িত হইয়া ক্ষেত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে ও পর্ব্বতে বাস করিয়াছে ইহাও অসম্ভব

কি অসংলগ্ন কথা নহে। বরং অমেরিকা, অফরিকা, অষ্ট্রেলীয়া ইত্যাদি দেশে ইউরোপীয় সভ্য ব্যক্তিদিগের অবস্থিতি হওয়াতে তদ্দেশীয় প্রাচীন প্রজাদিগের যে অবস্থা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হয় যে এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের রাজ্য বিস্তার হওয়াতে অত্রত্য পূর্ব্বতন প্রজারা ঐ রাজ্যে পরাধীন হইয়া বাস করা অপেক্ষায় বনে ও পর্ব্বতে বাস শ্রেয়ো বোধে তদ্রূপ করিয়াছে; এবং বহুকালাবধি তথায় আপনাদিগের প্রাচীন রীতি, নীতি, ব্যবহার ও ভাষা রক্ষা করিয়া বাস করিতেছে। বর্ত্তমান অসভ্য জাতিরাই ব্রাহ্মণ ভয়ে পলাতক আদিম জাতির অপত্য কি না, এবং সেই জাতি এক কি অনেক তাহার প্রমাণ এই সকল জাতির ইতিহাসের উত্তম সমন্বয় না করিলে নিশ্চয় হয় না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।

এতদ্দেশীয় সাধারণ জনগণে ভারতবর্ষীয় রাজ্য শাসন বিষয়ে সম্যগ্‌রূপে অনভিজ্ঞ। অনেকেই জিজ্ঞাসিলে কহে যে "এ কোম্পানির দেশ"; তথা পশ্চিম প্রদেশস্থ ব্যক্তি ব্যূহও এই ধ্রুব জানেন যে "ইহ কোম্পানিকা মুলুক হেয়;" কিন্তু সেই কোম্পানি যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ; কোথায় অবস্থিতি করে; স্ত্রী কিংবা পুংজাতীয়; এক অথবা অনেক; এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তাহারা অনেকে অতি কষ্টেও প্রদান করিতে সমর্থ হয় না; ও এতদ্বিষয়ে অনেক ভ্রান্তি-সূচক কথোপকথনও আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। অতএব ইংরাজী পুস্তকহইতে তদ্বিষয়ের স্বল্পাখ্যান সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রচার করা যাইতেছে।

কলিকাতাহইতে প্রায় ১৪০৮০ জ্যোতিষি ক্রোশান্তরে মহা সমুদ্র-মধ্যস্থিত প্রায় জ্যোতিষি ১২৭।। যোজন পরিমিত ক্ষুদ্র এক উপদ্বীপ আছে; তন্মধ্যস্থ কএক জন সামান্য ব্যক্তি দুই শত ত্রিপঞ্চাশৎ বৎসর হইল ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজবেথ্ নাম্নী রাজ্ঞীর নিকট এক শাসন পত্র প্রাপ্ত হইয়া এতদ্দেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। তৎপরে তাহারা কালের কুটিল-গতি-ক্রমে বাণিজ্য ব্যবসায়ের সহিত অস্ত্র-বিদ্যার চালনা দ্বারা প্রথমে বাঙ্গালা, পরে মগধাদি প্রভৃতি রাজ্য-সকল জয় করিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনে রাজত্ব করিত। ক্রমে স্বকীয় রণ-কৌশলদ্বারা মহাবলপরাক্রম রাজপুত্র ও মহারাষ্ট্র ও মোসলমান জাতীয় সমস্ত রাজাদিগের সমুচ্ছেদ করত প্রভুত্ব করিতে লাগিল। সম্প্রতি হিমালয় পর্ব্বতহইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, এবং সিন্ধু নদের পশ্চিমপার হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বপারের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত, দীর্ঘে ৪০৯ যোজন এবং প্রস্থে ৩৩০ যোজন বিস্তৃত এতদ্বৃহদ্রাজ্য সেই বাণিজ্য ব্যবসায়ি সামান্য কতিপয় ব্যক্তি-শ্রেণীর সম্পূর্ণ শাসনাধীন হইয়াছে। ভারত-ভূমির এই হস্তান্তর হওনের বৃত্তান্ত এক চমৎকার ও অপূর্ব্ব আখ্যান। ইংরাজি ১৭৫৭ অব্দে ভাগীরথীতীরে পলাশির উদ্যান নামক প্রসিদ্ধ স্থানে যখন তাঁহাদিগের প্রথম জয়ধ্বনি উঠিল তদবধি এতৎকাল পর্য্যন্ত একশত বৎসরও গত হয় নাই; অথচ ইতি মধ্যে এতন্মহারাজ্য তাঁহাদের সম্যগ্‌রূপে হস্তগত হইয়াছে। উক্ত আশ্চর্য্য উপাখ্যান-সমূহ আমরা পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে

সময়ে২ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি; এবং কি সুচারু-নিয়মের বলে, এবং কি চমৎকার রাজ্য-শাসনের কৌশলে, এ রাজ্য এমত সুশাসিত হইতেছে; এবং যে নিয়মে অহরহ ইহার বিস্তার হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিতেও প্রবর্ত্ত হইব; কিন্তু এইক্ষণে তদ্বিষয়ের স্থানাভাব, অতএব প্রকৃতাখ্যানের অনুসরণ করিতেছি।

প্রাচীন কালাবধি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ অর্থাৎ আফ্‌গনিস্থান এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তি রাজ্য দিয়া হিন্দূস্থানে গমনাগমনের পথ প্রচলিত আছে। গ্রীস দেশীয় বাদশাহ সেকন্দর শাহ্ পৃথিবীর অনেকাংশ জয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ মার্গদ্বারা মৌর-রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন; পরে ম্লেচ্ছ রাজারাও তদ্দেশ-দ্বারা এতদ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া একাধিক্রমে সপ্ত-শত বৎসর পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। ক্রমে ইউরোপীয় জাতিয়েরাও নানা বিধ উপায়দ্বারা স্বস্ব পদের উন্নতি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আদৌ বাণিজ্য বৃদ্ধি বিষয়ে যত্ন তাহাদিগের মুখ্যকল্প হইল। তৎকালে ভার-তরাজ্যের উপাদেয় দ্রব্য সমূহ স্থল-পথদ্বারা রূম এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে উপনীত হইয়া বিক্রীত হওয়াতে এতদ্রাজ্যের বিপুল ঐশ্বর্য্যের গৌরব তথায় অতিশয় বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু বাণিজ্য বস্তু স্থলপথদ্বারা বহু দূরে প্রেরণ করা বহু ব্যয়-সাধ্য, সুতরাং এতদ্দেশীয় উত্তম বস্ত্র, মসালা এবং অন্যান্য বস্তু সকল তদ্দেশে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। ঐ সকল বস্তু জলপথদ্বারা আনীত হইলে সুলভ হয়, এতন্নিমিত্ত ইউরোপ খণ্ডের অনেকে জলপথদ্বারা এতদ্দেশে আগমন করিতে চেষ্টা করেন; এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোক মাত্রই ভারতভূমির সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইবার বাসনায় মুগ্ধ হইয়া জল পথে তথায় গমনাগমনের পথানু-সন্ধানে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে ইউ-রোপীয় অন্যান্য দেশাপেক্ষায় স্পেন এবং পোর্টু-গেল দেশ বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। পোর্টুগিস নাবিকেরা অর্ণবপোত অর্থাৎ জাহাজ চালনে সর্ব্বাপেক্ষায় নিপুণ হইয়া তাহারাই সর্ব্বাগ্রে এটলেণ্টিক মহাসমুদ্রে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে মহার্ণবে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করত এতদ্দেশে প্রবিষ্ট হইবার প্রবল আশা মনো-মধ্যে রোপণ করে। তদুৎসাহ-সূত্রে কোলম্বস্ নামক এক জন নাবিক স্পেন দেশীয় রাজ্ঞীর সহায়তায় মহাসমুদ্রের পথাবলম্বনে অবিরত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া আমরিকা খণ্ডের অস্তিত্ব সংবাদ ইউরোপে প্রচার করিলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে সর্ব্বত্র স্পেন দেশীয় নাবিকদিগের অসম্ভব যশের উল্লেখ হইতে লাগিল; এবং বাণিজ্য বিষয়ে সাধারণ জনগণের অত্যন্ত উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তৎপরে সাধারণের অভীষ্টসিদ্ধিসূচক সংবাদ ইউরোপে সমাগত হইল, যে পোর্টুগিস্ রাজার প্রেরিত বাস্কো-ডি-গামা নামক নাবিক সমুদ্র পথে গমন করত আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগ অর্থাৎ উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভারতরাজ্য গমনের পথ প্রাপ্তি পূর্ব্বক তদ্দেশে গমন করিয়াছেন। ইং ১৪৯৮ অব্দে এই মহা ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া ইউ-রোপের মনোরথ সিদ্ধ হয়; এবং ইউরোপের প্রধান২ রাজদ্বারা ঐ পথদিয়া স্বস্ব দেশীয় নাবিকগণ প্রেরিত হওয়াতে ইউরোপ জা-তীয়েরা হিন্দুস্থানে উপনীত হইয়া ওলন্দাজ, পোর্টুগিস, ফরাসিস, দিনেমার প্রভৃতি সকলেই ভারত ভূমিতে একত্রীভূত হইল। ইংলণ্ড দেশের

বণিকেরাও এ বিষয়ে নিরুদ্যম ছিল না। ১৬৫৫ সংবতে তাহাদের মধ্যে কএক জন একত্র হইয়া এতদ্দেশে বাণিজ্য করণার্থে ১০১ অংশ-ভাগ নির্ণয় করিয়া ৩,০০,০০০ টাকা সঙ্গ্রহ করত ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজেবেথ্ নাম্নী মহারাণীর নিকটহইতে এক শাসন পত্র প্রাপ্ত হয়। ঐ শাসনানুসারে উক্ত বণিগ্‌দিগের "ভারতবর্ষে বাণিজ্যকারি লণ্ডন নগরের বণিক্ সঙ্ঘ" এই নাম হয়; এবং এই বণিক্ সঙ্ঘহইতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির উদ্ভব হইয়াছে। বাণিজ্য কর্ম্ম নিষ্পাদনার্থে এই বণিক্ সঙ্ঘ আপনাদিগের মধ্যহইতে ২৪ ব্যক্তিকে কর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করত ১৬৫৭ সংবতে তাহারা পাঁচ জাহাজ সুসজ্জ করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করে। এই জাহাজ পঞ্চে যে সকল বস্তু বিলাতে নীত হইয়াছিল তাহাতে বণিগ্‌দিগের যথেষ্ট লভ্য হওয়াতে ঐ বণিক্ সংঘ ১৬৬৯ সংবৎ অবধি ১৩ বৎসরে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আট বার জাহাজ প্রেরণ করিয়া যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করে।

১৬৬৫ সংবতে উক্ত বণিকেরা স্বদেশীয় রাজার নিকটহইতে এক নুতন শাসন পত্র প্রাপ্ত হয়; এবং তাহার দুই বৎসর পরে দিল্লীশ্বরকে তাহাদের ক্রেয় বস্তুর নিমিত্তে শতকরা ৩।।০ টাকা কর দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকটহইতে সুরাট, অহমদাবাদ, কাম্বে, এবং গোগা নগরে কর্ম্মস্থান অর্থাৎ কুটী নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

প্রথমতঃ যে তিন লক্ষ টাকা লইয়া এই বণিকেরা ভারতবর্ষের বাণিজ্য আরব্ধ করে তাহাতে তাহাদের জাহাজ সুসজ্জ হইত না, এ কারণ তাহারা অন্যের নিকট অর্থ কর্জ্জ লইয়া আপনাদিগের কর্ম্ম নিষ্পাদন করিত। ১৬৬৮ সংবতে এই ঋণের নিয়ম রহিত করিয়া অংশিদিগের সংখ্যা ও দাতব্য অর্থের সীমা বৃদ্ধি করত আপনাদিগের মূল ধন ৪২,০০,০০০ টাকা করিলেক। তৎপরে ১৬৭০-৭১ সংবতে তাহাদের কর্ম্মের সুসম্পত্যর্থে অপর ১,৬০,০০,০০০ টাকা সঙ্গ্রহ করত, ঐ টাকা পৃথক্ রাখিয়া কর্ম্ম চালাইতে লাগিল।

বাণিজ্যের মঙ্গল বৃদ্ধির সহিত এই বণিক্‌দিগের মূল ধনেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সংবৎ ১৬৮৯ অব্দে পূর্ব্বোক্ত ধন ব্যতীত অপর ৪২,০৭,০০০ টাকার সঙ্গ্রহ হয়। ঐ অর্থও পৃথক্ রাখিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষেরা এই বণিগ্‌দিগের কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশ ইহাদের উপার্জ্জন দেখিয়া অন্য এক দল লণ্ডন নগরের বণিক্ তত্রত্য মাহারাজকে তাহাদের বাণিজ্যের অংশ দিতে স্বীকৃত হওয়াতে ঐ মহারাজ এক দলের হস্তে এক শাসন পত্র সত্ত্বেও অপর এক দলকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। প্রথম দলস্থ বণিকেরা এই অন্যায় আজ্ঞার বিরুদ্ধে রাজাকে পুনঃ২ আবেদন করিলেক; কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। পরে বহুকালাবধি পরস্পর বিবাদে অনেক অর্থ-অপচয়ের পর ১৭০৬ সংবতে রাজাজ্ঞায় এই দুই দলে সম্মিলিত হওয়াতে "ইউনাইটেড্ জইণ্ট ষ্টক্ কোম্পানি" অর্থাৎ "সম্মিলিত যৌত ধনিসংঘ" তাহাদের উপাধি হয়।

ঐ সম্মিলনের দুই বৎসর পরে বৌটন নামা জনৈক ইংরাজি-চিকিৎসকদ্বারা শাহ্‌জাহান্ পাদশাহের কোন দুহিতা পীড়াহইতে মুক্ত হইবায় ঐ পাদশাহ পুরস্কার স্বরূপে বার্ষিক তিন সহস্র টাকা করে, ইংরাজদিগকে বঙ্গ দেশে যথেচ্ছ-বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন; এবং এই ঘটনা অবধি বঙ্গ দেশে ইংরাজদিগের স্থিতির দৃঢ়তা হয়।

বিপক্ষ বণিগ্‌দলের সম্মিলনে সকলের মনের ঐক্যতা হয় নাই, বরং পরস্পারের মনে পরস্প-

রের অনিষ্ট চেষ্টাই প্রবলা রহিল, এবং কিয়ৎ কাল পরে ক্রমওয়েলের আধিপত্য সময়ে এই বাণিজ্য ব্যাপারের কএক জন অংশী ১৭১২ সংবতে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করণে উক্ত অধিপতির অনুমতি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু এই নব্য দলের বিপক্ষতাচরণে উভয় দলের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়াতে কিয়ৎ কাল পরে তাহারা পুনঃ একত্র হয়। এই একত্র হওন কালে মূল ধনের বৃদ্ধি করণার্থে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা সঙ্গ্রহ করা যায়।

১৭১৮ সংবতে এই ভারতবর্ষের বাণিজ্য কারিরা এক নুতন শাসন পত্র প্রাপ্ত হয়। ঐ পত্রে তাহাদের পূর্ব্বপ্রাপ্ত সমস্ত ক্ষমতা তাহাদিগকে প্রত্যর্পিত হয়। অধিকন্তু, তাহাদের অসংক্রান্ত স্বদেশীয় কোন ব্যক্তিকে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হইলে তাহাকে কয়েদ করিয়া বিলাতে প্রেরণ করিতে, এবং এতদ্দেশীয় রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে, অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

কোম্পানির ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিরা এই দুই নুতন রাজাজ্ঞা ভারতবর্ষে ত্বরায় প্রচার করিল। ১৭২০ সংবতে মহারাষ্ট্র-দেশীয় শিবাজি মহারাজ সুরট নগর আক্রমণ করাতে তদ্দেশীয় ইংরাজ বাণিজ্য ব্যবসায়িরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করত তাঁহাকে সুরটহইতে দূরীকরণ করিলেক। তাহাদের অপর ক্ষমতাও তুমুল বিবাদের কারণ হইল। স্কিনর নামক এক জন ইংরাজ-বণিক্ সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর পূর্ব্বাংশে বরেলা নামক এক উপদ্বীপ জাম্বিরের রাজার নিকট ক্রয় করত তাহাতে এক কর্ম্মালয় স্থাপন করিয়া তথায় বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। কোম্পানির কর্ম্মকারিরা ইহার সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র তাহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়া তাহার ঐ উপদ্বীপ ও জাহাজ ও সম্পত্তি সকল অপহরণ করিলেক। স্কিনর সাহেব এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের রাজার নিকটে আবেদন করাতে "হৌস আফ্ লার্ডস্" নাম্নী মহাসভায় ঐ বিষয়ের বিচার করণের ভার অর্পিত হয়। হৌস আফ্ লার্ডস্ স্কিনর সাহেবের পক্ষে এ বিষয় মীমাংসা করত কোম্পানির নিকট তাঁহার ৫০,০০০ টাকা প্রাপ্য এই আজ্ঞা প্রদান করেন; কিন্তু "হৌস আফ্ কমন্স" নাম্নী ইংলণ্ড দেশের সাধারণ মহাসভায় ঐ নিষ্পত্তি অগ্রাহ্য হয়; এবং তৎসভ্য মহাশয়েরা স্কিনর সাহেবকে কারারুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। এই সূত্রে ইংলণ্ড দেশের প্রসিদ্ধ সভাদ্বয়ের মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত হয়; এবং কএক বৎসরাবধি ঐ বিবাদশিখা প্রজ্বলিতা থাকায় অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সোপান হইবাতে তদ্দেশীয় রাজা স্বয়ং উভয় সভার মান্য ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিয়া এই কলহাগ্নি নির্ব্বাণ করেন। কিন্তু তাহাতে দুর্ভাগ্য স্কিনর সাহেবের কোন উপকার হইল না। তাঁহার উপদ্বীপ ও জাহাজ সম্পত্তি পূর্ব্বেই অপহৃত হইয়াছিল, মধ্যে কারাগার-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হইল।

কোম্পানি এই বিবাদের পর কিয়ৎ কালাবধি নির্ব্বিঘ্নে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। স্বদেশীয় রাজাজ্ঞায় ইহাঁদের বিরুদ্ধাচরণ কারিদিগকে প্রাণ-দণ্ডও করিতে স্বক্ষম ছিলেন; ইহাতে শত্রু ভয় প্রায় ছিল না; বিশেষতঃ স্বদেশীয় প্রধান রাজকর্ম্মকারিদিগের অনেককে উৎকোচরসে মুগ্ধ রাখায় কেহই ইহাঁদের বিপক্ষতাচরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অধিকন্তু, যে কেহ ইহাঁদের অজ্ঞাতসারে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাদের অনেকেই অবিলম্বে ইহাঁদের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া আপনাদিগের অদূরদর্শিতার ফল ভোগ করে। কিন্তু ধনলোভ

অতি প্রবল-উৎসাহবর্দ্ধক। উহাদ্বারা চালিত হইয়া নিরুদ্যম ব্যক্তিরাও অসমসাহসিক কর্ম্মে নিযুক্ত হয়; বিশেষতঃ ইংলণ্ডের উৎসাহপূর্ণ বণিকেরা ধনোপার্জ্জনের উপায় প্রাপ্ত হইলে ক্ষতি বা বিপদের পরামর্শ কদাপি গ্রাহ্য করে না। সুতরাং কোম্পানি বহুকালাবধি নির্ব্বিঘ্নে ভারতরাজ্যের ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হইলেন না। অনেকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে বাণিজ্য করিতে চেষ্টান্বিত হইল। এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজভাণ্ডার অর্থশূন্য হওয়াতে তত্রত্য রাজা নানাবিধ উপায়দ্বারা অর্থ সঞ্চয়ে ব্যগ্র হইয়া কোম্পানির নিকট ধন যাচ্ঞা করেন। ইহাতে কোম্পানি বার্ষিক শতকরা ৪ টাকা সুদে ৭০,০০,০০০ টাকা কর্জ্জ দিতে স্বীকার হন; কিন্তু অন্য এক দল বণিক্ এই অবকাশে রাজাকে ২,০০,০০,০০০ টাকা বার্ষিক শতকরা ৮ টাকা সুদে কর্জ্জ দিয়া, তাহারা স্বেচ্ছানুসারে একত্র বা স্বতন্ত্র হইয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে যাহারা একত্র বাণিজ্য করিতে মানস করিয়াছিল তাহারা অপর এক রাজশাসন উপলব্ধি করে। ঐ শাসনানুসারে তাহাদের নাম হয় "ভারতবর্ষে বাণিজ্যকারি ইংরাজ সংঘ"; এবং তাহারা বিশেষ উৎসাহের সহিত আপনাদিগের নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়।

এতদ্রূপ পরস্পর দ্বেষি ব্যক্তিরা কদাপি অবিবাদে কাল যাপন করিতে পারে না। ফলতঃ প্রস্তাবিত কোম্পানিদ্বয় অর্থাৎ বণিক্ সঙ্ঘদ্বয় আপন২ ব্যবসায়ের প্রসঙ্গে নানা কলহের সুত্রপাত করিল; এবং ক্রমশঃ ঐ কলহ অতি বিস্তার হইয়া উভয় দলকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিলে ইংরাজি ১৭০৮ (সংবৎ ১৭৬৪) অব্দের সেপটেম্বর (ভাদ্রের শেষার্দ্ধ এবং আশ্বিনের পূর্ব্বার্দ্ধ) মাসে আন নাম্নী মহারাজ্ঞীর শাসনে এই উভয় দলে একত্র হইয়া "ইউনাইটেড্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" অর্থাৎ "সম্মিলিত ভারতবর্ষীয় সঙ্ঘ" ইতি উপাধি প্রাপ্ত হওত এতদ্দেশে বাণিজ্য করিতে আরব্ধ করে। এবং এই সম্মিলিত বণিক্ সঙ্ঘের নাম উক্ত উপাধির সংক্ষেপে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" এবং তৎ সংক্ষেপে "কোম্পানি" শব্দে বিখ্যাত হইয়াছে। ১৭৬৪ সংবতের পরে এই কোম্পানি বাণিজ্য এবং এতদ্দেশের রাজ্য শাসন করণার্থে পুনঃ২ রাজ-শাসন প্রাপ্ত হয়; এবং ঐ সকল শাসনানুসারে তাহারা এইক্ষণে তিন সমাজে বিভক্ত হইয়াছে; তদ্যথা,

প্রথম। অংশিসমাজ (কোর্ট আফ্ প্রোপ্রায়েটর্স্);

দ্বিতীয়। অধ্যক্ষ সমাজ (কোর্ট আফ্ ডিরেক্টর্স্);

তৃতীয়। অনুশাসক মণ্ডল (বোর্ড আফ্ কণ্ট্রোল)।

প্রথম; অংশি সমাজ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম সর্জনকালে তাহাদের মূল ধন ত্রিশ হাজার পৌণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন লক্ষ টাকা ছিল, এবং উহা একশত এক শ্যারে বিভক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল শ্যার অর্থাৎ অংশ ক্রয় বিক্রয় হইত; এবং অদ্যাপিও হয়। যিনি উহা ক্রয় করেন তাঁহাকে ইষ্টইণ্ডিয়া প্রোপ্রাএটর্ অর্থাৎ কোম্পানির অংশী বলিয়া কহা যায়। সময়ে২ স্বতন্ত্র সংগ্রহদ্বারা মূল ধন বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে ষষ্টি লক্ষ পৌণ্ড অর্থাৎ ছয় কোটি মুদ্রার স্থিতি হইয়াছে। উক্ত টাকার সুদ স্বরূপে এতদ্দেশের উপসত্ত্ব হইতে বার্ষিক শতকরা ১০৸০ টাকা করিয়া প্রতি অংশী প্রাপ্ত হন। এই অংশিদিগের ত্রৈমাসিক

সভা হইয়াথাকে। তাহাতে ভারতবর্ষের বাণিজ্য ও রাজ্য বিষয়ক সমস্ত বিষয়ের স্থূল বৃত্তান্ত বিচারিত হয়, এবং যথা প্রয়োজনানুসারে অধ্যক্ষ সমাজের কর্ম্মকারী নিযুক্ত হয়। ও ঐ কর্ম্মকারিরা যথানিয়মে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন এই অভিপ্রায়ে অংশিসমাজহইতে সময়ে২ যথাবশ্যক নিয়ম সকল নির্দ্ধারিত হয়। নিয়ম-সকলের অনুবর্ত্তী হইয়া অধ্যক্ষ সভাস্থ মহাশয়েরা কর্ম্ম করেন, নতুবা তাঁহারা দণ্ডনীয় হন। যে সকল ব্যক্তিরা এই বাণিজ্য কার্য্যে ১০,০০০ টাকা দিয়াছেন তাঁহারা উক্ত সভায় মতামত প্রকাশ করণের ক্ষমতা রাখেন। যাঁহারা ৩০,০০০ টাকার অংশী তাঁহাদের মতামত পূর্ব্বপ্রকার অংশিদিগের দুই জনার মতের তুল্য রূপে গণ্য হয়; যিনি ৬০,০০০ টাকার অংশী তাঁহার মত দশ সাহস্রিক অংশিদিগের তিন ব্যক্তির মতের তুল্য; এবং ১,০০,০০০ টাকার অংশিরা দশসাহস্রিক চারি জনা অংশির তুল্য। সামাজিকদিগের এই উৎকৃষ্ট ক্ষমতা; ইহার ঊর্দ্ধ্ব আর নাই। অংশিদিগের মধ্যে এইক্ষণে ১৯৭৬ জন ব্যক্তি অংশিসভায় মতামত প্রকাশের যোগ্য বর্ত্তমান আছেন।

দ্বিতীয়। কোম্পানির প্রারম্ভাবধি অংশিরা সাধারণ কর্ম্মের সুচারু নিষ্পাদনার্থে স্বীয় শ্রেণীমধ্যহইতে চতুর্ব্বিংশতি যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ করেন। ঐ ২৪ ব্যক্তির সভাকে "কোর্ট আব ডিরেকটর্স" অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষ সমাজ বলা যায়। বিংশতি সহস্র মুদ্রার উপযুক্ত অংশ না থাকিলে কেহ উক্ত সভার যোগ্য হয়েন না। উক্ত চতুর্ব্বিংশতি ব্যক্তিমধ্যে ছয় ব্যক্তি প্রতি বর্ষান্তে সভাহইতে রহিত হইয়া নূতন ছয় ব্যক্তি তাঁহাদিগের পদে অভিষিক্ত হয়েন। যাঁহারা রহিত হয়েন তাঁহারা এক বর্ষান্তে পুনঃ সভাস্থ হইবার যোগ্য হইতে পারেন। কোর্ট আব ডিরেকটরেরা স্বীয় সভ্য শ্রেণীহইতে এক ব্যক্তিকে সভাপতিত্ব পদে এবং অন্যকে সহযোগি-সভাপতিত্বপদে বরণ করেন।

উক্ত সভার ক্ষমতা অতি মহতী। তাঁহারা এখানকার বড় সাহেব অর্থাৎ গবর্ণর জেনেরেল, (অধিশাসনকর্ত্তা) এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর গবর্ণর (শাসনকর্ত্তা), ও আগ্রার লেফটেনণ্ট গবর্ণর অর্থাৎ অনুশাসনকর্ত্তাদিগকে নিয়োগ করেন। যদ্যপি ইংলণ্ডের রাজা মনে করেন যে উক্ত পদে যে যে ব্যক্তিকে এই অধ্যক্ষ সমাজহইতে নিযুক্ত করা হয়, তাহারা উপযুক্ত পাত্র নহে, তবে তাহারা রহিত হইতে পারে। পরন্তু, উক্ত কর্ম্মচারিদিগের অধীনে এতদ্দেশের যে সমস্ত রাজকার্য্যনির্ব্বাহক নিয়োগ করা যায়, তাহা ঐ কোর্টের আজ্ঞানুসারেই হয়; এবং এই কারণ বশতঃ এতদ্দেশের রাজপুরুষদিগের মধ্যে অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আত্মীয় স্বজনই অধিকাংশ। যুদ্ধ বিষয়ের সমস্ত সদসদ্বিবেচনা উক্ত সভাদ্বারা নির্ব্বাহ হয়; এবং ইহাদের এ ক্ষমতাও আছে যে কোন গবর্ণর জেনরল তাঁহাদিগের অনভিমতে কোন কার্য্য করিলে তাঁহাকে তদ্দণ্ডেই স্বদেশে পুনর্যাত্রা করিতে আজ্ঞা দেন। লার্ড এলেনবরার প্রতি তাঁহারা এই ক্ষমতা প্রচার করিয়াছিলেন।

তৃতীয়। ইংরাজি ১৭৮৪ অব্দে "বোর্ড আব কণ্ট্রোল" নামক সভার সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে ইংলণ্ডেশ্বরের মনোনীত ষষ্ঠ মন্ত্রিগণে এবং ঐ রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান কর্ম্মচারিগণে এতৎ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন; এক্ষণে মন্ত্রিমণ্ডলীহইতেই এতৎ সভার কর্ম্মচারি নিযুক্ত করিতে হইবেক এমত বিধান নাই; রাজার ইচ্ছানুসারে

মন্ত্রি ব্যতীত অন্যেও ঐ পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। এতৎসভার সভাপতিত্বপদে যিনি আরূঢ় হয়েন তিনিই সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকেন; কদাচিৎ প্রয়োজন-মতে সহযোগিদিগের অভিপ্রায় গ্রহণ করেন। কোম্পানির রাজ্য সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করণ, এবং তৎসঙ্ক্রান্ত সমূহ লিপ্যাদির দর্শনাদি, এবং বিবেচ্য হইলে তাহার শোধন ও পরিবর্ত্তন অথবা রহিত করণ, এবং কদাচিৎ যুদ্ধাদি সময়ে কোর্ট আব ডিরেক্টরের অজ্ঞাত বা অনভিমতে স্বয়ং এখানকার বড় সাহেব সমীপে আজ্ঞা প্রেরণাদি করণ,উক্ত সভার নিয়মিত কার্য্য; এবং তাহা প্রায় সভাপতিদ্বারাই নির্ব্বাহ হয়। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী; এবং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে এখানকার প্রধান কর্ম্মকারকেরা স্ব২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। সভাপতি ইবহৌস সাহেব সাধারণ সমক্ষে সম্প্রতি ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহার আজ্ঞানুসারে আফ্‌গানিস্থানের যুদ্ধ উত্থাপিত হইয়াছিল, যাহাতে কতশত-সহস্র-মুদ্রা এবং কত সহস্র মনুষ্য বিনষ্ট হয়। ফলতঃ উক্ত বোর্ডের সভাপতি ভারতবর্ষের এক অদ্বিতীয় অধীশ্বর; এবং তাঁহার ইঙ্গিতে এখানকার রাজপুরুষদের নিয়োগ এবং রাজকার্য্য সমাধা হইয়া আসিতেছে।

কোম্পানির শেষ শাসনপত্র চতুর্থ উইলিয়ম বাদশাহের রাজত্বকালে ইং ১৮৩৩ অব্দে বিংশতি বৎসর নিরূপিত সময়ের নিমিত্তে দত্ত হয়। তাহা অদ্যাবধি প্রবল আছে। উক্ত শাসনপত্রের সারাংশ এই।

১। ইং ১৮৫৪ অব্দ পর্য্যন্ত উহা প্রবল থাকিবেক।

২। পূর্ব্ব২ শাসনপত্রে লিখিত নিয়ম-সমূহ যাহা বর্ত্তমান পত্রের বিরুদ্ধ নহে সে সমস্ত প্রবল রহিবে।

৩। কোম্পানি চীন দেশসম্পর্কীয় চা এবং অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্য করিতে অসমর্থ হইবেন।

৪। কোম্পানিদ্বারা জিত রাজ্যে উহাঁরা বাণিজ্য করিতে পারিবেন না।

এই নিয়মের সূত্রে রেশম কোরা এবং অন্য বিবিধ-বস্তু-বিষয়ক বাণিজ্য যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয় কোম্পানি কর্ত্তৃক এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল তাহা এককালে নিবৃত্তি পাইয়াছে।

৫। উক্ত নিয়মপত্রদ্বারা ইহাও নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে, গবর্ণর জেনরল সাধারণ জনগণের নিমিত্তে নিয়ম-সকল প্রস্তুত করিবেন। কিন্তু তাহা বিলাতীয় রাজপুরুষদিগদ্বারা অযথার্থরূপ বোধ হইলে রহিত হইবেক।

৬। ইংলণ্ডের যে কোন প্রজা হউক কোম্পানির চার্টরের লিখিত রাজ্যের মধ্যে অনায়াসে আগমন এবং বাস এবং তথাকার ভূম্যাদি ক্রয় করিতে সমর্থ হইবেক।

পূর্ব্বে এ বিষয়ের নিষেধ ছিল। ইংলণ্ডীয় কোন প্রজা কোম্পানির অনুমতি ব্যতিরেকে এতদ্দেশে সমাগত হইলে তাঁহারা তদ্দণ্ডে তাহাকে বল পূর্ব্বক ধৃত করিয়া রাজ সন্নিধানে প্রেরণ করিতেন; এবং তাহার ফল স্কিনর সাহেবের বৃত্তান্তে পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। এইক্ষণে ঐ অনুজ্ঞা অন্যায় এবং উৎকট বোধে রহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ভূম্যাদি সম্পর্কীয় স্থাবর বিষয় ক্রয় করিতে ইংরাজ মাত্রেরই নিষেধ ছিল। ইউরোপীয় ভূম্যধিকারির দর্শিত দৃষ্টান্তদ্বারা এতদ্দেশের উপকার সম্ভাবিত বোধে এক্ষণে তাহাও স্থগিত হইয়াছে।

৭। অপর এক প্রধান নিয়ম এই যে এতদ্দেশীয় কোন প্রজার উচ্চপদ প্রাপ্তি বিষয়ে তাহার ধর্ম্ম এবং জন্ম ও বর্ণ প্রতিবন্ধক স্বরূপে জ্ঞান করা হইবেক না; অর্থাৎ যোগ্যতা থাকিলে সে ব্যক্তি যে

ধর্ম্মাক্রান্ত হউক, এবং যে স্থলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকুক, এবং যে বর্ণেরই বা হউক, তথাচ সেই পদ প্রাপ্ত্যর্হ হইবেক।

এই সকল নিয়ম পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি এই অবধি স্বীয় বাণিজ্য-ব্যবসায়ির বেশ পরিহরণ পূর্ব্বক রাজকীয় পদে সর্ব্বতোভাবে আরূঢ় হইয়াছেন; এবং যদিও ইংলণ্ডীয়া মহারাণী স্বীয় বাহুবলে এবং স্বকীয় মন্ত্রিবর্গের কৌশলে ব্যক্ত ভাবে এতদ্দেশের রাজ্য শাসন করিতেছেন না, এবং প্রত্যক্ষ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক মহারাণীর কিয়দংশ প্রজা তাঁহার নিকটহইতে এই রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া সাদৃশ্য রূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে; বস্তুতঃ, ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়ার অন্যান্য অধিকারের ন্যায় এই রাজ্য তাঁহার মন্ত্রিদ্বারা শাসিত হইতেছে; এবং মহাসভা পার্লিমেণ্টের সমক্ষে তাঁহার অন্য অধিকারের হিতাহিত বিষয়ক বিচার যে রূপে হইয়া থাকে তদ্রূপ এতদ্দেশীয় প্রধান২ বিষয়ের বিচারও তথায় উত্থাপিত হয়; এবং তত্তদ্বিষয়ে তৎ সভাস্থ ব্যক্তিদিগের অনুজ্ঞাই বলবতী হয়। মহারানীর অন্যান্য দেশহইতে ভারত বর্ষের এই মাত্র ভেদ আছে যে, পূর্ব্বোক্ত দেশের প্রজা মণ্ডলিহইতে প্রতিনিধি নিরূপিত হইয়া ঐ প্রতিনিধিরাই বিচার্য্য বিষয়ের নিষ্পত্তি করেন; এতদ্রাজ্যে প্রতিনিধি নাই; ইহার হিতাহিত বিষয়ক বিচার অন্য দেশীয়দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

দুর্গন্ধ-নকুল।

নকুল, নেউল, ও বেজি নামে প্রসিদ্ধ জীবের বিবরণ পাঠক মহাশয়েরা সকলেই উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন; এবং উহার শ্রেণিভুক্ত (গন্ধগকুল গন্ধ নকুল) আদি অপর দুই তিন জীবকেও দেখিয়া থাকিবেন; তথা প্রথমোক্ত পশু সর্পের শত্রু এই প্রবাদও শ্রুত আছেন; কিন্তু এই পশু-শ্রেণিভুক্ত যে সকল পশূদ্ভব-বস্তু বাণিজ্যে ব্যবহার আছে; যাহার উপার্জ্জনে সহস্র২ মনুষ্য সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে; এবং যদ্ব্যবসায়ে অনেকে বিপুল ধনোপার্জন করিতেছে, তাহার বিবরণ বঙ্গদেশে কিছুমাত্র বিদিত নাই। “সম্বর” নামে এক প্রকার লোম হয়, এবং তন্নির্মিত টুপি অতি উত্তম শীতনিবারক ইহা ভদ্র লোকে জানেন; এবং অনেকে ঐ টুপি বা ঐ লোমজ অন্য বস্ত্র ব্যবহারও করেন; তথাপি ঐ ব্যবহারিদিগের মধ্যে কত অল্প লোক জ্ঞাত আছেন, যে ঐ লোম এক প্রকার নেউলের আবরক? নকুল শ্রেণিস্থ পশুর চর্ম্ম ও লোম মাত্র মনুষ্য ব্যবহারে আইসে, অতএব যে সকল নকুলের লোম অতি কোমল এবং সুন্দর-বর্ণবিশিষ্ট তাহাদের বিবরণ আদরণীয় হইতে পারে। পরন্তু, অপর কএক জাতি পশুও উক্ত শ্রেণিতে গণ্য হয়; যাহাদের বিবরণ শ্রবণযোগ্য তাহাদিগের গাত্রহইতে অতি উগ্র গন্ধ নির্গত হয়, এই হেতুক ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাদের নাম “দুর্গন্ধ” রাখিয়াছেন। এই দুর্গন্ধ জাতিতে কএক বংশ আছে; তন্মধ্যে অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে ব্যক্ত পশু সর্ব্বতোভাবে অগ্রগণ্য। ইহার নাম “স্কঙ্ক”, বা “দুর্গন্ধ স্কঙ্ক”, অথবা “দুর্গন্ধ নকুল।”

এই পশুর পদ খর্ব্ব; শরীর স্থূল; কপাল প্রশস্ত; চক্ষু ক্ষুদ্র; কর্ণ-খর্ব্ব ও বর্ত্তুল, এবং অবয়ব নকুলবৎ। ইহার নাসাগ্রে এক শুক্ল রেখা থাকে; ঐ রেখা মস্তকোপরি বিস্তৃত হইয়া প্রশস্ত টীকার ন্যায় হয়; পরে স্কন্ধ দেশে কিয়দ্দূর



গিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হওত নকুল গাত্রের উভয় পার্শ্ব ক্রমাগতা হইয়া লাঙ্গুল নিকটে মিলিতা হয়। পৃষ্ঠ, বক্ষ দেশ ও লাঙ্গুলের বর্ণ কৃষ্ণ; ও লাঙ্গুলের উভয় পার্শ্বে এক ২ শুক্ল রেখা হয়। কোন ২ ব্যক্তির লাঙ্গুল শুক্ল কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণেরও হয়। বস্তুত ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ শুক্ল মিশ্রিত, কিন্তু সকল ব্যক্তিতে তাহা সমরূপে ব্যাপ্ত নাই; ব্যক্তি ভেদে কৃষ্ণ শুক্লের তারতম্য হয়। ইহাদের শরীর অতি কোমল, এবং দীর্ঘ লোমে মণ্ডিত। ঐ লোম লাঙ্গুলে সর্ব্বাপেক্ষায় দীর্ঘ হয়। পূর্ব্বপদের নখ সকল দীর্ঘ এবং বলবান, ও মৃৎখননার্থে উপযুক্ত।

দুর্গন্ধ নকুলের বাসস্থান উত্তর অমরিকার পার্ব্বত্য ও বন্য দেশ; এবং তথায় এই পশুরা ভেক ও ইন্দুর ভক্ষণ করত কালযাপন করে। ফলমূলাদি ভোজ্য বস্তুও ইহাদের গ্রাহ্য বটে, তথাপি পূর্ব্বোক্ত জীব-সকলই ইহাদের প্রিয়তম খাদ্য। বর্ষে ইহারা এক বার-মাত্র প্রসব করে, এবং ঐ এককালে ৬ অবধি ১০ টা শাবক হয়।

ইহাদিগের স্বভাব শ্লথ, অতএব ইহাদিগকে ধৃত করা অনায়াসে সাধ্য বোধ হয়; ফলতঃ তাহা নহে। ইহাদিগের লাঙ্গুল মূলে একপ্রকার দ্রবদ্রব্যে পরিপূর্ণ এক ২ কোষ থাকে; এবং যে কেহ এই পশুদিগকে আক্রমণ করে তাহাদের প্রতি ঐ দ্রবদ্রব্য নিক্ষেপ করাতে কেহ তাহাদের নিকটে অগ্রসর হয় না। উক্ত দ্রব্যের গন্ধ এমত উগ্র যে তাহা কেহ সহ্য করিতে পারে না; এবং কোমল স্বভাবব্যক্তিরা তাহার ঘ্রাণ পাইলে তৎক্ষণাৎ মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। এই

গন্ধ ভয়ে কুক্কুরেরা এতৎ পশুকে আক্রমণ করে না। কোন সময়ে এক জন অশ্বারোহী পথিমধ্যে একটা দুর্গন্ধ নকুল দেখিয়া কাটবিড়াল বোধে তাহা ধৃত করণে ধাবমান হন, পরে ঐ পশুর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ঐ পশু তল্লাঙ্গুলজ দুর্গন্ধ রস তাঁহার অঙ্গে এপ্রকারে নিক্ষেপ করিলেক, যে তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন; এবং পরে তাঁহার অশ্বের নিকট আসিয়া তদারোহণে চেষ্টান্বিত হইলেন; পরে তাঁহার গাত্রস্থ দুর্গন্ধে অশ্বও ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া অধৈর্য্য হইল; তাঁহার সমভিব্যাহারী এবং তাহার অশ্বও ঐ গন্ধ ভয়ে বহু দূরে পলায়ন করে। অপর-এক-সময়ে কোন দাসী একটা এই পশুকে এক গুদামে তাড়িত করাতে এ পশুর লাঙ্গুল নিঃসৃত রসে ঐ গুদামের সমস্ত দ্রব্য এমত দুর্গন্ধময় হয় যে গৃহস্বামী ঐ সমস্ত দ্রব্য ফেলিয়া দেন। এই দুর্গন্ধ-দ্রব্যের বর্ণ পীত; এবং ইহার দুর্গন্ধ বহু কাল ও বহু দূর ব্যাপী হয়। শৃগালের গাত্রে যদ্রূপ গন্ধ ইহাও তদ্রূপ,এস্থলে পূর্ব্বাপেক্ষায় উগ্রাধিক্য।

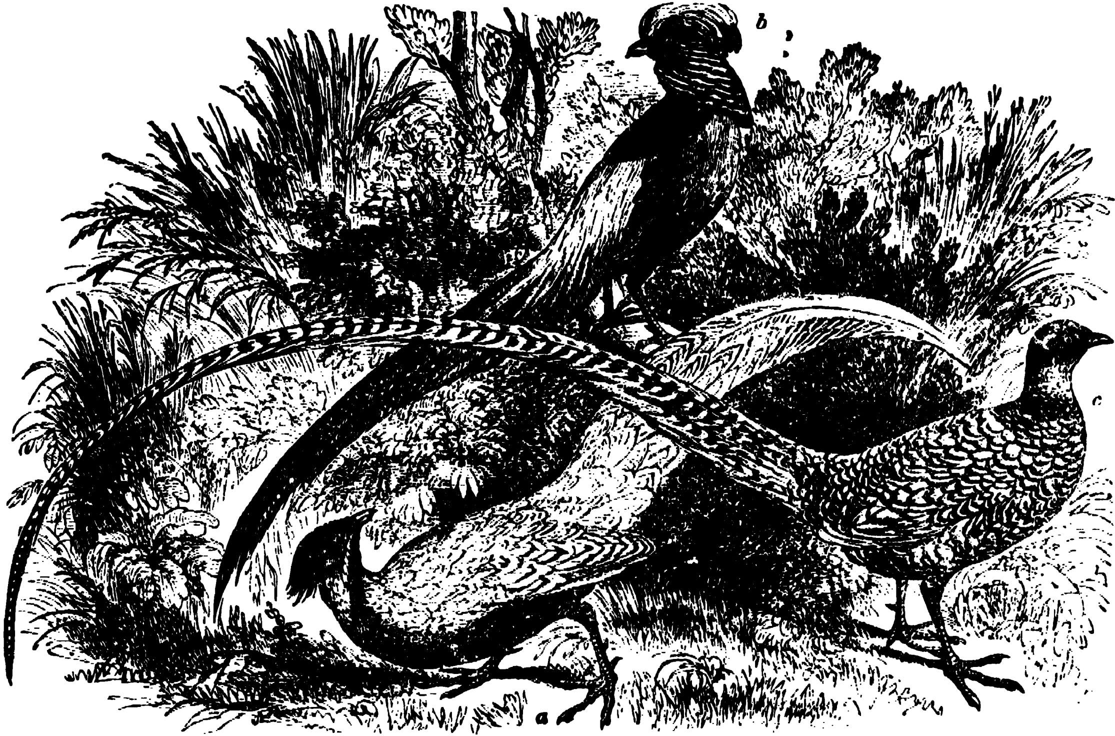
এবম্প্রকার গন্ধ সত্ত্বেও কারোলাইনা-দেশজ অসভ্য জাতিরা এই নকুল-মাংস ভোজন করে, এবং কহে যে ঐ মাংস অতি সুখাদ্য। কএক জনা ভ্রমণকারি ইংরাজেরাও এই মাংস ভোজন করিয়াছেন, এবং তাঁহারা কহেন যে ইহা সাবধান পূর্ব্বক রন্ধন করিলে ইহাতে কোন দুর্গন্ধ থাকে না। ফলতঃ দুর্গন্ধ রস লাঙ্গুল-মূলে থাকে, এবং এই নকুল ভীত কি বিরক্ত হইলেই তাহা নিক্ষেপ করে। ইহার গাত্রে কোন দুর্গন্ধ নাই, অতএব তথাকার মাংস দুর্গন্ধ হইতে পারে না; সুতরাং সর্ব্বদা ইহার গাত্রে কোন গন্ধ না থাকায় অনেকে ইহাদিগকে অপর নকুল কি কাটবিড়ালের ন্যায় গৃহে পালন করিয়া থাকে।

এতদ্রূপ দুর্গন্ধবিশিষ্ট নকুল যাবা উপদ্বীপেও আছে। এবং তথাকার লোকেরা তাহাকে "তেলিডূ" শব্দে কহে। ইহার অপর নাম "সেংগুং"; এবং সুমাত্রা দেশে ইহার নাম "তেলেগু"। স্কঙ্কনকুলহইতে ইহার অবয়ব ও স্বভাবাদির কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। কিন্তু দুর্গন্ধ বিষয়ে উভয়েই তুল্য। তেলিডূ নকুলের ছবি আমাদের নিকট প্রস্তুত নাই, প্রস্তুত হইলে, ইহার বিস্তার বিবরণ লিখিতব্য।

মনৌয়র পক্ষিজাতির বিবরণ।

পূর্ব্বে কুক্কুট পক্ষী কেবল ভারতবর্ষেই প্রসিদ্ধ ছিল; পরে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়; এবং এইক্ষণে তত্রত্য প্রায় সকলেই ইহার সুখাদ্য ও পুষ্টিকর মাংস ও অণ্ড ভক্ষণ করিয়া থাকে; যে দেশে ইহার জন্ম, এবং যথাহইতে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে, তথাকার ব্যক্তিরা অর্থাৎ হিন্দুরা এই পক্ষি ভক্ষণে বহুকালাবধি বিরত আছেন; এবং ভগবান্ মনুর স্মৃতিতেও গ্রাম্য-কুক্কুট ভক্ষণের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে। কোন২ তন্ত্র শাস্ত্রে তাম্রচূড় অর্থাৎ কুক্কুট ভক্ষণের বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু অদ্যাপি এতদ্দেশীয় কোন ভদ্রলোক তৎপরায়ণ হয়েন নাই।

এই পক্ষিশ্রেণী নানাবিধ জাতিতে বিভক্ত হয়; এবং ঐ জাতিস্থ প্রায় সকল পক্ষীই উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট। পরন্তু, পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে যে সকল বিহঙ্গমের অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে, বর্ণ গরিমায় তাহাদের তুল্য আর কেহ নাই। এই হেতুক ইহাদিগের নাম "মুর্গ-মনৌয়র" অর্থাৎ উজ্জ্বল পক্ষী হইয়াছে, এবং সকলেই ইহাদিগকে সমরূপে



সমাদর করে। অপর, এতৎ পক্ষির বর্ণ যাদৃশ রম্য ইহাদিগের মাংসও তাদৃশ সুস্বাদু; অতএব ইহাদের মাংসাস্বাদনার্থে অনেকে বহ্বর্থ ব্যয় করিয়া থাকে।

মনৌয়র পক্ষিদিগের পদে পুরোবর্ত্তি ৩ নখ এবং পশ্চাদ্বর্ত্তি অপর এক নখ হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের পুং ব্যক্তিদিগের পদে এক ২ কণ্টক হয়। ঐ কণ্টক কুক্কুটাদি শ্রেণীস্থ জীবের প্রায় সকলেতেই বর্ত্তমান থাকা প্রযুক্ত উহাদিগের অপর এক নাম "চরণাযুধ"। মোসলমানেরা এই কণ্টককে "নখনা" শব্দে কহে। ইহাদিগের পুচ্ছ ১৮ পক্ষে নির্ম্মিত, এবং সুদীর্ঘ; চঞ্চূর্দ্ধ-খণ্ড দৃঢ় এবং ক্রমশঃ সরু হইয়া নতাগ্র হয়, ও তাহার মূল ত্বগাদিদ্বারা আবৃত হয় না; নাসিকাদ্বয় চঞ্চু-মূলের উভয় পার্শ্বে স্থিত, এবং কোমলাস্থি নির্ম্মিত শল্কদ্বারা আবৃত; চক্ষুর চতুঃপার্শ্ব পক্ষ-রহিত, এবং উজ্জ্বল, রক্তাভ, কুঞ্চীকৃত, লোলিত চর্ম্মদ্বারা মণ্ডিত; ডানা খর্ব্ব, এবং তাহার পঞ্চম পক্ষ সর্ব্বাপেক্ষায় দীর্ঘ। এই পক্ষির গাত্রে রক্ত, পীত, শ্বেত, কৃষ্ণ, আলক্তাদি নানাবর্ণ আছে; কিন্তু ঐ বিবিধ বর্ণের নামোল্লেখ করায় পাঠক মহাশয়দিগের শ্রান্তিকর হইবে এই আশঙ্কায় ইহাদিগের বর্ণ নির্ণয় না করিয়া যাঁহারা পক্ষিদিগের বর্ণ ও সৌন্দর্য্য দর্শনে পরিতৃপ্ত হন এবং তাহাদিগের পরিজ্ঞানপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা আসিয়াটিক্ সোসাইটি নাম্নী সভার অদ্ভুত-দ্রব্য-সঙ্গ্রহালয়ে অথবা এতন্নগরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বিহঙ্গম শালায় এই বিচিত্র পক্ষির দর্শন করেন; যেহেতুক একবার দর্শনে এই পক্ষির অবয়ব ও বর্ণ বিষয়ক যাদৃশ পরিজ্ঞান হয়, তাহা দশ পৃষ্ঠা বর্ণনায়ও সম্ভাব্য নহে।

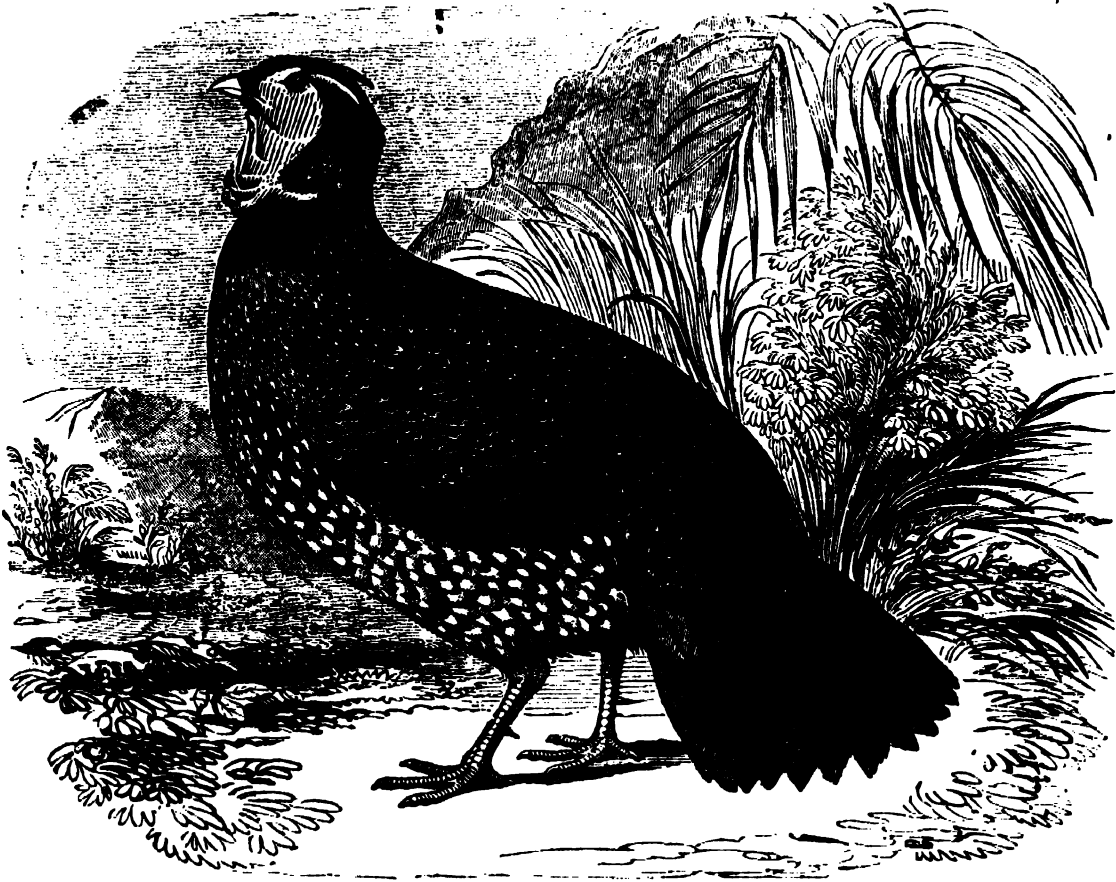
যে তিন মনৌয়র পক্ষির অবয়ব এই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে তাহাদের প্রথম দুই পক্ষির বাসস্থান চীন দেশ; অপরের আবাস শ্রীনগর পর্ব্বত। ইহারা

সকলেই পরম রমণীয়; বিশেষতঃ *b* চিহ্নে লক্ষিত পক্ষী যাহাকে ইংরাজেরা "গোল্ড্ ফেজাণ্ট" অর্থাৎ কাঞ্চন মনোয়র পক্ষী এই নাম রাখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে অগ্রগণ্য। *a* চিহ্নোক্ত পক্ষির বর্ণ উ-জ্জ্বল রৌপ্যবৎশ্বেত, এবং তদুপরি কৃষ্ণ বর্ণের বিন্দু ও রেখাদ্বারা বিচিত্রিত; ও ইহার নাম "রৌপ্য মনোয়র পক্ষী"। *c* অক্ষরে সঙ্কেতিত পক্ষিকে মোসলমানেরা "দুমদরাজ" অর্থাৎ বিশাল-পুচ্ছ কহে। এই পুচ্ছের পরিমাণ ৩৷৷ হস্ত। হিমালয় পর্ব্বতে এই দুমদরাজ ভিন্ন এই জাতীয় পক্ষির অন্য কয়েক বংশ ও আছে। তাহারা সকলেই এক স্বভাবান্বিত, এবং তুল্য রূপে সুন্দর; কেবল বর্ণ ও অবয়ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ পৃথক।

৪৭ পৃষ্ঠায় যে বিহঙ্গমের প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রিত হইয়াছে তাহাকে মোসলমানেরা "মুর্গজর্রি" কহে। তাহার অবয়ব ও বর্ণ প্রায় কাঞ্চন মনোয়র পক্ষির তুল্য; কিন্তু তাহাদের কণ্ঠদেশের কিয়দংশ-পক্ষ রহিত ত্বচে আবৃত থাকে। ঐ ত্বক্ অতি উজ্জ্বল এবং ঘোর নীল বর্ণ; এবং কাঞ্চন মনোয়র পক্ষির নয়নের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তি ত্বক্ যদ্রূপ সঙ্কুচিত, ইহাও তদ্রূপ। এতদ্রূপ নীলবর্ণ ত্বচের শৃঙ্গদ্বয় এই পক্ষির মস্তকে দৃষ্ট হয়। ইহার নাম "দাফিয়া;" এবং ইহার বংশের অন্য ব্যক্তি-সকল হইতে পৃথক করিবার নিমিত্তে ইহাকে "সশৃঙ্গ দাফিয়া"-ও কহাযায়। হিমালয় পর্ব্বতে এতদ্রূপ অপর এক পক্ষী আছে। তাহার গলদেশে এক শ্বেত বর্ণের রেখা হয়; এই হেতু তাহার নাম কাঁটা দাফিয়া" হইয়াছে। অপর এক বংশ পক্ষী আছে তাহার বর্ণ হরিৎআভ উ-জ্জ্বল কৃষ্ণ, এবং ইহার মস্তকে পক্ষ বিশিষ্ট এক সু-দৃশ্য চূড়া হয়। ইহার নাম "মোনাল" এবং কাশ্মীর অবধি শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য ভূমি ইহার বাসস্থান। নৈপালি বণিকেরা বিক্রয়ার্থ প্রতি বৎ-সর এই পক্ষিকে কলিকাতায় আনয়ন করে, এবং পক্ষিপ্রিয় অনেকে তাহা ক্রয়ও করিয়া থাকেন; কিন্তু এতৎ স্থানের উষ্ণ বায়ু তাহাদের সহ্য হয় না, সুতরাং এখানে তাহারা বহুকাল সজীব থাকি-তেও পারে না। পরন্তু, এই মোনাল ও মনোয়র জাতিদ্বয় গ্রীষ্মাসহ্যতা ব্যতীত অন্য এক কারণ বশতঃ সর্ব্বদা মরিয়া যায়। ঐ কারণ এই;—পার্ব্বত্য আবাসে ইহারা যে সকল খাদ্য বস্তু প্রাপ্ত হয় এখানে তাহার অভাবে ও জল বায়ু ক্রমে তাহা-দের গলদেশ মধ্যে এক প্রকার কৃমি জন্মে। ঐ কৃমির ক্রমশঃ বৃদ্ধির সহিত ইহাদের শ্বাস কর্ম্মেরও রোধ হইয়া উঠে, সুতরাং প্রাণবিয়োগ হয়। পূর্ব্বে ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই কৃমির অবয়ব দৃষ্টে ইহাদিগকে দ্বিশীরঃ কৃমি কহিতেন। এইক্ষণে সপ্র-মাণ হইয়াছে যে এই কৃমির দুই মস্তক নাই; ফল-তঃ ইহা কৃমিদ্বয়ের সংযোগ। যদ্ভাগকে পূর্ব্বে মস্তক-দ্বয় কহিত তাহার এক ভাগ স্ত্রী কৃমির লা-ঙ্গুল; ও অপর ভাগ পুং কৃমি; ও ঐ পুং কৃমি সর্ব্বদা স্ত্রী কৃমির অঙ্গে সংলগ্ন থাকে। কুক্কুট শ্রেণির অনেক প্রাণী এই কৃমিরোগে বিনষ্ট হয়; এবং অনেকে ইহার প্রতিকার চেষ্টা করত স্থির করিয়াছেন যে তাম্রকুটের ধুম পান করাণ এই রোগের পরমৌষধ; কিন্তু সাবধানে ঐ ধুম পান করাণ অতি কঠিন, এতৎপ্রযুক্ত কেহ২ কৃমিরোগে লবণ সুপথ্য বোধ করেন; এবং যদ্রূপে নস্য গ্রহণ করাযায় তদ্রূপে কিঞ্চিৎ লবণ অঙ্গুলিদ্বয়-মধ্যে লইয়া পীড়িত পক্ষির গলমধ্যে নিক্ষেপ করেন।

প্রস্তাবিত শ্রেণিস্থ বিহঙ্গমদিগের কমনীয় বর্ণের প্রশংসা আমরা পুনঃ২ করিয়াছি; কিন্তু ঐ প্রশং-সা কেবল পুং-পক্ষি-পরত; স্ত্রী পক্ষিদিগের প্র-দীপ্তবর্ণ বিষয়ে কোন গরিমা নাই। তাহারা অতি ম্লানবর্ণ বিশিষ্ট; এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়কে একত্র

দেখিলে কদাপি বোধ হয় না যে তাহারা এক জাতি ক্রান্ত। পরন্তু, এবিষয়ে তাহাদের দেহে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। যে সকল স্ত্রী পক্ষিরা অণ্ড প্রসব করে তাহাদের বর্ণ ম্লান থাকে; কিন্তু আজন্ম অথবা পীড়া জন্য বন্ধ্যা হইলে ঐ ম্লান বর্ণের পরিবর্ত্তে পুং-জাতির রমণীয় বর্ণ তাহারা প্রাপ্তা হয়। এই আশ্চর্য্য ঘটনা কুক্কুট শ্রেণির অনেক বংশে দৃষ্ট হইয়াছে, এবং কপোত ও ময়ূরেও প্রত্যক্ষ আছে; কিন্তু পশুতে ও মনুষ্যে তাহা প্রায় হয় না। মনুষ্য জাতীয় বন্ধ্যা স্ত্রীর শ্মশ্রু কেহ কখন দেখেন নাই। স্যার ফিলিপ ইজর্টন সাহেব কহেন যে পুংবর্ণ বিশিষ্ট স্ত্রী পক্ষিরা কদাচিৎ অণ্ড প্রসব করে, কিন্তু সে অণ্ড-সকল নিষ্ফল হয়।



সশৃঙ্গদাফিয়া।

কৌতুক কণা।

দেবতার দেয় পদার্থ উপায়দ্বারা প্রেরিত হয়, কখন তাঁহারা টাকা মস্তকে করিয়া আনেন না।

রজনী প্রাক্কালে জনৈক ধূর্ত্ত কোন গ্রাম-প্রান্ত-মার্গ দিয়া যাইতেছিল, এমত সময়ে ঘন ঘটার সঘনগর্জ্জন ও বর্ষণ আরব্ধ হওয়াতে সে ব্যক্তি পুরোবর্ত্তি গ্রাম পর্য্যন্তও যাইতে অক্ষম হইয়া ঐ মাঠ মধ্যস্থ এক দেবালয়ে সে রাত্রের মত অবস্থিতি করিল। পরে রাত্র্যর্দ্ধ অবসানে ঐ মন্দিরস্থ প্রতিমা সকলেতে দেবতারা আবির্ভূত হইয়া পরস্পর নানাবিধ মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

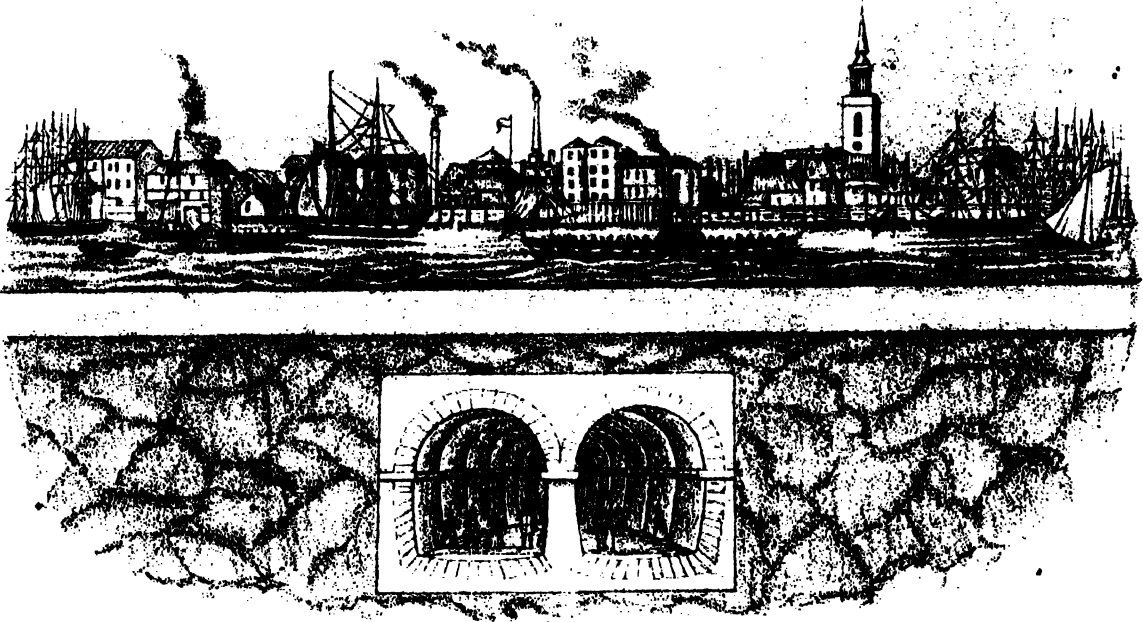
ইতিমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন; "ওহে কুবের, এই গ্রামস্থ শিবপরায়ণ নামা এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বহুদিবসাবধি মহাদেবের পূজা করিতেছে। ইহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে ঐ ব্যক্তি এক সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হয় এমত উপায় করিও।" কুবের কহিলেন; "যে আজ্ঞা প্রভু! এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তাহাকে ঐ টাকা দেওয়াইব।" পরে রাত্র্যবসানে দেবতারা সকলে স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হেথা ধূর্ত্ত দেবতাদিগের কথোপকথন শুনিয়া কি প্রকারে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য টাকা অপহরণ করিবেক এই চেষ্টায় ব্যগ্র হইয়া সত্বরে শিবপরায়ণ নিকটে উপস্থিত হওত প্রণামান্তর কহিলেক; "মহাশয় এই সপ্তাহ মধ্যে যে এক সহস্র টাকা প্রাপ্ত হইবেন তাহা সাবধানে রাখিবার কি উপায় স্থির করিয়াছেন?" ব্রাহ্মণ কহিল, "বাপু, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কখন এক শত টাকা একত্র দেখি নাই; আমি সহস্র টাকা কোথায় পাইব?" ধূর্ত্ত কহিল; "প্রভু, আপনি ভাল জানেন কোথাহইতে টাকা পাইবেন। আমার নিকট কেন এমত চাতুর্য্য করিতেছেন?" ব্রাহ্মণ পুনঃ২, বরং শপথ পর্য্যন্তও করিয়া কহিলেক, যে তাহার এত টাকা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ধূর্ত্ত সে শপথে বিশ্বাস না করিয়া কহিলেক; "ভাল, যদি তোমার কোথাও কোন টাকা পাইবার প্রত্যাশা নাই, তবে আমি তোমাকে তিন শত টাকা দিতেছি, ঐ টাকা লইয়া তুমি স্বীকার হও যে এই সপ্তাহের মধ্যে অন্যত্র হইতে যাহা কিছু পাইবা তাহা আমাকে দিবা।" ব্রাহ্মণ ধীরস্বভাব এবং ন্যায়বান, এতদ্রূপ পণকরণে সর্ব্বদা অসম্মত; অতএব ধূর্ত্তের বাক্য গ্রাহ্য করণে অন্যমতই ছিলেন; কিন্তু ধূর্ত্তের প্রখর চাতুর্য্যে পরাস্ত হইয়া টাকা লইতে স্বীকৃত হইলেন। ধূর্ত্ত তৎক্ষণাৎ স্বীয় তৈজসাদি বন্ধক দিয়া প্রয়োজনীয় টাকা সঙ্গ্রহ করত ব্রাহ্মণকে দিল, এবং পাছে ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদেয় সহস্র টাকা গোপনে প্রাপ্ত হয় এই নিমিত্তে তাহাকে নিকটে রাখিয়া আপনি ব্রাহ্মণদ্বারে অবস্থিতি করিলেক। ক্রমশঃ সপ্তদিবস ও সপ্ত রাত্রি গত হইল; কিন্তু কোন টাকা আসিয়া পোঁছিল না। ধূর্ত্ত পুনঃ২ মনে করিতেছে; "হায়! দেবতা বেটারাও মিথ্যা কথা কয়; আজও তো টাকা পাঠাইলেক না।" পরে অষ্টম দিবস অপরাহ্নে আপন তিন শত টাকার অপচয়ে মহাকোপে দেবালয়ে উপনীত হইয়া ঐ ধূর্ত্ত কুবের প্রতিমার কপোলে চপেটাঘাত পূর্ব্বক কহিলেক; "এই তুমি সপ্তাহের মধ্যে টাকা পাঠাও।" দৈবযোগে ঐ চপেটাঘাত মাত্র ধূর্ত্তের হস্ত কুবেরের গালে লাগিয়া গেল, আর খোলে না; সুতরাং ধূর্ত্ত ভায়া হস্ত প্রসারণ করিয়া কুবের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অর্দ্ধরাত্র্যবসানে আপনাদিগের নিয়মানুসারে দেবতারা স্ব স্ব প্রতিমাতে আবির্ভূত হইয়া সরস সংলাপে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে ইন্দ্রদেব জিজ্ঞাসিলেন; "ওহে কুবের, শিবপরায়ণকে যে টাকা দিতে কহিয়াছিলাম তাহা দেওয়া হইয়াছে?" কুবের প্রত্যুত্তর দিলেন; "প্রভু, তাহার তিন শত টাকা আদায় হইয়াছে, বাকি সাত শত টাকার জন্যে আসামি হাজতে রাখিয়াছি।" ধূর্ত্ত এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত কহিলেক; "দোহাই ঠাকুর, দোহাই ঠাকুর, ইহাঁর সব কথা মিথ্যা; ইনি এক পয়সাও দেন নাই, আর মিছি২ আমাকে কয়েদ করিয়াছেন।" এই গোল যোগে দেবতারা সকলেই অন্তর্দ্ধান করিলেন, এবং আমাদের গল্পের ও বিশ্রাম হইল।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৩, মাঘ। [৪ সংখ্যা।



তেম্স নদী-তলের সুড়ঙ্গ।

শিল্পকর্ম্মের নৈপুণ্য বিষয়ে চীন দেশীয় জনগণের বহুকালাবধি সুখ্যাতি ছিল; কিন্তু এইক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের উৎসাহ-পূর্ণ শিল্পকারদিগের অতুল্য যশের আলোকে ঐ সুখ্যাতি চন্দ্রালোক-খদ্যোতবৎ লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। ইউরোপীয় নব্য বাষ্পীয় জাহাজ, কি বাষ্পীয় শকট, কি ঘটিকা যন্ত্রের সহিত তুলনাযোগ্য কোন যন্ত্র চীন দেশে অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত

ইউরোপীয়দিগের এতদ্রূপ শিল্প-সাফল্য হইয়াছে যে তাহার বৃত্তান্ত এতদ্দেশীয় সামান্য ব্যক্তি-পক্ষে দৈবগল্প বোধ হয়। পল্লীগ্রামে যদি কেহ কহে যে বিলাতে এমত কোন যন্ত্র আছে যদ্দ্বারা সহস্র ক্রোশ দূরস্থিত ব্যক্তিরা অনায়াসে প্রতি মুহূর্ত্তে কথোপকথন করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ বক্তা অবশ্যই হাস্যাস্পদ হন, এবং কেহ২ বা তাঁহাকে ক্ষিপ্ত প্রায়ও বোধ করে; অথচ তাঁহার বাক্য পরম সত্য। এতদ্রূপ এক যন্ত্র কলিকাতায় প্রস্তুত হইয়াছে; এবং তদ্দ্বারা এক-পল-কাল-মধ্যে খাজরিহইতে কলিকাতায় সংবাদ আসিতেছে। এই ব্যাপার এমত আশ্চর্য্য-জনক যে অনেকে ইহার হেতু নিরূপণ করিতে অক্ষম হইয়া বোধ করেন যে ইহা অলৌকিক শক্তিদ্বারা নিষ্পাদিত হয়। কএক দিবস হইল জনৈক ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে ঐ কল দর্শন করানতে তিনি কহিলেন "দৈব কি প্রেত সাহায্য ভিন্ন এ কর্ম্ম কদাপি নিষ্পন্ন হয় না, অতএব ঐ যন্ত্রকর্ত্তা প্রেত-সাহায্য অবশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন"।

পরন্তু, কি বিস্ময়জনক, কি সূক্ষ্ম, কি বৃহৎ, সকল বিষয়েই ইউরোপীয়দিগের শিল্প-বিদ্যা সফল হইয়াছে। ৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে যে কীর্ত্তির ছবি অঙ্কিত হইয়াছে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইংলণ্ড দেশের রাজপাট লণ্ডন নগরের সম্মুখে তেম্স নাম্নী এক নদী আছে। ঐ নদী পারাপার হওনের ক্লেশ মোচনার্থে কএক বৎসরাবধি অনেকে তন্নদীতল দিয়া এক সুড়ঙ্গ নিৰ্মাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এক জন প্রায় ৩৫০ হস্ত সুড়ঙ্গ প্রস্তুতও করিয়াছিলেন; কিন্তু জল ও বালুকাদ্বারা পুনঃপুনঃ ঐ সুড়ঙ্গ অবরোধ হওয়াতে বহু ব্যয় ও আয়াস পরে তিনি শ্রান্ত হইয়া ঐ বৃহৎকীর্ত্তি সুসম্পন্ন না করিয়া ক্ষান্ত রহেন। পরে সংবৎ ১৮৮১ অব্দে স্যার উপাধিবিশিষ্ট শ্রীইসাম্‌বার্ড মার্ক ব্রুণেল সাহেব ইংলণ্ড দেশের মহাসভা পার্লিয়মেণ্টের অনুজ্ঞায় ও আনুকূল্যে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন।

আদৌ নদীতীরহইতে ১৮০ হস্ত দূরে তিনি এক দুই হস্ত পরিমিত ভিতের ২৮ হস্ত ঊর্দ্ধ ইষ্টক নির্ম্মিত ৩২। হস্ত পরিমিত গোল কুণ্ড প্রস্তুত করেন; পরে তাহাকে কাষ্ঠে ও লৌহ-দণ্ডে বেষ্টন দ্বারা উত্তম রূপ দৃঢ় করত তাহার মধ্যস্থ ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি মৃত্তিকা খনন করিয়া পৃথিবীমধ্যে তাহাকে রোপণ করেন। তৎপরে তাহার মধ্যে এক সোপান অর্থাৎ সিঁড়ি নির্ম্মাণ করত তাহার মধ্যে বাষ্পীয় যন্ত্রদ্বারা চালিত এক জলনিঃশোষক যন্ত্র অর্থাৎ দমকল স্থাপন করেন। কুণ্ড মধ্যে যে সকল জল সঞ্চার হইত তাহা এই দমকল-দ্বারা পৃথিবীর উপরে আনীত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইত। এতদ্রূপে সুড়ঙ্গের দ্বার প্রস্তুত হইলে পর সুড়ঙ্গ খননের প্রারম্ভ হইল; এবং কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত দৃঢ় মৃত্তিকা খনন করাতে কোন ক্লেশ বা ব্যাঘাত হয় নাই। পরে নদীতলস্থ জল ও বালুকা মিশ্রিত শ্লথ মৃত্তিকা খননকালে তাহা ভগ্ন হইয়া পুনঃ২ ঐ সুড়ঙ্গ মধ্যে পতিত হইতে লাগিল, এবং নদীতল ছিদ্র হইয়া নদীর জল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা প্লাবিত করিলেক। কিন্তু বুদ্ধির কৌশল অতি প্রবল। তৎসহকারে ব্রুনেল সাহেব এই ঘটনার সদুপায় অনায়াসে স্থির করিলেন। প্রথমতঃ কতকগুলিন্ থলিতে কর্দ্দম পূর্ণ করিয়া নদ্যপরহইতে তাহার তলায় নিক্ষেপ করাতে তত্রত্য ছিদ্র পরিপূর্ণ হইল। পরে ঐ সাহেব লৌহময়, বৃহৎ এক ঢাল প্রস্তুত করিয়া তাহা সুড়ঙ্গ মধ্যে আনিলেন। ঐ ঢাল এমত দৃঢ় যে নদী এবং তাহার তলস্থ মৃত্তিকার ভারে উহা ভগ্ন হইত না, অথচ

স্ক্রু-নামক যন্ত্রদ্বারা তাহা অনায়াসে চালিত হইত, এবং উহাদ্বারা রক্ষিত হইয়া কর্ম্মকারেরা অনায়াসে এবং নিরাপদে আপন ২ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইত। এই ঢালের পশ্চাৎহইতে সুঁড়ঙ্গ-খনন-কর্ম্ম পুনঃ আরব্ধ হইল। ঢালের সম্মুখে ৮ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান খনিত হইলেই কর্ম্মকারেরা ঐ ঢালকে অগ্রসর করিয়া ঢাল-পশ্চাতে ঐ ৮ অঙ্গুলি স্থান ইষ্টক নির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রাচীর ও খিলানদ্বারা আবৃত করিত। ঐ প্রাচীর ও খিলান এমত স্থূল ও দৃঢ় যে তাহা সুড়ঙ্গ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি মৃত্তিকা, জল ও বালুকার ভারে অনায়াসে ভগ্ন হয় না; তত্রাপি কএক বার উহা ও ঢাল ভগ্ন হইয়া এতৎ কর্ম্মের ব্যাঘাত ও প্রাণ-হানি করে; কিন্তু তাহাতে ক্রুণেল সাহেব নিরুদ্যম হন নাই। অর্থাভাবে কএক বৎসর বিরাম ব্যতীত ক্রমাগত এই সুড়ঙ্গ খননে নিযুক্ত থাকিয়া ইংরাজি ১৮৪৩ অব্দের চৈত্র মাসে (সংবৎ ১৮৯৯ অব্দে) এই বৃহৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিলেন। নদীর এক পারহইতে জলস্রোতের অধোভাগ দিয়া অপর পারে সুড়ঙ্গ পৌঁছিল; এবং "রদর্হিথ" পল্লীহইতে তেম্‌স নদীর তল দিয়া জনগণ "ওয়াপিং" গ্রামে অনায়াসে গমনাগমন করিতে লাগিল। তেম্‌স নদীর জল-সীমাহইতে এই সুড়ঙ্গ ৫০৮ হস্ত নিম্ন। ইহা ৮০০ হস্ত দীর্ঘ। ইহার মধ্যে এক প্রাচীর থাকায় ইহা দুই সুড়ঙ্গে বিভাগ হইয়াছে, এবং তাহার প্রত্যেক সুড়ঙ্গে এক গাড়ির পথ অপর পদব্রজিক পথ আছে; এবং ঐ পথদ্বয় প্রদীপ্ত দীপের জ্যোতিতে আলোক প্রাপ্ত হয়। এক সুড়ঙ্গহইতে অপর সুড়ঙ্গে যাইবার পথও মধ্যে ২ আছে। এই সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের ব্যয় ৪৪,৩০,০০০ টাকা।

লৌহ পথ দিয়া বাষ্পীয় শকটের গমনাগমন-জন্য ইউরোপীয় শিল্পকারেরা এই সুড়ঙ্গ হইতেও বৃহৎ ২ সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টর নগরের লৌহ পথ নিমিত্তে শেফিলড নগরে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত এক সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইতেছে; এবং ফরাসিস্ দেশহইতে ইটালি দেশে গমনার্থে আল্‌প্‌স্ নামক পর্ব্বত মধ্য-দিয়া অপর এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইতেছে; কিন্তু তত্তৎসুড়ঙ্গের অবয়ব জ্ঞাপক চিত্রাভাব প্রযুক্ত তাহাদের বৃত্তান্ত এইক্ষণে বক্তব্য নহে।

অশোক রাজার উপাখ্যান।

ইতিহাস বিষয়ে এতদ্দেশে যে প্রকার অনাদর, পুরাবৃত্ত বিষয়েও তদ্রূপ; ও কেহ কোন প্রাচীন স্থানের কিম্বা ব্যক্তির আখ্যান অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইলে অনেকে তাঁহাকে উপহাসও করে। এই প্রযুক্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস-বিষয়ে অনেক কালাবধি কোন অনুসন্ধান হয় নাই; সুতরাং দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশ কোন্ রাজদ্বারা শাসিত হইয়াছিল? এ স্থলে কোন্ ধর্ম্ম প্রচার ছিল? প্রজাদিগের কি অবস্থা ছিল? ইত্যাদি প্রশ্নের সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর পাওয়াও দুষ্কর হইয়াছে। নিবিড় বনমধ্যে পুরাতন অট্টালিকার অবশিষ্ট অনুসন্ধান করা, কি কোন কাল-বশত জীর্ণ দেবালয় কিম্বা জয়স্তম্ভের বিজকের অর্থ নিরূপণ করণে প্রবৃত্ত হওয়া, অথবা কোন প্রাচীন ঘৃষ্টিত অস্পষ্ট মুদ্রার মর্ম্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হওয়া, আশু নিষ্ফল কর্ম্ম বোধ হয় বটে; কিন্তু এই প্রকার অনুসন্ধানদ্বারা প্রাচীন শৌরাষ্ট্র রাজাদিগের ইতিহাস নিরূপণ হইয়াছে; সাসিনিয়ন রাজাদিগের বংশাবলী স্থির হইয়াছে; মিসর দেশের পূর্ব্বকালিক বৃত্তান্ত-সমূহ জনসমাজে

ষ্যক্ত হইয়াছে, এবং মহারাজ অশোকের রাজ্য-সীমা নিরূপণ হইয়াছে। ভবিষ্যদ্বাণীস্থলে এই অশোক রাজার নাম পুরাণে উল্লেখিত আছে; কিন্তু তাঁহার বিশেষ বিবরণ পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ি-দিগের পরিশ্রমে প্রকাশ হয়; এবং এতৎসম্বন্ধে এক বিশেষ আহ্লাদজনক বিষয় এই যে ঐ পুরা-বৃত্তানুসন্ধায়িদিগের মধ্যে সদ্বিদ্বান ৺ কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নাম পুরোবর্ত্তী আছে।

দিল্লি নগরীর নিকটে "ফিরোজ শাহ্‌লাঠ" নামক এক জয়স্তম্ভের গাত্রে অস্পষ্ট এবং পূর্ব্বাদৃশ্য কতকগুলিন অক্ষর * খোদিত দেখিয়া অনেক পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িরা তাহার মর্ম্ম নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হন নাই। পরে আসিয়াটিক্ সোসাইটী নামক সভার সম্পাদক মৃত জেম্‌স প্রিন্‌সেপ্ সাহেব ঐ দুরূহ কর্ম্মে নিযুক্ত হন, এবং ৺ কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কারের সাহায্যে বহু পরিশ্রমানন্তর ঐ অক্ষর পাঠ করত জনসমাজে প্রকাশ করেন, যে ঐ বিজক প্রিয়দশি নামক কোন বৌদ্ধ রাজার শাসন পত্র। তৎপরে তদ্রূপ স্তম্ভ ও বিজক প্রয়াগ নগরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে ২ পাটনা নগরের কিঞ্চিদ্দূরে বক্রাগ্রামে, তথা বেতিয়া রাজ্যের মথিয়া নামক গ্রামে, তথা গণ্ডক নদীর পূর্ব্বে নেপালের সান্নিধ্য রাধিয়া গ্রামে, তথা জয়পুরের ১২ ক্রোশ অন্তরে ভাবরা গ্রামের নিকটস্থ বনমধ্যে, তথা ভারতবর্ষের পূর্ব্ব পার্শ্বে সমুদ্রতটে ধাউলী অথবা ধবলী গ্রাম সান্নিধ্য পর্ব্বত-শৃঙ্গে, তথা ভারতবর্ষের পশ্চিম পার্শ্বে শৌরাষ্ট্র দেশের জুনগড় নগরের নিকটে, তথা সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারে আফগনিস্থান দেশের শাহ্‌বাজ্ ঘড়ি বা কপর্দ্দগিরিতে, এতদ্রূপ বিজক সকল প্রচার হয়। এই বিজক-সকল মাগধি ভাষার তুল্য পালি নামক প্রাচীন ভাষায় লিখিত; এবং ঐ সকল বিজক প্রিয়দশি রাজার আজ্ঞায় খোদিত হইয়াছিল এমত কথা পুনঃ২ উহাতে উক্ত হইয়াছে। লঙ্কাদ্বীপের পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থদ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে প্রিয়দর্শি রাজার অপরাভিধান "অশোক"; এবং ঐ অশোক বিক্রমাদিত্য সংবতের ২০৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অধীশ্বর হন; এবং তাঁহার আজ্ঞায় এতদ্দেশের নানা স্থানে জয়স্তম্ভ † ও শাসন পত্র সকল ‡ প্রচার হয়। অতএব পালি গ্রন্থোক্ত অশোক যে প্রয়াগাদিদেশের বিজকোক্ত প্রিয়দর্শী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধুনা ঐ গ্রন্থ ও বিজক-সকলহইতে সঙ্কলন করত অশোক রাজার কিঞ্চিৎ উপাখ্যান লিখিতব্য।

দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পরলোকানন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিন্দুসার * ভারতবর্ষের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বহুকালাবধি পরম সুখে প্রজাপালন করেন। যবনেরা ইহাঁকে "অমিটোকেটিস্" অর্থাৎ "অমিত্রঘাতক" কহিতেন; এবং নৈপালীয় গ্রন্থে ইহাঁর নাম অজাতশত্রু। ইহাঁর সমীপে যবনাধিপতি আন্তিওকস্ সোটর কর্তৃক দ্বয়মেকস্ নামেক দূত প্রেরিত হইয়াছিল; ও মিসর দেশের নৃপতি তলমি ফিলদেল্‌ফস্ দায়োনিসস্ নামক দূতকে

---

* ঐ অক্ষরের অবয়ব পাঠকদিগের গোচরার্থে নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

𑀓 𑀔 𑀕 𑀖 𑀗 𑀘 𑀙 𑀚 𑀛 𑀜 𑀝 𑀞 𑀟 𑀠 𑀡 𑀢 𑀣 𑀤
ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ

𑀥 𑀦 𑀧 𑀨 𑀩 𑀪 𑀫 𑀬 𑀭 𑀮 𑀯 𑀲 𑀳
ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব স হ।

† এই সকল স্তম্ভোপরি সিংহ প্রতিমূর্ত্তী থাকে, এই কারণ ইহাদিগকে "সিংহ স্তম্ভ" অথবা "সিংহ লাঠ" শব্দে কহে।

‡ এই শাসন পত্রের অপর নাম "ধর্ম্মলিপি"।

* মুদ্রাকর প্রমাদে ৩১ পৃষ্ঠায় বিন্দুসার শব্দের পরিবর্ত্তে "বিম্বসার" হইয়াছে।

প্রেরণ করেন। এই এবং এতদ্রূপ অন্য প্রমাণদ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে পূর্ব্বে মিসরদেশীয়দিগের সহিত হিন্দুদিগের বিলক্ষণ সংস্রব ও হৃদ্যতা ছিল।

বিন্দুসারের ষোড়শ জায়া ও একাধিক শত পুত্র ছিল; তম্মধ্যে অশোক ও তিষ্য উভয়ে সহোদর ছিলেন। কোন সময়ে পঞ্জাবদেশের তক্ষশীলা নগরবাসিরা রাজবৈরী হওয়াতে তাহাদের শাসনার্থে মহারাজ অশোককে প্রেরণ করেন। অশোক তক্ষশীলার নিকটে উপস্থিত হইলে পুরবাসিরা সুসজ্জীভূত রাজকুমারের আগমন দর্শনে নগরদ্বার বিমুক্ত করত তাঁহাকে নগরমধ্যে আহ্বান করিল; এবং কহিল যে আমরা রাজবিদ্রোহী নহে; মন্ত্রির দুষ্টাচার নিবারণ করণার্থে এতদ্রূপ বিরোধী হইয়াছি। সুতরাং অশোক অবিরোধে বিরোধিদিগের বিরোধ রোধ করিলেন। তদনন্তর অশোক রাজাজ্ঞায় উজ্জয়িনী দেশে প্রেরিত হন। কেহ২ কহে যে তিনি পিতৃঘাতেচ্ছুক হইয়াছিলেন, এই কারণ উজ্জয়িনী-শাসন ছলে রাজসদনহইতে দূরীকৃত হন। অপরে কহে, যে মহারাজ তাঁহার প্রিয় পুত্র সুসীমকে সিংহাসন প্রদান-করণ-মানসে তাঁহাকে রাজধানীহইতে দূরস্থ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এই সময়ে তক্ষশীলাস্থরা পুনঃ শত্রুতা প্রকাশ করাতে রাজা প্রিয়কুমার সুসীমকে তন্নিবারণ জন্য প্রেরণ করেন। ইত্যবসরে অশোক পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে এই বার্ত্তা শুনিয়া উজ্জয়িনীহইতে পাটলিপুত্রে গমন পুরঃসর বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে বিনাশ করিয়া রাজমুকুট বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন।

ইতি পূর্ব্বে যখন অশোক অবন্তীর কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন তখন তিনি কীর্ত্তিগিরি নগরের পরমা সুন্দরী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তদ্গর্ভে তাঁহার মহেন্দ্র নামক পুত্র ও তদপেক্ষা ২ বৎসর কনিষ্ঠা সংঘমিত্রা নাম্নী এক কন্যা হইয়াছিল।

অশোকের রাজ্য প্রাপ্তির চতুর্থ বৎসরে পাটলিপুত্রে তাঁহার রাজ অভিষেক হয়; এবং ঐ সময়াবধি তাহার ধর্ম্মলিপিতে ও অন্যান্য রাজকীয় শাসনপত্রে তাঁহার রাজ্যাব্দের ব্যবহার আরব্ধ হয়। রাজ্য-প্রাপ্তির পর কএক বৎসর পর্য্যন্ত তিনি পূর্ব্বপুরুষদিগের মতানুযায়ি থাকিয়া প্রতি দিন ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন। তদনন্তর বৌদ্ধ ধর্ম্ম উত্তম বিচার করিয়া মহা মহোৎসবপূর্ব্বক তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হন। অনেককর্তৃক এই উক্ত হয়, যে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র নিগ্রোধের পরামর্শে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। অপরে কহে যে তাঁহার দানে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট ও দৌরাত্ম্য কর্ম্মে তৎপর দেখিয়া বৌদ্ধমতে প্রবিষ্ট হন। তথা নেপাল-আদি উত্তর দেশবাসি বৌদ্ধেরা কহে যে সমুদ্র নামা এক বৌদ্ধ বণিক তাঁহাকে কোন অদ্ভুত কীর্ত্তি দর্শাইয়া স্বমতে প্রবৃত্ত করায়। সে যাহা হউক অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করত "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মহানিয়মের অনুগামী হইলেন, এবং পূর্ব্ব নিয়মানুসারে যে পশু হননাদি হইত, এক্ষণে তাহাহইতে বিরত হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন পরিবর্ত্তে শ্রমণ ভোজনে রত হইলেন। তাঁহার ধর্ম্মলিপিতে এই প্রকাশিত আছে যে রাজ্যাভিষিক্তের দশ বৎসর পরে বৌধ্য ধর্ম্মের বিলক্ষণ তত্ত্ববোধ হইবায় মৃগয়াদি রাজক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া আত্মধর্ম্ম প্রচারে উদ্যোগী হন।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ২০২ বৎসর পরে অশোক বৌদ্ধ হন। তিনি স্বদেশে ও বিদেশে স্বধর্ম্ম প্রচারে মহান্ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বত্র প্রতি পঞ্চবৎসরানন্তরে ধার্ম্মিক ব্যক্তি-সকল

একত্রে আহ্বানিত হইয়া ধর্ম্মবিচারে নিযুক্ত হইত; এবং মানবগণকে পিতৃমাতার প্রতি ভক্তি, ও ব্রাহ্মণ শ্রমণ ও কুটুম্ব-প্রতি দয়া ও শ্রদ্ধা, ও দান, ও সত্য বাক্য কথন এবং জীবের অহিংসা, ইত্যাদি নীতি সকল শিক্ষাদানার্থে ধর্ম্মোৎসাহি ব্যক্তিরা দেশ বিদেশে প্রেরিত হইত।

কালবশত ও ভিন্ন২ বৌদ্ধাচারিদিগের মতের ভিন্নতা-প্রযুক্ত অশোকের রাজ্য সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম নানা পন্থায় বিভক্ত হইবার, এবং বৌদ্ধ সমাজ-সকলের পরস্পর বিচ্ছেদ হইবার, উপক্রম হইয়াছিল। এই দুর্ঘটনা নিবারণার্থে তিনি সম্যগ্ যত্নবান হইয়া পূর্ব্ব-বৌদ্ধ-রাজাদিগের দৃষ্টান্তানুসারে স্বীয় রাজাব্দের অষ্টাদশ বৎসরে তাঁহার রাজ্যস্থ সমস্ত জ্ঞানি ব্যক্তিদিগকে এক মহতী সভায় আহ্বান করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ক সমস্ত মতামতের নির্দ্ধারণ করেন। বৌদ্ধেরা এই সভাকে "তৃতীয় মহাধর্ম্ম সাঙ্কথ্য" কহে। ইহাতে বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহের সুশৃঙ্খলা ও অর্থ নিরূপণ হয়; এবং ইহাও ইহাতে স্থির হয়, যে স্থানে২ ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবীণ বৌদ্ধদিগকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এই প্রতিজ্ঞানুসারে মহাধর্ম্মরক্ষিত নামক জনৈক প্রধান ধর্ম্মবেত্তা মহারাষ্ট্রে গমন করিয়া ১৭,০,০০০ মানবদিগকে স্বধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন; এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানার্থ ১০,০০০ পুরোহিত নিয়োগ করেন।

অশোক হিমালয় পর্ব্বতস্থ দেশে স্থবির নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মবেত্তাদিগকে প্রেরণ করিয়া কাশ্মীর ও গান্ধারহইতে নাগপূজা দূরীকরণ করত বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্থাপন করেন। অপরান্তক দেশ অর্থাৎ তদপেক্ষা পশ্চিম দেশ ও সুবর্ণ ভূমি এবং লঙ্কাও তাঁহার মতানুরক্ত হয়। এই শেষোক্ত উপদ্বীপে ২০ বিংশতি বৎসর বয়স্ক মহেন্দ্র নামক তাঁহার পুত্র প্রেরিত হইলে বেদশাস্ত্র মতাবলম্বী তদ্দেশীয় প্রিয়দর্শি নামক রাজা সপরিবার ও মন্ত্রী ও নাগপূজক-প্রজাগণ-সহ বৌদ্ধ ধর্ম্মে অভিষিক্ত হন। সেকন্দর পাদশাহ কর্ত্তৃক জিত গ্রীক (যবন) রাজ্যসমূহেও অশোক রাজা স্থবির প্রেরণ করিয়া স্বীয় মত প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। ইহার প্রমাণ জুনগড় নগরীয় লিপিতে প্রকাশিত আছে; যথা।

"যোন রাজ পরংচ তেন চপ্তারো রাজনো তুরময়োচ অন্তিকোনো চ মগা চ *** ইধ পরিন্দেশোসু **** সবত দেবানং পিয়স ধংমানুসস্তিং অনুবত্তরে যত পাদতি"।

অর্থ। "যবন রাজা, তৎসহিত অপর ৪ চারি রাজা, তুরমাও ও অন্তিকোনো এবং মগা**** অত্র ও অপর দেশে, **** (অর্থাৎ যে২ স্থানে প্রচার হইয়াছিল তৎ) সর্ব্বত্রের (জনগণেরা) দেবতাদের-প্রিয়-রাজার ধর্ম্মানুজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইতেছে"।

এতদ্ভিন্ন এই ধর্ম্ম লিপিতে যবনাধিপতি অন্তিওকসের নামও ব্যক্ত আছে। তুরময় মিসরদেশের নৃপ; অন্তিকোনো মেসিডোনিয়ার রাজা; মগা সাইরিণের অধিপতি; এবং অন্তিয়োকস্ পারস্বীকার ভূপতি। এই যবনাধিপগণের নামোল্লেখদ্বারা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে ঐ সকল স্থানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গমনাগমন ছিল।

তৃতীয় মহাধর্ম্ম সাঙ্কথ্যের কিয়দ্দিবস পরে "ধর্ম্মমহামাত্রা" নামক ধর্ম্মচারিগণ স্থাপিত হয়। যিশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মঘোষক এইক্ষণকার মিসনরিদিগের ন্যায় এই ধর্ম্ম-মহামাত্রারা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করণে নিযুক্ত ছিল; এবং কি হট্টে কি অন্তঃপুরে সর্ব্বত্র গমনে তাহাদের ক্ষমতা ছিল। স্বপুত্র এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের সমভিব্যাহারে রাজ্য বিষয়ক মন্ত্রণা করণ সময়ে অশোক রাজ্যের সমাচার প্রাপ্ত্যর্থে কতিপয় প্রতিবেদক অর্থাৎ সম্বাদ

বাহক নিযুক্ত করেন। তাহারা সর্ব্ব সময়ে অন্তঃপুরে কি উদ্যানে অবরোধে তাঁহার নিকটে আসিয়া রাজ্যের কুশলাদি আবেদন করিত।

মহারাজ অশোক স্বীয় রাজ্যের পথের প্রতি-অর্দ্ধ-ক্রোশান্তরে কূপ খনন, এবং স্থানে২ পশু পক্ষি প্রভৃতি সকল জীবের রক্ষার্থে ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। যবনাধিপতি অন্তিওকস্‌ও এইরূপ ব্যবহার করিতেন এমন বৃত্তান্ত অশোকের ধর্ম্মলিপিতে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে।

অশোক সর্ব্বদা প্রজাগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; ও পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রদিগকে এতদ্রূপ ব্যবহার করিতে স্বীয় লিপিতে পুনঃ২ আদেশ করিয়াছেন। যদিচ তিনি হিন্দুধর্ম্মবিরোধী এবং ভ্রাতৃহত্যাদি পাপাচরণ করিয়াছিলেন, তত্রাপি তাঁহার চরিত্র দৃষ্টে তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে বিমুখ বলা উচিত হয় না; কারণ তিনি সর্ব্বদা পরোপকারে রত থাকিতেন; এবং দয়াবারিতে যে তাঁহার দেহ সর্ব্বদা শিক্ত থাকিত এমত প্রমাণ যথেষ্ট আছে। কলিঙ্গদেশ জয়কালে তিনি পরাজিত যোদ্ধাদিগকে বিনাশ অথবা দাস করিতে কদাপি মতি করেন নাই; এবং রাজ্য শাসনার্থে দুষ্টের প্রাণদণ্ড প্রায় করিতেন না; বরং হত্যাকারিদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত করণে আজ্ঞা দিতেন, যাহাতে তাহাদিগের পারত্রিক মঙ্গল হইতে পারে।

বলপূর্ব্বক কাহাকেও নিজধর্ম্মে আনিতে তাঁহার কদাপি অভিমত হয় নাই। পাষণ্ডদিগকে কৌশলে ধর্ম্মাবলম্বন করণে কর্ম্মচারিদিগকে আদেশ করিতেন; ও কখনও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করেন নাই; বরং তাঁহার ধর্ম্মলিপির অনেক স্থানে দান বিষয়ে অগ্রে ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ শ্রমণদিগের নাম উল্লেখিত আছে। তিনি তাহাদিগকে উচ্চপদে অভিষিক্ত করিতেন; এবং কৌশলে তাহাদিগকে নিজধর্ম্মাবলম্বী কিম্বা সৎপথাভিগামী করণে তাঁহার সর্ব্বদা মানস ছিল।

অশোক দাতার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন; এবং স্বীয় পুত্রদিগকে ও রাণীদিগকে দান করিতে অহরহ অর্থ দিতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে অশোক নানাবিধ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কেবল সুদর্শনীয় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। জনপদের মঙ্গলার্থে নানাবিধ উপকারজনক কর্ম্মও সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। শিবি নগরের সমীপে এক উত্তম সেতু, এবং কাস্মীরে দুই সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তথা টুসম্প নামক এক কর্ম্মাধ্যক্ষকে তাহার অধিকার মধ্যে উত্তম২ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। এই টুসাম্প শব্দ বিজাতীয়; সুতরাং বোধ হইতেছে যে অপর দেশীয় ব্যক্তিদিগকে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিতে তাঁহার অন্যমত ছিল না।

তিনি তাঁহার পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের অপেক্ষা রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পশ্চিমদিগে পেতেনিক, উত্তরে কাস্মীর, পূর্ব্বে কলিঙ্গ, এবং বোধ হয় সমুদায় বঙ্গ দেশ, ও দক্ষিণে কর্ণাট, পর্য্যন্ত তাহার অধীনে ছিল।

অশোক এই রূপে সুখে রাজ্য ভোগ করিয়া তাহার রাজাব্দের ৩৭ বৎসরে পরলোকগামী হন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী প্রথমা স্ত্রী অসংমিত্রার মৃত্যু হয়। অনন্তর তিনি ঐ রাজমহিষীর এক সহোদরাকে পরিগ্রহণ করেন। অশোকের পরলোকানন্তর তাঁহার পুত্রেরা ভারত রাজ্য বিভাগ করিয়া লন। কুনাল নামক তাঁহার পুত্র পাঞ্জাবের রাজা হন; দ্বিতীয় রাজকুমার জলোক কাস্মীরের রাজ্য গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম পরিবর্ত্তে শিবপূজা প্রচার করেন; এবং তৃতীয় পুত্র পাটলিপুত্রের রাজা হন।

প্রজাপতি।



জাপতি কি মনোহর জীব! কত অনির্বচনীয় উজ্জ্বল বর্ণ-সকল তাহাদের অঙ্গে প্রতীত হয়! কি সুন্দর তাহাদের গঠন! কি লঘু তাহাদের দেহ! কি কমনীয় তাহাদের প্রভা! কি বর্ণনাতীত আশ্চর্য্য তাহাদের অঙ্গপরিবর্ত্তন ব্যাপার! যেমন আদরণীয় ইহাদিগের শরীর ততোধিক পরিশুদ্ধ ইহাদের স্বভাব। বসন্তকালের কুসুম-সময় ইহাদের ক্রীড়ার কাল; সর্ব্বোৎকৃষ্ট কোমল পুষ্প সকল ইহাদের আসন; এবং তজ্জাত সুরভপূর্ণ দেবদুর্লভ মধু ইহাদের খাদ্য বস্তু। অন্য কীটের ন্যায় গলিত কি দুর্গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের নিকটে ইহারা কদাপি যায় না। যে সময়ে মৃদুতপনতাপে মলয়ানিল স্বীয় সৌরভভার মন্দ ২ বহন করে সেই সময়ে ইহারা পুষ্পোদ্যানে বিরাজমান হয়; বৃষ্টি কি প্রবল বায়ুর সঞ্চালন হইলে ইহারা কখন আপন ২ আবাসহইতে বহির্গমন করে না। অতএব সময়ের ক্রমে ও ইহাদের বিচিত্ররূপে ইহাদের দর্শনমাত্র

মন সুপ্রফুল্ল হয়; সুতরাং সামান্য দর্শক-পক্ষে বোধ হয় যে ইহারা শুদ্ধ সুখসৌন্দর্য্যের প্রতিমা; এবং প্রজাপতি-হইতে তদ্দ্বয়ের কদাপি বিয়োগ হয় না। অনুমান হয় এই কারণ বশত এতদ্দেশীয় জনগণে প্রজাপতিকে উদ্বাহ সুখের সূচকত্বে সমন্বয় করেন।

গুরুতর শীত ইহাদিগের অনেকে সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং পৃথিবীর উষ্ণ ও সমকটি বন্ধই ইহাদের প্রিয় বাসস্থান। ভারতবর্ষ, পারস, অফ্রিকা এবং অমরিকাদেশে এই জীবের বহু সহস্র বংশ প্রচার আছে। পরন্তু, দক্ষিণ অমরিকার পিরু দেশ এ বিষয়ে প্রধান। বহুতর সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রজাপতি ঐ দেশে যে প্রকার বাহুল্য প্রাপ্য, এমত আর কুত্রাপি নহে। এই জীব-বংশের সঙ্খ্যা কত তাহা অদ্যাপি নিরূপণ হয় নাই; বোধ হয় পাঁচ সহস্রের ন্যূন হইবেক না। এই পাঁচ সহস্রের প্রায় তিন সহস্র বংশের বিবরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব-সকলের অর্থাৎ পশুদিগের অবয়ব তাহাদের মাতৃগর্ভে সঞ্চার হয়, এবং যে আকৃতিতে তাহাদের জন্ম হয়, সেই গঠন তাহাদের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত থাকে; আয়তন ও ভঙ্গির ভেদ হয়, বটে; কিন্তু স্থূল-গঠনের কোন ভেদ বা অন্যথা নাই। পক্ষিদিগের শরীর তদ্রূপ নহে। তাহাদের জন্মমৃত্যুর মধ্যে আকৃতি ভেদ হয়। প্রথমতঃ তাহারা মাতৃগর্ভহইতে অণ্ডরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া, সেই অণ্ডমধ্যে অণ্ডপুষ্পরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পক্ষির আকৃতি প্রাপ্ত হওত ঐ অণ্ডহইতে নির্গত হয়। জীব শ্রেণিমধ্যে প্রজাপতি পক্ষি-হইতে অতি কনিষ্ঠ, এবং তাহাদের আজন্ম-মৃত্যুকাল মধ্যে তিন বার অবয়বের ভেদ হয়। প্রথমতঃ ইহারা অণ্ডাকারে জন্ম গ্রহণ করে। প্রজাপতিরা ঐ অণ্ড বৃক্ষপল্লবোপরি প্রসব করত তাহা কিঞ্চিৎ আঠাবিশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা কোন পত্রে সংলগ্ন করিয়া প্রস্থান করে; অপত্য প্রতিপালনের জন্য কোন চেষ্টা করে না; ফলতঃ অনেকে অণ্ড প্রসব করিবার কিঞ্চিৎকাল পরেই প্রাণ ত্যাগ করে। কিন্তু তাহাতে অণ্ডের কোন হানি হয় না। সূর্য্যের উত্তাপানুসারে ১০।১২ দিবস মধ্যে, অথবা শীতকালে ৫।৬ মাস কাল পরে ঐ অণ্ড প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাহইতে এক ২ টি কীট নির্গত হয়। ঐ কীটাকার প্রজাপতিদিগের দ্বিতীয় অবস্থা। ৫৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রের ঊর্দ্ধ্ব ভাগে 1,2,3,4,5,6,7, চিহ্নে এই কীটাকার অঙ্কিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় রেশমের চাসিরা উত্তাপক্রমে অণ্ড প্রস্ফুটিত হয় এ বিষয় বিশেষ জ্ঞাত থাকাতে শীতল স্থানে রাখিয়া তাহারা এক বৎসরের অণ্ডকে পর বৎসরে প্রস্ফুটিত করিতে পারে। কার্ত্তিক-মাস-জাত অণ্ডদ্বারা চৈত্র মাসে গুটী প্রস্তুত করা সর্ব্বত্র রীতি আছে। চাসিরা সকলেই কহিয়া থাকে "কার্ত্তিক বন্দের বীজে চৈত্র বন্দে রেসম হয়"। কীটগণের অধিকাংশের শরীর কেশদ্বারা মণ্ডিত হয়, এবং তাহা হইলে তাহাদিগকে "শুঁয়াপোকা" শব্দে কহা যায়। ক্রমিক ভোজন করাই এই অবস্থার মুখ্য কর্ম্ম; এবং তাহাতে এই কীটেরা অনবরত নিযুক্ত থাকিয়া অনেকে এক-দিবস-কাল-মধ্যে তাহাদের শরীরের দ্বিগুণ পরিমাণ পত্র ভক্ষণ করে। সুতরাং কৃষকেরা শুঁয়াপোকাকে তাহাদের পরম শত্রুরূপে গণ্য করে।

কিয়দ্দিবস এই প্রকারে পত্রাহার করত এই শুঁয়াপোকারা আপনাদিগের প্রদীপ্ত-ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট কীটাকার ও চঞ্চল স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া স্পন্দ রহিত, চৈতন্য-রহিত, জড়াকারে নত হয়। এই গঠনের ছবি পূর্ব্বোক্ত চিত্রের অধোভাগে 1,2,3,4,5,6,7, চিহ্নে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার নাম "গুটীপোকা"।

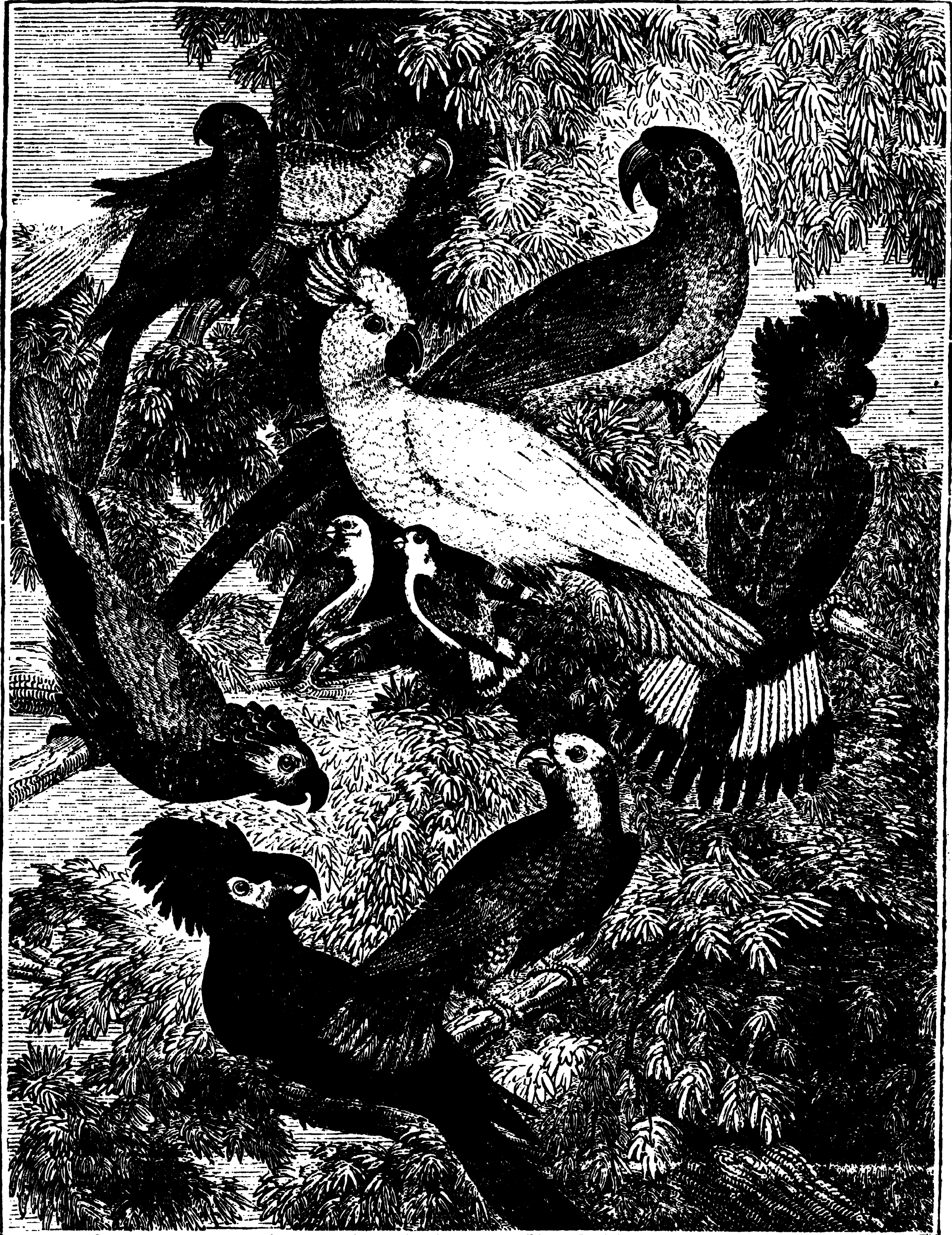
কীট ভেদে এই গুটীর বস্তু ও বর্ণভেদ হয়। কোন২ গুটীর বর্ণ উজ্জ্বল স্বর্ণাভবিশিষ্ট; অপরের বর্ণ রজতবৎ; কাহার রঙ্গ নানাবর্ণে বিচিত্রিত। অনেক গুটীর পদার্থ শুএময়; যথা রেসমের গুটী এবং তসরের গুটী। জাতিভেদে ও ঋতুভেদে গুটীর পরমায়ুর ভেদ হয়। গ্রীষ্মকালে ১০। ১২ দিবস মধ্যেই তাহাদের অবয়বের পরিবর্ত্তন হয়। শীতকালে ৪।৫ মাসেও ঐ ঘটনা সুসম্পন্না হয় না। পরন্তু যথাকালে এই গুটীতে শরীর পরিপক্ক হইলে সুচারু পক্ষ চতুষ্টয় বিশিষ্ট শরীর ও মনোহর বর্ণে বিচিত্রিত হইয়া প্রজাপতি স্পন্দ-রহিত জড়বৎ গুটীহইতে নির্গত হয়। ইহা তাহাদের অন্তিম অবস্থা; এবং এই অবস্থায় তাহারা যথাকাল স্ব ২ জীবনের কর্ম্ম নিষ্পাদন করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এতৎপ্রযুক্ত ইংরাজ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই জীবদিগের শ্রেণিবর্গাদি নিরূপণ করণার্থে ইহাদের এই শেষ অবস্থায় যে সকল লক্ষণ প্রতীত হয় তাহার প্রতি বিশেষ অনুসন্ধান করেন।

প্রজাপতিদিগের সমষ্ট্যাখ্যায় "শল্ক পত্র" শব্দ ব্যবহার আছে; কারণ এই শ্রেণিস্থ প্রায় সমস্ত জীবের পক্ষ একপ্রকার শল্কদ্বারা আবৃত হয়। ঐ শল্ক অতি সুক্ষ্ম রেণুর ন্যায় বোধ হয়; কিন্তু তাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দর্শিত হইলে অবিকল মৎস্য-শল্কের ন্যায় প্রতীত হয়; এবং যেমন মৎস্য-দেহে ঐ আঁইস্ শ্রেণীপূর্ব্বক একাংশদ্বারা ত্বচে আবৃত থাকে, প্রজাপতি পক্ষেও তদ্রূপ। এই রেণুবচ্ছল্ক প্রজাপতির ডানায় দৃঢ়রূপে সংশ্লিষ্ট থাকে না, সুতরাং ডানা স্পর্শ করিলেই ঐ রেণু-সকল অঙ্গুলিতে লিপ্ত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে শল্ক-সকল অতি সুক্ষ্ম। লিউয়েন্হুক্ সাহেব বিশেষ সাবধান পূর্ব্বক নিরূপণ করিয়াছেন যে একটী রেশম জনক (কৌষেয়) প্রজাপতির ডানায় চতুর্লক্ষাধিক শল্ক থাকে। কোন প্রজাপতির ডানার প্রতি ১।। অঙ্গুলি স্থানে ১,৮০,৭৩৬ রেণু দৃষ্ট হইয়াছে। প্রজাপতি ডানার আদিম বর্ণ শুক্লাভ-স্বচ্ছ, এবং এই রেণুদ্বারাই প্রজাপতির ডানা বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত হয়। ঐ রেণু নির্ম্মোচন করিলে ডানা আপন আদিম বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীমধ্যে যে ২ প্রকার বর্ণ মনুষ্য-নয়নগোচর হইয়াছে তাহা সকলই প্রজাপতি ডানায় প্রতীত হয়; এবং ঐ সকল বর্ণ ভিন্ন ২ প্রজাপতিতে এমত অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় প্রকারে মিলিত হয়, যে তৎসমুদয়ের বিবরণ লিপি-বদ্ধ করা অত্যন্ত দুরূহ; এবং তাহা সুসম্পন্ন হইলেও পাঠক মহাশয়দিগের তাদৃশ সন্তোষকর হইবেক না, অতএব সে বিষয়ে ক্ষান্ত থাকাই কর্ত্তব্য।

প্রজাপতিরা তরল দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করে না; এবং তদ্ভক্ষণার্থে তাহাদের মুখোপরি এক ২ দীর্ঘ শুণ্ড হয়। ঐ শুণ্ডদ্বারা ইহারা পুষ্প গর্ভহইতে মধুশোষণ করে; এবং যখন মধু গ্রহণের প্রয়োজন না থাকে, তখন মস্তক সম্মুখে ঐ শুণ্ডকে কুণ্ডলী করিয়া রাখে।

প্রজাপতির শরীর তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়; ১, মস্তক; ২, কবন্ধ; ৩, বস্তিদেশ। মস্তক তাহাদের দেহের সর্ব্বত্রহইতে দৃঢ়। কবন্ধ ঐ মস্তকহইতে কিঞ্চিৎ কোমল; এবং বস্তি দেশ সর্ব্বাপেক্ষা কোমল। ইহাদিগের পদসংখ্যা ৬; এবং ঐ পদ সকল কবন্ধে সংলগ্ন থাকে। এই পদ সকলই পরিক্রমণযোগ্য নহে। প্রায় অনেক প্রজাপতিতে পুরোবর্ত্তি পদদ্বয় অতি খর্ব্ব হয়, ও ভূমি স্পর্শ করে না; এবং কোন ২ প্রজাপতিতে পুরোবর্ত্তি পদ চতুষ্টয়ও ঐ প্রকার খর্ব্ব হয়। পদ-সকলের ঊর্দ্ধ্বভাগ কেশদ্বারা মণ্ডিত, এবং অধোভাগ কণ্টকযুক্ত হয়।



শৌকেয় শ্রেণিস্থ পক্ষিগণের বিবরণ।

শুক পক্ষিকে কে না দেখিয়াছে? ইহার সৌন্দর্য্য ও স্বরানুকরণ-ক্ষমতা প্রযুক্ত কোন্ গৃহে ইহা সমাদৃত না হইয়াছে! কি দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর কিঁ ধনবানের অট্টালিকা সর্ব্বত্রই শৌকেয় পক্ষিরা তুল্যরূপে আদরণীয় হয়। দরিদ্রের অল্প মুল্যের টিয়া পক্ষী, মধ্যবীত গৃহস্থদিগের তদপেক্ষায় অধিক মুল্যের মদনা বা চন্দনা, এবং ধনবান ব্যক্তিদের বহু-মূল্যের লালমোহন, হিরামোহন, বা কাকাতুয়া, সকলই এক শ্রেণিস্থ পক্ষী; এবং স্বরানুকরণক্ষমতার নিমিত্তে ইহারা সকলেই প্রেমাহ হইয়াছে। পরন্তু কেবল ভারতবর্ষস্থ ব্যক্তিরা ইহাদিগকে প্রিয় মানে, এমত নহে; পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকলেই শুক বংশের সমাদর করিয়া থাকে; বিশেযতঃ স্ত্রা-লোকেরা এই শ্রেণিস্থ পক্ষিদিগের পোষণে সর্ব্বদা অনুরত হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোম দেশের রাজ মহিষীরা ভারতবর্ষহইতে উত্তম মদনা ও চন্দনা পক্ষি-প্রাপ্ত্যর্থে বহু-ব্যয় স্বীকার করিত; এবং অধুনা কলিকাতাস্থ অনেকে দক্ষিণ অমরিকা দেশের এক২টি উৎকৃষ্ট শুক পক্ষির নিমিত্তে ৫০০ টাকা দিতে উদ্যত আছে। এই শুক শ্রেণিস্থ সমস্ত জীবদিগের চঞ্চূর্দ্ধ-খণ্ডের অগ্রভাগ নত হইয়া থাকে, এই কারণ বশত ইহাদিগকে সংস্কৃত শাস্ত্রে "বক্রতুণ্ড" শব্দে কহে; এবং এই লক্ষণ-দ্বারা এতৎ শ্রেণিস্থ প্রাণিদিগকে নিরূপণ করা অতি সুসাধ্য।

এই খণ্ডের আর এক বিশেষ লক্ষণ এই যে উহারা গতিবিশিষ্ট ও উহার মূল পক্ষ-রহিত ত্বচে আবৃত থাকে, এবং ঐ ত্বচের উপরি গোলাকার নাসিকা দৃষ্ট হয়। চঞ্চ্বধঃ-খণ্ডের অগ্রভাগ ঊর্দ্ধাভিমুখ হইয়া থাকে; এবং শুক পক্ষিরা চঞ্চু খণ্ডদ্বয়ের দ্বারা গুবাক্ ছেদক জাঁতির ন্যায় অনায়াসে অতি কঠোর ফল-সকলকে ভগ্ন করত ভক্ষণ করে। গৃহপালিত শুক পক্ষিরা সর্ব্বদা ভোজনার্থে কোমল দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহাদের চঞ্চু উত্তমরূপে ব্যবহৃত না হইবায় উহা বিকৃতাকার বৃহৎ হয়; এবং শুক পক্ষিরা ইহার সদুপায় করণার্থে সর্ব্বদা আপন ২ চঞ্চু কর্ত্তন করে। শুক পক্ষির অঙ্গুলি সংখ্যা চারি; তন্মধ্যে দুই অঙ্গুলি, পুরোবর্ত্তি এবং তাহাদের মুলের কিয়দংশ ত্বচে আবৃত; অপর অঙ্গুলীদ্বয় পশ্চাদ্বর্ত্তি এবং তাহাদের মূল সম্পূর্ণরূপে পৃথক।

ইহারা সকলেই উষ্ণদেশপ্রিয়, অতএব পৃথিবীর উষ্ণ কটিবন্ধের সর্ব্বত্র প্রাপ্য; পরন্তু ইহারা উড্ডীয়মান হইয়া বহু দূর গমন করিতে অক্ষম, সুতরাং উষ্ণকটিবন্ধের এক প্রদেশের শুক বংশের সহিত অপর প্রদেশের বংশের সংস্রব হয় নাই।

শৌকেয় শ্রেণী সাত বংশে বিভক্ত হয়; এবং ঐ সাত বংশে ১৭০ প্রকার পক্ষী আছে। এই সকল বংশের মধ্যে ছয় বংশের অবয়ব পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইয়াছে, এবং তাহাদের অসাধারণ লক্ষণ এই। প্রথম; কাতুর বংশ। ইহাদের নয়নের অধঃস্থ ত্বক পক্ষ রহিত; এবং ইহাদের পুচ্ছ দীর্ঘ এবং তাহার অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হয়; যথা কাতুর পক্ষির (ক চিহ্নে দেখুন)। দ্বিতীয়, বাজুনু বংশ। ইহাদের গাল পক্ষদ্বারা আবৃত থাকে, এবং ইহাদের পুচ্ছ থাক থাক। খ এবং গ চিহ্নে এই বংশস্থ পক্ষিদ্বয়ের অবয়ব দৃষ্ট হইবেক। তৃতীয়, শুকটি বংশ। এই বংশে অতি ক্ষুদ্র ২ শুক পক্ষি-সকল নির্ণীত হয়; এবং তাহাদের পুচ্ছ খর্ব্ব, এবং তাহার অগ্রভাগ বর্ত্তুলাকার। যথা লট্‌কণ্ পক্ষির। ঘ এবং ঙ চিহ্নে এই বংশস্থ পক্ষির আকৃতি দৃষ্ট হইবেক। চতুর্থ; টিয়া বংশ।

এতদ্ বংশে টিয়া, মদনা, চন্দনা, কাজ্‌লা, ফরিয়াদি, রায়তোতা, মদনগৌর ইত্যাদি পক্ষি-সকল নির্ণীত হয়। পঞ্চম; কাকাতুয়া বংশ। ইহাদের প্রধান লক্ষণ তাহাদের ইচ্ছাধীন-নমনীয় চুড়া, এবং খর্ব্ব, কোণ-বিশিষ্ট পুচ্ছ। জ চিহ্নে সামান্য কাকাতুয়ার অবয়ব দৃষ্ট হইবেক। ষষ্ঠ বংশের প্রধান লক্ষণ তত্রস্থ পক্ষিদিগের পক্ষরহিত গাল, এবং ইচ্ছানুসারে নমনীয় চূড়া। ঞ চিহ্নে "গোলিয়াথ" নামক এই বংশীয় পক্ষিবিশেষের আকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে। এই সকল পক্ষিদিগের বিশেষ বিবরণ এই ক্ষণে বক্তব্য নহে; কারণ পাঠক মহাশয়েরা ইহাদের অনেকের বিবরণ উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন, সুতরাং তাহার ব্যাখ্যাতে বৃথা কালক্ষেপ হইবেক।

শুক পক্ষিরা অতি দীর্ঘজীবী হয়। ইহার কোন২ বংশস্থ পক্ষী শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিতমান ছিল এমত প্রমাণ আছে। প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ লে-বেলাণ্ট সাহেব লেখেন যে অমস্তরডম্ নগরে হুইসর নামক জনৈক সাহেবের গৃহে একটা শুক পক্ষী দেখিয়াছিলেন; তাহা ঐ ব্যক্তির নিকট দ্বাত্রিংশৎ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ছিল; এবং তৎপূর্ব্বে উক্ত সাহেবের খুল্যতাতের গৃহে উহা ৪১ বৎসর কাল যাপন করিয়াছিল। সুতরাং যখন লে-বেলণ্ট সাহেব তাহাকে দেখিয়াছিলেন তখন তাহার বয়ঃক্রম ৭৩ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। ষষ্টি বৎসর কাল-পর্য্যন্ত এই পক্ষী অতি স্পষ্ট২ ধ্বনিতে নানাবিধ বাক্য উচ্চারণ করিত; উচ্চৈঃস্বরে তদ্বাটীস্থ ভৃত্যদিগকে ডাকিত, এবং তাহার প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহার পাদুকা আনয়ন করিত। তৎপরে ক্রমশঃ তাহার স্মৃতির হ্রাস হয়, এবং সে জড়তা প্রাপ্ত হয়। ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই পক্ষী প্রতিবর্ষে একবার করিয়া পক্ষপরিবর্ত্তন করিত, কিন্তু তৎপরে আর পক্ষপরিবর্ত্তন হয় নাই; এবং ইহার পুচ্ছের রক্তবর্ণ পক্ষ-সকল পীত-বর্ণবিশিষ্ট হইয়াছিল।

শুক শ্রেণিস্থ পক্ষিদিগের স্বরানুকরণ ক্ষমতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। রাধাকৃষ্ণাদি শব্দ প্রায় সকল শুকেতে উচ্চারণ করিয়া থাকে; এবং কোন২ শুক পক্ষী অনায়াসে সুদীর্ঘ গীত তালমান সহ উচ্চারণ করিতে পারে। সেলবরণ নগরে কর্ণেল ওকেলি নামা সাহেবের একটা হিরামোহন পক্ষী ছিল। ঐ পক্ষী পঞ্চাশৎ ভিন্ন২ গীত গাইতে সক্ষম ছিল, এবং ঐ গীত-সকল গান করণ সময়ে তাহার পদদ্বারা তাল নিরূপণ করিত। গীতের শব্দ সকল অতি স্পষ্টরূপে উচ্চারণ বিষয়ে তাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল; কদাপি কোন ভ্রম করিত না। এই পক্ষী "পোল" নামে বিখ্যাত ছিল; এবং ইহার পক্ষপরিবর্ত্তন সময়ে কেহ ইহাকে গান করিতে আজ্ঞা দিলে সে গান না করিয়া কহিত "পোল পীড়িত আছে"।

শিখ ইতিহাস।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

গুরু অর্জ্জুনের পরলোক সময়ে তাঁহার অল্প বয়স্ক পুত্র গুরুপদ প্রাপ্ত হইবার অযোগ্য হইবেক এই বোধে তাঁহার ভ্রাতা পৃথ্বীচন্দ্র শিখদিগের গুরু হইতে সম্যক যত্নবান হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অর্জ্জুনের বিশ্বাসঘাতক, এই অপবাদ প্রচার থাকায় তাঁহার মানস সিদ্ধ হইল না; এবং তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র হরগোবিন্দ গুরু পদে অভিষিক্ত হয়েন।

একাদশ বর্ষ বয়স্ক হরগোবিন্দ গুরুপদ প্রাপ্তিমাত্র তাঁহার পিতার বৈরনির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হই-

য়া আদৌ চণ্ডুশাহের বিনাশ করিলেন। কেহ কেহ কহে যে এই কর্ম্ম তিনি মন্ত্রণা কৌশলে দিল্লির পাদশাহদ্বারা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন; অপরে কহে যে স্বদেশের নিয়মোল্লঙ্ঘন করত স্বহস্তে আপন পিতার শত্রুকে ধ্বংস করেন। সে যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে যে গুরুপদ প্রাপ্ত্যনন্তর কেবল স্বধর্ম্ম প্রচারে প্রবর্ত্ত না থাকিয়া অল্পকাল মধ্যে হরগোবিন্দ যুদ্ধ ব্যবসায়ের অনুগামী হইয়াছিলেন। শিখদিগের প্রথম পঞ্চগুরু কেবল ধর্ম্ম বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব করিতেন। হরগোবিন্দ তন্নিয়মের অনুবর্ত্তী না হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়ায় আদৌ তাঁহার এই মানস ছিল যে তাঁহার পিতার শত্রুদিগকে দমন করিবেন; কিন্তু তাঁহার পিতার শত্রু শাসন করিতে ২ স্বয়ং শত্রুদ্বারা বেষ্টিত হইলেন; সুতরাং তাহাদের দমন চেষ্টায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকাতে অস্ত্র ব্যবসা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ নানক কি অর্জ্জুনের ন্যায় নিরামিশভোজী ধর্ম্মপ্রদর্শক হইয়া কালযাপন করাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। মৃগয়া, মাংসাহার, এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে তিনি সর্ব্বদা অনুরত থাকিতেন, এবং তত্তৎকর্ম্মই তাঁহার মনোরম ছিল। পূর্ব্ব ২ শিখ গুরুরা শিষ্য-গ্রহণ সময়ে তাহাদের আচরণের পরীক্ষা লইতেন; হরগোবিন্দ তন্নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া, হত্যাকারী, সমরক্ষেত্র হইতে পলাতক, তস্কর ইত্যাদি নানা বিধ দুষ্কর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগকে আপন দলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যক্তিরা নুতন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া আপন ২ আচরণের পরিশোধনার্থে উৎসুক যত্ন হউক বা না হউক, সকলেই গুরুর আজ্ঞা পালনে ও তাঁহার মঙ্গল চেষ্টায় তৎপর হইয়াছিল; এবং ইহাদিগ-দ্বারা রক্ষিত ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া হরগোবিন্দ নিয়ত সমরপরায়ণ থাকিতেন। ইহাঁর ৩০০ অশ্বারূঢ় সহচর, ও ৮০০ অশ্ব ছিল, এবং তদ্ভিন্ন তাঁহার দেহ রক্ষার্থে ষষ্টি জন বন্দুকধারি সৈন্য সর্ব্বদা তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিত।

গুরুর এতদ্রূপ আচরণ দৃষ্টে শিষ্যেরাও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। সুতরাং পূর্ব্বে যে শিখেরা নিরহ, পারত্রিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি, ধর্ম্মপরায়ণ ছিল, অধুনা তাহারা মাংসাশী ও মৃগয়া এবং যুদ্ধানুরত হইল।

গুরুপদ-প্রাপ্তির কিয়ৎ কালপরে জহাঙ্গির পাদশাহের সহিত হরগোবিন্দের প্রণয় হয়, এবং কএক বৎসর এই প্রেম-ডোরে বদ্ধ থাকিয়া তিনি পাদশাহের নিকট বাস করিয়াছিলেন। যখন জহাঙ্গির কাশ্মীরদেশে যাত্রা করেন তখন ইনি তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উগ্র ও অস্থির স্বভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদা রাজার অন্যমত কর্ম্ম করিতেন; এবং তাঁহার সহচরেরাও অহরহ রাজনিয়মের অত্যাচার করিত। এই সকল কারণ প্রযুক্ত জহাঙ্গির তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের যে অর্থ দণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা আদায় করণাভিপ্রায়ে হরগোবিন্দকে গোয়ালিয়র নগরের দুর্গে কিয়ৎকালের নিমিত্তে কারারুদ্ধ করিলেন।

১৬৮৪ সংবতে জহাঙ্গিরের মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার পুত্র শাহজহান ভারতভূমির রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ঐ রাজকুমারের শাসনে জনগণ সকলেই অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবং রাজ্যমধ্যে অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হয়; সুতরাং আকবর বাদশাহের বিশাল রাজ্য ক্রমশ হ্রাস পাইতে লাগিল। এই সময়ে হয়ব্যবসায়ী জনৈক শিখ তুর্কিস্তান দেশহইতে পঞ্জাব দেশে কয়েক টা অশ্ব আনয়ন করে। কথিত আছে যে ঐ অশ্বের সৌন্দর্য্য দৃষ্টে লুব্ধ হইয়া সাহজহান্ পাদশাহ তাহা অপহরণ করেন; এবং অপহৃতহয়সকল-হইতে একটা অতি উত্তম তুরঙ্গম লাহোর নগরের বিচারপতি কাজিকে প্র-

দান করেন। হরগোবিন্দ ক্রয় করিবার ছলে ঐ অশ্ব কাজির নিকটহইতে উদ্ধার করাতে তিনি তাঁহার প্রতি কোপান্বিত হন; এবং তদবিলম্বে হরগোবিন্দ তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে, * লইয়া পলায়ন করাতে তাঁহার ক্রোধশিখা একেবারে প্রজ্বলিতা হয়; এবং তাহাঁকে ধৃত করণার্থে মুখ্লিস্ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে তিনি প্রেরণ করেন। মুখ্লিস্ খাঁ স্বকার্য্য সাধনে অমৃতসর নগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে হরগোবিন্দ পাঁচ সহস্র শিখ-সহচর সমভিব্যাহারে তাঁহাকে আক্রমণ করত অনায়াসে পরাস্ত করিলেন। ইতি পরে জনৈক শিখ, শাহজহান পাদশাহের অশ্ব শালাহইতে দুইটা উৎকৃষ্ট ঘোটক চৌর্য্য করাতে, রাজসৈন্য হরগোবিন্দকে পুনরায় আক্রমণ করিলেক; কিন্তু শিখগুরুর শৌর্য্য সাফল্যে তাহারা পুনঃ অনায়াসে পরাস্ত হইল।

যদিচ হরগোবিন্দ এতদ্রূপে দুইবার রাজসৈন্যদিগকে পরাজয় করিলেন, তত্রাপি শাহজহানের কোপানলহইতে পলায়ন করা শ্রেয়ঃ বোধে পঞ্জাব দেশ পরিত্যাগ করত শতদ্রু নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে ভটিণ্ডা প্রদেশে লুক্কায়িত থাকেন। কিয়ৎকাল পরে রাজকোপ সাম্য হইয়াছে এই বোধে পাঞ্জাবদেশে প্রত্যাগমন করিলে রাজসৈন্যেরা তাহাঁকে পুনঃ২ আক্রমণ করে; কিন্তু তাহাঁর ঐকান্তিক-প্রভুভক্ত শিষ্য ও সহচরদিগের সাহায্যে ও আপন রণপাণ্ডিত্যে তিনি ঐ আপদ সকলহইতে উদ্ধৃত হইয়া নানাবিধ উপায়দ্বারা শিখ ধর্ম্মের মহোন্নতি ও শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্খ্যা সম্যগ্রূপে বৃদ্ধি করত, ১৭০১ সংবত্তে শতদ্রু-নদী-তটে কীর্ত্তিপুর গ্রামে পরলোক প্রাপ্ত হন।

যদিচ হরগোবিন্দের আধিপত্যে শিখদিগের সর্ব্বতোভাবে উন্নতি হইয়াছিল, তত্রাপি তিনি স্বয়ং ধর্ম্মমতামত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। শৌর্য্য-গুণের অনুশীলনে তাহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা অনুরত থাকিত, এবং তাহাদ্বারাই তিনি তাঁহার শিষ্যগণের মনকে ভক্তিরসে বিমোহিত করিয়াছিলেন; এবং সেই অপরা ভক্তিকর্ত্তৃক চালিত হইয়া তাহারাও প্রাণপণে তাঁহার মঙ্গল চেষ্টা করিয়াছিল। এই ভক্তিদ্বারা কোন২ শিখদিগের অন্তঃকরণ এতদ্রূপ মুগ্ধ হইয়াছিল, যে হরগোবিন্দের মৃত্যু হওয়াতে তাহারা শোকাকুল হইয়া গুরুচিতারোহণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে। নানকের মতানুসারে অদ্ভুত ক্রিয়ার যশোলাভে এই শিখগুরু নিতান্ত বিমুখ ছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহার পুত্র গুরুদত্ত কোন সময়ে একটা আহত গোকে সজীব করাতে তিনি তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন; এবং তাহাঁকে সন্তুষ্ট করিতে গুরুদত্ত গোর বিনিময়ে আপন প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এতদ্রূপ গল্প হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র অতলরায়ের সম্বন্ধেও উক্ত হয়। যদিচ এই গল্প সম্পূর্ণরূপে অলীক, তত্রাপি ইহাদ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তৎসময়ে শিখেরা এবং তদগুরুরা অদ্ভুত কীর্ত্তিদ্বারা মুগ্ধ হইত না, এবং তৎক্রিয়া সম্বন্ধে যশস্বী হইবার স্পৃহাও রাখিত না।

হরগোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র হররায় গুরু পদে অভিষিক্ত হন। তিনি পিতামহের পদমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত তাহাঁর কোন মহদ্গুণের অধিকারী হন নাই; সুতরাং ইহাঁর আধিপত্য সময়ে শিখদিগের কোন বিশেষ উন্নতিও হয় নাই। আওরঙ্গজেব এবং দারাশেকোহ নামক শাহজহান পাদশাহের পুত্রেরা যে সময়ে পৈত্রিক রাজ্য প্রাপ্ত্যর্থে বিবাদ করে

* শিখেরা কহে, "তাহার কন্যাকে"।

তৎকালে হররায় দারাশেকোঃর সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে সাহায্য গৃহীতা বা সাহায্যকারী কাহারও কোন উপকার হয় নাই; বরং হররায়ের তাহাতে অনিষ্টই হইয়াছিল।

সংবৎ ১৭১৭ অব্দে হররায়ের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তৎসময়ে তাঁহার রামরায় নামক পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক এক ও হরেকৃষ্ণ নামক ষড়বৎসর বয়স্ক অপর এক পুত্র বর্ত্তমান থাকে। ইতোমধ্যে রামরায় জ্যেষ্ঠ, সুতরাং পিতার উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য ছিলেন; কিন্তু দাসাগর্ভজাত হওয়াতে শিখ সম্প্রদায়ী অনেকে তাঁহাকে গুরুপদে অভিষেক করিতে অসম্মত হইয়া তাহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরেকৃষ্ণকে তৎপদে বরণ করিতে উদ্যত হইল। এই সূত্রে এই ভ্রাতৃদ্বয় মধ্যে এক তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়া উঠিলে তাহার শান্তির নিমিত্তে উভয়েই আওরঙ্গজেব পাদসাহের নিকট প্রার্থনা প্রকাশ করিলেক। যদিচ আওরঙ্গজেব অন্যের ধর্ম্ম সঙ্ক্রান্ত কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত ছিলেন না, তত্রাপি শিখদিগের অনুরোধে এ বিষয়ের মধ্যবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইয়া হরেকৃষ্ণের পক্ষে স্বমত প্রকাশ করিলেন। হরেকৃষ্ণ গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়া সত্বরে লাহোর নগরে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই নগর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সংবৎ ১৭১০ অব্দে বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

রামরায়ের সম্যক্ প্রত্যাশা ছিল যে তাহাঁর ভ্রাতার পরলোকানন্তর তিনি স্বয়ং গুরুপদ প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু হরেকৃষ্ণের এমত ত্বরায় মৃত্যু হওয়াতেও তাহাঁর মানস সিদ্ধ হইল না। হরেকৃষ্ণ আপনার চরমাবস্থায় কহিয়া যান যে শিখেরা তাহাঁর উত্তরাধিকারিকে বিতস্তা নদী তটস্থ বক্কালা গ্রামে প্রাপ্ত হইবেক। এই সময়ে ঐ গ্রামে শিখদিগের ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের অনেক জ্ঞাতিরা বাস করিত, এবং তন্মধ্যে তাহাঁর অবশিষ্ট পুত্র তেগ-বাহাদুর নানাদেশ পর্য্যটন ও বহুকাল পাটনা নগরে বাসানন্তর অবস্থান করিয়াছিলেন; সুতরাং সকলে মনে করিল যে হরেকৃষ্ণ তেগ-বাহাদুরের উদ্দেশে ঐ মত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, এবং এই বোধে তাহাঁকেই গুরুপদে বরণ করিলেক। রামরায় এই ঘটনা নিবারণার্থে স্বীয় দলস্থ জন সমূহের সাহায্যে নানা চেষ্টায় বিবৃত হন; এবং দিল্লীশ্বরের নিকট বহুবিধ অপবাদ করিয়া তেগ-বাহাদুর পঞ্জাব দেশের কুশলনাশক ও শান্তিহন্তারক ইত্যাদি কথা প্রচার করেন। দিল্লীশ্বর এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করত তেগ-বাহাদুরকে রাজধানীতে আনয়ন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলে তেহঁ এই আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে আপনাকে অশক্ত জানিয়া রাজসদনে উপনীত হইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ঐ স্থলে জয়পুরের অধিপতি রামসিংহের সহায়তার কোন শাস্তিভোগ করিতে হইল না; বরং তাহাঁর সহায়কের সমভিব্যাহারে আসাম দেশে যাত্রা করিবার উপায় প্রাপ্ত হইলেন।

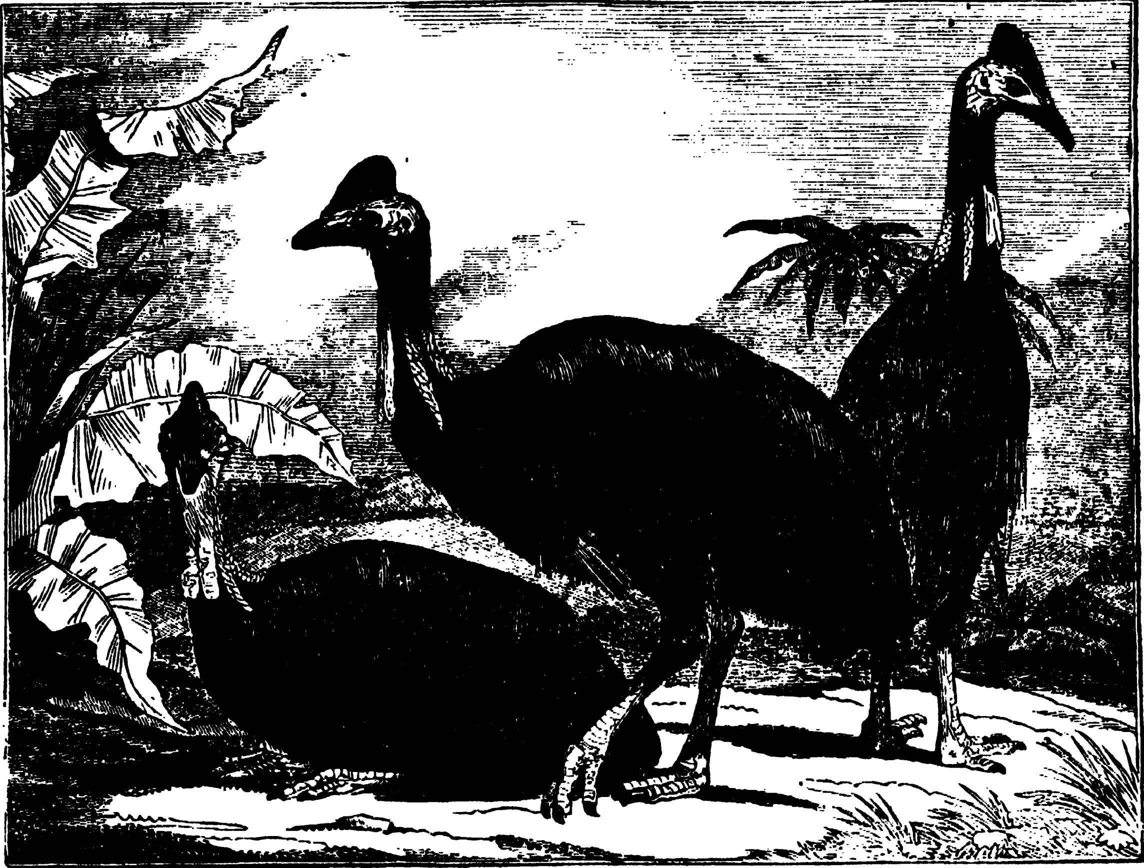
কথিত আছে যে আসাম দেশে উপনীত হইয়া তেগ-বাহাদুর কামরূপের রাজাকে স্বমতে দিক্ষিত করিয়াছিলেন। তৎপরে পঞ্জাব দেশে প্রত্যাগমন করত তস্কর ও দস্যুদিগকে শিখ ধর্ম্মে দিক্ষিত করিয়া স্বয়ং দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু এ ব্যবসায় তাঁহার বিশেষ উপকারি হয় নাই। অল্পকাল-মধ্যেই আওরঙ্গজেব পাদশাহের সৈন্যেরা তাহাঁকে ধৃত করিয়া রাজসদনে লইয়া যায়; এবং রাজাজ্ঞায় সংবৎ ১৭৩১ অব্দে দস্যুবৃত্তির প্রায়শ্চিত্তরূপে তাহাঁর প্রাণ দণ্ড করে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড]   শকাব্দা ১৭৭৩, ফাল্গুণ।   [৫ সংখ্যা।



কাসোয়ারি পক্ষী।

এতৎপত্রপ্রারম্ভে আমরা যে সকল আশ্চর্য্য জীবদিগের উল্লেখ করিয়াছি তন্মধ্যে কএক প্রকার ডানাহীন পক্ষির প্রসঙ্গ আছে। সম্প্রতি সেই জাতীয় পক্ষি-বিশেষের চিত্র পাঠক মহাশয়দিগের দর্শনার্থে উপরে মুদ্রিত করিলাম। বোধ করি, তদ্দৃষ্টে তাঁহারা সন্তোষ প্রাপ্ত হইবেন।

এই পক্ষিজাতি পাঁচ বংশে বিভক্ত হয়। প্রথম আরব এবং অফরিকা দেশজ দুই-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট "সুতর্মুর্গ" অর্থাৎ উষ্ট্রপক্ষী। দ্বিতীয়; দক্ষিণ অম-

রিকা দেশজ তিন-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট "রিয়া" নামক তদ্রূপ পক্ষী। তৃতীয়; অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপজাত "ইমু" নামে প্রসিদ্ধ পক্ষী (ইহাদের অবয়ব বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের লক্ষ-জ্ঞাপক আবরণ পত্রের বামপার্শ্বে দৃষ্ট হইবেক)। চতুর্থ; নব-জিলণ্ড দ্বীপ-নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র ২ দ্বীপজাত কাস্সোয়ারি পক্ষী। এবং পঞ্চম, অষ্ট্রেলিয়া দেশীয় এইক্ষণে অপ্রাপ্য "মোয়া" নামে বিদিত পক্ষী। এই পঞ্চবংশীয় জীব সকলের দেহ পালখদ্বারা আবৃত থাকে, সুতরাং ইহারা পক্ষি-মধ্যে গণ্য হইয়াছে; কিন্তু বিমানে উড্ডীয়মান হইবার যন্ত্র যে ডানা, যাহা পক্ষিদিগের এক অসাধারণ লক্ষণ, তাহা এই জাতির তিন বংশীয় জীবদিগের নাই। কেবল সুতর্মুর্গ ও ইমু পক্ষির ডানা আছে; কিন্তু তাহা উহাদের দেহের তুলনায় এমত ক্ষুদ্র এবং অপটু যে তাহাতে তাহারা ঊর্দ্ধ গমন করিতে কদাপি পারে না; ফলতঃ উড্ডীয়মান হওন বিষয়ে ইহাদের ডানা থাকায় ও না থাকায় তুল্য হইয়াছে।

মুদ্রিত চিত্রে চতুর্থ বংশীয় জীবদিগের অর্থাৎ কাস্সোয়ারির আকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে। এই কাস্সোয়ারি পক্ষির পরিমাণ প্রায় ৩॥০ হস্ত ঊর্দ্ধ। ইহাদের পদদ্বয় দীর্ঘ, এবং এতদ্রূপ বলবান যে পদাঘাতদ্বারা এই পক্ষিরা অনায়াসে মনুষ্যকেও ভূমে নিপাত করিতে পারে। ইহাদিগের দেহ স্থূল, এবং কেশবৎ অতি সূক্ষ্ম, কৃষ্ণবর্ণ পক্ষে আবৃত থাকে। ঐ পালখ কাস্সোয়ারির গলদেশে ও মস্তকে দৃষ্ট হয় না। ঐ স্থান সকল কুক্কুটের যে প্রকার মাংসময় চূড়া তদ্রূপ কুঞ্চীকৃত, উজ্জ্বল, রক্তাভ-নীলবর্ণ বিশিষ্ট ত্বচে আবৃত থাকে। কাস্সোয়ারির মস্তকে অস্থি নির্ম্মিত সুদৃঢ় ঈষৎপীত কটাবর্ণাক্ত চূড়া হয়। ঐ চূড়া কাস্সোয়ারির শাবকে দৃষ্ট হয় না; বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহার ক্রমশঃ প্রকট হয়। পরন্তু ঐ চূড়া মস্তকের অস্থিহইতে পৃথক নহে; অতএব ইহা চূড়াপদ বাচ্য হইতে পারে না; মস্তকের অবয়ব গত ভেদ কহাই কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কাস্সোয়ারির ডানা নাই। ঐ ডানার পরিবর্ত্তে তাহাদের প্রতি পার্শ্বে পাঁচটা কৃষ্ণবর্ণ শলাকা দৃষ্ট হয়; এবং তাহা এই পক্ষিদিগের আয়ুধ বিশেষ। তাহারা ঐ অস্ত্রদ্বারা পরস্পর প্রচণ্ড আঘাত করে। স্বভাবত এই পক্ষিরা অতি শ্লথ। ইহাদিগের ধ্বনি অতিকর্কশ, এবং মাংস কঠোর এবং বিস্বাদ। এই প্রযুক্ত ইহাদের উপার্জনে কেহ প্রবৃত্ত হয় না। ইহাদের ব্যক্তি সঙ্খ্যাও অধিক নহে। ইহাদের আবাস স্থানেও অতি অল্প সঙ্খ্যক পক্ষী এককালে দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের গতি অশ্বহইতেও দ্রুত।

কাস্সোয়ারি পক্ষিরা ফলমূল ভক্ষণ করে, এবং প্রাপ্ত হইলে কোমল মাংসও গ্রহণ করে। গৃহপালিত কাস্সোয়ারি প্রত্যহ দুই সের পরিমাণ রূটিকা ভক্ষণ করে। কাস্সোয়ারির অণ্ড প্রায় অষ্টাঙ্গুলি দীর্ঘ; এবং তাহার বর্ণ অপক্ক বাতাবি নেবুর তুল্য। এতৎ পক্ষিরা ঐ অণ্ড ভূমিতে প্রসব করত বালুকাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রজনীযোগে তাহাকে তা দেয়; এবং এতদ্রূপে অষ্টাবিংশতি দিবস ক্রমাগত তা দিয়া তাহাদিগকে প্রস্ফুটিত করে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত সৎকাব্য অতি অল্প প্রকাশ হইয়াছে, অথচ "ইহাতে অভিপ্রায় সকল উত্তমরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; সংস্কৃত বাক্যই ইহার আকর; ইহা অতি মধুর এবং সরল; ভারতবর্ষে যে সকল উৎকৃষ্ট ভাষা

প্রচলিতা আছে তন্মধ্যে এই সুসাধ্বী ভাষা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্টা”। যাদৃশ কৃষকেরা উত্তম ভূমিতে উত্তম বৃক্ষের বীজ বপন না করিয়া অধম মহীলতার অঙ্কুর রোপণ করিলে তাহাদের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়, ভূমির কোন অপরাধ দেওয়া যাইতে পারে না, তাদৃশ বঙ্গভাষায় সৎকাব্য প্রকাশের প্রয়াস পরিহারপূর্ব্বক অশ্লীল পদবিন্যাসদ্বারা কেবল রচকদিগের মূর্খতা প্রকাশ হইয়াছে; ভাষার প্রতি কোন দোষার্পণ করা যাইতে পারে না। অপিচ কেহ২ কহেন বাঙ্গালা ভাষার শক্তির অল্পতা দেখা যায়, এবং এইক্ষণে ইহার যে রূপ অবস্থা ইহাও এক প্রকার অসম্পূর্ণা কহিতে হইবেক।

যাদৃশ বঙ্গভাষায় সৎকাব্যের অল্পতা সেই রূপ কবিতার দোষ গুণ বিচারেরও অভাব সম্পূর্ণরূপে দৃষ্ট হইতেছে। অনেকে তাহার প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ অজ্ঞতাভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় না। কিন্তু খেদের বিষয় এই যে কোন২ সুশিক্ষিত ব্যক্তিকেও তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য দেখিতে পাই, বোধ হয় তাঁহারা ইহার রসাস্বাদনে সমর্থ না হইবেন। ফলতঃ বঙ্গ দেশে এপর্য্যন্ত সাধারণের অন্তঃকরণে দেশভাষার দোষ গুণ বিচারের আবির্ভাব হয় নাই; ইহা যে দিবস হইবে সেই দিবসকে আমরা এতদ্বিষয়ে জগদীশ্বরের অনুগ্রহের প্রথম দিন বলিয়া গণনা করিব। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাবিত ব্যাপার লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যকুলে রামপ্রসাদ সেন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এ প্রকার জনশ্রুতি আছে যে তিনি মহারাজের নিকটে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া হিসাব বহিতে কতিপয় পদাবলি গীত রচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন। গুণজ্ঞ রাজা তাহা জ্ঞাত হইয়া ও ঐ গীত পাঠে পরিতৃপ্ত হওত তাঁহাকে “মহাশয়” উপাধি প্রদান পূর্ব্বক স্বালয়ে প্রেরণ করিলেন; এবং তাঁহার মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। জয়দেব, তুলসীদাস ও অপরাপর কবিদিগের ন্যায় রামপ্রসাদ সেনের অনেক অলৌকিক বৃত্তান্ত প্রচার আছে। তিনি সিদ্ধ পুরুষরূপে এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে যে, কাশীহইতে অন্নপূর্ণা তাঁহার গান শ্রবণ করিতে আগমন করিয়াছিলেন; এবং মৃত্যুকালে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

রামপ্রসাদ সেনের পদাবলি গানের সংখ্যাকরা সুদুরূহ। কেহ২ অনুমান করেন, যে তাহা এক লক্ষ হইবেক; কিন্তু দশ সহস্র পদ প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন; অতএব এ অনুমান অমূলক জ্ঞান হয়। হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ সুরদাস এক লক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র পদ রচনা করেন। তাহা সমুদয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং হিন্দুস্থানি লোকদিগের তাহাতে অত্যন্ত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রযুক্ত তাহার ষষ্টি সহস্র পদ মুদ্রিত হইয়াছে; এবং যদিও তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তথাচ কবিদিগের সম্রাট বলিয়া উক্ত হইয়াছেন *।

বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ কবিদিগের মধ্যে কৃত্তিবাস অতি প্রাচীন বোধ হয়। তিনি প্রসিদ্ধ রামায়ণের অনুবাদ করেন। তৎপরে কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, ও বহুকাল পরে ইদানীন্তন রাধামোহন সেন কবি হইয়াছিলেন; এবং এই কবি-শ্রেণি-

* সুর সুর তুলসী শশি উড়গণ কেশব দাস।
অবকে কবি খদ্যোত সম যাঁহা তাঁহা করহি প্রকাশ।

মধ্যে রামপ্রসাদ সেন ও অবশ্য গণ্য হই-তে পারেন।

রামপ্রসাদ সেনের রচনা-রীতি অনেকে অবগত নহেন। বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনকারী মহাশয়েরা এবিষয় যথার্থ জ্ঞাত থাকিতে পারেন; কিন্তু সাধারণে তাঁহার ভাষা কোমল বলিয়া হেয় করেন। ফলতঃ রামপ্রসাদের পদাবলি অত্যন্ত কঠোর, এবং তাহার স্থানে২ অনেক কূটার্থ আছে, যাহার অর্থ সঙ্গতি হওয়া অধুনা সহজ নহে। অপর তাঁহার ভাষা অত্যন্ত তেজস্বী; এবং তাঁহাতে অভিপ্রায় সকলও উত্তমরূপে ব্যক্ত আছে। পশ্চাল্লিখিত পদের দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইবে।

অকলঙ্ক শশিমুখী, সুধাপানে সদা সুখী;
তনূ তনু নিরখি অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যারে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ; রামা রণে কে ?
শিশু শশধর ধরা, সুহাস মধুরাধরা;
প্রাণ ধরা, ভার ধরা, আলো করিয়াছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর, দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর কার ঝলকে।
রামা অগ্রগণ্যা, কার কন্যা, কিবা অন্বেষণে,
রণে বিবসনা।
সঙ্গে কি বিকৃতি গুলা, নখকুলা দন্তগুলা;
আলোচুলা গায়ধূলা, ভয় কর হে।
কবি রামপ্রসাদ দাসে ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে;
যে জন একান্ত ত্রাসে মা বল্যাছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা;
তবেগো তোমায় উমা মা বলিবে কে॥

বঙ্গভাষার কবিতায় দ্ব্যক্ষরি মিলনের সৃষ্টি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন কবি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে যে, রচনার চাতুর্য্য আধুনিক কবিদিগের মধ্যেই প্রাচুর্য্য দেখা যায়। এবং এই নিয়মানুসারে বোধ হয় যে রামপ্রসাদ সেন এবং ভারতচন্দ্র রায়, যদিও উভয়েই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তত্রাপি কবিরঞ্জন প্রথমতঃ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কেবল একাক্ষরী মিলন প্রচলিত ছিল; এবং তিনি তদনুসারেই লিখিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি যে দ্ব্যক্ষরি মিলন প্রদানে অসক্ত ছিলেন এমত নহে; যেহেতু যমকস্বরূপ উত্তম মিলন তাঁহার পদের মধ্যে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হইতেছে।

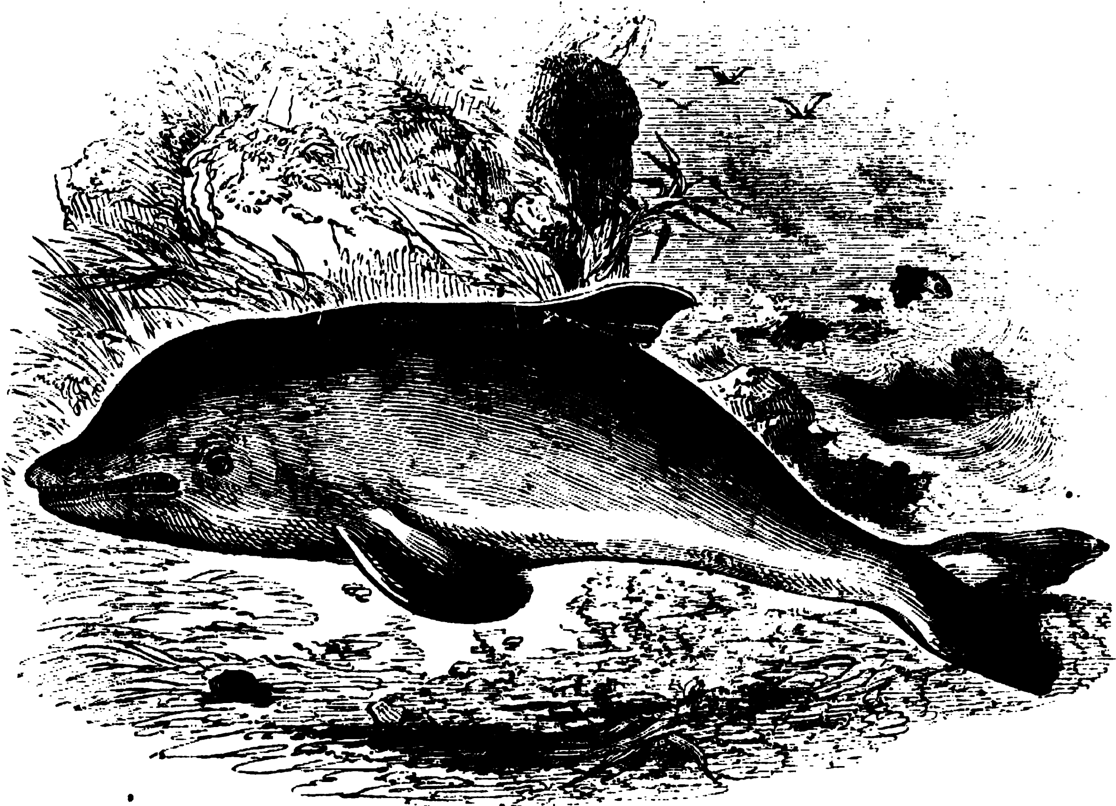
"ষড় দর্শনে দর্শন মেলে না কে জানে কালী কেমন।
"সহস্রারে মূলাধারে সদা যোগী করে মনন॥
"তারা পদ্ম বনে, হংস সনে, হংসীরূপে, করে রমণ।
"প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন॥
"আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝেনা,ধরিবে শশি হয়ে বামন।
"কে জানে কালী কেমন॥"

বোধ হয় সংস্কৃত এবং হিন্দি উভয় ভাষাতেই রামপ্রসাদ সেনের ব্যুৎপত্তি ছিল; বিশেষতঃ তন্ত্র শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অধিক দৃষ্টি থাকিবেক, তাহার প্রমাণ ষটচক্রভেদ বর্ণনময় পদাবলি প্রভৃতি পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে। তিনি শক্তি-ভক্তি-পরায়ণ ছিলেন; সুতরাং শিবশাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্রের প্রতি তাঁহার সমূহ শ্রদ্ধা ছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি অতি নির্ম্মলা ছিল, যেহেতু তিনি ঘোর শাক্ত হইয়াও পুরাকালের জ্ঞানিদিগের ন্যায় অন্তরাত্মস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনাকেই মুখ্য করিয়া কহিয়াছেন।

"কে যাবে জগন্নাথে।
"আনন্দ বাজারে ভাত ভক্তি রাখ তাতে॥
"জগন্নাথ আত্মারাম হৃদয় কন্দরে ধাম।
"দূরে কাঁচ তত্ত্ব কর মহারত্ন হাতে॥
"কে যাবে জগন্নাথে।"

রামপ্রসাদ সেনের রূপক দৃষ্টান্ত অতি মনোহর। তিনি ঈশ্বরকৃত এবংমনুষ্যকৃত সমস্ত পদার্থ সন্দর্শন-পুর্ব্বক অপুর্ব্ব ভাবের পদাবলি সকল প্রস্তুত করিয়াছেন। তন্নিমিত্তে তাঁহার গানের শরীর এবং পরিমাণ উভয় বৃদ্ধি হইয়াছে। পণ্ডিতেরা কহেন বিধির সৃষ্টি অপেক্ষা কবির সৃষ্টি উত্তম, তাহা সম্যক্ অযথার্থ নহে। কবিরা আপনাদিগের অচিন্তনীয় শক্তিদ্বারা কত কমনীয় পদার্থ সকল সৃজন করিয়াছেন, যাহার আলোচনাদ্বারা চিত্তে অপ্রাপ্য সন্তোষ জন্মে। রামপ্রসাদ সেন মনুষ্যকৃত কৃত্রিম বস্তুর উপমায় নানাবিধ উত্তম গান প্রস্তুত করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের অল্পায়তন পত্রে তাহার উপমা উদ্ধার করিতে নিরুদ্যম হইতে হইল। তিনি কালীকীর্ত্তন কৃষ্ণ কীর্ত্তন এবং বিদ্যা-সুন্দর এই গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থই সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট।

হ. মো. সে.



শিশুক।

এতৎ পত্রে জীব-বিবরণের প্রাচুর্য্যে পাঠক মহাশয়েরা সুতৃপ্ত হইতেছেন, সন্দেহ নাই; কারণ জীব বৃত্তান্তহইতে জ্ঞান ও আনন্দদায়ক বিষয় আর কি হইতেপারে? জগৎ-পিতার বর্ণনাতীত মহিমা প্রাণিদেহে যে প্রকারে বিস্তার আছে তেমত আর কুত্রাপি নহে;

এবং ঐ সকল ব্যাপারের সুনিয়ম দৃষ্টে ও শ্রবণে মনুষ্য হৃদয়ে যে প্রকার ঈশ্বরভক্তির উদয় হয়, নীরস নীত্যুপদেশে তাহা কখন সম্ভবে না। সৃষ্টির বর্ণনদ্বারা স্রেষ্টার গুণ-গান করা সকল মহাত্মাদিগের অভিপ্রায়। অপিচ জীবদেহ অত্যন্ত বিস্ময় জনক; তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনানুসারে এক ২ সামান্য নিয়মের ও গঠনের কত ভাবান্তর দৃষ্ট হইতেছে? পশুরা ভূমিতে বাস করিবার নিমিত্তে তদুপযুক্ত শরীর ও হস্ত পদাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা জরায়ু মধ্যে স্ব ২ অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়; ও জন্মানন্তর কিয়ৎ কাল মাতৃ স্তন্যে প্রতিপোষিত হয়; এই হেতু গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে "জরায়ুজ" বা "স্তন্যজীবী" শব্দে কহেন। পক্ষিদিগের চরিবার স্থান বিমান। তাহাদের হস্তের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তৎপরিবর্ত্তে আকাশে ভ্রমণ-সুসাধন-জন্য উড্ডীয়মান হইবার উপযুক্ত যন্ত্রের আবশ্যক; অতএব তাহাদের শরীরে হস্তের আকৃতি ভেদে ডানা প্রস্তুত হয়; এবং পশুদেহাবরক লোমের অবান্তর ভেদে পালখ হয়। মৎস্যের আবাস জল। তাহাতে সামান্য লোম ও পালখ উভয়েই সিক্ত হইয়া নষ্ট হইতে পারিত, সুতরাং তদ্দ্বয়ের ভাবান্তর প্রয়োজন হওয়াতে কানকুয়া ও শল্কের সৃষ্টি হইল। এই লক্ষণ দৃষ্টে ভূচর, জলচর, খেচর ভেদে জীবদিগকে এতদ্দেশীয় জনগণ ত্রিবিধ নিরূপণ করেন। পরন্তু এতদ্রূপে আধার ভেদে জীব ভেদের সৃষ্টি সত্ত্বেও সর্ব্ব নিয়ন্তার আজ্ঞানুসারে এক আধারের জীব অন্যাধারের উপযুক্ত হইতেছে। মৎস্য সকল জলচর, অথচ কোন২ মৎস্য খেচরের ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করিয়া থাকে। পক্ষিরা কেহ২ জলে বা ভূমিতে চরিয়া থাকে; কদাপি আকাশে উড্ডীয়মান হইতে পারে না। তথা অনেক পশু পক্ষির ন্যায় আকাশে উড়িতে পারে, ও অপর অনেকে মৎস্যবৎ আজন্মকাল জলে বাস করে; কদাপি শুষ্ক ভূমিতে আগমন করে না।

এই জলবাসী পশুরা ভূচর পশুর ন্যায় জরায়ুজ; এবং জন্মানন্তর কিয়ৎকাল মাতৃস্তন-পানদ্বারা প্রতিপালিত হয়। ইহাদের দেহ কদাপি লোমরহিত হয়, কিন্তু কখন শল্কদ্বারা আবৃত হয় না। ইহাদের শ্বাস কর্ম্মও পশুর ন্যায় পুস্ফুস যন্ত্রদ্বারা নিষ্পাদিত হয়; মৎস্যের ন্যায় ইহাদের কানকুয়া নাই। পরন্তু, জলজন্তুদিগের নাসিকা পশুদিগের নাসিকার তুল্য নহে। ইহাদের মস্তকের ঊর্দ্ধ ভাগে শ্বাসকর্ম্ম-নিষ্পাদক এক মাত্র ছিদ্র হয়; এবং তাহাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় থাকে না। * সুতরাং তাহা নাসিকা শব্দ বাচ্য হইতে পারে না; "শ্বাসছিদ্র" শব্দ তাহার উপযুক্ত আখ্যান। এই শ্বাসছিদ্রদ্বারা জলজন্তুরা অতি দূরে জলনিক্ষেপ করিতে পারে। সামান্য ব্যক্তিরা জলজন্তুদিগকে মৎস্যশব্দে কহিয়া থাকে; কিন্তু সে ভ্রম মাত্র। জলজন্তু ও মৎস্য মধ্যে সম্পূর্ণ বৈষম্য আছে; কদাপি এক বর্গাক্রান্ত হইতে পারে না। পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বতোভাবে বৃহৎকায় জীব যে কিছু আছে তাহা এই জলজন্তুমধ্যে গণ্য হয়; কিন্তু তাহাদের বর্ণনা এইক্ষণে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রে বিলাতি শিশুকের অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে; অতএব তাহারই বিবরণ মাত্র লেখিতব্য।

শিশুকের সংস্কৃত নাম শিশুমার; এবং প্রচলিত ভাষায় ইহাকে শুশুক, শুশ, ও শোঁশ শব্দেও কহে। ভারতবর্ষের প্রায় সকল নদীর মুখে শিশুক জন্তু দৃষ্ট হইয়াছে; ফলতঃ যে স্থানে নদী ও সাগরের সংমিলন হয় সেই স্থান ইহাদের প্রিয়; এবং সর্ব্বদা

* রোর্কোয়াল নামক তিমি জন্তুর ঘ্রাণেন্দ্রিয় থাকে এমত প্রবাদ আছে।

তথায় দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। সমুদ্রতটেও ইহারা উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া থাকে; এবং তৎপ্রযুক্ত ইহাদের নাম "উলপী" হইয়াছে। বিলাতি শিশুকের দেহ পরিমাণ এতদ্দেশীয় শিশুকের ন্যায়, ৩। ৪ হস্ত দীর্ঘ; কদাপি ৫-৫॥ হস্তও হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাদের বর্ণ ও আস্য ভারতবর্ষীয় শিশুকের তুল্য নহে। ইহাদের পৃষ্ঠ দেশের বর্ণ ইষদ্-নীলাক্ত কৃষ্ণ; এবং বক্ষোদেশের বর্ণ রজতবৎ শ্বেত। ইহাদের শরীর কোমল এবং নির্ম্মল। কেশ বা লোম ইহাদের দেহে কুত্রাপি নাই; চক্ষুঃ পল্লব ও বারিকোষ রহিত; সুতরাং কুন্দন সময়ে শিশুকের নয়নহইতে বারি পতন হয় না। ইহাদের কর্ণ অতি ক্ষুদ্র, তন্মধ্যে এক শূচিকা প্রবেশ করাণও কঠিন। শিশুক মাংস ঘোর রক্তবর্ণ; এবং অনেকে তাহা অতি সুখাদ্য বোধে ভক্ষণ করে। ঐ মাংস অতি পরিষ্কার শুক্লবর্ণ স্নেহদ্বারা আবৃত থাকে; এবং তাহা উত্তপ্ত করিলে উত্তম তৈল জন্মে, এবং ঐ তৈল গ্রীনলেণ্ড দেশজ মনুষ্যরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পেয় দ্রব্য জ্ঞান করে। বিলাতি শিশুকের দন্ত সংখ্যা ৯২; কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগের ১২০। ইহাদের খাদ্য বস্তু মৎস্য; এবং তদুপার্জনে ইহারা সর্ব্বদা তৎপর থাকে। আন্দর্শন সাহেব লেখেন যে স্ত্রী শিশুকেরা ছয় মাস গর্ভধারণ করে; এবং অপত্য প্রতিপালনে নিয়ত সম্যগ্ যত্নশীলা থাকে। শিশুকেরা ১০ বৎসরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।

এতদ্দেশে শিশুক মাংসের ও শিশুক তৈলের কোন বাণিজ্য নাই; কিন্তু তাহা এতদ্দেশে যে প্রকার সুলভ প্রাপ্য তাহাতে বোধ হয় যে এতৎ কর্ম্মে যে কেহ প্রবৃত্ত হইবেন, তেঁহ অবশ্যই উত্তম ফলভাগী হইবেন। শিশুক চর্ম্মও নানাবিধ ব্যবহারযোগ্য। পরিধেয় বসন, অশ্ব-সজ্জা ও গাড়ির আচ্ছাদনী তৎ চর্ম্মে উত্তম রূপে প্রস্তুত হইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় শিশুক অন্যান্য লক্ষণে বিলাতিশিশুকের তুল্য; কেবল ইহাদের দন্ত সংখ্যা অধিক; বর্ণ সম্পূর্ণ রূপে কাল; এবং ওষ্ঠ অপ্রশস্ত এবং প্রায় অর্দ্ধহস্ত দীর্ঘ।

সরলের উপন্যাস।

যে স্থানে হিমগিরির নীহারমণ্ডিত শৃঙ্গ সকল আকাশ-ভেদ করত মেঘোপরি আরোহণ করিতেছে; যথায় পতনোন্মুখ পর্ব্বত-খণ্ড-সমূহ ধূম-জ্যোতিতে বেষ্টিত হইয়া পথিকদিগের হৃৎ কম্পায়মান করিতেছে; যথায় প্রবল বেগবত নদী ভীষণ নাদ করত অতি উচ্চ হইতে প্রপতিতা হইতেছে; যেস্থলে ঘোরতর ঘনঘটা ও ভয়ঙ্কর বায়ু এবং ভীষণ বজ্র ও বিদ্যুৎ আপনাদিগের রঙ্গভূমি নিরূপণ করিয়াছে; সেই নির্জন নিষ্ঠুরালয়ের এক গহ্বরে সরল নামক জনৈক মনুষ্য আপন আবাস স্থির করিয়াছিলেন।

যৌবনাবস্থায় তিনি জনগণের সমভিব্যাহারে বাস করিয়াছিলেন; তাহাদের সহিত একত্রে নিয়ত ক্রীড়ানুরত হইয়াছিলেন; এবং তাহাদিগের শাঠ্য প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার নিকটে দরিদ্রের প্রার্থনা কদাপি নিষ্ফলা হয় নাই; অতিথি তাঁহার দ্বারহইতে অতৃপ্তেন্দ্রিয় লইয়া কদাপি প্রত্যাগমন করে নাই; তাঁহার বর্ত্তমানে তাঁহার বন্ধুরাও অর্থাভাবরূপ ক্লেশের লেশও জ্ঞাত হয় নাই। কিন্তু এ অবস্থা চিরস্থায়িনী হইল না। সরলের পিতৃ-সঞ্চিত ধনের অবশেষ হইল; উপায়াভাব প্রযুক্ত দীনের দুঃখ মোচন করিতে তিনি অক্ষম

হইলেন; ভোজের বিরলতায় পূর্ব্ব বন্ধু-সকলও বিরল হইল—বরং স্বয়ং সরলকে পরের সাহায্য প্রার্থনা স্বীকার করিতে হইল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যে তিনি অহরহ যাহাদিগের উপকার করিয়াছেন তাহাদিগের আশ্রয় যাচ্ঞামাত্র প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু পরের প্রতি স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম অতি ক্ষীণ। তাহাদের সাহায্য প্রত্যাশা করিলে পুনঃ২ হতাশ হইতে হয়; এবং সরলের সম্বন্ধে এই প্রবল রীতির অন্যথা হয় নাই। সুতরাং জনগণের প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব প্রেমের বিভাব হইল। যৎকালে তাঁহার বন্ধু মণ্ডলী ধনলোভে লোলুপ হইয়া সরলতার স্বচ্ছন্দ-বেশে তাঁহার নিকট অগ্রসর হয়, তখন তিনি স্বীয় উদার স্বভাব প্রযুক্ত তাহাদের প্রাকৃতরূপ জ্ঞাত ছিলেন না, এবং সকলকেই কমনীয় ও প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন। এই ক্ষণে প্রয়োজনাভাব প্রযুক্ত তাহারা ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করাতে তাহাদের অঙ্গে শঠতা ও কুটিলতা, জীবহিংশা ও অকৃতজ্ঞতাদি নানাবিধ কুষ্ঠরোগ ব্যক্ত হইল; এবং সরল তাহাদিগকে এতদ্রূপ কদর্য্য রোগে আক্রান্ত দেখিয়া, ঘৃণার বশীভূত হওত মানবজাতির প্রতি বিরক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিভৃত স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থলের স্বভাব সিদ্ধ ভীষণ বস্তু সকল তাঁহার ইষ্টাকাঙ্ক্ষী ছিল না; পরন্তু তাহারা বন্ধুতার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াও অনিষ্ট করিত না।

যদিচ কেবল পার্ব্বত্য ফল ও বহু কষ্টে আহৃত বারিদ্বারা তিনি এই স্থানে জীবন ধারণ করিতেন, তত্রাপি তাহাতে তাঁহার মনে কোন ক্লেশ হয় নাই। পাপাত্মা মনুষ্যদিগের সহবাসহইতে মুক্ত হওয়াতে তাঁহার চিত্তে প্রগাঢ় সন্তোষামৃতের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া তিনি অন্য সকল মানসিক বৃত্তিকে জয় করিয়াছিলেন।

সরলের এই নূতন আলয়ের অনতিদূরে এক মনোহর তড়াগ ছিল। তিনি ঐ তড়াগের স্থির দর্পণবৎ গর্ভে আপন প্রতিবিম্ব সংদর্শন করিয়া সর্ব্বদা জগদীশ্বরের মহিমা চিন্তা করিতেন। কোন দিবস এই প্রকার ধ্যান করিতে২ কহিলেন; "হায়! জগৎ কি মনোহর! এতদ্রূপ ভয়ঙ্কর স্থানেরও কি অপরূপ শোভা! সম্মুখে কি বিস্তৃত ক্ষেত্র! তাহার পার্শ্বে কি অপরিমেয় উচ্চ শিখর! পরন্তু এই সকল স্থান যেমত দেখিতে সুন্দর, মনুষ্যোপকার জননেও ততোধিক। শত ২ নদী এই স্থানহইতে নির্গতা হয়; এবং তাহারা পৃথিবীর যত দূর পর্য্যন্ত গমন করে তৎসর্ব্বত্র ধন ও সৌন্দর্য্য ও কুশলতার প্রবাহ বিস্তার করে। ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই উত্তম, সর্ব্বত্রই অপ্রমেয় জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইতেছে। কেবল মনুষ্য—দুরাত্মা মনুষ্যই ইতোমধ্যে কুলাঙ্গার জন্মিয়াছে। বজ্র ও মহাবাতও উপকারজনক; কেবল মনুষ্য জাতিই এই মনোহর মণ্ডলের কলঙ্কস্বরূপ। হে পরমাত্মন্! কেন আমি এমত ঘৃণিত বংশে জন্মিয়াছিলাম, যাহার পাপাচরণদ্বারা অহরহ তোমার নিন্দা গান হইতেছে। যদ্যপি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ও সকল বস্তু উপস্থিতাবস্থায় থাকিত, এবং মনুষ্য পাপাচরণ পরিত্যাগ পুরঃসর সত্য ধর্ম্মের অনুরত হইত, তাহা হইলে এই জগৎ কি অতুল্য সুখের আধার হইত! হে ঈশ্বর! কেন আমাকে এই পাপিষ্ঠদিগের সংশ্রবে রাখিয়াছ? ইহাহইতে আশু মুক্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ"।

এই বাক্য-সকল উচ্চারণ করিতে২ সরলের মনে দুর্জ্জয় বৈরাগ্য উপস্থিত হইল; এবং তিনি স্বয়ং জলে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু পাদ-

প্রসারণ করিবামাত্র দেখেন যে জলহইতে এক মহাত্মা গন্ধর্ব্ব উত্থিত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে আপন মানস সিদ্ধ করিতে তিনি বিরত হইলেন।

অতঃপর ঐ মহাত্মা সরলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন; "হে মনুষ্য সন্তান! আত্মহত্যা-রূপ দুষ্কর্ম্মহইতে ক্ষান্ত হও। জগৎপিতা তোমার ধর্ম্ম ও কৃতজ্ঞতা ও পরোপকারিতা ও উপস্থিত মনোবেদনা দেখিয়া আমাকে তোমার মঙ্গলার্থে প্রেরণ করিয়াছেন। মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিদিগের মোহ-বিমোচনার্থে আমি নিযুক্ত আছি। আমার সমভি-ব্যাহারে আইস; এবং অপূর্ব্ব জ্ঞানদ্বারা আপন মনের মালিন্য দূর কর"।

সরল তৎক্ষণাৎ তড়াগ-গর্ভে অবতরণ করিয়া মহাত্মার পশ্চাদ্গামী হইলেন; এবং তড়াগের মধ্য-ভাগে উপস্থিত হইলে জলমধ্যে নিমগ্ন হই-লেন; ও ক্ষণ কালানন্তর জলের অধোভাগে সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত ও এতল্লোকের বৃক্ষ-তৃণাদি-বৎ বৃক্ষ-তৃণাদি-বিশিষ্ট এক অপূর্ব্ব লোকে উত্তীর্ণ হইয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হওয়াতে মহাত্মা তাঁহাকে কহিলেন; "এই পৃথিবী দৃষ্টে তুমি অনা-য়াসে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পার। ব্রহ্মার সৃষ্টিতে পাপ দৃষ্টে পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ তোমার ন্যায় সন্দিগ্ধমনা হইয়াছিলেন। সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থে এই লোকের সৃজন হয়। এই স্থানের চরাচর সকল পদার্থ তুমি যে পৃথিবীহইতে আসিয়াছ তথা-কার পদার্থ তুল্য; কেবল এখানকার মনুষ্য তো-মাদিগের তুল্য নহে। ইহ নিষ্পাপ পৃথিবী; এই স্থানের ব্যক্তিরা দুষ্কর্ম্মরূপ মালিন্যতে আবৃত হয় না; ও ইহারা কদাপি কোন সজীব পদা-র্থের মন্দ করে না। যদ্যপি এই স্থান তোমার মনোনীত হয় তবে তুমি এই খানে অনায়াসে যাবজ্জীবন বাস করিতে পার। পরন্তু কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে আমি তোমার নিকট থাকিয়া তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিব।"

"নিষ্পাপ পৃথিবী! দুষ্কর্ম্মহীন মনুষ্য! হা পর-মেশ্বর! ইহাহইতে মঙ্গলদায়ক আর কি আছে? অকৃতজ্ঞতা, অন্যায়, অবিচার, জীবহিংসা, দৌরা-ত্ম্যাদি পাপ, যাহাতে আমার জন্মভূমি ছারখার করিতেছে, তদ্রহিত মনুষ্যের সহবাসে কি সুখ! অমর হইয়া ভোগ করিলেও ঐ সুখের পর্য্যাপ্তি হয় না। পরমাত্মার ধন্যবাদ, যে তিনি এত দিনে আমার চিরপ্রার্থনীয় প্রদান করিয়াছেন।"

সরল এতদ্রূপে বক্তৃতা করিতে উদ্যত হইলে মহাত্মা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন; "তো-মার বক্তৃতার সমাধা কর। এইক্ষণে এই দেশ পর্য্যটন করিয়া তোমার মনে যে কিছু জিজ্ঞাস্য হয় তাহা কহ; আমি তোমাকে উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছি"।

এই আদেশানুসারে পথদর্শকের সমভিব্যা-হারে সরল অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে বন ও বন্য পশু ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; ইহাতে সরল জিজ্ঞাসা করিলেন; "ঊর্দ্ধে যে পৃথি-বী রাখিয়া আসিয়াছি তথায় যদ্রূপ হিংস্র পশু সকল আছে এখানেও তদ্রূপ। এ বড় দুঃখের বি-ষয়; নারদ ঋষির নিকট আমি উপস্থিত থাকিলে ইহার নিবারণ করিতাম। প্রাণি মধ্যে খাদ্যখাদক ভাব অতি মন্দ। কেবল উদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ করাই সকলের কর্ত্তব্য"।

মহাত্মা কহিলেন; "তুমি পূর্ব্বে কেবল মনুষ্যের স্বভাব পরিবর্ত্তন হয়, এই মানস করিয়াছিলা; পূর্ব্ববৎ পশু থাকায় তোমার কোন আপত্তি ছিল না; অতএব এইক্ষণে এ কথা অযোগ্য। পরন্তু প্রা-ণিদিগের অধিকাংশ আমিষ ভক্ষণ করে। যদ্যপি সকলেই উদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ করিত, তাহা হইলে

পৃথিবীর যে পরিমাণে উদ্ভিদ বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাতে অতি অল্প প্রাণী খাদ্য প্রাপ্ত হইত। সুতরাং এইক্ষণে যৎসংখ্যক জীব আছে তাহার সম্যগ্ হ্রাস হইত। ফলতঃ প্রাণিদিগের পরস্পর খাদ্যখাদক সম্বন্ধ থাকাতে তাহাদের সঙ্খ্যার হ্রাস না হইয়া সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিই হইয়াছে। পৃথিবীতে যে সঙ্খ্য জীব আছে, তাঁহাদের সকলের উপযুক্ত উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে পৃথিবীর আয়তন তিন চারিগুণ বৃদ্ধি করিতে হইত"।

এই কথা কহিতে২ সরল এবং তাঁহার উপদেশক বন উত্তীর্ণ হইয়া জনসমাজে উপনীত হইলেন। সরল পাপরহিত মনুষ্যদিগের সহকারে যে সকল সুখভোগ করিবেন তাহাই ধ্যান করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক জন মনুষ্য কএকটা কাঠবিড়ালদ্বারা তাড়িত হওয়াতে মহাভয়ে পলায়ন করিতেছে ইহা দেখিয়া কহিলেন; "কি আশ্চর্য্য! এব্যক্তি এমত দুর্ব্বল হেয় জীবের ভয়ে কি কারণে পলায়ন করিতেছে"? এই কথা কহিতে২ একজন মনুষ্য দুইটা ছাগের ভয়ে পলায়ন করিতেছে তাহা দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন "এই আচরণের আমি কোন কারণ বুঝিতে পারি না। এ কি আশ্চর্য্য"?

গন্ধর্ব্ব প্রত্যুত্তর করিলেন; "জীব-হিংসা অধর্ম্ম বোধে এতল্লোকের ব্যক্তিরা কখন কোন জীবের প্রাণহানি না করাতে এইক্ষণে এস্থানে পশুদিগের সঙ্খ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে; এবং তাহারা সর্ব্বদা মনুষ্যদিগের প্রতি অত্যাচার করে"।

সরল কহিলেন; "এ বড় অবিবেচনার কর্ম্ম হইয়াছে। হিংসক পশুদিগকে সংহার করাই কর্ত্তব্য। দেখুন তাহাদের সংহার না করাতে কি অনিষ্ট ঘটিয়াছে"।

গন্ধর্ব্ব সহাস্যবদনে কহিলেন; "প্রাণিদিগের প্রতি তোমার পূর্ব্ব-প্রকাশিত স্নেহ এইক্ষণে কোথায় থাকিল? বোধ হয় একথা পূর্ব্বে তোমার হৃদয়ঙ্গম না হইয়া থাকিবে।" সরল কহিলেন; "এ আমার ভ্রম হইয়াছিল। এইক্ষণে আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে পৃথিবীর সম্যগ্ সুখ ভোগ করণার্থে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে হয়। যাঁহারা কেবল উদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণের নিয়ম পোষক, তাঁহারাও দুগ্ধপান নির্দ্দোষী মনে করেন; কিন্তু অধুনা আমার বোধ হইতেছে, যে অত্যাচার ভিন্ন দুগ্ধের উপার্জ্জন হয় না। পশুশাবকদিগের খাদ্যাপহরণদ্বারা দুগ্ধ প্রাপ্তি হয়; সুতরাং তাহা পাপ কর। পরন্তু এই পশুদিগকে আমার আর দেখিতে ইচ্ছা নাই। চল মনুষ্যের অবস্থা অবলোকন করি"।

সরল এবং গন্ধর্ব্ব এতদ্রূপে কথোপকথন করিতে২ ক্রমশঃ মনুষ্য-আবাসের নিকট উত্তীর্ণ হইলে তথায় কোন উত্তম অট্টালিকা, কিম্বা সুচারু বিমান, কি মনোহর উদ্যানাদি কিছু না থাকায় সরল ক্ষুণ্নমনা হওয়াতে গন্ধর্ব্ব তাহার মনোগত ভাব জ্ঞাত হইয়া কহিলেন; "এতল্লোকের জনগণ সকলেই আপন২ অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট আছে। লোভ কি হিংসা কি মদমাৎসর্য্যাদি দুষ্ট মনোবৃত্তি-সকল ইহাদের কাহার শরীরে প্রবল নাই; সুতরাং গর্ব্ব ও অহঙ্কার প্রকাশ করণার্থে কেহ পরের হিংসাজনক অনাবশ্যক বৃহৎ বাটা কি উদ্যানাদি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যৎ সামান্য কুটীরে বাস করিয়া অনায়াসে কালযাপন হইতে পারে, অতএব অহঙ্কারজনক তাহাহইতে উৎকৃষ্ট বাটী বানাইবার কোন প্রয়োজন নাই"। সরল কহিলেন; "বোধ হয় তবে ইহাদিগের মধ্যে শিল্পকর, চিত্রকর, ভাস্করাদি সুসভ্য-বিদ্যা ব্যব-

সায়ী মাত্র নাই। অপর ঐ সকল বিদ্যাও বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে; তাহার অভাবে আমার কোন ক্ষতি নাই। এই স্থানের পণ্ডিতদিগের সহবাস আমার প্রার্থনীয়। তাহাদের জ্ঞানবিষয়ক-বিচার শ্রবণ করিবার লালসা আমার হৃদয়ে বলবতী হইয়াছে; অতএব চল, জ্ঞানিদিগের নিকট প্রস্থান করি"।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন; "তোমার প্রস্তাব কি হাস্যজনক! জ্ঞানশব্দে কর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ ও অকর্ত্তব্যের পরিবর্জ্জন। এস্থানে সকলেই আপন ২ স্বাভাবিক সংস্কারদ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞানির আর কি প্রয়োজন? যদি কহ যে জ্ঞান শব্দে পদার্থ সমূহের কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া নানাবিধ স্বকপোল কল্পিত মত প্রকাশ করাকে বোঝায়, তাহা হইলেও ঐ জ্ঞান এই স্থানের উপযুক্ত হয় না, কারণ এখানকার সুবোধ ব্যক্তিরা কেবল অহঙ্কার জ্ঞাপক নিরর্থক কর্ম্মে কদাপি প্রবৃত্ত হয় না"। "এ কথা সত্য বটে। পরন্তু এই স্থানের ব্যক্তিরা বিশেষ প্রণয়ী বোধ হইতেছে না। সকলেই পৃথক ২ বাস করিতেছে; কেহ কাহার সহিত সংস্রব করে না। সভ্যতার এমত রীতি কেন হইল"?

গন্ধর্ব্ব কহিলেন; "প্রেম ও সভ্যতা ভয় কি বন্ধুতা মূলক হয়। কিন্তু যে স্থানে কেহ কাহাকে ভয় করে না, এবং সকলে সকলকে সর্ব্বতোভাবে তুল্য প্রিয় জ্ঞান করে, ও সৎকর্ম্মে সকলেই তুল্যরূপে রত, সে স্থানে কি প্রকারে আত্মীয়তা কি সৌহৃদ্য কি সভ্যতা সম্ভবে"? সরল কহিলেন, "ভাল তাহাই না হইল। যে স্থানে আমার অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপ করিতে হইবে, তথায় দুই একজন সমবয়স্ক সহচর পাইলে ভাল হয়। তাহাদের সহিত পরস্পর মনের ভাব প্রকাশ করিয়া যথাযোগ্য মিষ্টালাপে কাল যাপন করিব"।

গন্ধর্ব্ব তাহার প্রত্যুত্তরে কহিলেন; "ইহার প্রয়োজন কি? বৃথা বাক্যব্যয় ও নিরর্থক পরস্পর প্রশংসা করা বয়স্যদিগের ধর্ম্ম। তাহাতে পাপের উৎপত্তি হয়; সুতরাং তাহা নিষ্পাপিদিগের যোগ্য নহে"।

সরল পুনঃ কহিলেন; "সে যাহা হউক, এখানকার ব্যক্তিরা অবশ্য সুখী হইবেক, ইহাতে সন্দেহ নাই। লোভ, হিংসা, কৃপণতা, জুগুপ্সা, অর্জ্জনস্পৃহাদি পাপ-সকল এই স্থানে নাই। সকলেই আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট আছে; এবং পরস্পর উপকার করিতে সমর্থ ও প্রবৃত্ত আছে"-কিন্তু এই কথা কহিবামাত্র কোন পীড়ার্ত্ত ব্যক্তির ক্রন্দন-ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার উপকারার্থে তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন যে পথপার্শ্বে জনৈক কাশরোগী ব্যাধি-যাতনায় জর্জ্জর হইয়া মৃদুস্বরে বিলাপ করিতেছে; ও ঐ ব্যক্তির অবস্থা দৃষ্টে কহিলেন; "একি আশ্চর্য্য! যে স্থানে পাপমাত্র নাই; যথায় সকলেই ধার্ম্মিক; সেস্থানে এমত দুরবস্থান্বিত ব্যক্তির উপকারার্থে কেহ প্রবৃত্ত হয় না? এস্থানে দয়ার এমত অভাব যে এতদ্রূপ রোগিকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতে কেহ উৎসুক হয় না"? রোগী কহিল; "ইহাতে আশ্চর্য্য কি যে ব্যক্তিরা লোভী ও কৃপণ নহে; যাহারা আপনাদিগের আবশ্যক মত একবারের খাদ্য দ্রব্যমাত্র এককালে আহরণ করে; কদাপি কৃপণের ন্যায় প্রয়োজনাধিক বস্তু সঙ্গ্রহ করিয়া রাখে না; তাহারা আপনাকে অথবা আপন পরিবারকে নৈরাশ না করিয়া আমার উপকার করিতে পারে না। কিন্তু একজনার মন্দ করিয়া অন্যের ভাল করা ধর্ম্ম নহে, সুতরাং এতদ্দেশস্থ নিষ্পাপি ব্যক্তিরা আমার

উপকার করিতে কি প্রকারে সক্ষম হইবে"? সরল এই কথা শুনিয়া তাঁহার সর্মভিব্যাহারির নিকট প্রত্যাগমন করত প্রশ্ন করিলেন; "এতদ্দেশে স্বদেশানুরাগ ধর্ম্ম কি প্রকার আছে? বোধ হয় ইহারা আপনাদিগের নিষ্পাপ পৃথিবীর পক্ষে সম্যগ্ অনুরাগান্বিত হইবেক"। গন্ধর্ব্ব কহিলেন "স্থির হও; আর এতদ্রূপ প্রশ্নদ্বারা আপন অদূরদর্শিতা প্রকাশ করিও না। পরের বস্তুহইতে আপন বস্তুকে প্রিয়মানা যদ্রূপ পক্ষপাতের ধর্ম্ম; পরের দেশহইতে আপন দেশের প্রতি অনুরাগান্বিত হওয়াও তদ্রূপ। সকলের প্রতি সমপ্রীতিই নিষ্পাপের ধর্ম্ম; এবং তাহাই এখানে প্রচার আছে"। সরল এই বাক্য সকল শ্রবণ করত ও নিষ্পাপ পৃথিবীর অবস্থা দৃষ্ট করত নিরাশ হইয়া কহিলেন, "হা! কি বিস্ময়জনক পৃথিবী! যথায় পরিমিত আহার ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মই নাই; এবং সেই পরিমিত আহার ও বা কি? পশুমাত্রেই ঐ প্রকার মিতাহার করিয়া থাকে। দয়া, ধর্ম্ম, বিক্রম, স্বদেশানুরাগ, ঔদার্য্য, বন্ধুতা, জ্ঞান, সদালাপ, ইত্যাদি সুখদায়ক কোন ধর্ম্মপদার্থই এস্থলে নাই। হে মহাত্মন্! এমত পৃথিবীহইতে আমাকে মুক্ত কর। ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আমাকে পুনঃ স্থাপিত কর। নারদ ঋষির নিষ্পাপ পৃথিবীহইতে সে সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। অকৃতজ্ঞতা, ঘৃণা ও অবজ্ঞায় আর আমার মনোবেদনা জন্মিবেক না, যেহেতুক সেই সকল যাতনা জগৎপিতার অতুল্য মহিমায় যে দোষারোপণ করিয়াছি সেই মহা পাপের উপযুক্ত শাস্তি। এইক্ষণে আপনি পাপহইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া সেই জগদীশ্বরের অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিতে বাস করত অন্যের প্রতি স্নেহ করি, এই আমার মানস"।

এই কথা শুনিবামাত্র গন্ধর্ব্ব অন্তর্হিত হইলেন; সরল তড়াগ্ সন্নিধানহইতে প্রত্যাগমন করত স্বদেশে যাত্রা করিলেন, এবং এইস্থলে আমাদের উপন্যাসেরও উপসংহার হইল।

বোড়া সর্পের ইতিহাস।

সরে নামক প্রদেশের পশুবাসোদ্যানে যে সকল অদ্ভুত জন্তু সংগ্রহ হইয়াছে তন্মধ্যে বোড়া নামক সর্প অতি চমৎকার। এই প্রকাণ্ড অজগর, এক বৃহৎ পিঞ্জর মধ্যে কুণ্ডলিত হইয়া থাকে; এবং ঐ পিঞ্জরের উপরি ভাগস্থ ছিদ্র দিয়া অবাধে দৃষ্টি করা গিয়াছে যে ঐ বিষধর কএক সপ্তাহ স্থির ও স্পন্দনরহিত ভাবে পড়িয়া থাকে, কারণ বোড়া জাতীয় সর্প মাত্রেই প্রায় সর্ব্বদা অলসাবস্থায় কালক্ষেপ করে। ইহাদের ক্ষুধার উদ্রেক অনেক দিবসানন্তর হয়; এবং যখন ঐ ক্ষুধা বড় প্রবলা হইয়া উঠে, তখন তাহাদের বহুকাল ব্যাপি আলস্য পরিহার পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করত পূর্ব্বাবস্থায় যে প্রকার অত্যন্ত নিরুদ্যম ছিল তদপেক্ষায় অধিক পরিমাণে চঞ্চল ও খাদ্য বস্তু আহরণে তৎপর হয়। প্রস্তাবিত অহিরাজ পিঞ্জর বদ্ধাবস্থায় এক মাস অথবা ছয় সপ্তাহের পর আহার করে; এবং তৎসময়ে একটা কুক্কুট বা শশক পিঞ্জরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রাস করে।

সর্পজাতি মাত্রেই মাংসভোগী; তন্মধ্যে যাহারা ক্ষুদ্র তাহারা কীট, ইন্দুর, গৃহগোধিকা, ও শম্বূক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ২ জীব ভক্ষণ করিয়া থাকে। বৃহৎকায় উরগেরা বিশেষতঃ বোড়া সর্পেরা বড় ২ চতুষ্পদ জন্তু আক্রমণ করে। বোড়া সাপ খরগোশের ন্যায় ক্ষুদ্র জন্তুকে গ্রাস করিতে কোন

প্রকার ক্লেশ বোধ করে না, যেহেতুক এই জাতীয় অহিদিগের গলার ও মুখের গঠন এরূপ সঙ্কলিত যে মুখব্যাদান করিলে আপন শরীরের ব্যাসাপেক্ষা বৃহৎ জন্তুকেও নিগিলন করিতে পারে। যখন ঐ নাগ কৃষ্ণসারের ন্যায় বৃহৎ চতুষ্পদ জীবকে আক্রমণ করে তখন আপন শরীর তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত অত্যন্ত বলপূর্ব্বক তাহার প্রধান ২ অস্থি সমুদায় চূর্ণ করণদ্বারা তাহার শরীরের আয়তন ক্রমশঃ হ্রাস করত বহু কষ্টে গ্রাস করে; এবং তৎসময়ে কখন ২ কণ্ঠাবরোধ হওনোপক্রম হয়।

বোড়া সর্পের অদ্ভুত ক্ষমতা বিষয়ে নানাবিধ ইতিহাস প্রচার আছে। ইহারা স্বীয় বিষম শক্তিদ্বারা ব্যাঘ্র ও মহিষ প্রভৃতি জন্তুচয়কে নষ্ট করিয়া থাকে। ১৮১৭ সালে লার্ড আমহরষ্ট সাহেব স্বগণ সমভিব্যাহারে যে জাহাজে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, সেই জাহাজদ্বারা ব্যাটেবিয়া নামক নগর হইতে একটা বোড়া সর্প পূর্ব্বোক্তদেশে নীত হইয়াছিল।

এই ভুজঙ্গের আকৃতি যদিও অত্যন্ত বৃহৎ ছিল না, তথাচ অসাধারণ বটে। কোন সময়ে তাহার পিঞ্জরে একটা সজীব ছাগ রাখিবাতে সে তাহার প্রতি কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করত জিহ্বাদ্বারা আস্বাদ লইয়া, পশ্চাৎ মস্তক উত্তোলন করত তাহার গলদেশে দংশন করিল। দুর্ভাগ্য ছাগল দংসিত হওয়াতে সক্রোধে আপন শৃঙ্গদ্বারা সর্পকে আঘাত করিলেক। বিষধর ইহাতে কোপান্বিত হইয়া তাহাকে বধ করণাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ তাহার পদে আক্রমণ করত উহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, পরে অদ্ভুত বেগে তাহার গাত্রে বেষ্টন করত বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশ দারণ করিলেক। ছাগ ইহাতে নির্জীব হইয়া পড়িল, এবং পলাইবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করিতে পারিল না। ছাগলের মৃত্যুর পর সর্প কিয়ৎক্ষণ একভাবে অবস্থান করণানন্তর ক্রমে ২ শ্লথ হওত বন্ধন মোচন করিয়া ঐ মৃগয়া-লব্ধ পশুকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ অজাকে জিহ্বাদ্বারা চাটিয়া তাহার মস্তক আপন গলদেশের মধ্যে টানিতে লাগিল, কিন্তু তাহার শৃঙ্গ চারি বুরুল লম্বা প্রযুক্ত মস্তক গলাধঃকরণ ক্লেশকর হইল। সর্প তাহাতে নিরুদ্যম না হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পরিশ্রমানন্তর সেই মৃত ছাগকে উদরস্থ করিলেক। এই অদ্ভুত ভোজন-সময়ে সর্পের শরীর এমত বিকটাকার হইয়াছিল যে কণ্ঠাবরোধ যাতনা ও কপোলদ্বয় বিদীর্ণ ও ছাগ-শৃঙ্গ তাহার চর্ম্মভেদ করিয়া যেন নিঃসৃত হইতেছে এমত বোধ হইল। আহারাবসানে সর্পের ব্যাস পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছিল। তৎপরে কিয়দ্দিবসাবধি ঐ উরগরাজ এমত নিষ্পন্দাবস্থায় এক স্থলে পড়িয়াছিল যে বিরক্ত করিলেও সে ঐ অবস্থা ত্যাগ করে নাই।

রা. চ. মি.



বে বৃক্ষ।

উদ্ভিজ্জ বস্তুদ্বারা মনুষ্যের যে প্রকার উপকার হয় এমত অন্য কোন পদার্থে সম্ভবে না। জীবনের অবলম্বন স্বরূপ অন্ন, সুখাদ্য ফল, মধুর প্রতিনিধি-স্বরূপা সর্করা, সুগন্ধি ও সুরম্য পুষ্প, শ্রান্ত পথিকদিগের প্রেয়সী-প্রতিরূপা ছায়া, শীত-নিবারক বস্ত্র, এতৎ সমুদয় উদ্ভিদ্ পদার্থ হইতে জন্মে। বৃক্ষ উদরের পূর্ত্তিকর, জিহ্বার তৃপ্তিকর, নয়নের সুখদ, নাসিকার প্রমোদক, এবং ত্বকের শান্তিহৃৎ। ফলতঃ আমাদিগের প্রায় সকল ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগ বৃক্ষবর্গহইতে উৎপন্ন হয়। অপিতু জীব দেহে যে সকল আশ্চর্য্যজনক পদার্থ দৃষ্ট হয় তরু সম্বন্ধে ও তাহার কোন অংশে লাঘব নাই। বৃক্ষদিগের স্ত্রীপুরুষ ভেদ, জাতি ভেদ, গর্ভসঞ্চার, ভিন্ন২ জাতি সংশ্রবে বর্ণ সঙ্কর অপত্যের উৎপাদন, বিষয়ক বিচারাপেক্ষা বিস্ময় জনক পদার্থ আর কি হইতে পারে? বৃক্ষ জড় পদার্থ; অথচ ইহাদের ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান বিলক্ষণ আছে; এবং তদনুসারে তাহারা অনিষ্ট বস্তুর পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ইষ্ট বস্তুকে গ্রহণ করে; কদাপি তাহার অন্যথা করে না। একথা এমত বিস্ময় জনক যে অনেকের পক্ষে আশু বিশ্বাস যোগ্য বোধ হইবেক না; কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলে ইহার পরম সত্যতা অনায়াসেই ব্যক্ত হইতে পারে। বৃক্ষ-বর্গের আকৃতি ও স্বভাব বিষয়ে নানা প্রকার লক্ষণ-ভেদ দৃষ্ট হয়। তাহাদের কোন২ ব্যক্তি এমত ক্ষুদ্র যে মনুষ্য চক্ষুর দুর্লক্ষ; অপর কেহ এতাদৃশ বৃহৎ যে, বোধ হয়, তাহার অগ্রভাগ আকাশ ভেদ করত মেঘোপরি আরোহণ করিতেছে। পৃথিবী মধ্যে অনেক পাইন্ বংশীয় বৃক্ষ আছে, যাহারা ২০০-২৫০ হস্ত দীর্ঘ হয়; অপর কোন ২ বৃক্ষ এতাদৃশ স্থূল * যে বিংশতি মনুষ্য হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিতে পারে না। বটবৃক্ষের বৃহৎ কায় সকলেই জ্ঞাত আছেন। সুরত দেশস্থ এক বট বৃক্ষের ছায়া এত বিস্তার যে তাহার নীচে অনায়াসে ১৪০০ ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে। অশ্বত্থ বৃক্ষও এ বিষয়ে প্রধান। ভগবদ্গীতায় এতৎ বৃক্ষের মাহাত্ম্য প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আপন সাদৃশ্য রূপে বর্ণন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ঝাউ বংশীয়, দেবদারু বংশীয়, ও তাল বংশীয় নানা বিধ অতি দীর্ঘকায় বৃক্ষ-সকল এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ আছে। উদ্ভিজ্জ বস্তু মধ্যে সৈবালকে সহসা অতিক্ষুদ্র গণ্য করা যায়; কিন্তু কোন সৈবাল এমত দীর্ঘ আছে যে তাহার তুল্য বৃক্ষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। হোম্বোল্ডট্ সাহেব লেখেন যে সমুদ্র মধ্যে ৫০০ ফুট দীর্ঘ সৈবাল সর্ব্বদা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃক্ষদিগেরঅনেকে উষ্ণ দেশ প্রায়; কেহ২ হিম দেশে উত্তমরূপে জন্মে; কেহবা সম কটিবন্ধে বর্দ্ধিষ্ণু হয়; অন্যত্র আনিলে মরিয়া যায়। বৃক্ষের অনেকেই সুরস উর্ব্বরা ক্ষেত্রে উত্তমরূপে প্রতিপোষিত হয়; অথচ কোন২ বৃক্ষ মৃত্তিকা হীন পর্ব্বতোপরি জন্মে; সরস মৃত্তিকায় রোপিত হইলে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। অপর কেহ ২ শুষ্ক কাষ্ঠোপরি অবলম্বন করত তাহাহইতে রস শোষণ করিয়া কালযাপন করে †; কদাপি মৃত্তিকা স্পর্শ করে না। কতক্ গুলিন বৃক্ষ এক বৎসর কাল মধ্যে জীবনের কর্ম্ম নিষ্পন্ন করতমরিয়া যায় ‡। কাহার জীবন দুই বৎসর কাল ব্যাপি ‖; এবং অপরে রশত২ বৎসর পর্য্যন্তও বর্ত্তমান থাকে §।

* অফ্রিকা দেশজ "বাবোয়াব" বৃক্ষ।

† আগাছা।

‡ প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে "ওষধি" শব্দে কহেন।

‖ দ্বিবার্ষিকী।

§ বহুবার্ষিকী।

পুষ্প বিষয়েও বৃক্ষ জাতির বিবিধ লক্ষণ ভেদ আছে। নারিকেল বৃক্ষে অতি ক্ষুদ্র পুষ্প হইতে বৃহদাকার ফল সম্ভবে; তত্তঃ দক্ষিণ অমরিকা দেশজ "আরিষ্টোলোকিয়া কর্ডেটা" নামকপুষ্প, যাহার আয়তন ১ হস্ত এবং তদ্দেশীয় বালকেরা টোকার ন্যায় তাহাদ্বারা মস্তক আচ্ছাদন করে, তাহার ফল অতি ক্ষুদ্র। কোন পুষ্প অবিকল ভ্রমরের আকার; কেহ বা প্রজাপতি, কেহ বা পক্ষ্যাকৃতি হয়। পুষ্প স্বাভাবিক ক্ষুদ্র ও লঘু; অথচ কোন ২ পুষ্প অতি বৃহৎ হয়। সুমাত্রা দ্বীপে "রাফল্লিয়া" নামক এক পুষ্প আছে তাহার আয়তন ২ হস্ত; এবং পরিমাণ ৭ সের। পুষ্প-সকলের কমনীয় অংশ তাহাদের বর্ণ ও গন্ধ। পৃথিবী মধ্যে যে কোন মনোহর বর্ণ মনুষ্য-নয়ন-গোচর হইয়াছে তৎ সমুদয় পুষ্পেতে যে প্রকার পরিপাটীর সহিত বিভাষমাণ আছে এমত আর কুত্রাপি নহে; এবং প্রায় সকল উৎকৃষ্ট সৌরভ-পদার্থ পুষ্প হইতে জন্মে। বঙ্গদেশীয় অনেকের এতদ্বিষয়ে এক ভ্রম আছে। তাঁহারা মনে করেন যে পুষ্পের সমাদরণীয় পদার্থ সৌরভমাত্র, এবং যে পুষ্পের সৌরভ নাই তাহা আদর যোগ্য নহে। তরু সকল যে আমাদিগের প্রায় সকল ইন্দ্রিয়ের সম্ভোগার্থে হইয়াছে তাহা তাঁহাদের মনে উদিত থাকিলে, বোধ হয় যে, তাঁহারা এ কথা কহিতেন না। সুন্দর বর্ণ ও সদ্গন্ধ একত্র থাকিলে গুণের বাহুল্যে অধিক আদরণীয় হয় বটে; কিন্তু যে পুষ্প অনির্বচনীয় মনোহর বর্ণে বন প্রফুল্ল করে তাহা কি সুগন্ধাভাব প্রযুক্ত আমাদের আদরনীয় হইবেক না? বিচিত্রিত ময়ুর কি সুস্বরাভাব প্রযুক্ত আমাদিগের হেয় হইবেক? সপুষ্প কিংশুকবন দর্শনানন্তর যে কেহ সৌরভপূর্ণ মল্লিকা দর্শন করিয়াছেন তিনি অনায়াসে মীমাংসা করিতে পারেন যে নির্গন্ধ পলাশ আদর যোগ্য কি না।

বৃক্ষ বর্গের মাহাত্ম্য প্রতি কটাক্ষমাত্র এতৎ সংখ্যার নিয়মিত পত্র পরিপূর্ণ হইল, এবং প্রকৃত প্রস্তাবালোচনার স্থানাভাব প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে যথা যোগ্য বিবরণ এইক্ষণে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছি। পরন্তু ৭৮ পৃষ্ঠায় তদ্বিষয়ক ছবি প্রকাশ হইয়াছেসুতরাং তৎসম্বন্ধে আমাদিগের যৎকিঞ্চিৎ অবশ্য বক্তব্য হইয়াছে।

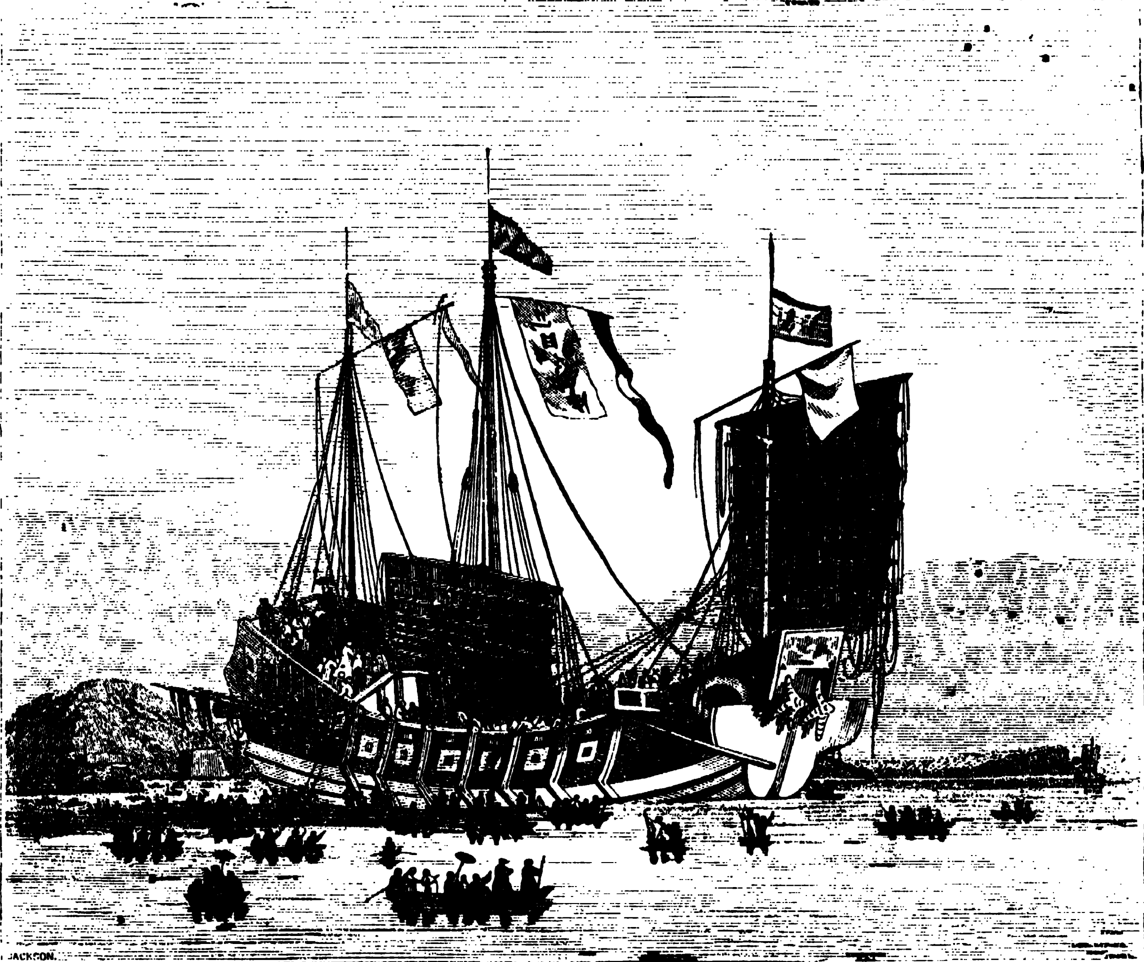
বে বৃক্ষ ইউরোপ খণ্ডে অতি প্রসিদ্ধ। দারুচিনি যে প্রকার বৃক্ষে জন্মে ইহাও তদ্রূপ; এবং ইহার সুগন্ধ ফল ও পুষ্প প্রাচীন গ্রীস ও রোম রাজ্যে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ইহার পল্লব নির্ম্মিত মুকুট উক্ত দেশ-দ্বয়ে বিশেষ সম্মানের চিহ্ন রূপে গণ্য হইত; এবং তাহার প্রাপ্ত্যর্থে তদ্দেশীয় যোদ্ধা ও কবিগণেরা প্রাণপণে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন। বে পত্র সুগন্ধি বিশিষ্ট, তৎপ্রযুক্ত বিলাতি রন্ধন শালায় সর্বদা ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলেও সুগন্ধ তৈল জন্মে; এবং বিলাতি চিকিৎসকেরা নানাবিধ রোগাপনয়নার্থে ইহাকে ব্যবহার করিয়া থাকে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড]　　শকাব্দা ১৭৭৩, চৈত্র।　　[৬ সংখ্যা।



চীনদেশীয় জঙ্ক নামক সমুদ্র নৌকা।

সমুদ্র-পথ-দ্বারা দূরদেশে গমনাগমন জন্য যে সকল উপায় প্রচার আছে তন্মধ্যে চীনদেশীয় "জঙ্ক" নামক তরী সর্ব্বকনিষ্ঠ। পোত নির্ম্মাণ বিষয়ে "হোনরে চীন ও হুজ্জতে বাঙ্গালা" এই প্রসিদ্ধ বাক্য চীন-জাতির প্রতি কদাপি প্রয়োগ হইতে পারে না। প্রায় পঞ্চদশ-শত বৎসর হইল তাহারা সমুদ্র পর্য্যটন করি-

তেছে; কিন্তু ঐ বিস্তার কাল মধ্যে তাহাদের সমুদ্র যানের অবস্থা কোন প্রকারে উৎকৃষ্টা করিতে পারে নাই; পূর্ব্বাপর সমপ্রকার হীন অবস্থাতেই রাখিয়াছে। উপরে মুদ্রিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে অনায়াসে ব্যক্ত হয় যে ঐ উড়ুপবৎ দুর্ব্বল ক্ষণভঙ্গুর পোতে সমুদ্র পার হওন অত্যন্ত ক্লেশকর ও আপদজনক। ফলতঃ চীন দেশের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র প্রায় সর্ব্বদা স্থির অবস্থায় না থাকিলে এই পোত নিতান্ত হানিকর হইত। এই তরীর আয়তন অতি বিস্তার। ইহার গর্ভে ১০ সহস্র অবধি বিংশতি সহস্র মন দ্রব্য অনায়াসে স্থান প্রাপ্ত হয়; এবং তাহা চীন দেশীয় স্থির সমুদ্র দিয়া স্থানান্তর করণে কোন ব্যাঘাত হয় না। জঙ্ক তরীর অধিকাংশ বংশ ও শর নির্ম্মিত; বিলাতি জাহাজের ন্যায় ইহাতে লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্র তাদৃশ অধিক নাই। চীনেরা পাইল নির্ম্মাণার্থে কেম্বিস্ বস্ত্রের পরিবর্ত্তে শর নির্ম্মিত মাদুর ব্যবহার করে। প্রতি জঙ্কে ৩ টা করিয়া মাস্তর থাকে; এবং তাহার প্রত্যেক মাস্তরে ৩ খানা মাদুরের পাইল ব্যবহার হয়। এই দুর্ব্বল পাইল বায়ুর বিরুদ্ধে চালিত হইলে অনায়াসে ভগ্ন হয়, সুতরাং বিলাতি জাহাজ যে প্রকারে বায়ুর বিপক্ষে গমন করে, তদ্রূপ জঙ্ক তরী করিতে পারে না। বিলাতি জাহাজ সুদৃঢ় স্থূল কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া তাম্র পাতে আচ্ছাদিত হয়; জঙ্ক তরী তদ্রূপ না হওয়াতে অনায়াসে ভগ্ন হইয়া গর্ভস্থ দ্রব্যাদি সহ জলমগ্ন হইত; কিন্তু চীন দেশীয় নাবিকেরা তাহার সদুপায়ের নিমিত্তে জঙ্কের গর্ভমধ্যে বহু কুটীর নির্ম্মাণ করে; এবং ঐ কুটীর সকলের পরস্পর সংশ্রব রাখে না। ইহাতে তরীতল ভগ্ন হইলে এক কালে একটী কুটীর মাত্র জলে পরিপূর্ণ হয়, এবং অপর কুটীর সকলের সহিত তাহার কোন সংশ্রব না থাকায় সে জলে কোন হানি হয় না; ও তরীতল ছিদ্র রোধ করণেও বিশেষ ক্লেশ হয় না। জঙ্ক তরীর নাবিকেরা বেতনভুক নহে; তরীসঞ্চালনে যে লভ্য হয় তাহা তাহারা আপন২ পদের অনুসারে বিভাগ করিয়া লয়।

মনুষ্যের প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত।

মনুষ্য কি? এই প্রশ্নোত্তরে কোন সুচতুর পণ্ডিত কহিয়াছিলেন "যাহার সহিত আমরা সকলেই সর্ব্বোত্তম রূপে পরিচিত আছি সেই মনুষ্য।" এই প্রত্যুত্তর অবলম্বন করত আমরাও মনুষ্যের লক্ষণ নিরূপণে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাদের প্রাকৃতিক অবস্থা বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ প্রকটন করিতেছি। ইহার বিস্তার বিবরণ এতৎ ক্ষুদ্র পত্রে সম্ভবে না; সুতরাং এই সঙ্ক্ষেপ সঙ্গ্রহ মাত্র প্রকাশ হইল।

কোন২ গ্রন্থকার লেখেন যে মনুষ্য স্বভাবতঃ চতুষ্পাদ প্রাণী, বহুকাল অভ্যাসদ্বারা দ্বিপদে গমন করিতে শিখিয়াছে; এবং ইহার প্রমাণার্থে কএক মনুষ্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন, যাহারা বনে পশুর ন্যায় বাস করিত, এবং বাক্যালাপ করিতে অক্ষম ছিল। এই প্রকার লিখিয়া ইহাঁরা এই সাব্যস্ত করেন যে মনুষ্য সুবোধ বানর বিশেষ। মনুষ্য ও বানরে অনেক লক্ষণে ঐক্য হয় বটে, কিন্তু তদ্ধেতুক তাহাদিগকে বিজ্ঞ বানর কহিবার কোন ফল নাই। প্রাণিসমূহ অতি অধম অবস্থা হইতে উত্তর২ উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইবাতে যে গণ যাহার উত্তর হয় তাহার সহিত পূর্ব্বগণের অনেক বিষয়ে ঐক্য থাকে; তথা মানবগণেরই পরে বানরগণ হইবাতে উভয়গণের মধ্যে অনেক বিষয়ে একতা আছে; কিন্তু বানরের উত্তরগণের সহিত বানরগণের

যে প্রকার লক্ষণের তুল্যতা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মনুষ্য বানরে নাই; এই কারণ বিজ্ঞ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা মনুষ্য ও বানরকে এক গণ মধ্যে নিরূপণ করেন না। পরন্তু এপ্রকার কহিলে গোকে মেষ বিশেষ, এবং অশ্বকে ছাগশ্রেষ্ঠ কহিবার বাধা থাকিত না।

উর্দ্ধাকৃতি এবং দুইপদে গমনশক্তি স্বভাবতঃ মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন স্তন্যজীবি প্রাণির নাই। কতগ্ গুলিন্ প্রাণিকে শিক্ষাদ্বারা পশ্চাৎ পদদ্বয়ে গমন করান যাইতে পারে বটে; কিন্তু সরলতা ও স্বচ্ছন্দতার সহিত এবং ইচ্ছা বশতঃ তাহারা দুই পদে গমন করিতে পারে না। বানরের কর মনুষ্য-করের তুল্য, কিন্তু তাহাদের পদ উর্দ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিবার যোগ্য নহে। ইহাদের পদাঙ্গুষ্ঠ অপর অঙ্গুলি সকলের বিপক্ষ থাকিয়া বৃক্ষ শাখাদি ধৃত করিবার যোগ্য হয়; এবং ঐ পদের ও উহাদিগের করের আকৃতি অভেদ প্রযুক্ত কুবীয়র সাহেব বানরকে চতুষ্কর প্রাণী, এবং মনুষ্য-পদ কেবল উর্দ্ধ হইয়া ভ্রমণোপযোগ্য ও করদ্বয়মাত্র বস্তু-ধৃত করণক্ষম হইবাতে, মনুষ্যকে দ্বিকর প্রাণী, কহেন।

উর্দ্ধাকৃতি হইবাতে মনুষ্য আপন হস্তকে উত্তম রূপে ব্যবহার করিতে পারে। ঐ হস্ত বানরের হস্তের সদৃশ হইয়াও উহাহইতে নিপুণ এবং উত্তমরূপে গঠিত হইয়াছে। মনুষ্যের করাঙ্গুষ্ঠ স্থূলকায়; এবং তাহাদের অনামিকা ভিন্ন সকল অঙ্গুলীর ভিন্ন২ গতি আছে; এবং তাহারা আপন২ প্রশস্ত নখদ্বারা অতি ক্ষুদ্র২ বস্তু ধারণ করিতে পারে। ইহাদের বাহুর গতিও যথেষ্ট বিস্তার। অপিচ এই সকল শুভ গঠন সত্ত্বেও মনুষ্য আপন শরীরের তুল্য শরীরি অন্য প্রাণি-সকলহইতে দুর্ব্বল, এবং ইহাদিগের গতিও দ্রুত বা বেগবান হয় না। অধিকন্তু ইহাদিগের শরীর রক্ষার্থে স্বভাব-দত্ত কোন অস্ত্র কিম্বা আচ্ছাদনও নাই; সুতরাং মনুষ্য যিনি সভ্যাবস্থায় পৃথিবীস্থ সকল প্রাণির প্রভু এবং জয়কর্ত্তা হইয়াছেন, তেঁহ স্বভাবতঃ সকল পশুহইতে দুর্ব্বল, ক্ষীণ এবং নিরাশ্রয় হয়েন।

প্রাণি-সকলের জন্মাবধি যৌবনাবস্থার মধ্যগত সময়কে শৈশবকাল কহি। এইকালে ইহারা আত্মপ্রতিপালন ও বংশ রক্ষা করিতে পারে না। এতৎ কারণ প্রযুক্ত তাহারা তৎ সময়ে পিতৃ-মাতরাশ্রয়ে থাকে। দেশ, অবস্থা ও প্রাণিভেদে শৈশবাবস্থার সীমার অন্যথা হয়। মনুষ্যের শৈশবাবস্থা হস্তী ও খড়্গী ভিন্ন সকল পশুহইতে বহুকাল ব্যাপিকা; কিন্তু এই অবস্থার ব্যাপকতা মনুষ্যের মন্দকারী হয় না; বরং সম্পূর্ণ লাভজনক হইয়াছে। কারণ ঐ সময়ে জনক জননীর নিকটে থাকিয়া তাহাদের জ্যেষ্ঠত্বের ফল যে বিজ্ঞতা তাহাকে শিক্ষাদ্বারা উপলব্ধ হইবায় মনুষ্যেরা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হওত আত্ম-প্রতিপালনাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে বিজ্ঞতার অভাবে তৎকর্ম্ম সম্পন্নার্থে অক্ষম হয় না। শৈশবাবস্থা অল্পকাল-ব্যাপিকা হইলে অবকাশাভাবে অল্প শিক্ষায় জ্ঞানোপার্জন করিতে অপারক হইয়া যুবত্ব প্রাপ্ত হওত মনুষ্যেরা স্ব২ কর্ম্ম নিষ্পাদনে অপটু হইত। অধিকন্তু, যে সকল পশুরা শীঘ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তাহাদের জীবনের পরিমাণ অল্প; সুতরাং মনুষ্য অল্পকালে যৌবন প্রাপ্ত হইলে তাহাদের পরমায়ুও অল্প হইত। ভারতবর্ষাদি গ্রীষ্মদেশে মনুষ্যেরা ২০ বৎসরে যুবত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহাদিগের শরীর চতুর্ব্বিংশতি হইতে অষ্টাবিংশতি বৎসর অবধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। তৎপরে স্থূল হইতে পারে; কিন্তু দীর্ঘে আর বৃদ্ধি হয় না। স্ত্রীলোকেরা পুরুষহইতে শীঘ্র তরুণত্বে আইসে। এপ্রদেশে স্ত্রীলোকদিগের যৌবন কাল

ষোড়শবৎসর; এবং অনেক নগরবাসিনীর দেহে উহাহইতেও শীঘ্র, ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বৎসর মধ্যেই যৌবনাবস্থার লক্ষণ-সকল উদিত হয়। শীতল দেশে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই দুই তিন বৎসর বিলম্বে যুবত্ব প্রাপ্ত হয়। নগরহইতে পল্লীগ্রামেও তদ্রূপ; এবং শরীর ব্যাধিতে জড়িত থাকিলেও যৌবনাবস্থার বিলম্বে আরব্ধ হয়।

জন্মাবধি প্রৌঢাবস্থা পর্য্যন্ত শরীর শরীরস্থ ইন্দ্রিয়াদি সকলের পরিমাণের গঠনের ও তীক্ষ্ণতার ও প্রাখর্য্যতার ও শক্তির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। তৎপরে যত বয়স অধিক হইতে থাকে তত অস্থি সকল অতি দৃঢ় হয়, মাংসপেশী-সকল কঠিন হয়, উপাস্থি-সকল অস্থি হইয়া যায়, অন্তরস্থ ত্বক্-সকল কঠিন হইয়া উপাস্থিবৎ হয়, ইন্দ্রিয়-সকল আপন২ কর্ম্মে অক্ষম হয়, শক্তির হ্রাস হয়, এবং মনুষ্য-শরীর যাহা আদৌ কোমল ও নম্য, ও সকল কর্ম্মে তৎপর এবং ইচ্ছার অধীন থাকে তাহা ক্রমশঃ কঠিন, জড়, এবং ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই সকল ঘটনা মৃত্যুর প্রধান এবং উন্মুখ কারণ; এবং ইহাদের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া শরীর সম্পূর্ণ জরাংহওত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই প্রকার জরা হইয়া অল্প লোকে মরে। ব্যাধি, যুদ্ধ, দুরাচার ও হিংসাতেই অনেককে বিনাশ করে। জন্মাবধি অষ্টম বর্ষ মধ্যে ব্যাধিতে অর্দ্ধেক বালকের মৃত্যু হয়। অপর অর্দ্ধেকের মধ্যে অতি অল্প লোক মারিভয়, যুদ্ধভয়, কালস্বরূপ অপরিমিত ইন্দ্রিয় সুখ এবং অন্যান্য দুর্দান্ত শত্রুহইতে ত্রাণ পাইয়া পরে বৃদ্ধাবস্থাতে পরমায়ু শেষে স্ব ২ কারণে লীন হয়।

মনুষ্য পরমায়ুর সংখ্যা নিশ্চিত নাই। এতদ্দেশে অধিকাংশের জীবন সংখ্যা সপ্ততি বৎসর; এবং শীতল দেশে ইহার কিঞ্চিৎ অধিক। কিন্তু অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাহাতে মনুষ্য এই সংখ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইংলণ্ডদেশস্থ ইয়র্কসায়র প্রদেশবাসী হেনরী জঙ্কিন্স্ নামক এক ব্যক্তি দীর্ঘজীবি মধ্যে অগ্রগণ্য। ইংরাজি ১৬৭০ অব্দে ডিসেম্বর মাসের ৮ দিবসে একশত ঊনসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই ব্যক্তির মৃত্যু হয়!!! ঐ প্রদেশস্থ ফ্রান্সিস্ কন্সিষ্ট নামক এক ব্যক্তি একশত পঞ্চাশৎ বৎসর জীবিত ছিল। ইংরাজি ১৭৬৮ অব্দে জানুয়ারি মাসে ইহার মৃত্যু হয়। ইংরাজি ১৭৭১ অব্দে মার্গেট ফষ্টর নাম্নী এক শত ষট্ ত্রিংশৎ-বর্ষ-বয়ঃক্রমিণী এক স্ত্রী ও এক শত চতুর্বর্ষ বয়ঃক্রমিণী তাহার কন্যা একত্রে কম্বর্লেণ্ড দেশে দৃষ্টা হইয়াছিল। তমস্ পার নামক এক ব্যক্তি ১৫২ বৎসর বাঁচিয়াছিল। উইলিয়ম্ ইবান্স্ ১৪৫ বৎসর বাঁচিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অনেক লোক এদেশে এবং অন্যত্র শতাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিল এবং আছে, কিন্তু তাহাদের নাম ও নিবাস লিখিয়া পাঠকগণকে শ্রান্ত করিবার ফলাভাব।

দেশভেদে মনুষ্যের আকৃতি, গঠন, বর্ণ এবং স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হয়, এবং ঐ লক্ষণ-সকল দৃষ্টে তাহাদিগের জাতিভেদ করা যায়। মনুষ্য-মধ্যে এই লক্ষণ ভেদের কারণ অনেক পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাবধি তদ্বিষয়ের কোন মীমাংসা হয় নাই। অনেকে দেশ, স্বভাব এবং অবস্থাকে মনুষ্যের এই শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ ভেদের কারণ কহেন; কিন্তু কেবল তাহাতেই যে এই স্বতন্ত্রতা বর্ত্তে ইহা সম্ভবে না; অতএব তদ্বিষয়ে বিজ্ঞ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা অজ্ঞতা স্বীকার করেন। ব্লুমেন্বেক্ সাহেব মনুষ্য গণকে পঞ্চ প্রধান জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন; তদ্যথা; ১ ক্বাকৃস্যসঃ অর্থাৎ কাস্পিয় এবং কৃষ্ণ

হ্রদের মধ্যগত কক্কশস নামক পর্ব্বতীয় জাতি; ২; মৌগল, অর্থাৎ উত্তর তাতারদেশীয় মোগলী নামে খ্যাত জাতি; ৩; আমরিক, অর্থাৎ অমরিকা দেশজ জাতি; ৪; আর্ফরিক, অর্থাৎ অফরিকা দেশসম্ভূত কাফরি জাতি; ৫; মালয়ীন; অর্থাৎ মালায় কিম্বা মালাকা দেশজাত মালাই জাতি।

১ কক্কশস। এই জাতীয় ব্যক্তি-সকলের মস্তক অণ্ডাকার, অতি সুন্দর; ইহাদিগের ললাট বিস্তৃত ও সুদৃশ্য; এবং ইহাদিগের বদনের অবয়বও অতি সুব্যক্ত, এবং সর্ব্বতোভাবে স্ব২ মস্তকের যোগ্য। ইহাদিগের বর্ণ এক প্রকার নহে। শুক্ল ও ঈষদ্ আলক্ত অবধি অতি ঘোর রঙ্গের ব্যক্তি পর্য্যন্ত এই জাতিমধ্যে আছে। ইহাদিগের কেশের ও চক্ষুর বর্ণও নানা প্রকার। ইহাদিগকে কক্কশস, কহিবার কারণ প্রাচীন ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে ইহাদিগের আদিম জন্ম-স্থান কক্কশস পর্ব্বত; এবং ঐ স্থানহইতে ইহারা সম্প্রতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে। মনুষ্য মাত্রে অদ্যাবধি এই পর্ব্বত নিকটস্থ জর্জীয়া এবং সর্কেশীয়া দেশজ স্ত্রীপুরুষদিগকে সর্ব্বসুলক্ষণযুত ও সকল জাতিহইতে অতি সুন্দর জ্ঞান করে। আসীরীয়, কাল্ডীয়, ফিনিশীয়, ইয়াহুদ, মিসর-দেশীয়, পারসীক, গ্রীসীয়, রূমীণ, হিন্দু আদি প্রায় সকল বিখ্যাত প্রাচীন জাতি-সকল এই জাতিহইতে উদ্ভব হইয়াছে; এবং এইক্ষণকার আশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় সকল জাতি, ইউরোপের প্রায় সকল জাতি, এবং অমরিকাবাসি ইউরোপীয়দিগের সন্তান, ও হিন্দু-সকল এই জাতির শাখা। এই কক্কশস জাতি সুন্দর অবয়ব, শ্রেষ্ঠবুদ্ধি ও উত্তম নীতি বিষয়ে চিরকাল বিখ্যাত আছে; এবং সভ্যতা সুখভোগিতা, ও চতুরতা বিষয়েও ইহারা সর্ব্বপ্রধান। এই জাতীয় প্রায় প্রত্যেক শ্রেণির বাহু ও অস্ত্র বলে পৃথিবীর অন্য সকল জাতি পরাস্ত আছে। জ্ঞানশাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উত্তম ধর্ম্ম, সুচারু কবিতাদি যে কিছু মনুষ্যমধ্যে খ্যাতিজনক পদার্থ আছে তৎসমুদয়ের আকর এই জাতি; সুতরাং মনুষ্যমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠতা ও সভ্যতা ইহাদিগেরই স্বীকার করিতে হইবে।

২ মৌগল*। এই জাতির অবয়বের বিশেষ যথা; শরীর খর্ব্ব, কপোল উচ্চ, ললাট পশ্চাদ্ভাগে নত, চক্ষুঃ অপ্রশস্ত, নাসিকা স্থূল ও প্রশস্ত, ওষ্ঠাধর স্থূল, কেশ কৃষ্ণ, এবং বর্ণ পিঙ্গল।

বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞানে ইহারা পূর্ব্বোক্ত জাতিহইতে নিকৃষ্ট। এবং বিদ্যা বিষয়েও ইহাদের তাদৃশ উন্নতি নাই; চিরকাল কক্কশস জাতি অপেক্ষায় সভ্যতাবিষয়ে নিকৃষ্ট হইয়া আছে। রণ-পাণ্ডিত্য ইহারা কএক বার প্রকাশ করিয়াছিল, এবং আতিলা, জঙ্গিস্ খাঁ, ও তিমুরশাহের কর্ত্তৃত্ব সময়ে তিন বার ইউরোপের কতক অংশ ও আশিয়ার অধিকাংশ জয় করিয়াছিল; কিন্তু পরাজিত দেশসকল আপন অধীনে রাখিবার শক্তি ও বুদ্ধি ইহাদিগের বিশিষ্টরূপ হয় নাই।

৩ আমরিক। এই জাতি অনেক লক্ষণে মৌগল জাতির তুল্য; কিন্তু ইহাদিগের তাম্রবর্ণ ও সুব্যক্ত মুখাবয়বদ্বারা ইহারা মোগলহইতে প্রভেদ হয়। এস্কুইম ব্যতীত অমরিকার সকল প্রাচীন জাতি এই জাতির অন্তঃপাতি। ইহাদিগের অনেকেই গৃহে বাসাদি রূপ সভ্যতার ফলভোগাপেক্ষায় মৃগয়াদ্বারা কালযাপন অভিমত

* চীন ও জাপান দেশীয় ব্যক্তি-সকল, কালমুক জাতি, মোগল জাতি, প্রাচীন হন জাতি, লাপলণ্ডীয় জাতি, কামস্কাটক জাতি, উত্তর অমরিকার এস্কুইমঃ জাতি এবং অন্য কতিপয় অপ্রসিদ্ধ জাতি-সকল মোগল জাতির অন্তঃপাতি।

জানিয়া তদ্রূপেই কাল যাপন করিয়া থাকে। মেক্সিকো এবং পিরুদেশবাসিরা এই জাতিমধ্যে উত্তম সভ্য।

৪ আফরিক। অফরিকা দেশজ ব্যক্তিরা কৃষ্ণ বর্ণ, ক্ষুদ্র চক্ষু, খাঁদা নাসিকা, দীর্ঘ হনু, স্থূল ওষ্ঠাধর, অপ্রশস্ত পশ্চান্নত ললাট, কোঁকড়া লোমের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ, এবং অন্যান্য কায়িক কুচিহ্নদ্বারা বহুকাল খ্যাত আছে। ইহাদিগের বংশ যে২ স্থানে আছে তাহারা সকলেই এই লক্ষণে লক্ষিত;. এবং সকলেই বুদ্ধি ও বিদ্যা বিষয়ে অপটু, ও সভ্যতাপূর্ব্বক নিয়মমত বাস করিতেও অক্ষম।

৫ মালয়ীন। মালাই জাতি এই জাতির প্রধান ব্যক্তি। নব হলাণ্ড-আদি অনেক উপদ্বীপ-বাসি ব্যক্তিরা এই জাতিমধ্যে গণিত হয়; কিন্তু ইহাদিগের লক্ষণ-সকল পরস্পর অনৈক্য, এবং ঐ সকল অসভ্য জাতিদিগের প্রত্যেকের বিবরণ এই স্থলে বিবৃত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে।

অপর, যদিচ মনুষ্য জাতি সভ্যতার ভিন্ন২ সোপানে সমারূঢ় হইয়াছে, তত্রাপি তাহারা পৃথিবীস্থ অন্য সকল প্রাণিহইতে আপনাদের উৎকৃষ্টত্ব সংস্থাপন করিয়া আসিতেছে। মনোগতভাব বাক্য দ্বারা অন্যকে জ্ঞাত করিবার ক্ষমতা ও বিচার-শক্তি মনুষ্য ভিন্ন কোন প্রাণির নাই। এবং একত্রে বাসাদিরূপ সভ্যতার ফলও মনুষ্য ব্যতীত কোন প্রাণী সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারে না; তথা স্ব২ পরীক্ষাদ্বারা উপলব্ধ জ্ঞান স্ব২ পুত্র পৌত্রাদিকে প্রদান করাও মনুষ্যেরই অসাধারণ ধর্ম্ম। এই সকল সামান্য শক্তিদ্বারা বিশেষতঃ সম্প্রদায় ভুক্ত থাকিয়া মনুষ্য পশু-সকলকে আপনাদের অধীনে ও ব্যবহারে আনিয়া তাহাদিগের উপর আপনাদের প্রভুত্ব স্থির রাখিয়াছে। অধিকন্তু, মনুষ্য এতৎ ক্ষমতাদ্বারাই স্বভাবত দুর্ব্বল ও কঠোর শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে অক্ষম হইয়াও পরীক্ষা প্রকটিত উপায়দ্বারা দুঃসহ শীত ও দুর্দান্ত গ্রীষ্মকে জয় করত, কি হিম কটিবন্ধের ভয়ানক বিষম শীত, কি উষ্ণ কটিবন্ধের অসহ্য গ্রীষ্ম, উভয়কেই তুচ্ছ করিয়া পৃথিবীর সকল স্থানে আধিপত্য করিতেছে।

পশুরা স্বাভাবিক সংস্কার অর্থাৎ পরীক্ষাদ্বারা অনর্জিত স্বভাব-দত্ত বিজ্ঞান শক্তি দ্বারাই আপনাদিগের সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। মনুষ্য স্বাভাবিক সংস্কার অধীন নহে; এবং ঐ বিজ্ঞানও মনুষ্যেতে উত্তমরূপে ব্যক্ত হয় না। মনুষ্যের জ্ঞান, শিক্ষা ও পরীক্ষার ফল। পরের শিক্ষাদ্বারা প্রাপ্ত কিম্বা আপনার পরীক্ষাদ্বারা অর্জিত ভিন্ন অন্যোপায়ে মনুষ্য কিছুমাত্র জানিতে পারে না। পরন্তু ভাষা ও লিপিদ্বারা এক কালিক ব্যক্তির প্রকাশিত সুনিয়ম-সকল উত্তর২ ব্যক্তিরা অনায়াসে জানিতে পারিবায় পরীক্ষা না করিয়া তত্তন্নিয়মের ফল ভোগ করিতে সক্ষম হওয়াতে ক্রমশ সভ্যতার উন্নতি অতি উত্তমরূপে হইতেছে। পশুরা কেবল স্বাভাবিক সংস্কারদ্বারা চালিত হইবাতে ও স্ব২ পরীক্ষার ফল প্রচার করিতে অক্ষম হওয়াতে তাহাদিগের বুদ্ধির হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। প্রথম ঝাঁক মৌমাছি যে প্রকার নিপুণতার সহিত চাক বানাইয়াছিল, এই ক্ষণকার মৌমাছিরাও তাহাহইতে অধিক নৈপুণ্য প্রকাশ করে না। ঐ নৈপুণ্যও তাহাদের পরীক্ষার ফল নহে;—শুদ্ধ স্বভাব-দত্ত বিজ্ঞান। পরীক্ষার ফল হইলে তাহার ক্রমশঃ উন্নতি হইত; তাহা না হইয়া মৌচাকের দোষ গুণ পূর্ব্বাপর সমভাবে আছে। মনুষ্যের রীতি তদ্রূপ নহে। দেখ প্রাচীন অসভ্য ব্রীটনদিগের কুটীর হইতে

এইক্ষণকার সভ্য ইংরাজদিগের অট্টালিকা কত সহস্র গুণ উত্তম ?

মনুষ্য সর্ব্বত্র উন্নতীচ্ছুক হইবাতে স্থানভেদে সভ্যতার ও অবস্থা-ভেদ হইয়াছে। আদৌ মনুষ্য বনে মৃগয়াদ্বারা মাংস ও তত্রত্য বৃক্ষের ফল আহরণ করিয়া তদবলম্বনেই কাল যাপন করে। এবং সর্ব্বদা পশু অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিয়া আপন২ অপত্যদিগকে শিক্ষা দিবার ও বিদ্যাদি অনুশীলন করিবার সময়াভাব প্রযুক্ত তৎকর্ম্মে মনোযোগ করে না। আপনারাও যৎসামান্য কুটীর ও দ্রোণী নির্ম্মাণ ভিন্ন অন্য কোন শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা, কিম্বা পরিচ্ছদ কারণ পশু চর্ম্ম এবং বল্কল ভিন্ন অন্য কোন বস্তু প্রস্তুত, করে না। তৎপরে গো, অশ্ব ও মেষাদিকে প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের দুগ্ধে ও মাংসে অক্লেশে পোষণ হইবায় এবং তাহাদিগকে চারণ করিতেও অধিক কাল ব্যয় না হইবায় মনুষ্যের যথেষ্ট অবকাশ হয়। ঐ অবকাশে স্বভাবতঃ কর্ম্মেচ্ছুক ব্যক্তিরা উপস্থিত মেষাদির লোমদ্বারা বস্ত্র বপন করিতে নিযুক্ত হয়; এবং গৃহ নির্ম্মাণ করিতেও যথেষ্ট অবকাশ পাইয়া অধিক কাল ব্যয়দ্বারা অধিক পরিশ্রমে নৈপুণ্য প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকার কর্ম্মে সকল মনুষ্য সম পরিশ্রম ও আগ্রহ প্রকাশ না করাতে মনুষ্যের অবস্থার ভেদ হয়। যে ব্যক্তিরা বহু পরিশ্রম করত উত্তম গৃহ ও নানাপ্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে তাহারা অবশ্যই অন্য হইতে মান্য ও আদরণীয় হয; এবং আপন২ উত্তম গৃহ-সকলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধ্যর্থে তাহারা তত্রস্থ স্থান পরিষ্কার করিয়া স্ব স্ব প্রয়োজনীয় ও মনোমত সুদৃশ্য ফল-পুষ্পের বৃক্ষ রোপণ করে। এই প্রকারে রূঢ় অসভ্যেরা প্রথম রাখাল পরে কৃষক হইয়া আদিম ভ্রমণশীল অবস্থাকে ত্যাগ করত পরস্পর নিকটে২ দলবদ্ধ থাকিয়া গ্রামস্থ হয়। পরিশেষে কৃষি কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগদ্বারা আপন২ ক্ষেত্র হইতে অধিক ফল লাভ করাতে উদ্বৃত্ত ফলে স্ব২ জ্ঞাতি পরিজন প্রতিপালনে উত্তমরূপে পারগ হয়। এই জ্ঞাতি পরিজনেরাও আপন২ পরিশ্রমদ্বারা কেহ কৃষি কর্ম্মে, কেহ মেষাদি চারণে, কেহ বস্ত্র বপনে, কেহ বা গৃহ নির্ম্মাণাদি কর্ম্মে, নিযুক্ত হইয়া গৃহ-স্বামিদিগের সম্পত্তি তথা বল ও আধিপত্যের বৃদ্ধি করে। কেহ২ বা শিল্পবিদ্যা জ্যোতির্ব্বিদ্যাদিতে মনোনিবেশ করত সভ্যতার বৃদ্ধি করিতে থাকে; এবং ক্রমে এক জনের অনাবশ্যক কোন সম্পত্তি অন্যের অন্য কোন সম্পত্তির সহিত পরিবর্ত্ত করণদ্বারা বাণিজ্যের সূত্র হয়, এবং পরে পরে বাণিজ্যের বৃদ্ধিতে এক দেশের বস্তু অন্যদেশে চালনা কারণ বৃহন্নৌকাদি প্রস্তুত ও তাহাকে চালনা কারণ জল, বায়ু, নদী, সমুদ্র, আকাশ, নক্ষত্রাদির স্বভাব, গতি ও ধর্ম্মাদির অনুসন্ধান, তথা পরস্পর সুশীলতা ও নম্রতা ও শিষ্টতা ও সৌজন্য প্রকাশ, ও বুদ্ধি, ও জ্ঞান, ও বিদ্যাদির আলোচনা করিতে যাহাদিগের যে প্রকার আগ্রহ হইয়াছে তাহারা তদ্রূপ সভ্যতা ও সচ্ছন্দতা ও সুখভোগ করিতেছে।



কুঞ্চিত চুড় আরিকারি।

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের দ্বিতীয় সংখ্যায় টৌকন পক্ষির প্রসঙ্গে আরিকারি পক্ষির উল্লেখ হইয়াছে; এবং তাহার লক্ষণ বিষয়েও যৎকিঞ্চিৎ উক্ত হইয়াছে। অপর আরিকারি পক্ষির স্বভাব টৌকনের

তুল্য, সুতরাং তদ্বিষয়ের পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই, অতএব সম্প্রতি পূর্ব্বপত্রে মুদ্রিত চিত্র-দ্বারা লক্ষিত আরিকারি পক্ষি বিশেষের শারীরিক বিবরণ মাত্র লেখিতব্য।

আরিকারির চঞ্চু টৌকন পক্ষির চঞ্চুর ন্যায় অতি দীর্ঘ, এবং তাহার উভয় পার্শ্ব করাতের দন্তবৎ অসম। চঞ্চূর্দ্ধ্ব-খণ্ড নারাঙ্গিবর্ণ; এবং তাহার উভয় পার্শ্বে মলিন নীলবর্ণের রেখাদ্বয় দৃষ্ট হয়। নাসিকা এক শুক্ল রেখাদ্বারা বেষ্টিত হয়। চঞ্চ্বধঃ-খণ্ডের অগ্রভাগ নারাঙ্গিবর্ণ, এবং অপরাংশ বিচালির বর্ণ। চঞ্চুমূল উজ্জ্বল সুরঙ্গ বর্ণের * এক রেখাদ্বারা বেষ্টিত থাকে। মস্তক কুঞ্চিত, ধাতু-নির্ম্মিতবৎ ক্ষুদ্র২ পক্ষে মণ্ডিত হয়। এবং তাহার বর্ণ কমনীয় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। মস্তকের পশ্চাৎ ভাগ এবং পুচ্ছমূল ঘোরাল রক্তবর্ণ। বক্ষঃস্থল পীতবর্ণ, এবং তদুপরি স্থানে২ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রক্তবর্ণের রেখা-সকল দৃষ্ট হয়। পৃষ্ঠদেশ, পুচ্ছ এবং উরু হরিৎবর্ণ; ডানা কটাবর্ণ; এবং পদ শিশক বর্ণ।

এই মনোহর পক্ষির শরীর আচঞ্চু-পুচ্ছাগ্র-পর্য্যন্ত এক হস্ত দীর্ঘ; তন্মধ্যে পুচ্ছ ৭ বুরুল, চঞ্চু ৪ বুরুল, এবং কণ্ঠ ও কবন্ধ ৭ বুরুল। দক্ষিণ অমরিকাস্থ আমাজন নদীর সুরম্য তট ইহাদিগের বাসস্থান; এবং তথায় ইহারা দল-বদ্ধ হইয়া বাস করে।

ঢাকাই বস্ত্র।

ঢাকাই বস্ত্র সকলেরই প্রিয়; সকলেই ঐ মনোহর পরিচ্ছদের প্রশংসায় ব্যগ্র-চিত্ত হন; অতএব ক্ষণৈক তদ্বিষয়ের আলোচনায়, বোধ হয়, কেহই বিরক্ত হইবেন না। অপিচ হিন্দুদিগের শিল্প-কর্ম্মে নৈপুণ্য বিষয়ে এই অনুপম বস্ত্র এক মহতী ধ্বজা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল পারদক্ষ তন্ত্রবায়েরা ইহার তুল্য বস্ত্র বপনে বহু কালাবধি যত্নশীল আছে; কিন্তু অস্মদ্দেশীয় ঐ জয়-পতাকার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে অদ্যাপি কেহ সক্ষম হয় নাই। ঢাকাই বস্ত্র যৎপরো নাস্তি সামান্য যন্ত্রে প্রস্তুত হয়, কিন্তু সেই সামান্য যন্ত্র ও তদ্ব্যবহার-কর্ত্তৃদিগের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যে বিলাতের অদ্বিতীয় শিল্প-কুশল ব্যক্তিরা বহুমূল্য বাষ্পীয়-যন্ত্র সহকারেও তাহার সদৃশ সূক্ষ্ম পরিচ্ছদ প্রস্তুত করণে পরাস্ত হইয়াছে! দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই অনুপম বস্ত্র প্রাচীন রোমরাজ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া হিন্দুদিগের শিল্প-সাফল্যের অনির্ব্বচনীয় প্রমাণ স্বরূপে গণ্য ছিল, এবং অধুনা ইংলণ্ড দেশের তন্ত্রবায়-দিগের তিরস্কার স্বরূপে জনসমাজে বিখ্যাত আছে। জনৈক সুবিজ্ঞ ইউরোপীয় শিল্পকর ইহার প্রশংসায় কহিয়াছিলেন যে "বোধ হয় ইহা বিদ্যাধরী ও অপ্সরারা বপন করিয়াছে; এতাদৃশ সূক্ষ্ম বস্ত্র মনুষ্যের স্থূল হস্তে সম্ভবে না।" ফলতঃ এই প্রশংসা-বাক্য অপ্রযোজ্য নহে।

ঢাকা প্রদেশের সর্ব্বত্র এই উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হয়; পরন্তু পশ্চাৎ লিখিত নগর-সকল ইহার প্রধান আড়ং। তদ্যথা; ঢাকা, সুবর্ণগ্রাম, ডুমরায়, তিতবাদি, জঙ্গলবাড়ী ও বাজেতপুর। এই সকল নগরমধ্যে ঢাকা সর্ব্বতোভাবে সুপ্রসিদ্ধ। এতন্নগরীয় বস্ত্রার্থে পূর্ব্বকালে পৃথিবীর সকল সুসভ্য দেশহইতে বণিক্-সকল ঐ স্থানে আগমন করিত। অধুনা অল্প মূল্যের বিলাতি বস্ত্র ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হওয়াতে বহুমূল্য ঢাকাই বস্ত্রের প্রতি জনগণের তাদৃশ অনুরাগ ও স্পৃহা নাই; তথাপি ঐ নগর নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

* ঈষৎ পীতাক্ত-রক্তবর্ণ। হয়ব্যবসায়িরা এই বর্ণকে "সুরঙ্গ" শব্দে কহে; এবং আমরা তদ্দৃষ্টে ঐ শব্দ ব্যবহার করিলাম।

অদ্যাপি তথায় নানাবিধ ব্যবসায়িদিগের তদর্থ সমাগম হইয়া থাকে।

বস্ত্র বপনের প্রথম ক্রিয়া সূত্র প্রস্তুত করণ। এই কর্ম্ম ঢাকা প্রদেশে স্ত্রীলোকদ্বারা সম্পন্ন হয়। এই স্ত্রীলোকদিগকে সামান্য লোকে "কাটনী" * বা "সুতাকাটনী" বলিয়া থাকে। এই কাটনীদিগের ত্বগিন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, এবং তদ্দ্বারা ইহারা সূত্রের সূক্ষ্মতা-তারতম্য যে প্রকার উত্তমরূপে অনুভব করিতে পারে, পৃথিবী মধ্যে এমত আর কুত্রাপি কোন জাতি পারে না। অল্প-বয়স্কা স্ত্রীরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে; বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইলে, তাহাদিগের নয়ন ও ত্বগিন্দ্রিয় তৎকর্ম্মে অপটু হয়, সুতরাং তাহারা আর তত উত্তমসূত্র প্রস্তুত করণে সক্ষম থাকে না। পূর্ব্বাহ্নে বেলা ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত, ও অপরাহ্নে ৪ ঘটিকার পর সূত্র কাটিবারসময়। এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ে বিশেষতঃ রৌদ্র প্রখর থাকিলে, উত্তম সূত্র প্রস্তুত হয় না। "মলমল্ খাস্" নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র বুনিবার সূত্র অতি প্রত্যূষে কাটিতে হয়; এবং যদ্যপি সেই সময়ে কাটুনীর চতুর্ব্বর্ত্তিত স্থানে শিশির না থাকে, তবে এক পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া তদুপরি সূত্র কাটিবার প্রয়োজন হয়; নচেৎ সূত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। এই প্রকারে যে সূত্র প্রস্তুত হয় তাহা ঊর্ণনাভের সূত্র হইতেও সূক্ষ্ম। ইহার ১৭৫ হস্ত সূত্রের পরিমাণ এক রতি মাত্র। ফলতঃ ইহার এক সের পরিমাণ সূত্র বিস্তার করিলে প্রায় ৪০০ জ্যোতির্ষী ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত হয়!!! অপিতু এই অদ্ভুত সূত্র যাদৃশ সূক্ষ্ম, ইহা প্রস্তুত করণে তৎপরিমাণে শ্রমবাহুল্য। দুই মাস কাল নিয়ত পরিশ্রম করিলে এক তোলক পরিমাণ সূত্র প্রস্তুত হয়; সুতরাং ইহার মূল্যও অত্যন্ত মহার্ঘ হয়। এক সের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূত্র ৬৪০ টাকার ন্যূনে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সূত্র প্রস্তুত হইলে ফেটী বা লুটীর আকারে রক্ষিত হয়। পরে তন্ত্রবায়েরা ঐ ফেটী বা লুটী জলে ভিজাইয়া বংশ নির্ম্মিত এক চরকিতে বেষ্টন করিয়া ঐ সূত্রকে দুই অংশে পৃথক্ করে। যাহা উত্তম তাহা "টানার" * নিমিত্তে ব্যবহার হয়, এবং অবশিষ্ট "পড়েনের" † উপযোগ্য। সূত্র এই প্রকারে পৃথক২ হইলে টানার সূত্র তিন দিবস নির্ম্মল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। চতুর্থ দিবসে উহাহইতে জল নিষ্পীড়ন করত এক চরকিতে বেষ্টন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। অনন্তর তাহা অঙ্গার-চূর্ণ ‡-মিশ্রিত জলে পুনরায় ভিজাইতে হয়। দুই দিবস এই রূপে থাকিলে পর ঐ সূত্রকে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করাযায়। অতঃপর ঐ সূত্র পুনরায় এক রাত্র কাল পরিষ্কার জলে ভিজান থাকিলে মাড় দিবার উপযুক্ত হয়। ঢাকাই প্রদেশে খৈয়ের মণ্ড ব্যবহার আছে; এবং উহা সূত্রোপরি লিপ্ত করিবার পূর্ব্বে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ চুনা মিশ্রিত করিয়া থাকে। এই প্রকারে টানার সূত্র প্রস্তুত হইলে তাহাকে "উত্তম" "মধ্যম" ও "অধম" এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া উত্তম সূত্র বস্ত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে, মধ্যম সূত্র বাম পার্শ্বে, ও অধম সূত্র মধ্য ভাগে, ব্যবহার করিয়া থাকে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র-বপন কালেও এই নিয়মের অন্যথা করে না। পড়েন প্রস্তুত করণে

* সূত্র প্রস্তুত করণের প্রচলিত আখ্যা "সূত্র কাটন", এবং তাহাহইতে সূত্র প্রস্তুতকারিণীদিগের নাম উদ্ভব হয়।

* বস্ত্রের দীর্ঘ সূত্র।

† বস্ত্রের প্রস্থ সূত্র।

‡ অঙ্গার চূর্ণের পরিবর্ত্তে ভূষা অর্থাৎ পাক পাত্রের তলজাত অঙ্গারবৎ পদার্থও ব্যবহার হয়।

পূর্ব্ববৎ পরিশ্রম নাই। তাহাকে এক-রাত্র-কাল জলে ভিজাইয়া তৎপর দিবস প্রাতে মণ্ডে লিপ্ত করিতে হয়; পরন্তু টানার সূত্র এককালে প্রস্তুত হয়, পড়েনের সূত্র প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে হয়; এককালে এক থানের ব্যবহারোপযোগি সূত্র প্রস্তুত করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

পূর্ব্ব প্রকারে সূত্র প্রস্তুত হইলে যথা নিয়মে বপন কর্ম্ম আরম্ভ হয়; কিন্তু স্থানসঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত তাহার বিস্তার বিবরণে অধুনা নিরস্ত থাকিতে হইল। "মল্‌মল্‌খাস্‌" নামক বস্ত্র বপনের উত্তম সময় আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাস। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে তৎকর্ম্ম করিতে হইলে তাঁইতের নীচে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া কেবল প্রাতঃকালে পরিশ্রম করত তাহা সুসম্পন্ন করিতে হয়।

ঢাকা প্রদেশে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হয় তন্মধ্যে মল্‌মল্‌ খাস, সরকার আলি, ঝুনা, রঙ্গ, আব-রওয়াঁ, খাসা, শব্‌নম্‌, আলাবলী, তঞ্জেব, তরন্দম্‌, সরবন্দ, সরবতি, কমিস, ডোরিয়া, চারখানা, এবং জামদানী, এই কএক প্রকার বস্ত্র সর্ব্ব প্রসিদ্ধ।

"মল্‌মল্‌ খাস্‌" মুসলমান্‌ রাজাদিগের আধিপত্য-সময়ে রাজপরিবারেরা ব্যবহার করিত, তৎপ্রযুক্ত ইহা "খাস্‌" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার টানায় ১৮০০ সূত্র থাকে, এবং এক অর্দ্ধ (আধি) থানের পরিমাণ ৮ তোলা ৵ আনা মাত্র!!! ঐ থান অনায়াসে এক বরণাঙ্গুরীর মধ্য দিয়া চালিত হইতে পারে। ইহা বপনে ছয় মাস কাল ব্যয় হয়, এবং ইহার মূল্য ১০০-১৫০ টাকা।

"সরকার আলি" পূর্ব্বাপেক্ষায় মধ্যম। রাজপ্রতিনিধিরা ইহা ব্যবহার করিত, এবং ইহার টানায় ১৯০০ সূত্র থাকে।

"ঝুনা" বস্ত্র এমত অত্যন্ত সূক্ষ্ম যে ইহা পরিধান করিলে শরীরোপরি বস্ত্র আছে এমত বোধ হয় না। ইহার তুলনায় গাজ নামে প্রসিদ্ধ বস্ত্রও অতি স্থূল জ্ঞান হয়। ইহার দুই হস্ত প্রশস্ত বস্ত্রে ২০০০ টানার সূত্র থাকে। মুসলমান্‌ রাজমহিষীরা ও নর্ত্তকীরা এই বস্ত্র ব্যবহার করে; অন্যত্র ইহার ব্যবহার নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থে এই বস্ত্রের ব্যবহার স্ত্রীলোক-পক্ষে নিষেধ আছে। তাবর্নিয়র সাহেব লেখেন যে মুসলমান্‌ রাজাদিগের আজ্ঞাক্রমে কোন বণিক্‌ এই বস্ত্র ক্রয় করিয়া স্থানান্তর করিতে পারিত না।

"রঙ্গ" বস্ত্র পূর্ব্ববৎ, কেবল বপনের প্রথায় স্বতন্ত্র; ও ইহার টানায় ১২০০ সূত্র থাকে।

"আব-রওয়াঁ" অতি প্রসিদ্ধ বস্ত্র। ইহার তুল্য স্বচ্ছ বস্ত্র আর কুত্রাপি হয় নাই। ইহার টানায় ৭০০ সূত্রমাত্র থাকে। যবনেরা ইহার স্বচ্ছতা স্রোতো-জলের তুল্য জ্ঞান করিয়া ইহাকে "আব" (বারি) "রওয়াঁ" (গতি বিশিষ্ট) উপাধি দিয়াছেন। এই বস্ত্রোদ্দেশে কথিত আছে যে কোন সময়ে আওরঙ্গজেব পাদশাহ স্বতনয়ার বর্ণ তাহার বস্ত্র ভেদ করিয়া প্রকাশ হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করাতে সে কহিয়াছিল "পিতঃ, সপ্তস্তর বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, তথাপি আমাকে কেন তিরস্কার করেন"।

"খাসা" বা "জঙ্গল খাসা" পূর্ব্বে সোনারগাঁয় প্রস্তুত হইত। ইহা অন্যান্য মল্‌মল্‌ অপেক্ষা ঘন, এবং অধিক প্রশস্ত। ৩ হস্ত প্রশস্ত খাসা অপ্রাপ্য নহে।

"শব্‌নম্‌" এই মল্‌মল্‌ অতি মনোহর। ইহাকে রজনী-যোগে তৃণময় ক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া রাখিলে উহা শিশিরদ্বারা সিক্ত হইয়া পরদিবস প্রাতে অদৃশ্য হয়; ক্রমশঃ যত দিবা বৃদ্ধি হইতে থাকে তত শিশির শুষ্ক হইলে তাহা পুনরায় দৃষ্টি-

গোচর হয়। সর্ব্বোত্তম শবনমের টানায় ৭৮০ সূত্র থাকে।

স্থানাভাব প্রযুক্ত "আলাবালি" "তঞ্জেব" ইত্যাদি বস্ত্রের বিবরণ অধুনা বিবৃত হইল না। অবকাশমতে এবিষয়ের পরিশেষ ও ঢাকাই বস্ত্র ধৌত করণ প্রণালীর রীতি সম্বন্ধে পুনরায় যৎকিঞ্চিৎপ্রকটিত হইতে পারে।



কেলং বাদুড়।

শিশুক জাতির প্রসঙ্গে (৭০ পত্রে) যে সকল খেচর স্তন্যজীবি প্রাণির উল্লেখ হইয়াছে তন্মধ্যে কেলং বাদুড় অতি প্রসিদ্ধ। ইহার বাসস্থান জাবাদ্বীপ, এবং তত্রত্য সকল বনে এই জীবের সহস্র২ একত্র দলবদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা তথাকার কৃষকদিগের ক্ষেত্রাপহরণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের শরীর এক পক্ষাগ্রহইতে অপর পক্ষাগ্র পর্য্যন্ত ৫ ফুট দীর্ঘ; এবং স্কন্ধ অবধি উরুর ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত এক ফুট। বাহুদ্বয় অঙ্গুলীমূলপর্য্যন্ত ১ ফুট ২ বুরুল দীর্ঘ।

বাদুড় মাত্রের হস্তাঙ্গুলী-সকল অতি দীর্ঘ হয়; এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী ভিন্ন অপর অঙ্গুলীতে নখ থাকে না। পদাঙ্গুলী সকল অতি খর্ব্ব হয়; এবং তাহার প্রত্যেকের অগ্রে অপ্রশস্ত বক্র এক২ নখ থাকে। এই হস্তাঙ্গুলী অবধি পদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক ত্বক্ থাকাতে বাদুড় জাতি উড্ডীন হইতে সমর্থ হইয়াছে।

যে প্রকার মনুষ্য ও বানরদিগের বক্ষঃস্থলে স্তনদ্বয় থাকে, বাদুড়দিগেরও তদ্রূপ। লিনিয়স্ সাহেব এই লক্ষণ দৃষ্টে ইহাদিগকে মনুষ্য-গণ মধ্যে নিরূপণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আধুনিক প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা তাহার অন্যথা করিয়া বাদুড়দিগকে "মাংসাদ বর্গ" মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন।

কতিপয় প্রকার বাদুড় কেবল পতঙ্গ ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করে (পতঙ্গাদ); অপরে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া থাকে, (ফলাদ)। অপর আম কি পক্ব মাংস প্রাপ্ত হইলে সকলেই তাহা আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করে। কেলং বাদুড় ফলাদ, অথচ জাতি-ধর্ম্মানুসারে মাংসাহারে বিরত নহে। কেলং বাদুড়দিগের দেহ কেশদ্বারা মণ্ডিত হয়। ঐ কেশ বাল্যাবস্থায় সূক্ষ্ম ও কোমল ও উজ্জ্বল থাকে; পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত স্থূল ও কঠিন ও কুঞ্চিত হয়। এতৎ কেশের বর্ণ ধূম্রযুক্ত ঘোর কটা; এবং উহা বাদুড়দিগের ডানায় দৃষ্ট হয় না।

বাদুড়দিগের চক্ষুঃ অতি ক্ষুদ্র, এবং দিবসে ব্যবহারোপযোগ্য নহে। কথিত আছে যে ইহাদের পক্ষের প্রতিনিধি-স্বরূপ-অঙ্গুলি-মধ্যগত-ত্বচস্পার্শক শক্তি এমত তীক্ষ্ণ যে তদ্দ্বারা নয়নেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। এই প্রবাদের যাথার্থ্য নিরূপণার্থে স্পালাঞ্জিনি সাহেব এক প্রশস্ত গৃহে কএকটা বস্ত্র কাণ্ডার বিস্তার করিয়া তাহার মধ্যে২ বাদুড় গমনাগমনের উপযুক্ত ছিদ্র করত ঐ গৃহে রজনীযোগে কএক টা অন্ধ বাদুড় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বন্ধন-বিমুক্ত হইবামাত্র বাদুড়েরা উড্ডীয়মান হইয়া অনায়াসে কাণ্ডার মধ্যগত ছিদ্র দিয়া পারাপার হইল কদাপি কাণ্ডার স্পর্শ করিল না। এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষ পর্য্যন্ত জাল প্রসারণ পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় বাদুড় ধরিবার রীতি দৃষ্টে এই আশ্চর্য্য পরীক্ষার প্রতি সন্দেহ জন্মে; কিন্তু স্পালাঞ্জিনি অতি প্রসিদ্ধ শারীর-বিধান-বেত্তা; এবং তিনি কোন জাতি বাদুড় লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, অতএব এ বিষয়ে স্বমত প্রকাশ করণে সঙ্কিত হইতে হইল।

বাদুড়শ্রেণির বৃহৎকায় জন্তু সকল উষ্ণকটি ভিন্ন অন্যত্র বাস করে না। কিন্তু চামচিকা আদি এতৎ শ্রেণির ক্ষুদ্র২ প্রাণিরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তার আছে; এবং সর্ব্বত্রই ইহাদের স্বভাব তুল্য; কেবল যে সকল বাদুড়েরা হিমকটি বন্ধে বাস করে তাহাদের এক বিশেষ আছে। গ্রীষ্ম কালে ইহারা অন্য বাদুড়ের ন্যায় দিবসে নিদ্রিত থাকিয়া রজনীযোগে খাদ্যাহরণে প্রবৃত্ত হয়। ঐ খাদ্য বস্তু শীতকালে হিমকটিবন্ধে অপ্রাপ্য হয়, সুতরাং তৎসময়ে বাদুড়েরা তথায় খাদ্যাভাবে নষ্ট হইত। এই দোষাপনয়নার্থে সর্ব্বনিয়ন্তা এক আশ্চর্য্য নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। ঐ নিয়মানুসারে হিম প্রধান দেশীয় বাদুড়েরা শীতকালে ক্রমাগত ৪। ৫ মাস কাল নিদ্রিত থাকে; এবং ঐ নিদ্রাবস্থায় ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক না হওয়াতে অনায়াসে অক্লেশে কাল যাপন করত বসন্তের প্রত্যাগমনে বৃক্ষ-গুল্মলতাদির সহিত শীত ঋতুর বহুকাল ব্যাপিকা নিদ্রা পরিহরণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্ব২ জীবনের কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

শিখ ইতিহাস।

৩ সংখ্যা। ৭৪ পৃষ্ঠাহইতে ক্রমাগত।

তেগ্‌বাহাদুরের-মৃত্যু বিষয়ে এক গল্প প্রচার আছে। তিনি রাজ-সদনে উপনীত হইলে, আওরঙ্গজেব পাদসাহ তাঁহাকে কোন অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন; এবং তদুত্তরে তিনি কহিয়াছিলেন, যে "কেবল ঈশ্বরোপাসনা করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য; তথাপি আমি এক আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ করিব, দৃষ্টি কর। এই এক কবচ লিখিয়া দিতেছি, ইহা যে ব্যক্তি ধারণ করিবেক, তরবালদ্বারা কদাপি তাহার মস্তকচ্ছেদন হইবেক না।" এই বাক্য কথনানন্তর তিনি আপন গল-দেশে ঐ কবচ বন্ধন করত ঘাতকের নিকটে কণ্ঠপ্রসারণ করিলে সে তৎক্ষ-

ণাৎ তীক্ষ্ণাস্ত্রদ্বারা অক্লেশে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেক। রাজসভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি এই ঘটনা দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তেগবাহাদুরের গলদেশহইতে ঐ কবচ বিমুক্ত করত পাঠ করিয়া দেখিলেন যে তাহাতে "সির দিয়া সর্‌-ন দিয়া," অর্থাৎ মস্তক দিলাম, কিন্তু আপন গুপ্ত বাক্য প্রচার করিলাম না, অথবা, আমার প্রাণ দণ্ড হইল, তথাচ আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই, এই বাক্য লেখা আছে। এই গল্প যাহা হউক ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে রাজবিপ্লবকরণ অপরাধে তেগ্‌-বাহাদুরের প্রাণ দণ্ড হইয়াছিল।

দিল্লি নগরে যাত্রার পূর্ব্বেই তেগবাহাদুর গোবিন্দ নামা স্বীয় পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্রকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া আপন বৈরনির্য্যাতন বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আদৌ মোসলমানদিগের হস্তহইতে পিতৃশব উদ্ধার করত যমুনা-তটে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিলেন। পরে পিতার শত্রুদিগের অত্যাচার ও স্বজাতির দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করত মোসলমান জাতির প্রতি তাঁহার মনে এক প্রবল দ্বেষ জন্মিল, কিন্তু আপন তরুণত্ব ও দুর্ব্বলত্ব প্রযুক্ত তৎপ্রতিকারে প্রবৃত্ত না হইয়া কিয়ৎকালের নিমিত্তে শ্রীনগর-পর্ব্বতে মৃগয়া ও প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনাদ্বারা কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গও তদ্বিষয়ে কোন অন্যথা চেষ্টা করে নাই; সকলেই নির্ব্বিবাদে দিনপাত করিতে লাগিল।

এই প্রকারে বিংশতি বৎসর অতীত হইলে গোবিন্দ রায় আপন প্রকৃত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন; পরন্তু ঐ বিংশতি বৎসর বিফলে ব্যয় হইয়াছিল, এমত নহে। ঐ সময়ে তিনি বিদ্যার আলোচনাদ্বারা বুদ্ধি-বৃত্তির বিস্তার করিয়াছিলেন; শৌর্য্য-গুণদ্বারা স্বজাতীয়দিগকে স্বমতে বশীভূত করিয়াছিলেন; নানা জনগণের সহবাসদ্বারা তাহাদের রীতি নীতি অবগত হইয়াছিলেন; এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত কর্ম্মকুশলতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল গুণ-সহকারে স্বজাতীয়-জনসমূহকে দুর্দশা-পঙ্কহইতে উদ্ধার করিতে এবং যবনদিগের বিশাল রাজ্যের সমূলোৎপাটন করিতে সচেষ্ট হইলেন। পুরাকালের মহারাজ ও যোদ্ধাদিগের মাহাত্ম্য তাহাঁর মনোমধ্যে বিরাজমান ছিল; এবং তদ্দৃষ্টান্তে আপনিও মহদ্‌গুণশালী হইবেন এই লালসাও তাহাঁর হৃদয়ে প্রাপ্তাবকাশ হইয়া নিতান্ত বলবতী হইয়াছিল। তিনি কহিতেন যে গোরক্ষনাথ, রামানন্দ, মহম্মদ আদি অনেকে জনগণকে পাপহইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যের প্রতি নির্ভর না করিয়া স্ব ২ মতপ্রচারদ্বারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য না হইয়া সমূহ অনিষ্টই করিয়াছেন। কেবল তিনি যথার্থ ধর্ম্ম বিতরণার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এবং পাপের ধ্বংস ও ধর্ম্ম বিস্তৃত করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পরন্তু তিনি অন্য মনুষ্যহইতে স্বতন্ত্র নহেন; অন্যের ন্যায় তিনিও ঈশ্বরের দাস; সুতরাং যে কেহ ঈশ্বরবোধে তাঁহাকে উপাসনা করিবেক সে অবশ্যই ঘোর নরকের যন্ত্রণাভোগী হইবেক। বেদ ও কোরাণ পাঠে কোন ফল নাই; মুসলমান ও হিন্দুর ধর্ম্মে কদাপি মুক্তি নাই; বাক্য-বলে ও অঙ্গভঙ্গিদ্বারা ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয় না; তাহাঁর বিবেচনায় কেবল আপনার ন্যূনতা স্বীকার ও অনন্যভক্তিদ্বারাই ঈশ্বর জ্ঞান হয়।

গোবিন্দরায়-প্রণীত "বিচিত্র-নাটক" গ্রন্থে এতদ্রূপ বাক্য ভূরি ২ প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং তিনি যে বুদ্ধির কৌশলে শিষ্যগণকে বশীভূত করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন তাহা তদ্দ্বারা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইতেছে; কিন্তু শিখসম্প্রদায়েরা

তাঁহার মহদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া নানাবিধ অলীক গল্প তাহাঁর সম্বন্ধে প্রচার করিয়াছে। তাহারা কহে যে নৈনা পর্ব্বতে বহুকালাবধি তপস্যা করিয়া উমাদেবীর সন্দর্শন প্রাপ্ত হইলে গোবিন্দ রায় জিজ্ঞাসা করেন যে পূর্ব্বকালে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন কোন্ উপায়ে এক শরদ্বারা জনসমূহকে ভেদ করিতেন; এবং অনন্তর উমাদেবী আদেশ করেন যে ঐ ক্ষমতা তপস্যা ও হোমদ্বারা সাধনযোগ্য। এই দৈববাণীদ্বারা উৎসাহী হইয়া গোবিন্দ রায় কাশীধাম হইতে যড়যজ্ঞ বিশারদ এক আথর্ব্বণিক ব্রাহ্মণকে নিকটে আনাইয়া স্বয়ং এক মহাযজ্ঞ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। হোম শিখা প্রজ্জ্বলিত হইলে হোতারা তাহাঁকে কহিলেন যে ঐ শিখা মধ্যে আয়ুধধারিণী দেবীর আবির্ভাব হইলে নির্ভয়ে যথেচ্ছ বর যাচ্ঞা করা তাহাঁর কর্ত্তব্য। পরন্তু গোবিন্দ রায় ঘোররূপা চামুণ্ডার সন্দর্শনে-ভীত হইয়া আপন অসি প্রসারণ মাত্র করিলেন, কিন্তু বর যাচ্ঞা করিতে অক্ষম হইলেন। দেবী ঐ প্রসারিত অসি স্পর্শ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন, এবং তৎসময়ে উক্ত অগ্নিশিখা মধ্যে এক লৌহ কুঠার দৃষ্ট হওয়াতে ঐ মঙ্গল চিহ্নে সকলেই হর্ষান্বিত হইল। কিন্তু গুরু গোবিন্দের বর যাচ্ঞা বিষয়ক ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন হইল; এবং গুরু গোবিন্দ স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন প্রিয়পাত্র চিতারোহণ না করিলে সেই প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন হইবে না। এই দুর্দ্দৈব ঘটনায় গোবিন্দ দুঃখজ্ঞাপক মৃদুহাস্য করত কহিলেন যে এ পর্য্যন্ত তাহাঁর পিতার বৈরনির্য্যাতন করা হয় নাই, এবং সংসারযাত্রায় তাহার অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্মেরও অবশেষ আছে; এমত সময়ে মাতৃস্নেহে তাঁহার পুত্রেরাও স্থানান্তরিত হইয়াছিল, সম্মুখে উপস্থিত ছিল না কিন্তু তাহাতে বলির অভাব হয় নাই; পঞ্চবিংশতি জন শিষ্য গুরু-কার্য্য-সাধনে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলেন, এবং তন্মধ্যে এক জন ইষ্টদেবের আদেশে পরমাহ্লাদে চিতারোহণ পূর্ব্বক দেবীর কোপ শান্তি করিলেন।

অতঃপর গুরুগোবিন্দ সপার্শ্বদিগকে এক মহতী সভায় আহ্বান করিয়া তাহাদিগের সদনে আপন ধর্ম্মবীজ রোপণ করিলেন। তিনি কহিলেন, "অদ্যাবধি এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার হইল; এবং এই ধর্ম্মানুগামিরা "খালসা" * উপাধি বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র জয়ী হইবেক। কেবল সত্যের অনুশীলনদ্বারা একান্তচিত্তে ঈশ্বরোপাসনা করা কর্ত্তব্য, কেহ কোন প্রতিমা রচনাদ্বারা সর্ব্বশক্তিমানের অবজ্ঞা করিও না। ভক্তিভাবে খালসা দৃষ্টে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়। সকলকে এক হইতে হইবে; অধম উত্তম হইবেক; জাতিভেদ উচ্ছন্ন করিতে হইবেক; এবং আমার নিকট দিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া চতুর্ব্বর্ণ একত্রে এক পাত্রে ভোজন করিবে। যবনদিগকে ধ্বংস করিতে হইবেক; এবং তাহাদের মধ্যে মহাত্মাদিগের সমাজ অবমানিত করিতে হইবে। যজ্ঞপবিত্র বিসর্জ্জন পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে হইবে; মুক্তির উপায় খালসা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ধর্ম্মে অনন্যচিত্ত হইয়া সকলে আমার অনুগামী হও। ফলতঃ কীর্ত্তিনাশ কুলনাশ, ধর্ম্মনাশ ও কর্ম্মনাশ না করিলে মুক্তি নাই।" এই সকল বাক্যে তাঁহার হীনজাতীয় শিষ্যেরা আহ্লাদ পূর্ব্বক একত্রে অমৃতসরে স্নান করিয়া তত্রত্য মন্দিরে ভজনা করিতে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিল। কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষেত্রীয় শিখেরা অসন্তোষ প্রকাশ করাতে

* খালস্ শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ; এবং তাহাহইতে খালসা হইয়াছে; এবং বিশুদ্ধ বা ঈশ্বরের চিহ্নিত জাতি এই অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে।

গুরুগোবিন্দ কহিলেন; "অধমকে উত্তম করিতে হইবেক ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং অতঃপর তাহারাই আমার পারিষদ হইবেক"। এবং এই বাক্য কথনানন্তর এক পাত্রে কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া দেবীস্পৃষ্ট অসিদ্বারা তাহা বিলোড়ন করিলেন। এমত সময়ে দৈবযোগে তাঁহার স্ত্রী পঞ্চপ্রকার মিষ্টান্ন লইয়া তাঁহার সদনে আগমন করাতে সকলেই তদ্দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইল; কারণ এই শুভ লক্ষণদ্বারা ব্যক্ত হইল যে খাল্‌সা বহু-প্রজাকীর্ণ হইবেক। গোবিন্দ ঐ মিষ্টান্ন জলে মিশ্রিত করিয়া পাঁচ জনা প্রধান শিষ্যের অঙ্গে নিক্ষেপ করত তাহাদিগকে "সিংহ" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক খাল্‌সা পদে সমাবিষ্ট করিলেন। এবং স্বয়ং তাহাদিগের হস্তদ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রথানুসারে সিংহ পদে অভিষিক্ত হইয়া এই রীতি প্রচার করিলেন; যে "অতঃপর সকলেই এই প্রকারে অভিষিক্ত হইবেক; এবং পাঁচ জনা শিখ একত্র না হইলে কেহ শিখপদে দিক্ষিত হইতে পারিবেক না। ইন্দ্রিয়াগোচর জগদীশ্বর ভিন্ন অন্য কাহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। এবং নানক ও তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগকে মান্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ধর্ম্মগ্রন্থ ভিন্ন কোন প্রত্যক্ষ পদার্থকে প্রণাম করিও না। সময়ে২ অমৃতসরে অবগাহন করা, ও সর্ব্বদা অস্ত্রধারণ করা সকলের উচিত কর্ম্ম; ও যুদ্ধ ব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ হওয়া অত্যন্ত নিষিদ্ধ। সর্ব্বাগ্রে সমর ক্ষেত্রে শত্রুনাশে যে কেহ অগ্রসর হয় সে অত্যুৎকৃষ্ট ফলভাগী হইবে। যুদ্ধে পরাস্ত হইলেও ক্ষুন্নমনাঃ হওয়া কর্ত্তব্য নহে; ও শিখাচ্ছেদ করাও অত্যন্ত গর্হিত।

এই সকল উপদেশদ্বারা গোবিন্দ সিংহ তাঁহার শিষ্যদিগের মন মোহিত করিয়া অতঃপর তাহাদিগের সাহায্যে শত্রুদমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদর্থে প্রথমতঃ তাহাদিগকে ভিন্ন দলে বিভাগ করিয়া এক২ দলের অধ্যক্ষ স্বরূপে এক২ জন বিশ্বাসযোগ্য প্রধান শিষ্যকে নিযুক্ত করিলেন। কথিত আছে যে এতদ্ভিন্ন এক দল পাঠান সৈন্যকেও স্বকর্ম্মসাধনার্থে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তথা শতদ্রু ও যমুনা নদীতটের স্থানে২ কএকটা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় শত্রুহইতে পলায়ন করিয়া আশ্রয় পাইবার উপায় স্থির করিয়াছিলেন।

অশুদ্ধ শোধন।

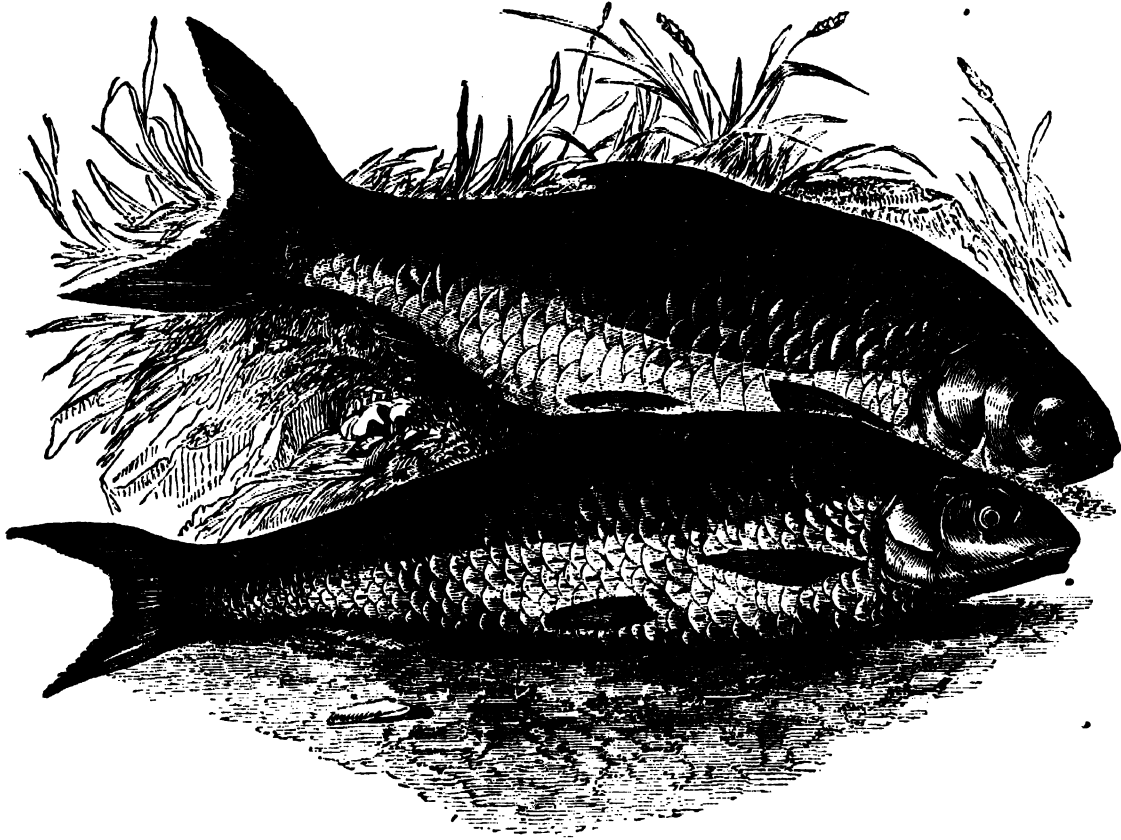
৬৬ পত্রের দ্বিতীয় স্তম্ভের শেষ পঁক্তিতে "উৎকৃষ্ট" শব্দের পরিবর্ত্তে, উৎকৃষ্টা, হইবেক। ৬৭ পত্রের প্রথম স্তম্ভে ৩ পঁক্তিতে "মহালতার" পরিবর্ত্তে, মহীরুহের, ও ২ স্তম্ভে ৩১ পঁক্তিতে "সুর" শব্দের পরিবর্ত্তে, সুরয়্, হইবেক। ৬৮ পত্রে ১ স্তম্ভে ২১ পঁক্তিতে "কার" শব্দের স্থানে, কর, ও "নখকুলা দন্ত গুলা;" পদের স্থানে, নখ কুলা, দন্ত মূলা, হইবেক। ৬৯ পত্রে-১ স্তম্ভে ৯ পঁক্তিতে "অপ্রাপ্য" শব্দের স্থানে, অপর্য্যাপ্ত, হইবেক। তথা ৭১ পত্রে ২ স্তম্ভে ১৩ পঁক্তিতে "বেগবত" শব্দের স্থানে, বেগবতী, হইবেক। ৭৫ পত্রে ১ স্তম্ভে ১০ পঁক্তিতে "পরিবর্জন" শব্দের পর, বিষয়ক বিশিষ্ট বোধ, এই পদ হইবেক। এবং ৭৬ পত্রে ২ স্তম্ভে ১৮ পঁক্তিতে "ছিল" শব্দের স্থানে, থাকে, হইবেক।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৪, বৈশাখ। [৭ সংখ্যা।



রোচ্ এবং ডেস মৎস্য।



নউদরপরায়ণপণ্ডিতলিখিয়াছেন;

কেচিদ্বদন্ত্যমৃতমস্তি সুরেশলোকে,
কেচিদ্বদন্তি বনিতাধরপল্লবেষু।
ক্রমোবয়ং সকলশাস্ত্রবিচারদক্ষাঃ
জম্বীরনীরপরিপূরিতমৎস্যখণ্ডে॥

অর্থাৎ "কেহ২ কহেন যে অমৃত ইন্দ্রদেবের ভবনে অবস্থান করে; কেহ২ বা কামিনীদিগের অধর-পল্লবে তাহার স্থিতি-নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা শাস্ত্র সমূহের নির্যাস জ্ঞাত হইয়া

কহিতেছি যে পাতিনেবুর রসে জরা মৎস্যেতেই অমৃত প্রাপ্য।” যদিচ ইহা কেবল কবির বাক্য, তত্রাপি এতদ্দেশীয় মহাশয়দের অনেকে ইহা প্রায় সত্য জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের মতে খাদ্য বস্তুর মধ্যে বড় রোহিত মৎস্যের মস্তক যেরূপ উৎকৃষ্ট তাদৃশ আর কিছুই নাই। ফলতঃ এতাদৃশ মুগ্ধ হইবার উপযুক্ত ঐতদ্দেশে তপস্যাদি নানাবিধ উত্তম২ সুস্বাদু মৎস্যও প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্বিষয়ে কোন মৎস্যপ্রিয় ইংরাজ কহিয়াছেন “বিলাতহইতে এতদ্দেশে আগমন করাতে আমার বিবিধ শারীরিক ক্লেশ হইয়াছে; আমি দুর্ব্বল হইয়াছি; যকৃৎ রোগগ্রস্ত হইয়াছি; অল্পকালে বৃদ্ধ হইয়াছি, বটে, কিন্তু তপস্যা মৎস্য ভক্ষণ রূপ সুখভোগও করিয়াছি, তাহাতেই সকল ক্লেশ দুরীকৃত হইয়াছে।” পরন্তু বঙ্গদেশে যে সকল মৎস্য ব্যবহার আছে তাহার বিবরণেরও বিশেষ রূপে প্রচার আছে; অতএব সম্প্রতি তদ্বিষয়ের কোন উল্লেখ না করিয়া কেবল “রোচ্” ও “ডেস” নামক বিলাতি প্রসিদ্ধ মৎস্য-দ্বয়ের বিবরণ লেখিতব্য হইল।

প্রস্তাবিত মৎস্যদ্বয়ের অবয়ব পূর্ব্বপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হইবেক যে ইহাদের অবয়বানুসারে ইহারা রোহিত মৎস্যের গণ মধ্যে নির্দ্দেতব্য। রোচ্ মৎস্য বিলাতে অত্যন্ত সুলভ: এবং ইহার সহস্র২ মন প্রতি বৎসর মনুষ্য ব্যবহারার্থে ধৃত হয়। ইহার পৃষ্ঠের বর্ণ ঘোরাল সবুজ, এবং তদুপরি নীলবর্ণের আভা দৃষ্ট হয়। ঐ বর্ণ উভয় পার্শ্বে ম্লান হইয়া বক্ষদেশে লুপ্ত হওত উজ্জ্বল রজতাভে ব্যক্ত হয়। নয়ন পুত্তলীর বর্ণ পীত; কর্ণকুপির আবর্ত্তনী রজতবৎ; পৃষ্ঠ-ডানা * ও পুচ্ছের বর্ণ মলিন কটা; বক্ষডানার বর্ণ কমলানেবুর ন্যায়; ও উদর-ডানা ও গুহ্য-ডানার বর্ণ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। রোচ মৎস্যের পরিমাণ এক সের; এবং কদাপি ২-২॥ সেরও হয়। রোহিতগণের অন্য ২ মৎস্যের ন্যায় রোচ্ মৎস্যেরা স্থির-জল-প্রিয়; এবং তড়াগ বা মন্দগামিনী নদীতে নিয়ত বাস করে; ও দিবসে গভীর জলে থাকিয়া রজনীযোগে অল্প জলে খাদ্যাহরণ করে। শীতকালেও ইহারা গভীর জলে অবস্থান পূর্ব্বক বর্ষা ঋতুর প্রাদুর্ভাব সময়ে অনতিগভীর স্রোতোজলে আগমন করিয়া অণ্ড প্রসব করে। ইহার অবয়ব স্বর্ণ-পুঁঠি মৎস্যের তুল্য, এবং বাটা মৎস্যের ন্যায় ইহা কণ্টক পূর্ণ, সুতরাং সুখাদ্য নহে; কিন্তু ইহাতে অতি সুস্বাদু ঝোল প্রস্তুত হয়, এবং তদর্থেই ইহাদিগকে সঙ্গ্রহ করা যায়।

রোচ মৎস্য সম্ভাবতঃ মিষ্টজলপ্রিয়; কদাপি লবণ-সমুদ্র-জলে গমন করে না। ইহাদের বুদ্ধি বৃত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল; এবং তৎপ্রযুক্ত ইংরাজি ধীবরেরা ইহাদিগকে “জল-ভেড়া” নামে বিখ্যাত করিয়াছে।

ডেস মৎস্য রোচের তুল্য, কেবল ইহার শরীর রোচহইতে লঘু ও কৃশ, এবং কতক মৃগাল মৎস্যের ন্যায়। বাটা ও খড়কিয়া বাটার যে রূপ ভেদ ইহাদিগের মধ্যেও তদ্রূপ; ফলতঃ ইহারা উভয়ে বাটা মৎস্যের বংশজাত। ইহার ডানার বর্ণ রোচ্ মৎসের ডানার বর্ণের মত ঘোর হয় না। অপর রোচ্ মৎস্য পুষ্করিণীতে উত্তমরূপে জন্মে, কিন্তু ডেস্ স্রোতোজল না হইলে থাকিতে পারে না। এই মৎস্য-জাতিদ্বয়ের অণ্ড প্রসব করিবার সময় জ্যৈষ্ঠ মাস, এবং মৃদুগামি স্রোতোজলে ঐ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়।

* পৃষ্ঠদেশের উর্দ্ধভাগ স্থিত ডানার নাম পৃষ্ঠডানা। বক্ষদেশের উভয় পার্শ্বে স্থিত ডানার নাম বাহুডানা, তৎ পশ্চাতে স্থিত ডানার নাম বক্ষডানা, তৎ পশ্চাৎ উদরডানা, এবং তৎ পশ্চাৎ গুহ্যডানা।

সম্পত্তি শাস্ত্র।

তাহার লক্ষণ।

যে শাস্ত্রে সর্বসাধারণে ধনোপার্জ্জন করিবার নিয়ম সকল প্রাপ্ত হয় তাহার নাম সম্পত্তি শাস্ত্র।

ধন।

যাহা আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনস্কামনা পূর্ণ করে, এবং যাহার বিনিময়ে আমরা প্রয়োজনীয় বা সন্তোষজনক অন্য পদার্থ সঙ্গ্রহ করিতে পারি, তাহার নাম "ধন"। কতিপয় পদার্থে আমাদের মনের সন্তোষ আপাততঃ করিতে পারে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তনে তোষজনক বা প্রয়োজনীয় অন্য পদার্থ পাইতে পারা যায় না; যথা বায়ু, সূর্য্যকিরণ, এবং জল। অপর কতক্ পদার্থ যে কেবল মনের তোষই সাক্ষাৎ উৎপন্ন করে এমত নহে, কিন্তু যে ২ বস্তুতে আনন্দ জন্মে তাহাও উৎপন্ন করিয়া থাকে; যথা, ধান্য জ্বালানকাষ্ঠ, বস্ত্র, লবণ, লোহা, মুদ্রা প্রভৃতি। এই শেযোক্ত কতিপয় দ্রব্য ধন নামে প্রসিদ্ধ। অবস্থা ভেদে কদাপি পূর্ব্বোক্ত প্রকার পদার্থও বিনিমেয় হয়, সুতরাং তখন ধন পদবাচ্যও হইতে পারে।

এ প্রদেশে অনেকে কেবল স্বর্ণ ও রজতকে ধন বোধ করেন; তাঁহাদিগের পক্ষে ধনের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ আশু বিস্ময়জনক হইতে পারে; কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই ইহার যাথার্থ্য ব্যক্ত হইবেক। যাহার নিকটে এক তোলক মাত্র স্বর্ণ কি রজত নাই আর সে যদ্যপি যথেষ্ট ধান্য বা কার্পাস বা অন্য কোন বিনিমেয় বস্তুর স্বামী হয়, তবে তাহার নিকট অত্যল্প স্বর্ণ বা রজত না থাকিলেও তাহাকে সম্যগ্ ধনশালী কহিবার বাধা থাকে না। ফলতঃ সুবর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার মূল্য কাল্পনিক মাত্র; এবং পৃথিবীতে তাহা না থাকিলে কোন প্রকারে ধনের অভাব হইত না। পূর্ব্বে এতদ্দেশে কপর্দ্দক ধনরূপে ব্যবহৃত ছিল; অধুনা বেঙ্কনোট নামে প্রসিদ্ধ কাগজ-খণ্ড ধনের প্রতিনিধি রূপে গণ্য হইয়াছে; কোন২ দেশে মুদ্রিত চর্ম্ম-খণ্ড বা লৌহ-খণ্ডও ঐ পদাভিষিক্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মূল্য কাল্পনিক অর্থাৎ তত্তদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের কল্পিত, ঐ বস্তুর স্বাভাবিক বিনিমেয় ধর্ম্মের অনুসারে নিরূপিত হয় নাই। প্রস্তুত করণের পরিশ্রম অনুসারে যে সামগ্রীর যে মূল্য নিরূপণ হয়, অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত যে পরিমাণে বদল করা যাইতে পারে তাহাই তাহার যথার্থ বিনিমেয় মূল্য; ইহার অন্যথায় যে কোন মূল্য নিরূপণ হয় তাহা কাল্পনিক মাত্র।

অসাধারণ ধর্ম্ম।

যে গুণে বিষয় সকল আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় সেই অসাধারণ গুণকেই বিষয়ের "অসাধারণ-ধর্ম্ম" কহা যায়। যেমন বায়ুর অসাধারণ ধর্ম্ম প্রাণ রক্ষাকরণ, জলের পিপাসা বারণ, ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ইহারা শিল্প কর্ম্মেও বিশেষ উপযোগী হয়। জ্বালানকাষ্ঠের অসাধারণ ধর্ম্ম এই যে তাহাতে আমাদের খাদ্য দ্রব্য অন্ন ব্যঞ্জনাদির পাককার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

এই গুণকে যখন মানব ব্যবহার সম্পাদন বিষয়ে স্থূলরূপে বিবেচনা করা যায় তখন ইহাকে বিষয়ের "আন্তরিক-অসাধারণ-ধর্ম্ম" কহা যায়।

আমাদের আবশ্যক পদার্থ সঙ্গ্রহ করিতে হইলে যখন কোন বিষয় তজ্জন্য বিনিময় করা যায় তখন তাহার সেই গুণ সম্পত্তি-শাস্ত্রজ্ঞ-ব্যক্তিরা "বিনিমেয় অসাধারণ-ধর্ম্ম" বলিয়া থাকেন। সাধারণে ঐধর্ম্মকে মূল্য শব্দে কহেন। যে সকল বস্তু সর্ব্বত্র সমভাবে প্রচুর হইয়া অবস্থিতি করে;

এবং যাহারা মনের বাসনা পূরণে মানবহইতে কিছুমাত্র সাহায্য গ্রহণ করে না, তাহাদিগকেই আন্তরিক-অসাধারণ-ধর্ম্মশালী বস্তু কহা যায়; যথা বায়ু, এবং দিনকর-কিরণ।

প্রকারান্তরের যে কতিপয় বস্তু মানবীয় চেষ্টা সহকারে তদীয় কার্য্য সম্পাদনে বিশিষ্ট শক্তি-যুক্ত, এবং কোন ২ বিশেষ স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় তাহাদেরই সর্ব্বদা বিনিমেয় অসাধারণ ধর্ম্ম থাকে; যেমন খাদ্য দ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্র, ধাতু, এবং মণিমুক্তাহীরকাদি আকরোৎপন্ন বস্তু বা তজ্জাত পদার্থ।

শেষোক্ত দ্রব্যজাত পদার্থ যে বিনিমেয় অসাধারণ ধর্ম্মশালী তাহা সপ্রমাণ করা যাইতেছে। দেখ যে বস্তুতে পূর্ব্বে কোন বিশেষ গুণ প্রকাশ হয় নাই, কিন্তু পরিশ্রমদ্বারা যদি আমি তাহাতে সেই গুণরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে ঐ অসাধারণ ধর্ম্মযুক্ত বস্তু-সমূহে আমার অনন্য সাধারণ স্বত্ব জন্মে। এবং এই বস্তু সমূহের সঙ্গ্রহে আমরা যত পরিশ্রম করিয়া থাকি তত্তুল্য আর কোন বস্তু না পাইলে তাহার কদাচ স্বত্ব ত্যাগ করি না। যদি কাহারো এই বস্তু লইতে আবশ্যক হয় তাহা হইলে ইহার তুল্য পরিশ্রমে সংগৃহীত বস্ত্বন্তর বিনিময় স্বরূপে আমারে দিয়া তাহা অবশ্যই পাইতে পারেন। কিম্বা ইহার তুল্য বা অতিরিক্ত পরিশ্রম না করিলে যে বস্তু পাইতে পারি না এমত কোন বস্তু দিয়া তাহা লওয়া আবশ্যক। দেখ যদি পরিশ্রম করিয়া একটা মৎস্য ধরি, তাহা হইলে কোন বস্তুর উপকার নিরপেক্ষে তাহা আমি কদাচ কোন প্রতিবাসিকে দিই না। বায়ু ও সূর্য্য কিরণ আমরা কোন বস্তু বিনিময় না করিয়া অনায়াসেই পাইতে পারি; সুতরাং তৎপরিবর্ত্তেও তাহা আমি দিতে পারি না। এক মুহূর্ত্ত পরিশ্রমের ন্যূনে যাহা আমরা সঙ্গ্রহ করিতে সমর্থ হই তাহাও আমরা নিরর্থক অন্যকে দিতে কদাচ স্বীকৃত হই না। একদণ্ড পরিশ্রমে সঙ্গৃহীত বস্তু লইতে যদি গ্রহীতা এক মুহূর্ত্ত পরিশ্রমে অর্জ্জিত দ্রব্য বিনিময় করিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি তাহা কদাচ পাইতে পারেন না; কিন্তু সেই দ্রব্য যদি আমার না থাকে তাহা প্রকারান্তরে পাইবার চেষ্টা করি।

আর এবিষয়ে স্পষ্ট দেখিতেছি, কৃষকেরা তাহাদের পরস্পর পরিশ্রম-সাহায্যে ক্ষেত্রে যে সকল শস্য উৎপন্ন করে, সেই শস্য তুল্যাংশ করিয়া লইবার বাসনায় তাহারা সমভাবে ঐ ক্ষেত্রে শ্রম বিনিময় করিয়া থাকে। এই-রূপ রূপা দিয়া সোণা পরিবর্ত্ত করিতে বাসনা করিলে লোকে স্বর্ণহইতে অধিকাংশ রৌপ্য দিয়া থাকে; কারণ রজত সঙ্গ্রহ করিবার পরিশ্রম অপেক্ষা সুবর্ণ অর্জ্জনের শ্রম অনেক অধিক। এবং ঐ রূপা লোহা দিয়া বিনিময় করিতে গেলে তাহারা তদপেক্ষা লোহা অধিকাংশ অবশ্যই দিবেক। কারণ রূপা সঙ্গ্রহ করণের শ্রম লৌহ সঙ্গ্রহের পরিশ্রম অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ।

অধিকন্তু দেখা যাইতেছে, যে২ বস্তুর সামান্যাকারে বিনিমেয় অসাধারণ ধর্ম্ম থাকে, আর তাহা লোকেরা বিনিময় করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে তদুপার্জ্জনে যে রূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল সেই প্রকার অবিকল পরিশ্রম করিতে হয়; কেননা দ্রব্য উৎপন্ন করণের পরিশ্রমই ঐ দ্রব্যের যুক্তিযুক্ত প্রকৃত মূল্য।

সে যাহা হউক, এ নিয়ম কোন ২ ক্ষণিক আকস্মিক অচিরস্থায়ি বিষয়ে অসঙ্গত হইয়া থাকে। উৎপাদ্যমান উপস্বত্ব বিষয়ে মনে২ যত পরি-

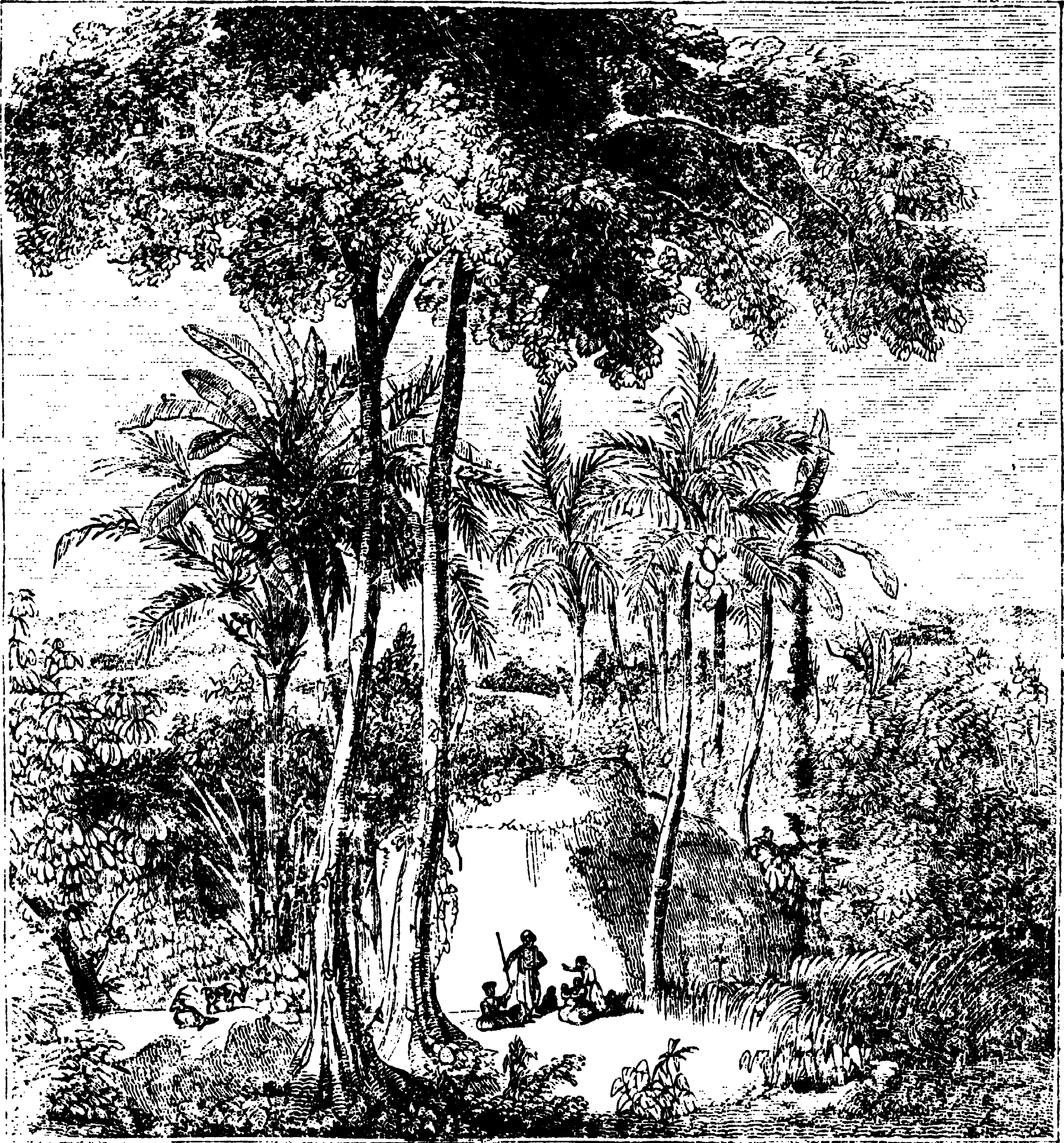
মাণ স্থির করা যায়, কখন ২ তাহাহইতে অধিকাংশও উৎপন্ন হইয়া উঠে। এস্থলে সেই উৎপন্ন বস্তুর স্বামী, বস্তুর নির্দ্দিষ্ট প্রকৃত মূল্যহইতে ন্যূন মূল্যে তাহা দিতে পারেন বলিয়া ক্রেতৃবর্গকে ক্রয় করিতে প্ররোচনা দিয়া থাকেন; কারণ এককালে সমুদয় নষ্ট না করিয়া বরং কিঞ্চিৎ ন্যূনমূল্যে তাহা বিক্রয় করা উচিত বোধ করেন। এতাদৃশ স্থলে উপস্বত্ব অতিরিক্ত হওয়াতে তাহার বিনিমেয়-অসাধারণ-ধর্ম্ম অর্থাৎ মূল্য পূর্ব্ববৎসম না থাকিয়া ন্যূন হইয়া পড়ে। এতদ্বৈপরীত্যে যখন উপস্বত্ব অত্যল্প উৎপন্ন হইয়া উৎপাদকের শ্রম সফল না করে তখন বিক্রেতারা পরস্পর সেই বস্তুর স্বাভাবিক মূল্যহইতে মূল্য বৃদ্ধি করিতে থাকে, এবং ক্রেতারা সেই বস্তুর প্রকৃত মূল্য হইতেও অধিক মূল্য দেয়। ফলতঃ বস্তু অত্যল্প প্রস্তুত হইলেই গ্রাহক অতিরিক্ত হয়, তখন তাহার বিনিমেয় মূল্য বৃদ্ধিহইতে থাকে; এবং যখন বস্তু অধিক হয়, ও গ্রাহক শ্রেণির হ্রাস হয়, সুতরাং তখন তাহার মূল্য ন্যূন হয়। এই প্রকার ক্ষণিক নিয়মের অধীন হওয়াতে কোন বস্তুর মূল্য চিরকাল স্থায়ী হয় না। সচরাচর উৎপন্ন কোন বস্তুর বিনিমেয় মূল্যের সার্ব্বকালিক প্রথা তাহার মূল্য উৎপাদক-শ্রমের প্রতি নির্ভর করে, অর্থাৎ শ্রম পরিমাণে বস্তুর মূল্য-নিরূপণ হয়। যে বস্তু প্রস্তুত করণে অধিক পরিশ্রম তাহার মূল্য অধিক হয়, ও যাহার উৎপাদনে অল্প শ্রম তাহার মূল্যও অল্প।

উৎপত্তি প্রস্তুৎ করণ।

যে কর্ম্মদ্বারা আমরা কোন বস্তুতে বিশেষ মূল্য' সংস্থাপন' করিতে বা মানবীয় প্রয়োজন সাধনে কোন বিশিষ্ট শক্তি বিন্যাস করিতে পারি, তাহার নাম "উৎপত্তি-প্রস্তুত-করণ"। আমরা লোহা জন্মাইতে পারি না; কিন্তু ইহার আকরোৎপন্ন অব্যক্ত ধাতু-পিণ্ডহইতে নির্ম্মল ধাতু বাহির করিতে পারি; পরে তাহাহইতেই স্পাত, এবং সেই স্পাতহইতে ছুরিকাদি তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হই। এই সকল কর্ম্মের নাম "উৎপত্তি"; এবং এই শ্রমসাধ্য উৎপত্তিদ্বারা দ্রব্য-ভেদে লৌহের বিশেষ ২ মূল্য ব্যবস্থাপিত হয়। যে বস্তুতে এইরূপে মূল্য সংস্থাপন করা যায় তাহার নাম "উৎপন্ন" বা প্রস্তুত বস্তু।

মূল ধন।

পরিশ্রমদ্বারা বস্তু প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলে আদৌ যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহার নাম "মূল ধন"। এই লক্ষণানুসারে বস্ত্র প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে কার্পাস মূল-ধন নামে বিখ্যাত হইবে। যে ২ যন্ত্রদ্বারা এই বস্তু প্রস্তুত করা যায় তাহা, এবং যাহার অবলম্বনে শ্রমী বস্তু উৎপন্ন করণ সময়ে প্রতিপালিত হয় তাহাও, মূল-ধন পদবাচ্য। পরিশ্রম সহকারে উৎপন্ন বস্তু যাহাহইতে পুনঃ সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে, যথা শ্রম-সাধ্য সূত্র যাহাহইতে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাতেও মূলধন নাম প্রয়োগ করা যায়।



উপাস্ বৃক্ষ।

প্রাচীন ভ্রমণকর্ত্তারা যে সকল বিস্ময়জনক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশের মূল সত্য; কিন্তু সেই সত্য মূলোপরি নানাবিধ মিথ্যা গল্প আরোপিত হইবাতে অধুনা তাহা জন সমাজের অগ্রাহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পরন্তু ইতি পূর্ব্বে বহুদিবসাবধি ঐ গল্প সকল ইউরোপ-খণ্ডের ব্যক্তিসমূহের মনকে সম্পূর্ণ রূপে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল; এবং সকলেই তাহাতে ধ্রুব জ্ঞান করিত। এই সত্য-সঞ্চারযুক্ত মিথ্যা গল্পের এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল উপাস্ বৃক্ষ। ইংরাজি ১৭৮৫ অব্দে "লণ্ডন মেগেজিন্" নামক এক সাময়িক পুস্তকে এই বৃক্ষ বিষয়ক আশ্চর্য্য গল

প্রথমে প্রকাশ হয়। ফোর্স্ক নামক জনৈক ওলন্দাজ চিকিৎসক ঐ গল্প করেন। তিনি লেখেন যে বহুকালাবধি জাবাদ্বীপে ওলন্দাজদিগের অধীনস্থ সামারাং নগরে বাস করত উপাস্ বৃক্ষের সম্যক্ বিবরণ উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং তদ্বিষয়ে সন্দেহ নিবারণার্থে তিনি আরো কহেন; "আমি কেবল পরিশুদ্ধ অসজ্জীভূত সত্য যাহা আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহাই প্রচার করিতেছি, অতএব পাঠক মহাশয়েরা সত্যবোধে আমার বাক্যে বিশ্বাস করুন"। এতাদৃশ ভূমিকানন্তর ফোর্স্ক সাহেব লেখেন যে জাবাদ্বীপস্থ বাতাবিয়া নগরহইতে ৮১ ইংরাজি ক্রোশ অন্তরে "বোহন উপাস্" নামক এক ভয়ানক বিষ-বৃক্ষ আছে, তাহার ঘ্রাণে জীবমাত্রের ধ্বংস হয়। ঐ বৃক্ষ এক পর্ব্বত-বেষ্টিত উপত্যকা মধ্যে অবস্থিত, এবং তাহার সন্নিকটে অন্য কোন বৃক্ষ কি তৃণ জন্মে না। এই বৃক্ষের গরল আনয়নার্থে তদ্দেশীয় রাজা প্রাণ-দণ্ডোপযুক্ত অপরাধিদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকেন; এবং তাহাদিগের পারত্রিক মঙ্গলার্থে এই বৃক্ষহইতে ১৫।১৬ ইংরাজি ক্রোশ অন্তরে এক আচার্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তিরা গরলানয়নে যাত্রা করিত তাহাদিগকে তিনি তৎকালে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া-থাকিতেন। ফোর্স্ক সাহেব এই বিষয়ের যাথার্থ নিরূপণার্থে স্বয়ং ঐ বৃক্ষ দর্শনে যাত্রা করিয়া উক্ত আচার্য্যের সদনে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, যে সে ব্যক্তি ঐ স্থানে ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত রহিয়াছে, ও ঐ সময়ে ৭০০ ব্যক্তি উপাস্ বৃক্ষের গরলানয়নার্থে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের শতেকের মধ্যে দশ ২ ব্যক্তিমাত্র প্রত্যাগমন করিয়াছে; অপর সকলেই উক্ত বিষবৃক্ষের ঘ্রাণে পঞ্চত্ব পাইয়াছে।। যখন ফোর্স্ক সাহেব উক্ত আচার্য্যের নিকট উপস্থিত ছিলেন তৎ সময়ে কএক জন অপরাধী ঐ ভয়ানক কর্ম্মে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহারা আদৌ আপন ২ বেশভূষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপাদ-মস্তক-পর্য্যন্ত চর্ম্ম নির্ম্মিত কোষে আবৃত করিয়া আচার্য্যের উপদেশানুসারে কোন বিশেষ পথ অবলম্বন করত ঐ বৃক্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। উপাস বৃক্ষের পরিমাণ নিরূপণার্থে ফোর্স্ক সাহেব এই ব্যক্তিদিগকে কএক গাছা রেসমের রজ্জু প্রদান পূর্ব্বক অনুরোধ করেন যে তোমরা আমার নিমিত্তে ঐ বৃক্ষের কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ ও পত্র আনয়ন করিও। এই সকল ব্যক্তিমধ্যে যাহারা উপাস্ দর্শনানন্তর প্রত্যাগমন করিয়াছিল তাহারা তদ্বৃক্ষের দুইটা পত্র আনয়ন করিয়াছিল, এবং ফোর্স্ক সাহেবকে কহিয়াছিল যে উপাস্ বৃক্ষ অতি বৃহৎ নহে; তাহার নিকটে কএকটা চারা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তাহার সন্নিধানে কএক ক্রোশ স্থান মধ্যে আর কিছুমাত্র জন্মে নাই। সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষহইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে, এবং যে কেহ তাহার আঘ্রাণ লয় সে তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। কি মনুষ্য, কি পশু পক্ষী, কি কীট-পতঙ্গ, কি বৃক্ষ-তৃণাদি, কিছুমাত্র এই ভয়ঙ্কর বিষ-বৃক্ষের নিকট অবস্থিতি করিতে পারে না; ও যে সকল ব্যক্তি গরলাহরণে যাত্রা করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগের-মৃতদেহের গলিতমাংস ও অস্থি ভিন্ন জীবদেহের কোন চিহ্নই এই বৃক্ষের নিকট দৃষ্টিগোচর হয় না। ফোর্স্ক সাহেব আরো কহেন যে তত্রত্য রাজপরিবারের কএক জন স্ত্রী অসতীত্বাপবাদ-গ্রস্তা হইবাতে তাঁহার সম্মুখে রাজাজ্ঞায় ঐ গরল লিপ্ত এক ক্রিচঅস্ত্রদ্বারা অত্যল্প আহতা হইয়া সকলেই ৩০ পল কাল মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ সহ্য করত মরিয়া গেল।

ইউরোপখণ্ডে এই গল্প বহু কালাবধি সত্য রূপে প্রচার ছিল; এবং উপাস্ শব্দ সর্ব্বনাশক শব্দের প্রতিবাক্য হইয়াছিল। পরে ১৭৩৩ শকে যখন জাবাদ্বীপ ইংরাজদিগের অধীনস্থ হয় তৎ সময়ে ডাক্তর হর্সফিল্ড সাহেব ইহার যাথার্থ্য প্রকাশ করেন। তিনি সপ্রমাণ করেন যে জাবা ও তন্নিকটবর্ত্তি উপদ্বীপ-সমূহে "ওঙ্কার" বা "উপাস্" নামে খ্যাত এক প্রকার বিষ-বৃক্ষ আছে, এবং তৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা গল্প কল্পিত হয়। ১০২ পত্রে মুদ্রিত চিত্রের পুরোবর্ত্তি স্থানে এই বৃক্ষের অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা উক্তদ্বীপসমূহের সর্ব্বত্র অতি সুপ্রাপ্য; এবং ইহার পরিমাণ ৫০।৬০ হস্ত দীর্ঘ। পুষ্প বিষয়ে এই বৃক্ষের এক বিশেষ লক্ষণ আছে। ইহার সর্ব্বোর্দ্ধ-শাখায় স্ত্রী পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়; এবং অধঃ শাখায় পুংপুষ্প বিকসিত হয়। ইহার ত্বক্ অতি পুরু; এবং তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিলে দুগ্ধবৎ মারাত্মকবিষতুল্য নির্য্যাস নিঃসৃত হয়। ইহার কণামাত্র জীবদেহের শোণিত স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া প্রাণ বিনাশ করে। জাবা-দেশীয় মনুষ্যেরা তাহাদিগের শরের অগ্রভাগ এই গরলে লিপ্ত করে, সুতরাং যে কেহ ঐ শর-বিদ্ধ হয় সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। জাবা ও ওলন্দাজদিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ সময়ে অনেক ওলন্দাজ সৈন্য এই বিষাক্ত শরে আহত হইয়া অত্যন্ত যাতনা ভোগ করত শমনসদন-পরায়ণ হয়, বোধ হয়, তাহা হইতেই উপাস্ বৃক্ষের পূর্ব্ব প্রকাশিত অলীক গল্পের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল।

ইটালি দেশীয় দস্যু।

রাজার প্রধান কর্ম্ম প্রজাপালন; এবং সম্যগ্রূপে তৎকর্ম্ম সাধনে সমূহ যত্ন ও পরিশ্রম করা আবশ্যক। যে সকল রাজারা বা রাজপ্রতিনিধিরা এতাদৃশ গুণশালী নহে, এবং অলস ও অধর্ম্মাচারী ও ধনলোভে বিমুগ্ধ, কিম্বা অকর্ম্মণ্য হন, তাহাদিগের রাজ্যে সুতরাং প্রজাপালন কর্ম্মের ত্রুটি হয়; এবং তত্রত্য দুষ্টলোকে নানাবিধ অনিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বিশেষতঃ তথায় দস্যুবৃত্তিরও যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব হয়। রোম রাজ্যের অধঃপতনের কিয়ৎকাল পরে ইটালি দেশে উক্ত কারণ বশতঃ দস্যুদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। মুসলমানদিগের আধিপত্য নষ্ট হইবার সময়ে এতদ্দেশে ডাকাইত ও বর্গি ও পিণ্ডারিদিগের যে রূপ উন্নতি হয়, এবং তাহারা ভারতবর্ষের যে প্রকার অনিষ্ট করিয়াছিল, ইটালি দেশজ দস্যুরা তাহার কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং কোন২ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় দস্যু হইতে অধিক অনিষ্টকারী হইয়াছিল। রোম নগরের দক্ষিণে সিসিলী দেশ পর্য্যন্ত পর্ব্বতীয় স্থান সকল ইহাদিগের বাসের অতি নিভৃত স্থান। তথায় অবস্থান করত উহারা রাজপথে পথিকদিগের সম্পত্তি হরণ করিত; এবং অবকাশ মতে কখন২ শত২ ব্যক্তি একত্র হইয়া রজনীযোগে ধনাঢ্য গ্রামে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য ব্যক্তিবর্গের সম্যক্ অনিষ্ট করিত। বঙ্গদেশীয় ডাকাইতেরা যে প্রকারে প্রথমতঃ চর প্রেরণ পূর্ব্বক গৃহস্থদিগের অবস্থার বার্ত্তা সঙ্গ্রহ করিয়া পরে দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের ইটালিদেশজ মাতৃষ্বস্রেয় ভ্রাতৃবর্গেরাও সেই প্রথানুসারে চরদ্বারা সংবাদ আহরণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের স্ত্রী কন্যারাই প্রায় চরের কর্ম্ম নিষ্পাদনার্থে নিযুক্ত হয়; কখন২ অন্য



স্ত্রীরাও স্ব২ ধর্ম্মের প্রতি জলাঞ্জলি দিয়া দস্যুদিগের ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হওত তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করে। এই স্ত্রী যাসুরা হস্তে টাকু লইয়া পাট কাটিতে২ ও মৃদুস্বরে গান করিতে২—সময়ে২ স্বীয় কি পরকীয় অপোগণ্ড একটি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া—রাজপথে ভ্রমণ করে। পথিকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নানাছলে তাহাদিগের সহিত আলাপ কৌশল করিতে২ যে স্থানে আপনাদের সহধর্ম্মিরা লুক্কাইত থাকে, তথায় উপনীত করাইয়া ছলক্রমে সত্বরে দস্যুদিগের নিকট গিয়া ইঙ্গিতাদিদ্বারা পথিকদিগকে দেখাইয়া দেয়; এবং দস্যুরা তৎক্ষণাৎ বন্দুকদ্বারা ইষ্টকর্ম্ম সমাধা করে; কখনবা কেবল বন্দুক দর্শাদিয়াই কার্য্য সাধন করে।

বঙ্গ-দেশীয় ডাকাইত অপেক্ষায় ইটালি-দেশজ দস্যুরা অত্যন্ত সাহসিক; বিশেষতঃ বন্দুকধারী হওয়াতে নিতান্ত ভয়ানক হয়। এমত কোন ঘোরতর অনিষ্টকর কুক্রিয়া নাই যাহা নিষ্পাদনে এই দুরাচারিরা অগ্রসর না হয়। নৃহত্যা, ভ্রূণহত্যা, গৃহদাহ, গ্রামদাহ, প্রভৃতি যে কিছু মহাপাপজনক কর্ম্ম আছে তাহা সকলই ইহারা করিয়া থাকে। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে এই দস্যুরা অত্যন্ত বলবন্ত হইয়াছিল; এবং এক২ দলে শত২ ব্যক্তি—কখন২ দুই তিন সহস্র ব্যক্তি—একত্র হইয়া দুর্ভগা ইটালি দেশের অনিষ্ট করিত; এবং রাজসৈন্যদিগের সম্মুখ সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হইত। তত্রত্য রাজাদিগের পরস্পর বিবাদ হইলে কখন২ ইহারা এক রাজসেনাদিগের সহিত পরিগণিত হইয়া বি-

পক্ষ দলের সহিত ঘোরতর সঙ্গ্রাম করিত। এই শোণিত-পিপাসু ব্যক্তিরা নৃহত্যা করিবার উপায় প্রাপ্ত হইলে কদাপি বিশ্রাম করে না, যে কোন প্রকারে হউক নৃশংসব্যাপারে নৃহিংসা ও ধনাপহরণে সর্ব্বদা রত থাকে।

মনুষ্যমাত্রে দলবদ্ধ হইয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে প্রায় স্বতই এক জন কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া থাকে; বিশেষতঃ দস্যুরা এই নিয়মের অন্যথা করে না। প্রত্যেক দস্যু-দলের এক ২ জন দলপতি বা দস্যুপতি থাকে; এবং দলস্থ অপর সকলেই তাহার আজ্ঞাবহ ও ইষ্টাকাঙ্ক্ষী হয়, এবং অনেকে প্রাণপণে তাহার মঙ্গল চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে; কদাপি অনিষ্টকর কোন কর্ম্ম করে না। যে সকল ব্যক্তিরা ঈশ্বরকৃত ও মনুষ্যকৃত সকল নিয়মের বহির্ম্মুখ হইয়া ধর্ম্ম নামক সকল পদার্থে জলাঞ্জলি দিয়াছে—তাহারা যে দলপতির আজ্ঞায় অনন্যমতি হইবেক এবং তৎ প্রতিপালনে প্রাণ দিতেও অগ্রসর হইবেক ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে; পরন্তু ইহা সম্যক্ সত্য, এবং অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে দলপতির প্রাণ রক্ষার্থে দলস্থ অন্য ডাকাইত অনেকে আপন প্রাণ দিয়াছে। ধনপ্রাপ্তিই দস্যুদিগের মুখ্য কল্প, অথচ ঐ ধন সঞ্চয় হইলে দলস্থ সকলেই তাহা দলপতিকে সমর্পণ করে, এবং তাহার নিকট হইতে ঐ ধনের একাংশ মাত্র আপনারা বণ্টন করিয়া লয়।

সর্ব্বদা দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত থাকিয়াও অনেক দস্যুরা ও দস্যুপতিরা সত্যপরায়ণ ও বাক্যনিষ্ঠ হয়; এবং প্রতিজ্ঞাপালনে কদাপি অন্যথা করে না। এতদ্দেশীয় বিশ্বনাথ বাবু নামে খ্যাত দস্যুপতি উক্তবিষয়ের এক দৃষ্টান্ত-স্থল। কথিত আছে যে সে এক দিবস গঙ্গাস্নান করিতেছিল এমত সময়ে এক ব্রাহ্মণ কোন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার বোধে তাহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন; "মহাশয় আমি বহু শ্রমে দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিয়া গৃহে যাইতেছি। মানস যে ঐ অর্থ ব্যয় করিয়া উপস্থিত দুর্গোৎসবে গঙ্গাজল বিল্লদলে মায়ের চরণ সেবা করি। কিন্তু শ্রুত হইলাম যে অনতিদূরে বিশ্বনাথ বাবু নামে এক দস্যুপতি আছে, তাহার হস্তে পতিত হইলে আর ত্রাণ নাই; অতএব প্রার্থনা করি যে মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক জনৈক দৌবারিক সমভিব্যাহারে দিয়া আমাকে গৃহে প্রেরণ করেন"। বিশ্বনাথ বাবু এই প্রার্থনায় স্বীকার করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে স্বালয়ে লইয়া যায়; এবং পর দিবস প্রাতে তাহাকে এক শত টাকা প্রদান পূর্ব্বক দৌবারিক সমভিব্যাহারে গৃহে প্রেরণ করে; এবং তাহার নিকট স্বীকৃত হয় যে আমি নবমীপূজার দিবসে মহাশয়ের গৃহে প্রতিমা দর্শনার্থে গমন করিব। গৃহে আসিয়া ব্রাহ্মণ এই কথা সকলের নিকট প্রচার করাতে শান্তি রক্ষক রাজকর্ম্মচারিরা ঐ অবকাশে এই প্রসিদ্ধ দস্যুকে ধৃত করিবার উপায় স্থির করিতে লাগিল। বিশ্বনাথ বাবু এই বৃত্তান্ত সকল শ্রুত হইয়াছিল, তথাপি আপন সত্য প্রতিপালনার্থে নিয়মিত সময়ে ব্রাহ্মণ-গৃহে আগমন পূর্ব্বক শান্তিরক্ষকদিগের হস্তে পতিত হইল। এই স্থলে মনস্তত্ত্ববেত্তাদিগকে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য যে প্রগাঢ় অর্জ্জন স্পৃহা ও জীবহিংসাদি নানাবিধ কুপ্রবৃত্তির সহিত এতদ্রূপ মিতাচার ও সত্য পরায়ণতা কি প্রকারে বর্ত্তিল?

নীল-প্রস্তুত-করণের প্রথা।



বি দেশীয় ধন সহকারে যে সকল বস্তু এতদ্দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে তন্মধ্যে নীল সর্ব্বাগ্রগণ্য। অধুনা প্রায় ৪০ লক্ষ বিঘা ভূমি এই বস্তু উৎপাদনার্থে নিযুক্ত আছে;

ইহার চাসে প্রায় ৫ লক্ষ ব্যক্তি সপরিবারে জীবিকা প্রাপ্ত হইতেছে; এবং অন্তূতঃ বিদেশীয় কোটিমুদ্রা এতৎকর্ম্মে প্রতি বৎসর ব্যয় হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত এই কর্ম্ম সম্পাদ্য কুঠি ও যন্ত্রাদিতে ইংরাজদিগের দুই কোটি টাকা ন্যস্ত আছে। অধিকন্তু পূর্ব্বে যে সকল নিম্ন ভূমি সর্ব্বদা জলপ্লাবিত হওয়াতে নিষ্কর্ম্মণ্য ছিল তাহা এই ক্ষণে অর্থকরী হইয়া উঠিয়া আছে, এবং বঙ্গদেশে যে ২ স্থানে নীল চাস আরব্ধ হইয়াছে তত্রত্য ভূমির মূল্য সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি হইয়াছে। কলিকাতাহইতে যে একাদশ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য প্রতি বৎসর বিদেশে প্রেরিত হয় তাহার অধিকাংশ চিনি, সোরা, নীল এবং রেশম; সুতরাং এই বস্তু-চতুষ্টয়ে ব্যবসায়িদিগের বিশেষ আদর হইয়াছে। বন্য নীল তরু এতদ্দেশে বহুকালাবধি আছে, এবং পূর্ব্বে তাহাহইতে কিঞ্চিৎ নীল ও প্রস্তুত হইত, কিন্তু নীল বৃক্ষের চাসের প্রথা এতদ্দেশে প্রচার ছিল না, এবং লভ্যজনক কর্ম্ম মধ্যেও তাহা গণ্য ছিল না। ইংরাজদিগের আগমনানন্তর এই প্রথা আরব্ধ হয়, এবং তদবধি ইহার উত্তর ২ সম্যগ্ বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে বঙ্গদেশীয় অন্যান্য কোন চাসের হানি হয় নাই, কারণ নদীতটস্থ নিম্ন ধোয়াট জমি যাহাতে-পূর্ব্বে অন্য কোন চাস হইত না, নীল চাসের নিমিত্তে তাহাই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। নীলকর ব্যক্তিরা এই চাসে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না, ইহারা প্রজাদিগকে তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করণার্থে প্রতি বিঘা ভূমির নিমিত্তে ২-৩ টাকা দাদন ও ভূম্যুপযোগ্য বীজ প্রদান করে, এবং প্রজারা ঐ ধনলোভে তাহাতে নিযুক্ত হয়।

নীলের বীজবপনকর্ম্ম কার্ত্তিক মাসে আরব্ধ হয়। তৎসময়ে নিম্নস্থ ভূমির জল শুষ্ক হইয়া কেবল কর্দ্দম প্রায় হইলে প্রজারা ঐ কর্দ্দমোপরি বীজ বপন করে। ইতিমধ্যে যে সকল ভূমি ত্বরায় শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাহার উপরে কর্দ্দম থাকে না, তাহাকে হলদ্বারা কিঞ্চিৎ কর্ষণ করিয়া তদুপরি বীজ নিক্ষেপ করিতে হয়। কৃষাণেরা রোপণ শব্দের অপভ্রংশে "রোয়ন" শব্দ ব্যবহার করে; এবং তদনুসারে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের রোপিত কর্ম্মকে "কার্ত্তিকী রোয়া" কহে, এবং এই রোয়ার প্রতি বিঘা ভূমিতে ৩ সের পরিমিত বীজ বপন করিয়া থাকে।

যে সকল ভূমি কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে বপনোপযোগ্য না হয়, কিম্বা তৎসময়ে অন্য শস্য উৎপাদনার্থে নিযুক্ত থাকে, তাহাতে চৈত্র মাসে নীল রোপণ করা যায়। কিন্তু নীলকরেরা চৈত্রীয় রোয়া মনোনীত জ্ঞান করে না, কারণ এতৎসময়ে ভূমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে হয়, সুতরাং তাহাতে ব্যয়াধিক্য। পরন্তু এ সময়ে অধিক বীজ প্রয়োজন হয় না; প্রতি বিঘায় চারি সের বীজ নিক্ষেপ করিলেই যথেষ্ট হয়। এতদ্রূপে বীজ বপন করিলেপর কিঞ্চিৎ ঘাস নিড়ান ব্যতীত নীল বৃক্ষের পুষ্টির নিমিত্তে অন্য কোন পরিশ্রম করিতে হয় না; দুই তিন মাস মধ্যেই বৃক্ষ সকল সুপল্লবিত হইয়া নীল প্রস্তুত করণোপযোগ্য হয়। জ্যৈষ্ঠের শেষ অবধি আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত নীল বৃক্ষ প্রস্তুত হইলে চাসিরা এ বৃক্ষ সকল কাটিয়া আন্দাজি ১৷৷ মন পরিমাণের বোঝা বান্ধিয়া পূর্ব্বের নিরূপিত মূল্যে তাহা নীলকরদিগকে বিক্রয় করত প্রাপ্ত দাদন পরিশোধ করে।

নীলকরেরা নীল বৃক্ষের বোঝা সকল প্রাপ্ত হইলে তাহা এক বৃহৎ কুণ্ডে নিক্ষেপ করে। এই কুণ্ডের ইতর "নাম হৌজ", এবং ঐ হৌজ নীল বৃক্ষে পরিপূর্ণ হইলে "তীর" নামে প্রসিদ্ধ এক কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা ঐ বৃক্ষ সকলকে কিঞ্চিৎ দাবন করিতে হয়। তৎ-

পরে ঐ কুণ্ড জলে পরিপূর্ণ করিলে ঐ জল ও বৃক্ষ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, এবং নীলপত্রস্থ বর্ণ জলে দ্রুব হইয়া যায়। যদ্যপি কুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই নীল-পত্র-সকল উত্তপ্ত হইয়া উঠে, অথবা তদুপরি অধিক ধূলি পড়ে তাহা হইলে উত্তম নীল প্রস্তুত হয় না, অতএব নীলপত্র পরিষ্কার ও শীতল স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। কেহ২ কহেন যে আম্রবৃক্ষাদির চারা যে প্রকার বংশ নির্ম্মিত জালিদ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখা যায় তদ্রূপ জালি এক ২ টা নীল পত্রের বোঝার মধ্যে দিয়া রাখিলে পত্র শীতল থাকে, সুতরাং শীঘ্র নষ্ট হয় না।

কুণ্ডে পত্র নিক্ষেপ করিবা মাত্র যদ্যপি তাহা উষ্ণ হইয়া উঠে তবে ঐ পত্রকে দাবন করিবার আবশ্যক থাকে না; কিন্তু তাহা না হইলে, ও শীতল দিবসে, কিম্বা বৃষ্টি হইলে, পত্রকে উত্তম রূপে দাবন করিয়া দরমা দ্বারা কুণ্ড আচ্ছাদন করা কর্ত্তব্য, নচেৎ নীল প্রস্তুত করণে বিলম্ব হয়, এবং মালও উত্তম হয় না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কুণ্ডস্থ পত্রে জল দিলে তাহা উত্তপ্ত হইয়া পত্রের বর্ণ জলে মিশ্রিত হয়; কিন্তু তাহা কত সময় মধ্যে নিষ্পন্ন হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই। সময় বিশেষে কোন ২ কুণ্ডে ৯॥০ ঘণ্টা পরিমাণ কাল মধ্যে তৎকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়; অপর সময়ে বিশেষতঃ বৃষ্টি হইলে তাহার দ্বিগুণ সময় আবশ্যক। যে সময়ে কুণ্ডস্থ জলের বিম্ব সকল ভগ্ন হইলেও তাহার চিহ্ন জলোপরি প্রত্যক্ষ হয়,—যখন মধ্যে ২ মলিন বর্ণের বিম্ব সকল উত্থিত হয়,—যে সময়ে কুণ্ডের অধোভাগস্থ জল তৈলবৎ বোধ হয়, এবং জলের গন্ধ কিঞ্চিৎ গলিত বোধ হয়,—তৎসময়ে জ্ঞাতব্য যে জল সুপক্ব হইয়াছে, অর্থাৎ নীল জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডের সন্নিকটে এবং কিঞ্চিৎ নিম্নে অপর এক কুণ্ড থাকে, এবং ঐ উভয়ের মধ্যে এক ছিদ্র থাকায় অনায়াসে একের জল অন্যের মধ্যে যাইতে পারে। যে সময়ে নীলপত্র জলে ভিজান যায় তখন ঐ ছিদ্র এক ছিপিদ্বারা রুদ্ধ থাকে; জল পরিপক্ব হইলে ছিপি বিমোচন করা যায়।

উত্তমরূপে নীল পত্র গলিত হইলে ছিপি খুলিবামাত্র যে জল মিশ্রিত হয় তাহার বর্ণ উজ্জ্বল কমলানেবুর ন্যায়—নিয়মাতিরেক পরিপক্ব হইলে জলের বর্ণ ঈষদ্ লাল, এবং সুপক্ব হইবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব থাকিলে—জল পীত বর্ণাক্ত হয়।

এক কুণ্ডের জল অপর কুণ্ডে আনিবামাত্র কএক জন মজুর তাহাদের পদ ও বটিয়াদ্বারা এ জলকে বিলোড়ন করিতে থাকে। এই কর্ম্মকে নীলকরেরা "গাজন" শব্দে কহে; এবং ঐ গাজন কর্ম্ম যাহাতে শীঘ্র নিষ্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে তাহারা বিশেষ তৎপর হয়। মজুরদিগের তৎপরতানুসারে গাজন কর্ম্ম শীঘ্র বা বিলম্বে সম্পন্ন হয়; কিন্তু কদাপি-এক ঘণ্টার পূর্ব্বে সমাধা হইতে পারে না; সচরাচর ২-৩ ঘণ্টা কাল প্রয়োজন হয়। ফলতঃ অধিক কাল বিলোড়ন করিলে মাল অধিক হয় বটে, কিন্তু কঠিন হয়; আর অল্প বিলোড়ন করিলে উত্তম, অথচ অল্প হয়। জল উত্তম বিলোড়িত হইলে তদুপরি যে ফেণ জন্মে তাহা উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণবিশিষ্ট বোধ হয়; এবং ঐ জল এক কাচ পাত্রে রাখিলে কিয়ৎকাল পরে তাহা ম্লান পীত-বর্ণাক্ত হয় এবং তাহার নিম্নে নীল থান ২ হইয়া জন্মে। জল অধিক বিলোড়িত হইলে জলের বর্ণ স্বর্ণাক্ত হয়, এবং তাহাতে যে পদার্থ নিপতিত হয় তাহা বালুকা রেণুবৎ এবং কঠিন হয়।

বিলোড়ন কর্ম্ম সমাধা হইলে কুণ্ডস্থ জল দুই তিন ঘণ্টা সময় মধ্যে স্থির হইয়া উপরে পরিষ্কার

জল ও নিম্নভাগে নীলপদার্থ পৃথক্ হইয়া পড়ে। এই সময়ে কর্ম্মকারেরা ঐ কুণ্ডের পার্শ্বস্থ ছিদ্রের ছিপি মোচন পূর্ব্বক জল নির্গত করণানন্তর জমাট নীল পদার্থ বস্ত্র বা কম্বল নির্ম্মিত ছাঁকুনিতে পরিষ্কার করে। এই অবস্থায় ঐ জমাট্ পদার্থকে "গাদ শব্দে কহে." এবং ঐ গাদ ছাঁকা হইলে নির্ম্মল জলে মিশ্রিত করিয়া এক বৃহৎ কটাহে সিদ্ধ করিতে হয়। তিন চারি ঘণ্টা উত্তমরূপে যথেষ্ট জলে সিদ্ধ হইলে ঐ গাদকে পুনরায় ছাঁকিয়া বাফ্‌তা বস্ত্র বেষ্টিত করিয়া ছাঁচে পুরিয়া স্ক্রুযন্ত্রদ্বারা চাপিতে হয়। অনেকে চাপনার্থে এক ২ খানা ছাঁচ ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু সে বড় মন্দ রীতি। দুইখানা ছাঁচ একেবারে ব্যবহার করা ভাল; ইহাতে কর্ম্মও শীঘ্র হয়, এবং নীলের বড়ি স্থূল করিবার নিমিত্তে এক ছাঁচে দুইবার গাদ দিতে হয় না।ছাঁচের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল ছিদ্র থাকে তাহা প্রশস্ত হইলে চাপন কর্ম্ম শীঘ্র নিষ্পন্ন হয়; এবং নীলের বড়িও ফাটে না। ৮ ঘণ্টা চাপিলে বড়ি কাটিবার উপযুক্ত হয়; এবং তখন তাহাতে অঙ্গুলী দিয়া টিপিলে কোন দাগ হয় না। বড়ি কাটা হইলে ৩। ৪ দিবস তাহা এক প্রশস্ত গৃহে রাখিয়া শুষ্ক করিতে হয়; কিন্তু ঐ শুষ্ক করণ সময়ে বড়ি উল্টিয়া দিবার প্রয়োজন নাই; যে অবস্থায় বড়ি রাখা যায় সেই অবস্থায় শুষ্ক করা ভাল। যে সময়ে নীলের বড়ি শুষ্ক হইতে থাকে তৎ সময়ে তদুপরি এক প্রকার শৈবাল জন্মে। ঐ শৈবালের বর্ণ শ্বেত, এবং তাহাহইতেই নীল বটিকার শ্বেতবর্ণ হয়। সামান্যতঃ এই শৈবালকে "ছাতা" কহা যায়, ও যে দ্রব্যোপরি উহা জন্মে তাহাকে "ছাতাপড়া" বলে। নীল বানাইবার রীতি সর্ব্বত্রে তুল্য নহে। যাহা উক্ত হইল তাহা বঙ্গ দেশে প্রসিদ্ধ। অযোধ্যা ও ত্রিহুট দেশে ইহার কিছ অন্যথা হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা বর্ণন করা এইক্ষণে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে।

তিন্নিবেলি দেশীয় পল্লিগার।

ভারত বর্ষের দক্ষিণাংশে মন্নারূ-খাড়ির তটে তিন্নিবেলি নামে এক প্রদেশ আছে। ঐ দেশ কন্যা কুমারী অন্তরীপ অবধি মাদুরা দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বে ইহা আর্কটাধিপতি নবাবের অধীন ছিল। পরে উক্ত নবাবের অন্যান্য সম্পত্তির সহিত ইহা ইংরাজদিগের হস্তগত হয়, এবং অধুনা মান্দ্রাজের অন্তঃপাতি কর্ণাটক দেশের অংশরূপে গণ্য হইয়াছে। এই প্রদেশের বিস্তার ও বিশিষ্টরূপে প্রজাকীর্ণ, বটে; কিন্তু ইংরাজদিগের পক্ষে তত্রত্য জল ও বায়ু ইষ্টকর নহে। সমুদ্রতটে কয়েকটা বিস্তৃত লবণাক্ত জলাশয় আছে, তদ্ব্যতীত ইহার অন্যত্র সুরম্য বৃক্ষাদি ও সুমিষ্ট-জলপূর্ণ নদীতে সুশোভিত। পালামকোট্ট এবং তিন্নিবেলি এই প্রদেশের প্রধান নগর; এতদ্ব্যতীত সমুদ্রতটে তুত্তিকোরিন্ এবং এচিন্নডুর নামে দুই প্রসিদ্ধ বন্দর আছে, তাহাতে বিদেশীয় পোত সকলের সমাগম হয়।

এতদ্দেশীয় প্রজারা প্রায় সকলেই হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী; এবং ভারতবর্ষের অন্যত্র জাতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক যে সকল নিয়ম প্রচার আছে, এখানেও তদ্রূপ। তত্রত্য ভূম্যধিকারিদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, কিন্তুতাহারা কদাপি স্বয়ং ভূমি কর্ষণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না; শূদ্রাদি হীন বর্ণে তাহাদিগের অধীনে তৎ কর্ম্মসম্পন্ন করে। মুসলমানদিগের হস্তে যে যৎকিঞ্চিৎ ভূমি আছে তাহা ক্রীতদাসদ্বারা কর্ষিত হয়।

পূর্ব্বতন কালে এই দেশ বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া "পল্লিগার" নামে বিখ্যাত ভূস্বামিদিগের অধীনে



ছিল। এই ভূস্বামিরা মহাবলপরাক্রান্ত ছিল, এবং সর্ব্বদা লৌহময় কবচ এবং নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিত। যুদ্ধ বিষয়ে ইহারা মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধাদিগের তুল্য, কিন্তু তদ্বৎ-সুনিয়মানুগামী নহে। এক পঁক্তিস্থ ব্যক্তিব্যূহে সম প্রথায় অস্ত্র ধারণ না করিয়া কেহ অসি চর্ম্ম, কেহ বন্দুক, কেহ বা ধনুর্ব্বাণ, কেহ বা শেল লইয়া যুদ্ধ করে, অপর কেহ ২ কুঠার লইয়া সমরপরায়ণ হয়; পরন্তু কেহই খড়্গ পরিত্যাগ করে না। কবচ পরিধান করিলে ইহাদিগের অবয়ব যে প্রকার বিকৃতাকার হয় তাহা উপরে মুদ্রিত চিত্রে ব্যক্ত আছে। মস্তকে লৌহময় উষ্ণিষ্ ধারণ করা ইহাদিগের প্রথা, ঐ উষ্ণিষ্ বক্ষদেশ অবধি দোলায়মান হইয়া পড়ে। দেহাবরণার্থে ইহারা প্রথমতঃ কার্পাস-পূর্ণ অঙ্গরাখা পরিয়া তদুপরি লৌহ শৃঙ্খল নির্ম্মিত কবচ ধারণ করে। ইহাদিগের খড়্গ অতিসুতীক্ষ্ণ; এবং অশ্বারোহি পল্লিগারেরা ঐ অস্ত্র ব্যবহারে অতি তৎপর। যে প্রকার কোন্নাল খড়্গ তুর্ক ও পারসিক জাতীয়েরা ব্যবহার করে তাহা ইহাদিগের মনোনীত হয় না; দুদিকে ধার ঋজু খড়্গ ইহাদিগের প্রিয়; এবং তদ্রূপ উত্তম খড়্গ প্রাপ্য হইলে বহু মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া থাকে। বঙ্গাব্দ ১১৮৯ বৎসরে যখন টেঁপুশাহের সহিত ইংরাজদিগের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিন্নিবেলি দেশীয় পল্লিগারেরা আর্কটের নবাবের সর্ম্মভিব্যাহারে ইংরাজদিগের হৃদ্যতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক টেঁপুশাহের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলে মান্দ্রাজের গবর্ণর কাপ্তান ফুলার্টন সাহেবকে ইহাদিগের দমনার্থে প্রেরণ করেন। ঐ সেনানায়ক বহু পরিশ্রমে এবং পুনঃ২ ঘোরতর সঙ্গ্রাম জয় করত স্বকার্য্য সাধন করেন। তৎপরে সমরকুশল পল্লিগারেরা স্বাধীন হইবার লালসায় কয়েকবার ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু সে আশা সফলা করিতে পারে নাই। কর্নাট দেশের অন্যত্র যে প্রকার বহুল দুর্জয় দুর্গ আছে, তিন্নিবেলি প্রদেশেও তদ্রূপ ছিল, কিন্তু এইক্ষণে তাহার অধিকাংশ

নষ্ট হইয়াছে; এবং অবশিষ্ট ভগ্ন দশায় পড়িয়াছে; বোধ হয়, অল্পকাল-মধ্যেই ধ্বংস হইবেক।

ডোকো জাতির বিবরণ।

আফরিকা খণ্ডের মধ্যবর্ত্তি দেশ সকলের যথার্থ বিবরণ জনসমাজে প্রচার নাই। মঙ্গোপার্ক, ক্লপেল, স্মিথ, বিক্ ও অন্যান্য ভ্রমণকর্ত্তারা উক্তদেশ ভ্রমণোন্মুখ হইয়া পথিমধ্যে যে বিষম ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণে আর কেহ তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন নাই। আর তত্তদ্দেশ বিষয়ে যাহা কিছু প্রচার আছে তাহা জনশ্রুতি মাত্র, সুতরাং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে। অনেকে কহিয়া থাকেন যে আফরিকা খণ্ডের মধ্যস্থান বালুকাময় মরুভূমি; তাহাতে কোন উদ্ভিজ্জ পদার্থ জন্মে না। প্রচলিত ভূগোল গ্রন্থে এই মরুভূমি "সাহারা" নামে প্রসিদ্ধ আছে, এবং ইহার পরিমাণ ভারতবর্ষের দ্বিগুণরূপে নিরূপিত্ত হইয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ের কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ নাই। এই মরুভূমির দক্ষিণে আবিসিনিয়া দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে কাফা নামে এক প্রদেশ আছে; এবং কাফরি-দাস-ক্রয়-করণার্থে ক্রীতদাস-ব্যবসায়িরা তথায় সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া থাকে। বিক্ নামক বিখ্যাত ভ্রমণকর্ত্তা এই দেশে গিয়া তত্রত্য বিজ্ঞব্যক্তিবর্গহইতে ইহার দক্ষিণ পশ্চিমে যে সকল দেশ আছে তাহার যে বিবরণ সঙ্গ্রহ করত প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে "ডোকো" নামে এক বামন জাতি বিশেষের বিবরণ আছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পাঠকবর্গদিগের সুগোচরার্থে-প্রকাশ করা গেল।

বিক্‌সাহেব লেখেন "ডোকোদিগের দেশ কাফাহইতে এক মাসের পথ অন্তর। ইহাতে ক্রীতদাস ব্যবসায়ি ভিন্ন অন্য কেহ গমন করে না। এই দেশে গমনের প্রচলিত পথ কাফাহইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখী। এই পথ দিয়া প্রথম দাম্রু দেশ পরে কুচা ও কুলু দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক ইরোনদী পার হইয়া টুফ্‌টে গ্রামে যাইতে হয়; তৎপরে যে দেশ তাহাতে ডোকোনামক জাতি বিশেষের অবস্থান। *** অন্যত্রের দশ বার বৎসর বয়স্ক বালকেরা যে পরিমাণে দীর্ঘ. ডোকোদিগের স্ত্রী পুরুষেরাও তদ্রূপ; অতি বৃদ্ধ বয়স্ক ডোকোরাও তদপেক্ষায় দীর্ঘ হয় না। ইহারা সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকে; কোন বস্ত্রাদি ধারণ করে না; এবং পিপীলিকা সর্প, মূষিকাদি জন্তু ও অন্যান্য হেয় পদার্থ যাহা অপর মনুষ্যেরা ভোজ্য মধ্যে গণ্য করে না তাহাই ইহারা ভক্ষণ করত দিনপাত করে। কথিত আছে যে পিপীলিকা-সর্পাদি ধৃত করণে ইহারা এতাদৃশ তৎপর যে তন্নিমিত্তে প্রতিবাসী অন্য জাতিদিগের প্রশংসা ভাজন হইয়াছে। তাহারা এই নিকৃষ্ট ভোজ্য এতাদৃশ প্রিয় জ্ঞান করে যে নিয়ত সুখাদ্য প্রাপ্ত হইলেও ইহার অন্বেষণে বিরত হয় না। স্বদেশে ইহারা অলঙ্কার-স্বরূপে সর্প-চর্ম্ম ধারণ করে। এবং বৃক্ষাদি আরোহণ করিতে ইহারা অতি তৎপর. এবং মস্তক অধঃ রাখিয়া ঊর্দ্ধপাদ হইয়া তৎকর্ম্ম সাধন করে। মনুষ্যের দুর্গম্য অতি নিবিড় বন ইহাদিগের বাসস্থান; এবং দাসান্বেষকেরা কখন২ এই বন মধ্যে এক বৃক্ষোপরি বহু সঙ্খ্যক ডোকোদিগকে দেখিতে পাইলে তাহাদিগকে কোন সুদৃশ্য পদার্থ দর্শাইলে তল্লোভে ডোকোরা ভূমিতে নামে তাহাতে তাহারা অনায়াসে ধৃত হয়। ধৃত-করণ সময়ে কোন ডোকো ক্রন্দন করিলে দাসান্বেষকেরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করে; নচেৎ তাহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করত তাহার সমভিব্যাহারিরা পলায়ন করিয়া দাসান্বেষকদিগের শ্রম বিফল করে।

"ডোকোরা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; কিন্তু বি-

বাহ বিষয়ে তাহাদের কোন নিয়ম নাই; ইচ্ছানুসারে পরস্পর স্ত্রী পুরুষে ঐক্য হয়; এবং ইচ্ছানুসারে পৃথক্ হয়। যে পর্য্যন্ত মাতারা পিপীলিকান্বেষণে সক্ষম না হয় তদবধি তাহাদিগের অপত্যকে স্তনপান করায়; এবং ঐ অপত্য স্বয়ং পিপীলিকা ধৃত করণে পারগ হইলে পিতৃমাতার সহিত তাহার আর কোন সংশ্রব থাকে না। ডোকোদিগের মধ্যে কোন পদের ভেদ নাই; সকলেই তুল্য; কেহ কাহাকে আজ্ঞা করে না; কেহ আজ্ঞাবহ নাই; কেহ দেশরক্ষক নাই, এবং স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও কেহ নাই। শত্রুহইতে রক্ষার্থ পলায়ন করাই তাহাদের প্রধান উপায়। এবং নিয়ত তাহাই অবলম্বন করে

"ডোকোদিগের ঈশ্বর জ্ঞান আছে; এবং কখন২ ইহারা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া ঊর্দ্ধে পদ নিক্ষেপ করত অত্যন্ত কাকুক্তির সহিত "ইয়ার" "ইয়ার" শব্দ উচ্চারণ করে; এবং কহে "ইয়ার যদ্যপি তুমি থাক; তবে কেন আমাদিগকে মরিতে দেও; আমরা অন্ন বস্ত্রাদি যাচঞা করি না; কেবল সর্প পিপীলিকা ও মূষিক ভক্ষণ করত দিনপাত করি।" কখন২ ৫ ৬ ব্যক্তি একত্র মিলিয়া এতদ্রূপ ভজনা করে। ফল ভক্ষণ করিলে কদাপি ডোকোরা পরস্পর বিবাদ করত সবল দুর্বলের প্রাণ নাশ করিয়া থাকে।

"ডোকোদিগের ভাষা অতি অস্পষ্ট গুণ২ শব্দ প্রায়; পরন্তু তাহা উহাদের পরস্পর ও দাসান্বেষকদিগের বোধগম্য বটে। অপর দাস রূপে বিক্রীত হইয়া ভদ্র সমাজে নীত হইলে ইহারা সুবুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মে তৎপর হয়; ও স্ব স্বামির সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল চেষ্টা করিয়া থাকে, এতৎ প্রযুক্ত কাফা দেশবাসিরা ডোকোজাতীয় ক্রীত দাসদিগকে কদাপি বিক্রয় করে না।"

কণিকা সমুচ্চয়।

আশ্চর্য্য অভ্যর্থনা।

ব্যবহার বশতঃ নানাবিধ কুৎসিত ক্রিয়া ভিন্ন২ জাতির নিকটে সমাদরণীয় হইয়াছে। নিম্ন লিখিত আচরণ যাহা আমাদিগের পক্ষে ব্যঙ্গ বোধ হইবেক তাহা তিব্বত জাতি মধ্যে সুসভ্যাচরণ রূপে গণ্য হইয়া থাকে। পাদরি হুক্ সাহেব তাঁহার রচিত "চীন ও তাতার দেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত" গ্রন্থে লেখেন যে "উত্তরতিব্বত দেশীয় মনুষ্যেরা পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে অভ্যর্থনা বিধায়ে উভয়েই বাম হস্তে আপন২ বাম কর্ণ ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে মস্তক কণ্ডূয়ন করে. ও আপন ২ জিহ্বা নিঃসৃত করিযা পরস্পর দেখায়"।

উদ্বাহ মাহাত্ম্য।

মহম্মদ স্বীয় প্রণীত কোরাণ শাস্ত্রে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে উদ্বাহ ক্রিয়াকে গণ্য করিয়াছেন; এবং সিন্ধু দেশীয় মনুষ্যেরা ঐ আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত শ্রুতি বাক্যে এমত বিধান আছে যে এক সহস্র বৎসর ব্রত-যজ্ঞে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, এক বিবাহেতে তদপেক্ষায় অধিক ফল প্রাপ্য। অপিচ ব্রতোপাস অপেক্ষা বরযাত্রিদিগের সহিত একত্র হইয়া ভোজন করা অধিক পুণ্যজনক, কারণ ২।। ছটাক স্বর্গীয় খাদ্য দ্রব্য দৈববলে তথাহইতে আনীত হইয়া বরযাত্রিদিগের ভোজ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করে, তাহাকে সমাধি মধ্যে কোন যাতনা ভোগ করিতে হয় না; তাহার গোর স্বর্গীয় জ্যোতিতে প্রদীপ্ত থাকে; এবং ৮০ জন স্বর্গীয় দূত তাহার পরিচর্য্যা করে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৪, বৈশাখ। [৮ সংখ্যা।



কাম্‌স্কাট্‌কা দেশের বিবরণ।

আশিয়া খণ্ডের উত্তর পূর্বাংশে জাপান্ দ্বীপ-মণ্ডলীর উত্তরে কাম্‌স্কাট্‌কা নামে এক বিস্তৃত দেশ আছে। তাহার অধিকাংশ সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত; এবং তদ্ধেতুক ভূগোলবেত্তারা তাহাকে "প্রায়দ্বীপ" শব্দে কহেন। ব্রিটন দ্বীপ যে প্রকার বিস্তার, এবং যে প্রকার শীতল স্থানে স্থিত, এই দেশও তদ্রূপ; কিন্তু ইহার মধ্যভাগে নীহার-মণ্ডিত এক দীর্ঘ পর্বত থাকাতে ব্রিটন অপেক্ষায় ইহা অত্যন্ত শীতল হইয়াছে। এতদ্দেশে গ্রীষ্ম ঋতু অত্যল্পকালস্থায়ী,

এবং তৎসময়ে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়, ও নভোমণ্ডল কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। আর শীত ঋতু দীর্ঘকাল-ব্যাপক ও অত্যন্ত প্রখর; এবং তৎকালে অকস্মাৎ পুনঃ২ ঝড় ও নীহার বর্ষণ হয়। ঐ ঝড় নিতান্ত ভয়ানক, এবং পথিকেরা তাহার আগমন-সময় নিরূপণ করিতে না পারিলে প্রাণে বিনষ্ট হয়। পরন্তু তদ্দেশীয়-লোকেরা আকাশ-দৃষ্টি করত ঝড় ও বৃষ্টি আগমনের এক দিবস পূর্ব্বে তাহা নিরূপণ করিতে পারে; সুতরাং ঐ ঝড়-বৃষ্টিতে তাহাদের অনিষ্ট হয় না। যদি দৈবাৎ কেহ পথি মধ্যে এই ঝড়েতে পতিত হয়, এবং সন্নিকটে কোন গৃহাদি না থাকে, তবে সে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে শয়ন করে, এবং ত্বরায় নীহারদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যায়; পরে ঝড় ও নীহার-বৃষ্টি সমাধা হইলে দেহোপরিস্থ নীহার স্তর ভগ্ন করিয়া গাত্রোত্থান করে। এতদ্দেশে নদী, হ্রদ ও জলাশয় যথেষ্ট আছে, কিন্তু উষ্ণতার অভাবপ্রযুক্ত কৃষিকর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং শস্যাদি সুপ্রতুল উৎপন্ন হয় না। অপিতু বন্য বৃক্ষের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব আছে, এবং মৎস্য ও জলচর পক্ষী সুপ্রচুর প্রাপ্য হওয়াতে শস্যের অভাবে তদ্দেশীয় জনগণের ক্লেশবোধ হয় না। আর্গালি নামক ছাগ বিশেষ এতদ্দেশে অতি সুপ্রাপ্য; তন্মাংস ভক্ষণ ও ব্যাঘ্র ভল্লূকও শৃগালাদির চর্ম্ম পরিধান করত কাম্স্কাট্কা দেশীয়েরা অক্লেশে কাল যাপন করে। তাহাদিগের দেশে তৈল নাই, তৎপরিবর্ত্তে দীপে ব্যবহারার্থে ও মৎস্যাদি ভর্জ্জিত করিতে তাহারা পশুমেদ (চরবি) ব্যবহার করিয়া থাকে।

কাম্স্কাট্কা দেশীয় জলাশয় সকল মৎস্যে পরিপূর্ণ; এবং তত্রত্য ভল্লূক, কুক্কুর, শৃগালাদিও প্রধানতঃ তদ্ভক্ষণ করত প্রাণ ধারণ করে।

এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা তিন বংশে বিভক্ত; এবং তাহারা সকলেই এই ক্ষণে রুশিয়া রাজ্যের অধীন হইয়া স্বীয় প্রাচীন ধর্ম্ম ও ভাষা পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তদ্রাজ্যের ভাষা ব্যবহার, ও তত্রত্য প্রচলিত ধর্ম্ম প্রচার করত কাল যাপন করে। পরন্তু তাহারা অদ্যাপি স্বীয় প্রাচীন ভাষা বিস্মৃত হয় নাই; এবং কেহ২ গোপনে প্রাচীন ধর্ম্মও যাজন করিয়া থাকে। কার্পাস না থাকায় পূর্ব্বে এতদ্দেশে কেবল লোমপূর্ণ পশুচর্ম্ম পরিধান করাই রীতি ছিল। অধুনা রূশীয় লোকেরা প্রতি বৎসর এস্থলে কিঞ্চিৎ কার্পাস বস্ত্র আনয়ন করিয়া থাকে; কিন্তু দুর্দান্ত হিম-প্রধান দেশে লোমশ চর্ম্ম সুলভ ও সুপ্রচুর সত্ত্বে বহু মূল্য কার্পাস বস্ত্র যথেষ্ট ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা কি? কামস্কাটক-লোকেরা স্বতঃ লোমশ-চর্ম্মেই দেহাচ্ছাদন করে; কেবল গ্রীষ্মকালে কিঞ্চিৎ সূত্র-বস্ত্র ধারণ করে। ককরেণ নামক এক জন বিলাতি সেনাধ্যক্ষ তদ্দেশে বহুকাল বাস করত কামস্কাটক এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া বিলাতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তথাকার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবরণ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে এদেশে পাঁচ সহস্র নির্দ্দিষ্ট গৃহস্থ প্রজা আছে, এবং তদ্ব্যতীত অস্থির, ভ্রমণশীল, নির্দ্দিষ্ট-গৃহহীন, রাখাল প্রজা কতকগুলিন আছে, তাহাদের সংখ্যা করা দুষ্কর। নির্দ্দিষ্ট গৃহস্বামিদিগের সম্পত্তি মধ্যে চারি সহস্র কুক্কুর ও দ্বাদশ সহস্র "রিন" নামক হরিণ বিশেষ অগণ্য, এবং সকটাদি বহন কর্ম্ম যাহা অন্যত্র অশ্ব ও বৃষদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এতদ্দেশে তাহা ঐ কুক্কুর ও রিন হরিণদ্বারা সুসম্পন্ন হয়।

আতিথ্যকর্ম্মে এতদ্দেশীয় লোকেরা অত্যন্ত তৎপর; এবং এক২ অতিথিকে ক্রমাগত ৫।৬ সপ্তাহ সমাদরপূর্ব্বক প্রতিপালন করে। তৎপরে খাদ্যাদির অনাটন হইলে মৎস্য-মাংসাদি একত্র

পাক করিয়া এক পাত্রে অতিথিকে প্রদান করিলে সে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করত পরস্পর সন্তুষ্ট হইয়া তথাহইতে প্রস্থান করে। মধ্যাহ্ন সময়ে কেহ কাহারো বাটীতে আগমন করিলে তাহাকে সে দিবস অবশ্যই তথায় আহার করিতে হয়; এবং গৃহস্বামিরা তদর্থে কাহাকে অনুরোধ করেন না। যদ্যপি কেহ এতদ্রীতির অন্যথা করিয়া অনাহারে প্রত্যাগমন করে, তবে গৃহস্বামী আপনাকে অপমানিত স্বীকার করিয়া ঐ অবমানকারির প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হন। প্রস্তর বা ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা এতদ্দেশে নাই। গৃহমাত্রই দারুময় অতি সামান্য; এবং তাহা দুই প্রকার; গ্রীষ্মাবাস, এবং হৈমন্তিকাবাস। গৃষ্মাবাস ১০ হস্ত প্রশস্ত, এবং ৮ হস্ত উচ্চ এক মাচানের উপর নির্ম্মিত হয়, এবং তাহা তৃণাদিদ্বারা আচ্ছাদিত হয়। হৈমন্তিকাবাস মৃত্তিকাদ্বারা লেপিত হয়, এবং তাহার নীচে মাচান থাকে না। অধিকন্তু ইহা গ্রীষ্মাবাস হইতে প্রশস্ত হয়, এবং প্রয়োজনানুসারে অনায়াসে স্থানান্তর করা যাইতে পারে।

আরব দেশের বিবরণ।

(বন্ধুহইতে প্রাপ্ত।)

আরব অতি প্রসিদ্ধ দেশ। আশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ইহা অবস্থিত, এবং মহম্মদীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান। ইতিহাসবেত্তারা যে সকল প্রাচীন দেশের ইতিবৃত্ত জ্ঞাত আছেন তন্মধ্যে এতদ্দেশ অগ্রগণ্য, এবং গণিত ও জ্যোতিঃশাস্ত্রাদির সূত্রপাত এই স্থানহইতেই হয়। ইহার আকার ত্রিকোণমণ্ডল, এবং তন্মণ্ডলের পশ্চিম সীমা রক্ত সমুদ্র, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমা আরব্য সমুদ্র, পারসিক খাড়ি, ও ইউফ্রেটিস্ নদী, এবং উত্তর সীমা তুর্ক দেশ। এই ত্রিকোণমণ্ডল নীল নদীর মুখহইতে ইউফ্রেটিস্ নদী পর্য্যন্ত ৫০০ ক্রোশ প্রস্থ; এবং আডন্ নগরহইতে পালমীরা নগর পর্য্যন্ত ৭৫০ ক্রোশ দীর্ঘ। ইহার সমুদ্র-তটস্থ ভূমি-সকল উর্ব্বরা ও বহু-প্রজাকীর্ণ; এবং অপরাংশ বালুকাময় মরুভূমি। ঐ মরুভূমি-সকল সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত বিস্তৃত; এবং সমুদ্রের মধ্যে যদ্রূপ উপদ্বীপ থাকে ইহার মধ্যে স্থানে২ জলাশয়বিশিষ্ট ও খর্জ্জুর বৃক্ষে মণ্ডিত "ওসিস্" নামে বিখ্যাত জনসমাজ আছে। সমুদ্রযাত্রিরা বিস্তীর্ণ সলিল তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া তথাকার কোন উপদ্বীপে পোঁছিলে যাদৃশ হর্ষিত হয়, আরব দেশের বণিক্ সমূহ তদ্দেশীয় সমুদ্র-তুল্য বিশাল বালুকা ক্ষেত্রের মধ্যে২ এই দ্বীপবৎ ওসিসে উত্তীর্ণ হইলে তাহা হইতেও অধিক সন্তুষ্ট হয়; কারণ এই স্থানে তাহারা প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য ও জল প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ধারণ ও দেশ পর্য্যটন করিতে সক্ষম হয়। সমুদ্র যাত্রিদিগের আবশ্যক সলিল ও খাদ্য-দ্রব্য তাহাদের পোতমধ্যেই থাকে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে উপদ্বীপ তাদৃশ উপকারী বোধ হয় না।

আরবদেশের স্থানে২ অতিগভীর২ কূপ আছে। তাহার গভীরতার পরিমাণ ১০০ শত হস্ত। পথিকেরা জলপানার্থে তথায় গমন করিয়া থাকে, ও তন্নিকটে অনেক বিশ্রাম স্থান থাকাতে সেই স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করে। যদি আরব দেশে ইহা না থাকিত, তবে পথিকেরা প্রান্তর দিয়া যাইতে২ অনেকেই শমন ভবনের অতিথি হইত। পথিকলোকেরা ঐ কূপ দর্শন করিলে নিজ নিজ পথ নির্ণয়ও করিতে সমর্থ হয়। অধিকন্তু এতদ্দেশে কূপ অতি প্রয়োজনীয়, কারণ কখন২ তদ্দেশে ক্রমাগত ২। ৩। বৎসর বৃষ্টি না হইলে অত্যন্ত জলকষ্ট সময়ে ইহাই জীবন প্রাপ্তির একমাত্র উপায় থাকে। কোন২ স্থানে পর্ব্বতের উচ্চতা

হেতুক বৃষ্টি ও বাস্পদ্বারা জল জন্মে। এমন্ নামক দেশের পশ্চিমদিকে আষাঢ় মাসাবধি আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত,—ও পূর্ব্বদিকে অগ্রহায়ণ মাসাবধি ফাল্গুণ মাস পর্য্যন্ত,—ও এয়ামাল-দেশে ফাল্গুণ মাসাবধি চৈত্র মাস পর্য্যন্ত,—বায়ুর গত্যনুসারে নিয়মিত জল বর্ষণ হয়। মরীচিকা এতদ্দেশে স্বতই দৃষ্ট হয়; এবং পথিক লোক তৃষিত হইয়া ঐ মরীচিকার প্রতি জলভ্রমে শীঘ্র গমন করিয়া কেবল বালুকাময় স্থান দেখিয়া হতাশ হওত জলাভাবে মৃত্যুমুখেপতিত হয়। মহম্মদ কোরাণে নাস্তিক লোকের ধর্ম্ম-চর্য্যাকে মরীচিকার তুল্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন। রাজপুতনার পশ্চিম-দেশ-নিবাসি-লোকেরা তত্রত্য প্রান্তরে কখন২ মরীচিকা দেখিতে পায়।

আরব দেশের মধ্যভাগে "মহাপ্রান্তর" নামক মরুভূমি আছে। তাহা ৪০০ ক্রোশ দীর্ঘ, এবং ঐ পরিমাণে উহার প্রস্থতা। ইহাতে কোন প্রকার জলাশয় নাই; প্রত্যুত তথায় এক প্রকার ভয়ানক প্রাণঘাতক "সিমুম্" নামে খ্যাত বায়ু বহন করিয়া থাকে, তাহাতে অনেক বালুকা উড়িয়া পথিকদিগকে নিশ্বাস রোধ করত বিনাশ করে। ঐ বায়ুর আগমনসময়ে মস্তক মৃত্তিকাতে নত করিয়া রাখাই এই আপদহইতে পরিত্রাণ পাইবার সদুপায়। তাহা না করিলে ত্বরায় প্রাণে বিনষ্ট হইতে হয়; বিদ্যুদগ্নিতে লোক মৃত হইলে শরীর যে রূপ শীঘ্র পচিয়া যায়, সিমুম্ বায়ুতে আহত ব্যক্তিদিগের শরীরও সেই রূপ শীঘ্র পচিয়া থাকে।

অন্যত্রে যে প্রকার ঋতু-জ্ঞাপক বায়ু ছয় মাস দক্ষিণহইতে ও অপর ছয় মাস উত্তরহইতে বহে এই স্থানে তদ্রূপ ঋতু জ্ঞাপক-বায়ু-বিশেষ বহে না। তথায় উচ্চ কোন পর্ব্বত নাই, ও বৃষ্টি ও শিশিরের অভাবে তত্রত্য ভুমি কদাচ উর্ব্বরা হয় না।

আরব দেশ ৩ খণ্ডে বিভক্ত, তাহার অধিকাংশ অরণ্যময়। এই দেশে অনেক আগ্নেয় পর্ব্বত ও অনেক উষ্ণকুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডের জল এমত উষ্ণ যে তাহাতে অণ্ড রাখিলে ত্বরায় সিদ্ধ হইয়া যায়। এতদ্রূপ কুণ্ড মুঙ্গেরে ও চট্টগ্রামে "সীতাকুণ্ড" নামে খ্যাত আছে। আডন্ নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর যে স্থানে স্থাপিত ঐ স্থানে পূর্ব্বে আগ্নেয় পর্ব্বতের গুহা ছিল। আরব দেশের পশ্চিমস্থ রক্ত সাগরে কীটদ্বারা অনেক প্রবাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ ঐ প্রবাল বৃদ্ধি হইয়া ক্ষুদ্র২ উপদ্বীপ হইয়া উঠে। তাহামা প্রদেশের গৃহ সকল এই প্রবালদ্বারা নির্ম্মিত। ঐ প্রবাল স্বভাবাধীন জল মধ্যে কোমল থাকে, এবং স্থলে বায়ু সংস্পর্শ হইলে ক্রমে২ কাঠিন হয়।

আরবদেশে দুই প্রধান জাতি আছে; প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। গ্রন্থকারেরা লেখেন, যে তন্মধ্যে প্রাকৃত জাতি শামবংশীয় জক্‌টন হইতে উৎপন্ন; এবং অপ্রাকৃত জাতি ইস্মায়েল্ হইতে পরম্পরাগত। আরব দেশীয় কোরেশ জাতীয়েরাও ইস্মায়েল্ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অহঙ্কার করে। কথিত আছে যে কুশজাতীয়েরা হাবেশ নামক স্বদেশহইতে আপনাদের অনেককে আরব দেশে প্রবাস করিতে পাঠাইয়াছিল।

আরব দেশের মরুভূমিবাসি বিদাইন জাতির বিষয় অতি বিস্ময়জনক। এই জাতীয়েরা স্বাধীনতার অত্যন্তপ্রিয়; এবং তৎপ্রতিপালনার্থে শিলাময় পর্ব্বতে ও নির্জ্জন স্থানে বাস করাও শ্রেয় জ্ঞান করে। ইহারা কহে "পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে প্রধান চারি বস্তু দিয়াছেন; যথা মুকুটের পরিবর্ত্তে উষ্ণিক্ অর্থাৎ পাগড়ি; দুর্গের পরিবর্ত্তে খড়্গ; গৃহের পরিবর্ত্তে শিবির,-এবং লিখিত শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে কবিতা।"

এই জাতীয়েরা ব্যবস্থাবর্জ্জিত,এবং তস্কর-বৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে, ও ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলস্থ ঠগ জাতির ন্যায় ইহারা দেশ লুণ্ঠন বৃত্তিকেই সম্ভ্রম সূচক কর্ম্ম জ্ঞান করে। ইস্মাএল্ নামক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যে প্রকার প্রান্তরে বাস করিয়াছিল, তদনুসারে ইহারাও প্রান্তরে বাস করত, কহে; “ইহা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম”।

এই বিদাইন লোক আতিথ্য ধর্ম্ম অতি যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়া থাকে। তাহাদের লবণ যাহারা একবার মাত্র ভক্ষণ করিতে পায়, তাহারা দস্যুভয়হইতে সম্যক্ নিঃশঙ্ক হয়। পথিকগণ তাহাদের গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাদের আতিথ্য করিতে গৃহস্থেরা পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে। নেজেড়-দেশীয় লোকেরা পথিকদিগকে অতিথি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের মস্তক ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত করে, এবং পথিকেরা রাত্রিকালে তাহাদিগের গৃহ অনায়াসে দর্শন করিতে পারিবেক এই অভিপ্রায়ে স্ব২ ভবন-নিকটে পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখে। এক ব্যক্তি তিন দিবস কাল এক স্থানে অতিথি হইয়া থাকিতে পারে; তৎপরে তথায় থাকিতে হইলে গৃহস্থদিগের গৃহ-কর্ম্মে সহায়তা করিতে হয়।

বিদাইন জাতীয়েরা অনেক বংশে বিভক্ত; এবং পরস্পর ঈর্ষ্যা বশতঃ তাহাদের মধ্যে ভূরি২ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। প্রতি বৎসর চারিমাস ইহারা যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকে, এবং ঐ কএক মাস অতি পুণ্যমাস বোধ করিয়া তৎসময়ে বল্লমের ফলা খুলিয়া রাখে। ঐ সময়ে আপন পিতৃহা কি মাতৃহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কেহ তাহার প্রতি কোন অত্যাচার প্রকাশ করে না।

আরব দেশে মেদিনা নামক এক প্রসিদ্ধ নগর আছে। তাহাতে ২০০০০ সহস্র লোক বসতি করে। তন্মধ্যে মহম্মদের সন্তান এক্ষণে অতি অল্প। এই নগরে মহম্মদের সমাধি গৃহ সংস্থাপিত হওয়াতে তদ্দর্শনার্থে অনেক যাত্রি-লোক সেই স্থানে যাইয়া থাকে। মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর চরমাবস্থায় স্বর্গে পুনঃ২ তুরীধ্বনি হইবেক; এবং তাহার এক২ ধ্বনিতে এক২ সৃষ্টির ধ্বংস হইবেক, ও তৃতীয় তুরী ধ্বনিতে জগৎ নষ্ট হইবে; তাহা হইলে যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গহইতে অবরোহণ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত মহম্মদের গোরমধ্যে মৃত হইয়া অবস্থিতি করত উভয়ে একত্রে স্বর্গারোহণ করিবেন। অধিকন্তু ইহাও বিশ্বাস করে, যে যাহারা এই নগরের প্রধান মস্জিদে ৪০ ঘণ্টা বাস করে তাহাদের আর নরক যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না।

এতদ্দেশীয় নেহেড়্ পর্ব্বতে অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র এবং বানর আছে। এই দেশের উত্তম পশুর মধ্যে অশ্বই প্রধান। ইহার উৎকৃষ্টতার মহিমা পূর্ব্বাপর চিরকাল বিশেষরূপে প্রচার আছে। এই অশ্ব-সকল এতাদৃশ সুশিক্ষিত হয় যে স্ব২ স্বামির সহিত এক গৃহে বাস করে, এবং ঐ অশ্বস্বামিরা তাহাদের প্রতি ভৃত্যবৎ ব্যবহার না করিয়া স্বীয় সখার ন্যায় বোধ করে, এবং পুত্রের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করে। তাহাদিগের উৎকৃষ্ট ঘোটক সকলের কুল রক্ষা করণার্থে এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাদের বংশাবলী লিখিয়া রাখে, এবং কোন ২ জাতীয় অশ্বের দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্তের বংশাবলী ইহারা বর্ণন করিতে পারে; তথায় মহম্মদের অশ্বশালাস্থ ঘোটকের বংশাবলীও বর্ণিত আছে। পরন্তু আরব দেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব অনেক নাই। আখবা হইতে হাড়মাট্ পর্য্যন্ত যে অশ্ব আছে তাহা পাঁচ সহস্রের অধিক হইবেক না; ও

তাহার প্রত্যেকের মূল্য তদ্দেশে ১৫০০ শত টাকা। আরবীয়েরা অশ্বশাবকের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করে, আর কখন তাহাদিগকে কশাঘাত করে না।

অশ্বাপেক্ষায় আরব দেশে গর্দ্দভ অধিক কার্য্যে লাগে; কারণ গর্দ্দভ মরুভূমিতে বাস করিতে পারে, এবং অল্প ও সামান্য বস্তু ভক্ষণ করিয়া স্বচ্ছন্দে থাকে। আরবীয়েরা কুক্কুরকে অপবিত্র জ্ঞান করিয়া মেদিনা নগরে প্রবেশ করিতে দেয় না। মনুষ্য-ব্যবহারোপযোগ্য পশুর মধ্যে আরব দেশে উষ্ট্র সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহা স্থূলকায় হইয়াও অল্প মাংসবিশিষ্ট হওয়াতেই অল্পাহারী হয়, আর উহার খাদ্য শাক এবং কণ্টকবিশিষ্ট তৃণ। তাহাদের উদরে চারি আধার-স্থলী আছে, তাহাতে তাহারা এক সপ্তাহের পানোপযুক্ত জল ধারণ করিতে পারে। তাহাদের হাঁটুতে কড়া পড়া মাংস-পিণ্ড থাকাতে তদ্দ্বারা হাঁটু পাতিবার সময়ে ক্লেশ পায় না। আরব দেশীয় উষ্ট্রের পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে ককুদাকৃতি দুই কুঁজ হয়, এবং তন্মধ্যে দ্রব্যাদি রাখিলে কোন দিকে পড়িতে পারে না। হিমপ্রধান দেশে শীতকালে স্থূলকায় ভল্লূক সকলে অনাহারে নিদ্রায় কালক্ষেপ করত, শীত অতীত হইলে অত্যন্ত কৃশ হইয়া গাত্রোত্থান করে, কিন্তু আহারাভাবে মৃত হয় না। সেই রূপ উষ্ট্রেরাও আহার না করিয়া থাকে। অধিক দিন উপযুক্ত আহার না পাইলে তাহাদের ককুদদ্বারা প্রতিপালিত হয়, অর্থাৎ ঐ ককুদের রক্ত মাংস তাহাদের শরীরের অন্যত্র পোষণ করে। উষ্ট্রের পদতল প্রশস্ত, একারণ তাহারা মরুভূমিতে গমনকালীনবালুকামধ্যে মগ্ন হয় না। তাহাদের নাসিকা রন্ধ্র বিস্তৃত, ও তাহা সঙ্কোচ করা যাইতে পারে; তন্নিমিত্তে উষ্ণ বায়ু ও বালুকা তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

আরবদেশীয় গোজাতির স্কন্ধোপরি বিশিষ্ট কুঁদ হইয়া থাকে। আর এই দেশে এক প্রকার বৃহৎ গোসর্প হয়, তাহার বল কুম্ভীরের তুল্য। অনেক শলভ অর্থাৎ পঙ্গপালও এতদ্দেশে আছে। লোকে ইহাদিগকে উষ্ম-কন্যা বলিয়া থাকে। এবং তত্রত্য লোকেরা পূর্ব্বকালে যে রূপ এই পতঙ্গ ভক্ষণ করিত, অদ্যাপিও সেই রূপ খাইয়া থাকে। আরব দেশে অনেক কূর্ম্ম পাওয়া যায়, এবং যে সকল পর্ব্বদিনে মাংসাহার নিষিদ্ধ তদ্দিবসে তদ্দেশস্থ খ্রীষ্টিয়ানেরা ঐ কূর্ম্মমাংস খাইয়া থাকে। আরব দেশের সান্নিধ্য রক্ত-সাগরে অনেক পক্ষবিশিষ্ট মৎস্য বিশেষ আছে। উহাদিগকে গ্রাস করিতে জলে অপর বৃহৎ মৎস্য-সকল ও শূন্যে পক্ষিসকল ধাবমান হয়; সুতরাং ইহাদের প্রাণ রক্ষা করা উভয়ত্রই সঙ্কট।

আরব দেশের প্রান্তরে এক প্রকার অজগর সর্প আছে, তাহারা পুচ্ছ সংলগ্ন করণদ্বারা বৃক্ষের এক শাখাহইতে অন্য শাখায় ও মূলহইতে অগ্রভাগে গমন করিতে পারে। অপর এই দেশে শাহ্মোরগ্ বা শুতরমুর্গ (উষ্ট্রপক্ষী) নামে এক প্রকার পক্ষী আছে, সে জীর্ণ-বস্ত্র কাষ্ঠখণ্ড ও লৌহ-খণ্ড প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে পারে।

পূর্ব্বকালে আরব দেশে অনেক কাওয়া পাওয়া যাইত; হাবেস দেশে ঐ গাছ প্রথমে জন্মে। এই কাওয়া পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে ও অধিত্যকায় অর্থাৎ চাতালে জন্মে। এই বৃক্ষে কখন২ এক কালে ফুল ও ফল দেখা যায়। হাবেস দেশের প্রান্তরে গালা নামে এক জাতি বাস করে। তাহারা কাওয়া ফলের গুটিকা বানাইয়া তদবলম্বনে ২০। ২৫ দিন অন্য কোন বস্তু না খাইয়া কাল যাপন করে। আরব দেশে কুন্দুরু ও গন্ধরস ও এরণ্ড-তৈল অনেক পাওয়া যায়; ও কাস্সীয়া নামক বৃক্ষ বিশেষ হইতে অনেক বহু

মূল্য নির্যাসও উৎপন্ন হয়। ইহার নিকটবর্ত্তী মিসর দেশীয় প্রান্তরে অনেক প্রস্তরীভূত বৃক্ষ আছে; তদ্দৃষ্টে বোধ হয়,যে পূর্ব্বে সেখানে অনেক লোকের বসতি ছিল।

আরব দেশের সমুদ্র তটবাসি ব্যক্তিরা সুসভ্য, এবং ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত উত্তম গৃহে বাস করে। যাহারা তত্রত্য মরুভূমিবাসী তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষায় অধম, এবং উহারা নিয়ত তাম্বুতে কাল যাপন করে; কদাপি গৃহে বাস করে না। প্রত্যুত তীর্থপর্য্যটনার্থে মক্কা, কায়রো অথবা এলেপো নগরে উত্তরিলে তথায়ও গৃহে বাস না করিয়া গ্রাম-প্রান্তভাগে তাম্বু সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে বাস করে। তাহারা বোধ করে, মৃত্তিকা গৃহে বাস করা অতি অপমানের বিষয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল, একারণ নগরের বাস্প ও দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া তথায় বাস করিতে পারে না। স্ত্রীত্যাগ-করণ-রীতি তাহাদের মধ্যে সাধারণরূপে চলিত আছে। পূর্ব্বে কোন২ ব্যক্তি পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে পঞ্চাশৎ স্ত্রী বিবাহ করিত; কিন্তু অনেক বিবাহ করণের প্রথা তাহাদের সচরাচর চলিত নাই। ফলতঃ বহু বনিতা-ভরণ-পোষণ-করিতে অনেক ব্যয়, সুতরাং অনেকে তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না।

আরব দেশে রাজা নাই। তত্রত্য এক২ বংশের সমুদয় পরিবারের প্রধান২ লোক-সকলে একত্র হইয়া এক ব্যক্তিকে বংশের প্রধান করিয়া গণিত করে; এবং সেই বংশীয় অপর সকলে তাহার আজ্ঞানুগামী হয়।

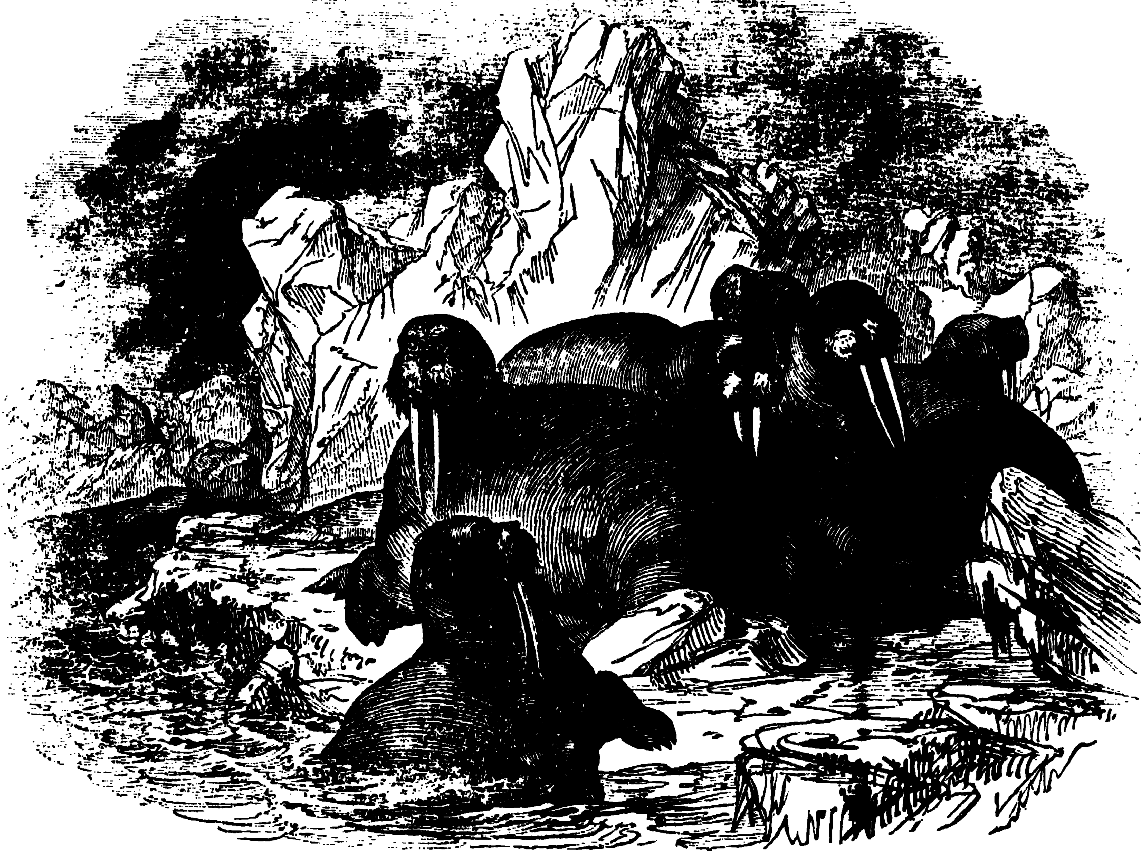
ওয়াল্‌রস্ বা সিন্ধু-ঘোটক।

জলচর স্তন্যজীবি পশুর মধ্যে শিশুক জাতির বিবরণ পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে, সম্প্রতি তদ্বর্গান্তর্গত সিন্ধুঘোটক নামে বিখ্যাত অপর এক জাতীয় পশুর চিত্র ১২০ পত্রে মুদ্রিত করা গেল। এই পশুরা পৃথিবীর কেন্দ্র-নিকটস্থ হিম-প্রধান সমুদ্রে বাস করে; এবং অপত্য প্রসব করণ সময়ে ও কখন ক্রীড়ার্থে তত্রত্য বরফ-ক্ষেত্রে কদাপি সমুদ্র-তটে আগমন করিয়া থাকে; কিন্তু কোন কারণ বশতঃ ভয়প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ বরফ-ক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক জলে নিমগ্ন হয়।

অবয়বদৃষ্টে ইহাদিগকে সিল নামক প্রসিদ্ধ সমুদ্রচর পশুর সহিত এক শ্রেণিতে পরিগণিত করাগিয়াছে। ইহাদিগের প্রধান লক্ষণ সুদীর্ঘ গজদন্ত। ঐ দন্ত প্রায় ডেড় হস্ত দীর্ঘ; এবং তদ্দ্বারা ইহারা জলজ-তরু উৎপাটনপূর্ব্বক ভক্ষণ করে, এবং পিচ্ছল বরফ-ক্ষেত্রে ভ্রমণ সময়ে উহা বরফে আরোপ করিয়া তৎকর্ম্ম সহজে সুসম্পন্ন করে। ঐ দন্ত আয়ুধরূপেও সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং সিন্ধু ঘোটকের মাংস-লোভে ভল্লুকেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে ঐ দন্তদ্বারা তাহারা ভয়ানক সংগ্রাম করিতে সক্ষম হয়।

সিন্ধুঘোটকের মস্তক গোলাকার, এবং তৎপুরোভাগে অন্য পশুর ন্যায় ইহাদিগের দীর্ঘ থুঁতি থাকে না; যৎকিঞ্চিৎ যাহা থাকে তাহা স্থূল শ্মশ্রুদ্বারা মণ্ডিত হয়। ইহাদিগের দেহ বৃহৎ বৃষহইতেও স্থূল, ও ১০।১২ হস্ত দীর্ঘ; এবং তাহার সর্ব্বত্র খর্ব্ব স্থূল কেশদ্বারা আবৃত থাকে।

সীল জাতীয় পশুরা স্ত্রী সংসর্গ বিষয়ে কোন নিয়মানুবর্ত্তী হয় না, যথেচ্ছ স্ত্রী পুরুষ একত্র হয়,



এবং তন্নিমিত্ত পরস্পর তুমুল যুদ্ধ করিয়া থাকে। সিন্ধুঘোটকেরা তদ্রূপ নহে; তাহারা প্রত্যেকে এক২ স্ত্রীর সহিত উদ্বাহ বন্ধনে নিবদ্ধ হইয়া চিরকাল তাহার সহবাস করে। সিন্ধুঘোটকেরা এক কালে এক শাবক মাত্র প্রসব করে; এবং ঐ শাবক ভূমিষ্ঠ হওন সময়ে এক বৎসর বয়স্ক শূকরের তুল্য বোধ হয়। স্বভাবতঃ সিন্ধুঘোটক কোন বস্তু দৃষ্টে আশু ভীত হয় না; পরন্তু নির্ভয় হওয়াতে অসাবধানও থাকে না। প্রসিদ্ধ পোত-ভ্রমণকর্ত্তা কাপ্তান কুক্ সাহেব লেখেন যে বরফ-ক্ষেত্রে অবস্থান করণ-সময়ে ইহাদিগের দলস্থ সকলে একত্র নিদ্রিত হয় না; নিয়ত কএক ব্যক্তি জাগ্রৎ থাকিয়া দলের রক্ষা করে, এবং নৌকাদি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা নিদ্রিত স্বজাতীয়দিগকে সচেতন করে। সিন্ধুঘোটকের এক ২ দলে শত২ সঙ্খ্যক পশু থাকে; এবং তাহা স্থলে বাস-করণসময়ে একত্রে অনিয়মে উপর্য্যুপরি রাশীকৃত হইয়া থাকে; এবং সতত চীৎকার ধ্বনি করে। নিকটে মনুষ্যের সমাগম হইলে ইহারা পলায়ন করে না; পরন্তু দলস্থ দুই চারি ব্যক্তি বন্দুকদ্বারা আহত হইলে তাহারা তথায় আর তিষ্ঠে না; ব্যস্তসমস্তে সকলেই জলে ঝাঁপ দিয়া পলায়ন পরায়ণ হয়। কখন ২ পলায়ন না করিয়া শত্রুর প্রতি আক্রমণও করিয়া থাকে। মার্টিন্‌স্ নামক জনৈক নাবিক একটা সিন্ধুঘোটককে আঘাত করাতে অপর সিন্ধুঘোটকে তাহার নৌকা বেষ্টন করিয়া দন্তদ্বারা তরি ভগ্ন

"ব্যক্তি" শব্দ পশুর প্রতি প্রয়োগ করিবার বাধা কি? নৈয়ায়িকেরা বিচার করণ সময়ে "ধূম এক ব্যক্তি" "অগ্নি এক ব্যক্তি" ইত্যাদি শব্দ সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে।

করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এবং অনেকে উল্লম্ফনপূর্ব্বক তরির গর্ভে আগমন করিতেও চেষ্টা করিয়াছিল। কাপ্তান ফিপস্ সাহেব লেখেন যে একদা তাঁহার পোতহইতে দুই জন নাবিক সিন্ধুঘোটক হননাভিলাষে একটা তজ্জাতীয় পশুকে বন্দুক মারিয়াছিল। তৎসময়ে সেই জীবটা একক ছিল; কিন্তু আহত হইবামাত্র জলে নিমগ্ন হইয়া কএকটি আত্মীয় বর্গকে সমভিব্যাহারে আনিয়া একত্রে নাবিকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের তরির কিয়দংশ ভগ্ন করিয়াছিল; এবং তৎসময়ে নাবিকেরা সহযোগি পোতহইতে অন্য এক নৌকা ও আশ্রয় না পাইলে অবশ্যই প্রাণে বিনষ্ট হইত।

সিন্ধুঘোটকেরা আপন আপন অপত্য প্রতি সম্যক্ স্নেহান্বিত, এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া ভ্রমণ করে, ও আপদ্ উপস্থিত হইলে ডানাবৎ পদের নীচে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, এবং তাহাদের রক্ষার্থে প্রাণপণে যত্নবান হয়। জান ডিলিয়ট্ সাহেব লেখেন যে বর্ষ্টিয়স্ নামক জনৈক চিকিৎসক একটা দশ-সপ্তাহ-বয়স্ক সিন্ধুঘোটক শাবককে পুষিয়াছিল; এবং ঐ শাবক তাঁহার বশীভূত হইয়া খাদ্য-প্রার্থনায় তাঁহার পশ্চাৎ২ ভ্রমণ করিত, কদাপি কোন অনিষ্ট করিত না। উক্ত চিকিৎসক ঐ পশুকে নোবা-জেম্বলা নামক উত্তর সমুদ্রস্থ দ্বীপহইতে আনিয়াছিলেন; এবং সিদ্ধ যব খাওয়াইতেন। পরন্তু সে পক্ব মাংসও ভক্ষণ করিতে পারিত; এবং ইহা সপ্রমাণও আছে যে সিন্ধুঘোটকেরা মৎস্য, মাংস ও উদ্ভিজ্জ, সকল পদার্থ ভক্ষণ করিয়া থাকে।

হিমকটিবন্ধস্থ মনুষ্যেরা সিন্ধুঘোটকের মাংস সুখাদ্য জ্ঞান করেন, এবং কাপ্তান কুক্ ও তাঁহার সমভিব্যাহারিরা লবণাক্ত মাংস, যাহা জাহাজে নিয়ত ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাহইতে ঐ মাংস উত্তম জ্ঞান করিয়া কিয়ৎকাল তদ্ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অপিতু ইহাদিগের দন্ত, তৈল এবং চর্ম্মই মনুষ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়; এবং তদর্থে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক সিন্ধুঘোটক ধৃত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে কখন২ এক২ দিবসের মৃগয়ায় তিনচারি-শত সিন্ধুঘোটক বিনষ্ট হইয়াছে।

সম্পত্তি শাস্ত্র।

(১০১ পত্রহইতে ক্রমাগত।)

বিনিময়।

প্রত্যেক মনুষ্য কেবল এক২ প্রকার বস্তু পরিশ্রমপূর্ব্বক উৎপন্ন করিয়া আপনার প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা পরিবর্ত্ত করে। কেহ কার্পাস চাস করে; কেহ সূত্র কাটে; কেহ বস্ত্র বপন করে; কেহ ইষ্টক নির্ম্মাণ-কেহ বা গৃহ নির্ম্মাণ-করে। এই রূপে অনেকেই কোন না কোন বস্তুর উৎপন্ন করিতে নিযুক্ত আছে। কিন্তু আপন২ পরিশ্রমোৎপন্ন দুই এক বস্তু ব্যতীত পৃথিবীর অন্য অনেক-বস্তুতে তাহাদের প্রয়োজন হইয়া থাকে। দেখ যে ব্যক্তি পাদুকা প্রস্তুত করে, তাহার সেই পরিশ্রমোৎপন্ন পাদুকাদ্বারা ভোজন, পান, পরিধানাদি কার্য্য সকল কদাপি নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সুতরাং তাহার যে২ বস্তুতে আবশ্যক হয় তাহার জন্য সে অবশ্যই স্বকীয় প্রস্তুতীকৃত পাদুকা দিয়া থাকে। অন্যান্য অনেক ব্যক্তি এই রূপে নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে; এবং দেখিতে পাই যে তাহারা প্রতি দিন সভ্য সমাজহইতে ভূরি২ বস্তু তৎপরিবর্ত্তে লইয়া আইসে। এই রূপে এক বস্তুর পরিবর্ত্তে অন্য বস্তুর গ্রহণকে "বিনিময়" শব্দে কহা যায়; এবং এই বিনিময়ক্রিয়াহইতে বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছে।

অংশ করণ।

এক বিশেষ বাণিজ্য উপলক্ষেই যে এক২ মনুষ্য কেবল পরিশ্রমাদি করে এমন নহে; বিশেষ২ বস্তু উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত অনেকেই একত্রে পরিশ্রম করিয়া থাকে, এবং তাহা না হইলেও সে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না। পরস্পর সাহায্য না করিলে এক খানি কাষ্ঠ পীঠক নির্ম্মিত করিতে হইলে প্রথমতঃ খানিস্থ লোহা উৎপাদন করিয়া তদ্দারা অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করত তাহাদ্বারা বৃক্ষচ্ছেদ, এবং তজ্জাত কাষ্ঠে পীঠক প্রস্তুত হয়; ফলতঃ এক পীঠকের নিমিত্তে এক ব্যক্তির সমুদায় পরমায়ুক্ষেপ করিতে হয়। পরস্পর সাহায্যে ঐ পীঠক নির্ম্মাণে এক দণ্ড কালও লাগে না। এতদ্রূপে এক২ খানা ছুরিকা কিম্বা এক২ টা আলপিন নানা কর্ম্মণ্য ব্যক্তির হস্তে গিয়া তাহাদের প্রত্যেক হইতে ইহা নিজ অবয়বের কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়। অবশেষে উৎপন্ন বস্তু বিক্রয়দ্বারা উপস্বত্ব উৎপন্ন হইলে পর স্ব২ শ্রমানুসারে শ্রমিরা সকলেই তাহা অংশ করিয়া লইবার যোগ্য হয়। আর যে ভাবে এই লব্ধ বস্তু অংশ করিয়া লওয়া যায় সুবিজ্ঞ পরিমিত ব্যয়িরা তাহাকে "অংশ করণ শব্দে" কহিয়া থাকেন।

ব্যয় করণ।

বস্তু সকল উৎপন্ন হইলে মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে, কখন বা ঐ উৎপন্ন বস্তুতে অন্য কিছু উৎপন্ন করিতে আবশ্যক হয়। গম প্রস্তুত হইলে পর তাহাতে ময়দা প্রস্তুত করা যায়; অথবা তদবলম্বনে মানবজাতির প্রয়োজন সম্পাদন করা যায়; কারণ ইহাতে রুটী প্রস্তুত হয়; এবং তাহাতে ক্ষুধার শান্তি হয়। এই রূপে বস্তুর ব্যবহারকে সম্পত্তি শাস্ত্রজ্ঞেরা "ব্যয়" শব্দে ব্যক্ত করেন।

এবং বিধায়ে সম্পত্তি বা মিতব্যয়শাস্ত্র উপস্বত্ব, বিনিময়, অংশ করণ, এবং ব্যয় করণ, এই চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

মূল পরিবর্ত্তন।

সচরাচর মনুষ্যেরা এক মূল্যের বস্তু অন্য মূল্যের বস্তুর সহিত পরিবর্ত্ত করিতে যত পরিশ্রম করিতে থাকে মূলবস্তু ততই উত্তরোত্তর অপরিমিতরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু যদুদ্দেশে বস্তু বস্ত্বন্তরের সহিত পরিবর্ত্ত করণে পরিশ্রম করা যায় তাহার মূল্য পোষাইলে ইহার মূলের যত ইচ্ছা তত কেন পরিবর্ত্ত হউক না তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না।

মূলবৃদ্ধি।

প্রকৃত বস্তু যদি আকারান্তরে পরিবর্ত্ত করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ বস্তুর পূর্ব্ব মূল্য ও বর্ত্তমান মূল্যে যাদৃশ বিভিন্নতা তাহার তুল্যই প্রকৃতের বৃদ্ধি পরিগণিত হয়। বিভিন্নতার তুল্য বৃদ্ধি বলিবার হেতু এই যে বস্তুতে একটা নূতন মূল্য নির্দ্ধারিত হইলেই তাহার পূর্ব্ব মূল্যের ধ্বংস অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক; এবং প্রকৃত বস্তু দিয়া বস্ত্বন্তর প্রস্তুত করিয়া আমরা যে অধিক মূল্য পাই তাহাতেই আমাদের লাভ বোধ হয়। এইরূপে কৃষকেরা শস্যোৎপাদন বিষয়ে শস্যের বীজ বপন, সার মাটি প্রদান, দৈহিক পরিশ্রম, জলসেচনাদি করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের এক বস্তু দিয়া অন্য বস্তু লাভ করা হইল। আর শস্য উৎপন্ন করিতে তাহার যত আবশ্যক হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ লাভ করিয়া তাহারা ধন সম্পন্ন হইয়া উঠে।

মূলধন দুই প্রকার; "উৎপাদক" এবং "অনুৎপাদক"। যে মূলের পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি হয়, কিম্বা যাহাতে বার্ষিক আয় বৃদ্ধি করে, তাহার নাম "উৎপাদক মূল"। যে মূলহইতে কিছুই

উৎপন্ন বা বৃদ্ধি হয় না, কেবল অকর্ম্মণ্যরূপে থাকে তাহার নাম "অনুৎপাদক মূল"।

বাণিজ্যে বা ঋণে ন্যস্ত টাকা, যাহা ব্যাজ বা মুনফাদ্বারা প্রত্যহ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা উৎপাদক ধনের মধ্যে গণ্য হয়। স্বর্ণাভরণাদি বহুমূল্য বস্তু যাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় না তাহা সুতরাং অনুৎপাদক-শব্দ-বাচ্য হয়।

ধনপরিমাণাপেক্ষায় মুদ্রার ভাগ অতি অল্প, কিন্তু সভ্য জাতিদিগের মূল ধনের মধ্যে ইহা অতি প্রয়োজনীয় অংশরূপে পরিগণিত। অপিতু টাকার বিরহে আমরা পরস্পর অনায়াসে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় বিনিময়াদিদ্বারা সাধন করিতে পারি। ফলতঃ ইহা সপ্রমাণবোধ হইতেছে যে টাকা দেশীয় মূলধনের কিয়দংশমাত্র। এই রূপ নগরীয় কোন ব্যক্তির নিকটে যে কিছু টাকা থাকে সে তাহার অন্যান্য মূলধনের অপেক্ষায় অত্যল্প অংশ হয়। এতাদৃশ সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে প্রত্যেক২ ব্যক্তির নিকটস্থ টাকা অল্পাংশ হওয়াতে সুতরাং অন্য ধনাপেক্ষায় টাকার সমষ্টি অল্পাংশ অবশ্যই হইবেক।

স্থায়ি এবং ব্যাপক মূলধন।

অবস্থান্তরে মূলধন অপর দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়। প্রথমতঃ, যে ধনের অবলম্বনে মূলধনস্বামী তাহার আকার পরিবর্ত্তন করিয়া বিশিষ্ট প্রকার লাভ করিয়া থাকে, তাহার নাম "ব্যাপক মূলধন"। আর (দ্বিতীয়) এতাদৃশ পরিবর্ত্ত করিবার জন্যে ধনস্বামী যাবৎ পর্য্যন্ত যে সকল যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তাহারই দ্বারা লাভ জন্মায় তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার নাম "স্থায়ি মূল" কহা যায়। এই নিয়মানুসারে গম, এবং সার প্রভৃতি কৃষকদিগের শস্য সামগ্রী, ও পশম, এবং শিল্পকরদিগের অসম্যক্ প্রস্তুত তুলকাদিকে ব্যাপক মূলধন কহিতে পারি। লাঙ্গল, চাসের মই, গোলাঘর, এবং একের ভূমি, অপরের গৃহ ও যন্ত্রাদিই তাহাদের স্থায়ি-মূলরূপে গণ্য হয়।

ব্যক্তিদিগের সৌভাগ্যাবস্থা হইলেই তাহারা সততই উক্তরূপ স্থায়ি মূলধন ব্যাপক মূলধনের সহিত পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে। কৃষকগণ ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা অতিরিক্ত ভূমি ও অস্ত্রাদি ক্রয় করে, কিম্বা তদ্ব্যয়ে উত্তম বেড়া দেয়, ও শস্য রাখিবার গোলাঘর বাঁধে। শিল্পিরা এক বৎসরের লভ্যে পর বৎসর তাহার শিল্প স্থানের উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। এই রূপে বর্ষে২ শিল্পী ও ব্যবসায়িদিগের যে উপস্বত্ব হয় তাহা অধিকাংশ রথ্যা, খাল, কর্ম্মশালা, এবং অন্যান্য উন্নতির উপায়-সকল করিতে ব্যয় হইয়া থাকে।

এতাদৃশ ব্যাপারের সততানুশীলনের লাভজনক ফল অনায়াসেই আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। কিন্তু স্থায়িমূলের ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া থাকে, একারণ এক পুরুষের ধন পুরুষান্তরে সংক্রান্ত হয়; এবং বর্ষে২ জীবনোপযোগি দ্রব্যজাতে নগর যত সুশোভিত হইতে থাকে ততই তাহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়। বহুকাল অতীত হইল এদেশীয়েরা স্বদেশে যে স্বচ্ছন্দ ভোগ করিয়াছিল তদপেক্ষায় আমরা এক্ষণে যে অধিক সুখ সম্ভোগ করিতেছি সে কেবল সম্পূর্ণরূপে ভূমির উর্ব্বরাত্বনিবন্ধন। যেমন মনুষ্যের পরিশ্রমের ফল তাহাদের বংশপরম্পরায় সংক্রান্ত হইয়া থাকে, তেমনি এক কালের মনুষ্যের কৌশল ও পরিশ্রম এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও রীতির অবলম্বনে তৎপর সময়ের মনুষ্যেরা উপস্বত্ব-সকল আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়।



হার্পি বাজ।

উপরে মুদ্রিত চিত্রে যে বিহঙ্গমের অবয়ব অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অদ্যাপি এতদ্দেশীয় জনগণের নয়নগোচর হয় নাই, কারণ দক্ষিণ অমরিকা দেশের নিভৃত বন ইহাদিগের বাসস্থান, এবং তদন্যত্র ইহা প্রাপ্য নহে। অপিতু খেচর প্রাণিমধ্যে এই পক্ষী সর্ব্বগরিষ্ঠ। ইহার বৃহৎকায়, গম্ভীর স্বভাব এবং অতুল্য

শক্তিদ্বারা এই পক্ষি-জাতি সকল প্রাণিকে পরাস্ত করিয়া অবিরোধে আকাশ-পথের রাজত্ব করিতেছে। ইহার তুল্য বলবান্ আর পক্ষী নাই; এবং প্রচণ্ডতা ও নির্ভয়তা বিষয়েও কোন জীব ইহাহইতে অগ্রগণ্য নহে। এই মহাবল-পরাক্রান্ত অকুতোভয় বিহঙ্গম, ছাগ, মেষ, বৎস, হরিণ, বানরাদি বন্য পশু বধ করিতে সর্ব্বদা তৎপর; এবং অবকাশানুসারে মনুষ্যকেও আক্রমণ করিতে ত্রুটি করে না। পরন্তু "স্লথ" নামক বানর বিশেষই ইহার বিশেষ খাদ্য; এবং এতন্মাংস ভক্ষণদ্বারা তাহারা সতত উদর-পুরণ করিয়া থাকে। সামান্য বাজ পক্ষিরা যে প্রকারে আকাশ-পথে অপর পক্ষিদিগকে বিনাশ করে, বৃহৎকায় প্রযুক্ত হার্পি বাজ তদ্রূপ পারে না; একারণ বৃক্ষোপরি অথবা ভূমিতে নামিয়া প্রাণি-হিংসা করে, এবং নির্জন-নিবিড়-বনমধ্যে আপন নীড়-নিকটে ঐ লব্ধ নষ্ট-জীব লইয়াগিয়া ভক্ষণ করে।

কএক বৎসর হইল লণ্ডন নগরীয় জীবসংস্থানুসন্ধায়িনী সভার উদ্যানে একটা হার্পি বাজ আনীত হইয়াছিল। ঐ বাজ সর্ব্বদা মতগর্ব্বে গম্ভীর হইয়া থাকিত; কাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিত না। অপর পিঞ্জরের বহির্দ্দেশ হইতে কেহ তাহাকে বিরক্ত করিলে সে ভীষণরূপে কটমটিয়া দৃষ্টিপাত করত এমত ভাব প্রকাশ করিত, যাহা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইত যেন সে এই মনে করিতেছে, যে "আমি যদি স্বাধীন থাকিতাম তাহা হইলে তোমার এ স্পর্দ্ধার অনায়াসেই শাস্তি করিতাম"। ইহার স্থূল-পদ ও প্রখর-নখ দৃষ্টিমাত্রেই স্পষ্ট বোধ হয় যে যে কোন দুর্ভাগ্য জীব উহার পদতলে পতিত হয় তাহার আর ত্রাণ নাই। ফলতঃ বিড়ালাদি চতুষ্পদ পশু ঐ পিঞ্জর মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাহার আর নিশ্বাস প্রশ্বাসের অবকাশও থাকে না; নিক্ষেপ করিবামাত্র ঐ পক্ষী তাহাকে পদদ্বারা এতদ্রূপে দাবন করে যে সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়।

বাজ শব্দ এই পক্ষির প্রতি প্রয়োগ করা যুক্ত নহে; কারণ ইহা বাজহইতে অনেক লক্ষণে পৃথক; পরন্তু অন্যান্য পক্ষিহইতে বাজের সহিত ইহার নৈকট্যসম্বন্ধ থাকায়,—এবং বাজ শব্দদ্বারা পাঠকদিগের পক্ষে ইহার স্বভাব ও লক্ষণ অনায়াসে বোধগম্য হইবার সম্ভাবনায়—ঐ শব্দ ইহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করা গেল। যথার্থতঃ এই পক্ষিদিগকে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া নির্ণয় করা কর্ত্তব্য; এবং এতদ্বিবেচনায় ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা "হার্পি" নামে ইহাদিগের এক বিশেষ শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

হার্পি পক্ষির পৃষ্ঠের বর্ণ "স্লেট" নামক প্রস্তর ফলকের ন্যায় কাল; এবং তাহা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া মস্তকে পাংশুলকৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার পুরোভাগের বর্ণ শ্বেত, এবং তদুপরি বক্ষোদেশে ঘোর পাংশুল বর্ণের এক প্রশস্ত রেখা হয়। পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ; এবং তদুপরি বক্ষোদেশে যে প্রকার রেখা হয় তদ্রূপ প্রশস্ত পাংশুল রেখা হয়। মস্তকের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি পক্ষ সকল দীর্ঘ গোলাকার ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং শিখায় দীর্ঘ হইয়া এক প্রকৃষ্ট চূড়ার ন্যায় হইয়া উঠে। ঐ চূড়া ও তচ্চতুর্দ্দিক্‌স্থ পক্ষ-সকল ইচ্ছানুসারে চালিত হইতে পারে। এই পক্ষিরা অতি বেগে এবং অত্যন্ত উচ্চে উড্ডীয়মান হইতে সক্ষম; কিন্তু ভীমকায় প্রযুক্ত এবং পক্ষ সকল খর্ব্ব হওয়াতে অন্য বাজের ন্যায় অনায়াসে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে পারগ হয় না। দক্ষিণ আমরিকার অন্যত্রহইতে গোয়ানা দেশে হার্পি পক্ষী অধিক সুলভ; ফলতঃ সে স্থানেও ইহা অত্যন্ত প্রচুর নহে; কারণ সিংহাদি হিংসুক পশু ও হার্প্যাদি হিংসুক পক্ষির সঙ্খ্যা কুত্রাপি অধিক হয় না।

আফ্‌গান্ বা পাঠান্ জাতি।

ভারতবর্ষে যবনদিগের প্রদুর্ভাব হওনাবধি আফগানদিগের বলবীর্য্যের গরিমা এতদ্দেশে সম্যগ্-রূপে প্রচার আছে, এবং তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিরা কি পর্য্যন্ত জর২ হইয়াছিলেন তাহাও পাঠকদিগের অবিদিত নাই। এতজ্জাতীয় ব্যক্তিরা ১১১০ শক অবধি ১৪৪৫ শক পর্য্যন্ত ৩৩৫ বৎসরকাল দিল্লির রাজ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের অনেকাংশ স্বজাতীয় রাজ-প্রতিনিধিদ্বারা অতিনিষ্ঠুররূপে শাসন করিয়াছিল। পরন্তু ইহারা স্বভাবতঃ অতি নিষ্ঠুর নহে, এবং স্বাধীনতা ও স্বদেশানুরাগ এতজ্জাতীয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম।

ইহাদিগের আদিম উৎপত্তি-স্থান সিন্ধুনদের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভূমি; এবং এতজ্জাতির বাস হইতে উক্ত ভূমির নাম "আফ্‌গানস্তান" বা "আফ্‌গানস্থান" হইয়াছে। এই আফ্‌গানস্থান-দেশের উত্তর-সীমা হিন্দুকুষ পর্ব্বতশ্রেণী, পূর্ব্বসীমা সিন্ধুনদ, পশ্চিমসীমা পারস্য দেশ, এবং দক্ষিণসীমা আরব্য সমুদ্র। এতৎ-সীমান্তর্গত ভূমির অধিকাংশ পর্ব্বতময়। পূর্ব্বদিকে সিন্ধু নদের দক্ষিণ তটের অনতিদূরে "সুলেমান" নামক এক অতিদীর্ঘ পর্ব্বত-শ্রেণী; উত্তরে হিন্দুকুশ এবং পারোপেমিসন্ পর্ব্বত-শ্রেণী, ও পশ্চিমে ক্ষুদ্র২ অনুচ্চগিরিসকল বিস্তৃত হইয়া আছে। ফলতঃ এতদ্দেশ পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি স্থাপিত; এবং অনেক নিহার মণ্ডিত অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরে বিরাজিত। পরন্তু ইহার মধ্যে২ অনেক তরু-পল্লব মণ্ডিত উর্ব্বরা উপত্যকা থাকায় এ স্থানে শস্যের অভাব নাই।

আফ্‌গানস্থানের অন্তঃপাতি দেশসকলের মধ্যে কাবুল, কন্ধাহার, খাইবর, সিজিস্তান্, খোরাসান্, বেলুচিস্তান, মেকরাণ্, কটোর, কিলান্, তুকারিস্তান, এবং বল্‌খ, অতি প্রসিদ্ধ; এবং ইহাতে প্রজাসংখ্যা এক কোটি চাল্লিশ লক্ষ। তন্মধ্যে আদিম আফ্‌গান্ জাতির সমষ্টি ৪৩,০০,০০০; অপর প্রজারা হিন্দু, পারস, তাতার, তুর্ক ইত্যাদি জাতীয়, এবং আদিম-প্রজা-মধ্যে গণ্য নহে।

আফ্‌গান্ শব্দের উৎপত্তি আমরা জ্ঞাত নহি; বোধ হয় ইহা আফ্‌গান্ জাতির প্রাচীন নাম না হইবেক। পারসিক লোকেরা তাহাদিগকে আফ্‌গান্ শব্দে কহে। তাহারা স্বয়ং আপনাদিগকে "পুষ্‌তুন্" শব্দে বিখ্যাত করে; এবং ঐ শব্দের বহুবচন "পুষ্‌তানঃ"। দুরানি শাখাস্থ আফ্‌গনেরা শেষোক্ত শব্দের মূর্দ্ধন্য ষকার থকারের ন্যায় উচ্চারণ করে, এবং বোধ হয়, তাহা হইতে "পাঠান্" শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। এই পাঠান্ শব্দ ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র আফ্‌গান্দিগের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আফ্‌গানেরা কহে তাহাদিগের আদি পুরুষের নাম কৈশ; এবং সেই কৈশের সেররাবন্, ঘুরঘুস্ত, বেতনি এবং কুর্লে নামক পুত্র চতুষ্টয় হইতে তাহাদিগের চারি প্রধান শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। আদৌ এই শাখাচতুষ্টয় জ্যেষ্ঠ শাখার অগ্রজের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিত। পরে ঐ শাখা-সকল বহু বংশে বিভক্ত হইলে প্রত্যেক-বংশ আপন ২ বংশাগ্রজের অধীনস্থ হইয়া অপর বংশাবলী হইতে পৃথক্ হয়। এই পৃথক্২ বংশের নাম তাহাদের আদিপুরুষের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং কদাপি আবাস স্থান হইতেও বংশের নাম উদ্ভব হইয়াছে। অপর এই বংশ সকলের সামান্য নাম "উলুষ;" এবং প্রত্যেক উলুষের জ্যেষ্ঠ শাখার অগ্রজ তাহার অধিপতি হইয়া "খাঁ" নামে বিখ্যাত হয়। কিন্তু সে ব্যক্তি কুকর্ম্মশীল বা

অক্ষম হইলে উলুষস্থ ব্যক্তি-বর্গের অভিমতে তাহার ভ্রাতৃবর্গহইতে নিপুণতর অন্য এক জন তৎপদাভিষিক্ত হয়।

কোন ২ উলুষের খাঁ মৃত হইলে দেশের সম্রাট্ পূর্ব্ব খাঁর বংশীয় কর্ম্মদক্ষ, বয়ঃপ্রাপ্ত, সদাচার, অন্য এক জনকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়া থাকেন; কিন্তু পূর্ব্ব খাঁর বংশ ভিন্ন অন্য বংশহইতে খাঁনিযোজন করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত না থাকিলে কোন ২ উলুষ বহুকাল খাঁহীন হইয়া থাকে।

প্রত্যেক উলুষান্তর্গত ব্যক্তিগণ নানাবিধ শাখা প্রশাখায় পরিগণিত হয়। তদ্বিশেষ এই; প্রতিবাসি দশ বার ঘর জ্ঞাতিরা আপনাদিগের বংশ-জ্যেষ্ঠের এবং তাহার অবর্ত্তমানে তাহার জ্যেষ্ঠের প্রতি গ্রামস্থ সাধারণের মঙ্গল-চেষ্টার ভারার্পণ করিয়া তাহার আজ্ঞাবহ হয়। বংশ-জ্যেষ্ঠ-সকলে একত্র হইয়া তৎপল্লীর "স্পিন্‌জেরা" অর্থাৎ শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডলী নামে বিখ্যাত হইয়া তাহার মঙ্গল-চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে; এবং তদর্থে এক পল্লী-প্রধানেরে নিযুক্ত করে। ঐ পল্লী-প্রধান "কণ্ডিদার" নামে প্রসিদ্ধ; এবং তাহাদের কিয়দ্ব্যক্তি একত্র হইয়া জনৈক গোষ্ঠীপতিকে নিযুক্ত করে। তাহার আফগান্ অভিধান "মল্লিক"; ও তৎশব্দহইতে বঙ্গদেশীয় মল্লিক উপাধি উদ্ভব হইয়াছে। মল্লিকেরা আপন২ উলুষের খাঁর অর্থাৎ দলপতির অধীন হয়, এবং কখন ২ তিন চারি উলুষের মল্লিকেরা ও তদীয়-দলপতিরা এক প্রধান-দলপতির (খাঁন্‌খানানের) অধীন হইলে সেই দল-সঙ্ঘ (উলুষ-সঙ্ঘ) "খেল" নামে বিখ্যাত হয়। এই খেলান্তর্গত ব্যক্তিদিগের অভীষ্ট অত্যুত্তম রূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে। গ্রামে কোন অমঙ্গল ঘটিলে-অথবা কোন মাঙ্গল্য কর্ম্মের উদ্যোগ হইলে প্রত্যেক পল্লীস্থ লোকেরা এক সভা করিয়া তাহাতে শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডলীর নিকটে আপনাদিগের অভিমত প্রকাশ করে। পরে শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডলীরা পল্লীপ্রধানদিগের সভায় তদ্বিষয়ের মত ব্যক্ত করে; এবং পল্লীপ্রধান হইতে মল্লিক সভায় তাহা ব্যক্ত হয়; তথা গোষ্ঠীপতিরা (খাঁরা) ঐ মল্লিকদিগের অনভিমতে কোন কর্ম্ম করেন না; সুতরাং তাঁহার কৃত কর্ম্ম গোষ্ঠীর সমস্ত ব্যক্তির অভিমতেই হইল। অতি সামান্য কর্ম্ম হইলে খাঁরা মল্লিকদিগের সহিত পরামর্শ করেন না, এবং কখন ২ অতি ক্ষমতাপন্ন কোন খাঁ মল্লিকদিগের অনভিমতেও কর্ম্ম করিয়া থাকেন; কিন্তু এতদ্রূপ অনিয়ম সচরাচর ঘটে না; এবং উলুষস্থ সমস্ত ব্যক্তি আপন ২ উলুষের মঙ্গল চেষ্টায় সম্যক্ আগ্রহ থাকায় কোন খাঁ তাহার উলুষের অনভিমতে কোন বিশেষ অনিষ্টকর কর্ম্ম করিতে কদাপি সাহসী হইতে পারে না। কোন ভয়ানক শত্রু উপস্থিত হইলে দুই তিন উলুষের ব্যক্তিরা ও খাঁরা একত্র হইয়া তদ্দমনে উদ্যুক্ত হয়, এবং কখন২ পরস্পর বিষম বিবাদও করিয়া থাকে; ও তৎ সময়ে উলুষের সমস্ত অস্ত্রধারণে-সক্ষম ব্যক্তিরা অগ্রসর হইয়া থাকে; কেহ তদন্যথা করিলে দণ্ডনীয় হয়।

আফগান্ জাতীয়েরা মহম্মদের ধর্ম্মপরায়ণ; এবং তদ্ধর্ম্মগ্রন্থানুসারে প্রত্যেক গ্রামে ধর্ম্মোপদেষ্টা মোল্লা এবং বিচারকর্ত্তা কাজি নিযুক্ত আছে; কিন্তু ঐ কাজিরা অর্থ সম্বন্ধীয় বিবাদের বিচার করিয়া থাকে। অনর্থ সম্বন্ধীয় বিচার গ্রামস্থ প্রধান সভায় নিষ্পন্ন হয়; এবং ঐ সভায় আফগানদিগের "পোস্তান্ বলি" নামক প্রাচীন নিয়ম-গ্রন্থ বলবান্। এই গ্রন্থানুসারে নৃহত্যা করিলে যে পরিবারের ব্যক্তি হত হয় তাহাদিগকে সালঙ্কারা ছয় যুবতী স্ত্রী ও অলঙ্কার-হীনা

অপর ছয় যুবতী স্ত্রী-দানরূপ দণ্ড দিতে হয়। এবং কাহার হস্ত কি নাসিকা কি কর্ণচ্ছেদ করিলে তাহার দণ্ড ছয় যুবতী স্ত্রী। দন্ত-ভগ্ন-করণ পাপের দণ্ড তিন স্ত্রী, এবং মস্তকে আঘাত করণের দণ্ড এক স্ত্রী। চপেটাঘাত-আদি সামান্য লঘু পাতক করিয়া গ্রাম্য সভার সম্মুখে হীনতা স্বীকার করত অভিযোগ-কর্ত্তার মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলেই তাহার শান্তি হয়। অন্যান্য অপরাধ করিলে সভার বিবেচনানুসারে অর্থদণ্ড দিতে হয়। কেহ সভার আজ্ঞাবহ না হইলে সভাস্থ সকলে সে ব্যক্তিকে উলুষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাহার ধন লুণ্ঠন করিয়া লয়; এবং যে ব্যক্তির অনিষ্ট করে সে তাহাকে স্বহস্তে বধ করিলে নৃহত্যার দণ্ডনীয় কি নিন্দনীয় হয় না।

আফ্গান্ জাতীয় ব্যক্তিসমূহ এই প্রকার সভ্য-শৃঙ্খলায় বদ্ধ হওয়াতে তাহাদিগের দেশে রাজবিপ্লব হইলে তাহাদের কোন অনিষ্ট হয় না। ফলতঃ তাহাদিগের সম্রাট্ কেবল নিয়মিত কর প্রাপ্ত হন, ও যুদ্ধ সময়ে প্রজারা তাঁহার সৈন্য দলে পরিগণিত হইয়া শত্রুহইতে দেশ-রক্ষার্থে অগ্রসর হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সম্রাট্ প্রজাদিগের ইষ্টানিষ্ট কোন কর্ম্মে খাঁদিগের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতীত নিযুক্ত হইতে পারেন না। কেহ কদাপি এতদ্রূপ অত্যাচার করিলে স্বাধীনতাপ্রিয় প্রগাঢ়-স্বদেশানুরাগ-ভক্ত আফ্গানেরা তৎক্ষণাৎ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এতদ্বিষয়ে এই প্রভেদ আছে যে রাজপাটে এবং প্রধান ২ নগরে সম্রাটের ক্ষমতা সম্যগ্ বলবতী, এবং অন্যত্র বিশেষতঃ রাজপাট হইতে দূরস্থ গ্রামে অতি ক্ষীণা। সুতরাং রাজ্যে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে, এবং বিদেশীয় লোকদিগের পক্ষে ইহা অতি আশ্চর্য্য বোধ হয়, কিন্তু আফ্গানেরা স্বয়ং ইহাতে গর্ব্ব প্রকাশ করে; এবং কহে, যে "আমরা সকলেই তুল্য, এবং ঐ তুল্যতা রক্ষার্থে সর্ব্বদা কলহ, ও শত্রুভয় ও পরস্পর রক্তমোক্ষণ করিয়াও সুতৃপ্ত আছি; কিন্তু কদাপি পরাধীনতা সহ্য করিতে পারি না।" অপিতু পরাধীনতার শৃঙ্খল পুষ্পহারের তুল্য লঘু হইলেও কি তাহা ভদ্র লোকের গ্রাহ্য?

কণীকাসমুচ্চয়।

বাসর গৃহের কর্ত্তব্য।

বাসর-গৃহে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মধ্যে সিন্ধু জাতীয়দিগের মধ্যে এক বিশেষ রীতি আছে। তাহারা বাসর-গৃহে প্রবেশ করত আদৌ স্বহস্তে নববধূর পদপ্রক্ষালন করে, পরে প্রক্ষালিত জল গৃহের চতুষ্কোণে নিক্ষেপ করত বধূর কেশাগ্রভাগ ধারণ করিয়া মাঙ্গল্য মন্ত্র পাঠ করে। তন্মন্ত্র যথা; "হে ঈশ্বর, আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ কর; হে ঈশ্বর, আমাকে এবং আমার পরিজনকে উপজীবিকা প্রদান কর। হে ঈশ্বর, এমত করিও যেন এই স্ত্রীর গর্ব্ভের সন্তান অতি সুশীল ও সাধু হয়, মুসলমান্ ধর্ম্মপরায়ণ হয়, এবং শয়তানের সহচর না হয়।"

পাঠ পরিবর্ত্তন।

বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের ৭ সংখ্যায় নীলচাস-প্রকরণে "রোয়া" শব্দ অপ্রসিদ্ধ প্রয়োগ হইয়াছে। সংস্কৃত "বপন" ও "রোপণ" শব্দ তুল্যার্থ, কিন্তু কৃষাণেরা তাহার প্রভেদ করিয়া রোপণের অপভ্রংশে "রোয়া" শব্দ তরুর রোপণ কর্ম্ম প্রতি প্রয়োগ করত বীজ রোপণ কর্ম্মকে বপনের অপভ্রংশ "বোনা" শব্দে প্রকাশ করে। তদনুসারে ১১০ পত্রে "কার্ত্তিকি-রোয়া" শব্দের পরিবর্ত্তে "কার্ত্তিকি বোনা" হইবেক।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৪, আষাঢ়। [৭ সংখ্যা।



আফ্‌গান্ জাতীয়-স্ত্রীদিগের অবস্থা এবং বিবাহ-রীতি।

স্ত্রীলোকেরা ইউরোপে যে প্রকার স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া থাকে, এশিয়া খণ্ডে তদ্রূপ নহে; বিশেষতঃ ইদানীন্তনের হিন্দু ও মোসলমানদিগের বনিতারা স্বাধীনতার কণিকামাত্রও ভোগ করিতে পান না। পরন্তু দেশ-ভেদে এতদ্বিষয়ের অনেক প্রভেদও আছে। যদিচ কোন২ বিদ্যায় নবানুরাগিণী বিবিধার্থসঙ্গ্রহ বিলাসিনী আমাদিগের প্রতি বিরক্তা হইতে পারেন, তত্রাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবেক যে এতদ্বিষয়ে বঙ্গদেশীয় অঙ্গনারা সর্ব্বতোভাবে নিকৃষ্টাবস্থায় পতিতা আছেন। রাজবারা-দেশীয়া শৌর্য্যশালিনী বীরপ্রসূতা রাজপুত্ররমণীদিগের সহিত

তাহাদের কদাপি তুলনা হইতে পারে না। মোসলমানদিগের মধ্যেও এবিষয়ের অনেক স্বতন্ত্রতা প্রত্যক্ষ হইতেছে। আরব-ও তুর্ক-ও পারস-ও বঙ্গদেশীয় স্ত্রীদিগের অবস্থা তুল্য ইহা কদাপি বক্তব্য নহে; পরন্তু এই কএকের মধ্যে আফ্‌গান জাতীয়-বনিতারা কাহাহইতে নিকৃষ্টা নহেন। প্রদেশাচার ও স্বামির সম্পত্তি ভেদে স্ত্রীদিগের অবস্থার অবশ্য ভেদ হইয়া থাকে, পরন্তু তাহাতে আফ্‌গানস্ত্রীদিগের অধিকাংশকে কোন বিশেষ পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয় না। খাঁ, মল্লিক বা অন্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা পারসদিগের দৃষ্টান্তানুসারে আপন২ স্ত্রীদিগকে গৃহে লুক্কায়িত করিয়া রাখে বটে; কিন্তু সাধারণ লোকদিগের রীতি তাদৃশী নহে। তাহারা আপন২ স্ত্রীকে রাজপথে পদব্রজে গমন করিতে দেয়। সামান্য গৃহস্থদিগের কামিনীরা গৃহ কর্ম্ম ও জলাহরণ করিয়া থাকে; এবং নিতান্ত দরিদ্রদিগের ভার্য্যারা স্ব২ স্বামির ক্ষেত্রাদি কর্ম্মেও সাহায্য করে; কিন্তু ভারতবর্ষে ইষ্টক বহন ও অন্যান্য ভার বহনাদি কর্ম্ম যে প্রকারে স্ত্রী-লোকদ্বারা নিষ্পন্ন করান যায় এমত কদর্য্য রীতি আফ্‌গান্ দেশে নাই। মহম্মদের রচিত-শাস্ত্রে স্ত্রীদিগকে প্রহার করিবার নীতি আছে; কিন্তু আফ্‌গানেরা ঐ অসভ্য রীতির অনুগামী কদাপি নহেন।

আফ্‌গান্ জাতীয় ভদ্র মহিলারা বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকেন; এবং অনেকে কবিতা-রচনায় নিপুণা হন। কিন্তু দেশ প্রচলিত প্রথানুসারে তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের লিপিচাতুরী নিন্দনীয়া, তথাপি অনেক আফ্‌গান্ গৃহিণীরা লেখনী ধারণ করিয়া সাংসারিক আয়ব্যয়াদি-কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন, এবং হিন্দু ও মহম্মদীয় শাস্ত্রে স্ত্রীদিগকে অধীন রাখিবার নিমিত্তে নানাবিধ আদেশ-সত্ত্বেও ভর্ত্তৃদিগকে সম্যক্ স্ত্রীজিত * হইয়া উঠিতে হয়। ফলতঃ সর্ব্বত্র অক্ষম ব্যক্তি সক্ষমের অধীন হইয়া থাকে; শাস্ত্রাজ্ঞায় তাহার অন্যথা হয় না। তন্মধ্যে ক্ষমতাবতী সহধর্ম্মিণী যে অক্ষমভর্ত্তৃকে স্ববশে রাখিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

নগরবাসিনী আফ্‌গান বনিতারা গৃহহইতে বহিরাগমন করিতে হইলে এক শুক্ল সুদীর্ঘ আবরণ-বস্ত্র (ঘেরা টোপ) দ্বারা আপদ-মস্তক বেষ্টন করে; কেবল নয়ন পুরোভাগে জালিকামাত্র থাকে; তদ্দ্বারা পথ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থা হয়। কি ভাগ্যবানের কি সামান্য লোকের যোষিৎ সকলেই এই রীতির অনুগামিনী হইয়া এক স্থূল বস্ত্রের অবগুণ্ঠন ব্যতীত বহিরাগমন করে না, আর ঐ আচ্ছাদনীর ও তারতম্য নাই; সকলেই এক প্রকার বস্ত্রের এবং এক প্রকার গঠনের আচ্ছাদনী ব্যবহার করে। ধনাঢ্য মহিলারা অশ্বারোহণ করিয়া থাকে, এবং অনেকে উষ্ট্র-যানেও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে; কিন্তু পালকির ব্যবহার কুত্রাপি নাই। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্বতন্ত্র হইয়া উদ্যানে গমন ও নৃত্যগীতাদি-আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ করার রীতি অদ্যাপি প্রবল আছে; এবং অনেকে ঐ সুখে প্রমোদিনী হয়। ফলতঃ তাহাদের অবস্থা কোন প্রকারে ক্লেশকরী নহে। পল্লীগ্রামে ইহারা পূর্ব্বোক্ত-আচ্ছাদনী ব্যবহার করে না; তথায় সকলেই অবগুণ্ঠন (ঘোমটা) ব্যতীত সর্ব্বত্র গমনাগমন করে; কেবল কোন বিজাতীয় পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ঘোমটা টানিয়া

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে স্ত্রীজিত বিষয়ে লিখিত আছে যে;
"স্ত্রীজিত-স্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বং পুণ্যং প্রণশ্যতি।
নভূমৌ পাতকী পাপাৎ পাপিনাং স্ত্রীজিতাৎ পরঃ"।
অর্থাৎ "যে ব্যক্তি স্ত্রীর অধীন তাহার স্পর্শমাত্রে সমুদয় পুণ্য-ধ্বংস হয়। তদ্ব্যক্তি হইতে অত্যন্ত পাপী পৃথিবীতে আর নাই", কিন্তু এ শ্লোকার্থের সহিত আমাদিগের অভিপ্রায়ের ঐক্য স্বীকার করিতে পারিলাম না।

দেয়; এবং আপন বাটীতে অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার সম্মুখেও আগমন করে না; কিন্তু হিন্দু পারস এবং আরমাণীরা এই নিয়মের অধীন নহে; আফ্‌গান্ বনিতাদিগের মধ্যে ইহারা প্রায় মনুষ্য মধ্যে গণ্য হয় না। স্বামির অনুপস্থিতিতে গৃহে কেহ আগমন করিলে গৃহিণীরা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আতিথ্য-কর্ম্মের কোন ত্রূটি করেন না।

এতাদৃশ স্ত্রীরা সতীত্ব ধর্ম্মের অত্যন্ত অনুরাগিণী; এবং তাহাদের প্রতিবাসী পারস, বেলুচ, হিন্দু ও অন্যান্য-জাতীয়-ব্যক্তিরা ইহাদিগের আচার ব্যবহার জ্ঞাত-হইয়া সকলেই ইহাদিগকে পতিব্রতা বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। ফলতঃ আফ্‌গান্ বনিতারা সর্ব্বতোভাবে ঐ প্রশংসার উপযুক্তা বটেন।

আফ্‌গান্ জাতীয়দিগের মধ্যে কন্যা-দানের রীতি নাই, সকলকেই পণ দিয়া স্ত্রী ক্রয় করিতে হয়; একারণ দুহিতারা এক প্রকার সম্পত্তি মধ্যে গণ্য হয়। মহম্মদের শাস্ত্রানুসারে স্বামির বিয়োগে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহের প্রথা আছে, এতদনুসারে দেবরের সহিত উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ হওয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু তাহা না হইয়া অন্য পাত্র গ্রহণ করিলে ঐ দেবরের সম্মতি লইয়া তাহার ভ্রাতৃদত্ত-পণের টাকা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়। পুত্রবতী স্ত্রীরা অনেকে দ্বিতীয়বার বিবাহ স্বীকার করেন না; অপত্য-প্রতিপালনেই কালযাপন করেন; এবং এতদাচার আফ্‌গান্‌দিগের মধ্যে প্রশংসনীয়।

এতদ্দেশে কন্যারা ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বিংশতিবর্ষাধিকবয়স্ক পাত্রের সহিত বিবাহিতা হয়; এবং অর্থাভাব ও অন্যান্য কারণ বশতঃ এই নিয়মের উল্লঙ্ঘনে পঞ্চ-বিংশতি-বৎসর পর্য্যন্ত অনেক কন্যা অনূঢ়া থাকে; ও নগরবাসি ও ধনাঢ্যদিগের মধ্যে অল্পকালেও কদাপি বিবাহ হইয়া থাকে। সচরাচর ইহারা আপন ২ শ্রেণিহইতে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং কখন২ বিজাতীয় বনিতাও বিবাহ করে; কিন্তু কদাপি আপনাদিগের কন্যা বিজাতীয় ব্যক্তিকে দিতে স্বীকৃত হয় না।

ইউসফ্‌জি শ্রেণির মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র ও কন্যার পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়া অত্যন্ত নিষিদ্ধ; কিন্তু ইমাক, হাজারা ও অন্যান্য আফ্‌গান্ শ্রেণিস্থেরা বিবাহের পূর্ব্বে আত্মীয়বর্গের অজ্ঞাতসারে তাহার শ্বশ্রূ বা অন্য কোন জ্যেষ্ঠা গেহিনীর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ভাবি-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। কিন্তু কোন প্রকারে ঐ বার্ত্তা তাহার শ্বশুর বা শ্যালকদিগের নিকটে প্রচার করে না। তাহা হইলে তাহারা সে ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হয়। এতদ্রূপ সাক্ষাৎ হওনের নাম "নাম জাদ্‌বাজি"; এবং অনেকে এই পূর্ব্বানুরাগের লালসায় প্রাণ সংশয়ও তুচ্ছ করেন।

রাজপুত্র-ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এতৎ পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যায় রাজপুত্র-ইতিহাস-প্রসঙ্গে মিবার দেশীয় "হিন্দুসূর্য্য" নামে বিখ্যাত রাণাদিগের রাজ্যারম্ভাবধি ৮২০ সংবতে রাজকুলতিলক "চক্রবর্ত্তী" উপাধি বিশিষ্ট বাপ্পা-রাওলের মিবার-দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমে গমনানন্তর পরলোক প্রাপ্ত-হওন-পর্য্যন্তের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে; সম্প্রতি উক্ত উপাখ্যান পুনরুত্থাপনানন্তর চিতোর-রক্ষণ-চেষ্টার আশ্চর্য্য ইতিহাস বিন্যাস করা যাইতেছে।

বাপ্পার পুত্র অপরাজিত কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়া কালভোজ নামক সন্তানের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। কালভোজের তনয় খোমানের রাজত্ব কালীন মোসলমানেরা কর লোভে লোলুপ হইয়া মিবার দেশ আক্রমণ করায় তিনি তাহাদিগের পরাজয় করত মহম্মদ নামক যবন সেনাপতিকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার যবন-সংহার-ক্রিয়া এমত উৎসাহজনক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল, যে শত ২ রাজবংশীয় মহাবল পরাক্রমিরা একত্রীভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্মদ্রোহি যবনজাতীয়দের সহিত সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং তদুৎসাহসূত্রে রাজকুলকবি "খোমান রাশ" নামক গ্রন্থে তাহার বাহুল্য বর্ণনা করিয়াছেন। মহম্মদ উপাধি বিশিষ্ট দ্বিতীয় এক জন সেনাপতি উক্ত ব্যাপারের প্রায় দুই শত বৎসর পরে গজনির দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন; এবং সচরাচররূপে তাহাই যবনাক্রমণের সূত্রপাত বলিয়া গণ্য আছে; কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। মোসলমান-ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃ মহম্মদের মরণানন্তর যে সকল ব্যক্তিরা তৎপদারূঢ় হইয়া তাঁহার মত প্রচার করান তাঁহারা "খলিফা" উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ। তাঁহারা ধর্ম্ম-যাজনের সহিত রাজ্য-বিস্তারে তৎপর হইয়া ক্রমশঃ ভূমণ্ডলে বৃহৎ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এক জন খলিফার মৃত্যুর পর ওয়ালিদ্ নামক খলিফার সময়ে তাঁহার সৈন্যেরা সিন্ধু দেশ পরাজয় করত গঙ্গার পশ্চিম পার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই খলিফার সেনাপতি খোরাশানের রাজপ্রতিনিধি কাশিমের পুত্র মহম্মদ চিতোর আক্রমণে প্রবৃত্ত হওয়ায় বাপ্পা-কর্ত্তৃক কিরূপে পরাজিত ও তাড়িত হয়েন তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে। দেশ-বিদেশে বিখ্যাত খলিফা হারুনুর্‌রসিদ্ লোকান্তর গমন কালীন আপন রাজত্বের অংশ করিয়া দ্বিতীয় পুত্র অল্‌মামুন্‌কে সিন্ধু ও খোরাশান্ প্রভৃতি ভারতবর্ষের পশ্চিম পার্শ্বস্থ পরাজিত দেশ সমূহ প্রদান করেন। অল্‌মামুন্ এবং খোমান উভয়েই এক কালীন রাজত্ব করিয়াছিলেন, অতএব "খোরাশানাধিপতি মহম্মদ" নামক যবন যে এই সময়ে চিতোর আক্রমণ করেন তিনি হারুনের পুত্র অল্‌মামুন্ ইহাতে সন্দেহ নাই; তবে তাহার মহম্মদ নামে, বোধ হয়, প্রমাদবশতঃ খ্যাতি হইয়াছে।

এতৎ ঘটনার প্রায় দেড়শত বৎসর অতীত হইলে সবক্তগিন্ নামক এক জন সামান্য ব্যক্তি খোরাশানের রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হইয়া আপন অদ্বিতীয়-তনয় মহম্মদকে রাজকায় কর্ম্মের ভারার্পণ করাতে ঐ দুর্দান্ত যবন ভারতবর্ষে দ্বাদশ বার উপর্য্যুপরি আগমন করত হিন্দু-সংহার-রূপ সঙ্কল্পিত-ব্রত সমাধা করিয়াছিলেন। যবন ধর্ম্মের প্রারম্ভাবধি এতৎ-কাল-পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চারি শত বৎসরের মধ্যে তাঁহারা পুনঃপুনঃ এ প্রদেশে আগমনাকাঙ্ক্ষী হইবায় এবং নিয়ত উৎপাত করাতে, "যবন" "ম্লেচ্ছ" এবং কদাচিত "দৈত্য"ও "দানব" উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সমুদ্র-পথদ্বারা ও সিন্ধু-দেশদ্বারা তাহারা আগমন করিত।

হিন্দু রাজা-মাত্রেই দুর্দান্ত যবন অল্ মামুনের আক্রমণ হইতে খোমান্‌কে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং বহু সাহায্যে অনায়াসেই জয়যুক্ত হইয়াছিলেন।

সুরসিংহ খোমান্ চতুর্বিংশতি মহা-সঙ্গ্রামে জয়ী হইয়া স্বীয় নামের গৌরব বিস্তার করত কিয়ৎকাল পরে শঠ ব্রাহ্মণ-মন্ত্রিগণের পরামর্শক্রমে কনিষ্ঠ পুত্র যোগরাজকে রাজ্যার্পণ করিয়া পরে তাহা পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক কুমন্ত্রিবর্গের নিপাত

করত, অবশেষে জ্যেষ্ঠ সন্তান মঙ্গলের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। পিতৃঘাতক মঙ্গল পিতার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া উত্তরারণ্যে লোদরোয়া দেশে মঙ্গলিয়া গেহ্‌লোট্ বংশের স্থাপন করেন।

তৎপরে চিতোর দেশে ভর্ত্তৃভট্ট রাজা হইলেন। তাঁহার এবং তৎপরের রাজত্ব কালীন চিতোর রাজ্য বহু-বিস্তার হইয়াছিল। এই অবধি সমর সিংহের রাজ্যারম্ভ পর্য্যন্ত পঞ্চদশ রাজা হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের উপাখ্যান ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত; এবং তাহার স্বল্পাখ্যান তিমিরোদ্ধার করিয়া ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

১২০৬ সংবতে সমর সিংহ নামক ক্ষত্রিয় রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চোহান বংশীয় দিল্লীর অধীশ্বর পৃথ্বীরাজের সহায় হইয়া যবনদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করেন, এবং তদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ ব্যতীত সমরসিংহের উপাখ্যান স্পষ্ট ব্যক্ত হয় না, সুতরাং দিল্লীর তাৎকালীয় বৃত্তান্তের কতক এই স্থলে উদ্ধার করিতে হইল।

৮২৯ সংবতে বিলন দেব নামক এক জন ধনী ঠাকুর অঙ্গহীন-ইন্দ্রপ্রস্থ-পালনে প্রবৃত্ত হইয়া "অনঙ্গপাল" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। যৎকালীন খোমানের আনুকূল্যে দেশ-দেশান্তরীয় ভূপতি-সমস্ত যবন-দমনে অগ্রসর হইয়াছিলেন তৎকালীন এই রাজবংশ প্রায় বহুকাল স্থায়িত্বাবস্থায় অবস্থিতি করিয়াছিল, এবং বিলন দেব অবধি ১৯ জন সম্রাট্ অনঙ্গপাল উপাধি ধারণানন্তর ৪০০ বৎসর ব্যাপিয়া সাম্রাজ্য করত ঊনবিংশ অনঙ্গপাল স্বীয় রাজ্য রক্ষা হেতুক আজমিরাধিপতি চোহান বংশীয় সোমেশ্বর নামক রাজাকে স্বীয় কন্যা প্রদান করেন। উক্ত দুহিতার গর্ভে পৃথ্বীরাজের জন্ম হয়। তিনি অষ্টম-বর্ষ-বয়ঃক্রমে দিল্লীর সিংহাসনারোহণ করেন। কান্যকুব্জাধিপতি বিজয়পাল অনঙ্গপালের দ্বিতীয় দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তাহাহইতে জয়চাঁদ উৎপন্ন হয়েন। পৃথ্বীরাজের রাজ্যারোহণে জয়চাঁদ আত্মসত্বে বঞ্চিত হইয়া যথেষ্ট বৈরক্তি প্রকাশ করিয়া চোহানবংশের চিরবৈরি পত্তন অন্‌ওলবারার ঈশ্বরের ও পরিহার বংশীয় রাজার আনুকূল্য-সংগ্রহ-করিয়া রণসজ্জায় সুসজ্জীভূত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে শেষোক্ত ভূপতি পৃথ্বীরাজকে স্বীয় কন্যা বিবাহ দিতে অস্বীকার হওয়াতে উভয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়া যুবরাজ তাহাতে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। এবং তৎপরে মিবারাধিপতি সমর সিংহ পৃথ্বীরাজ-স্বসাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত পরম বন্ধুত্বে লীন হওত নাগোর দেশে ৭০ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা লুক্কায়িত আছে এমত বার্ত্তা শ্রুত হইয়া তাহার প্রাপ্তি-চেষ্টায় ব্যগ্র হওয়াতে কনৌজ এবং পত্তনাধিপতিরা তাহার বিরোধী হইলেন। এতদবস্থায় পৃথ্বীরাজ সমরসিংহের সাহায্যাকাঙ্ক্ষায় চাঁদ-পুণ্ডির নামক দূতকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। দৌত্যকর্ম্মোপযোগী চাঁদ চিতোর-নগরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন যে "একলিঙ্গ মহাদেবের প্রতিনিধি" সমরসিংহ ভূপতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান ও গলদেশে পদ্মবীজের মালা ধারণ পূর্ব্বক রাজসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। চাঁদ "যোগেন্দ্র" নামে তাঁহাকে সম্বোধন করত আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় তৎক্ষণাৎ রাজা দিল্লী নগরে সমাগত হইলেন। কনৌজ এবং পত্তনাধিপতিরা স্বীয় পরাক্রমের স্বল্পতা বিবেচনায় তাতার নামক যবন জাতীয়দের আহ্বান করিলেন; কিন্তু সে সমস্ত সৈন্য পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহের সমরকুশল-সৈন্যাগ্রে সম্যগ্‌রূপে পরাভূত

হইল। সময়ক্রমে তাতার সেনাপতিরা দিল্লীশ্বরের নিশ্চিন্তত্তা ও শৈথিল্য দৃষ্টে নবানুরাগ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সবলে সমাগত হইলে হিন্দু রাজন্যবর্গ ঈর্ষামদে মত্ত হইয়া পৃথ্বীরাজের মর্দ্দনাকাঙ্ক্ষায় যবন-বৈরির আক্রমণে নেত্র পাতও করিলেন না। পৃথ্বীরাজ এই নুতন শত্রুর দমনার্থে পুনর্ব্বার চিতোর নগরে সংবাদ প্রেরণ করেন। সমরসিংহ এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র আপন কণিষ্ঠ প্রিয় পুত্র কর্ণকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া রণক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তাঁহার দিল্লী নগরে উপস্থিত ও পৃথ্বীরাজকর্তৃক আহূত হওয়া, তাঁহার রণকৌশল ও চাতুর্য্য, সৈন্য রক্ষণের ব্যবস্থা, ও সমর-নৈপুণ্য, এবং রাজ্য সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ে সদসদ্বিবেচনা,রাজকুল-কবি চাঁদকর্তৃক বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতাবতা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সমরসিংহের তুল্য সর্ব্বগুণান্বিত সম্রাট্ তৎকালে এতদ্দেশে বর্ত্তমান ছিলেন না।

যবন সেনানায়ক সহাবুদ্দিনের সহিত তিন দিবস ঘোরতর সঙ্গ্রামে নিযুক্ত থাকিয়া তৃতীয় দিবসে সমরসিংহ ভূপতি বীর শয্যায় শয়ন করেন। তাঁহার পুত্র কল্যাণ এবং ত্রয়োদশ সহস্র সৈন্য ও বিবিধ সৈন্যাধ্যক্ষও সেই পথে গমন করিলেন। তাঁহার প্রিয়মহিষী পৃথা স্বামি নিধন, ও ভ্রাতৃ বন্ধন, ও দিল্লী এবং চিতোরের বীর সমস্ত কাগার নদীতীরে অস্ত্র স্রোতোমধ্যে শয়ন, সংবাদ শ্রবণে তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভর্ত্তৃশবসমভিব্যাহারে অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক সহমৃতা হইলেন।

ইতিমধ্যে তাতার সেনাপতি সহাবুদ্দিন্ চোহান্ বংশের শেষাশ্রয়-স্থল কুমার রণসিংহকে শমন সদনে প্রেরণ করত দিল্লী নগরে নির্ব্বিরোধে প্রবেশ করিলেন। যবন জয়পতাকা সর্ব্বত্রে উড্ডীয়মান হইল, এবং যবন আহ্বানকারক স্বজাতিদ্বেষী কনৌজাধিপতিও গঙ্গার গর্ভে জীবন সমর্পণ করিলেন। দুর্দান্ত ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা সংহাররূপ হস্ত বিস্তার করিয়া ধর্ম্ম ও শিল্প বিষয়ক আশ্চর্য্য কীর্ত্তি মাত্রই এককালীন লোপ করিলেক। রাজস্থান দেশ উভয় দলের শোণিত প্রবাহে প্লাবিত হইল; তথাচ নূতন২ অসংখ্য তাতার-সৈন্য পর্ব্বত হইতে উপনীত হইয়া অবিরত সেই নিষ্ঠুর ক্রিয়া জাগরূক রাখিতে বিরত হইল না। এমত অসময়ে অবিশ্রান্ত দুরাচার সহ্য করিয়া রাজপুত্র ভিন্ন আর কোন্ জাতি আপন সভ্যতা ও প্রাচীন রীতি নীতি ও বীর্য্য রক্ষা করিতে পারে? স্বাভাবিক সতত সকল কর্ম্মে আগ্রহ, অথচ প্রয়োজনমতে ইহারা নিরুদ্যম হইয়া বৈরনির্যাতনের অবকাশের অপেক্ষা করিতে অনায়াসে সক্ষম হয়। পৃথিবীমধ্যে রাজস্থান এক মাত্র দৃষ্টান্ত স্থল আছে যথায় মনুষ্য অনির্বচনীয় দুর্দান্ত অসুরদিগের ষৎপরোনাস্তি ক্রূরতা ও দৌরাত্ম্যে শত২ বৎসর ক্রমাগত সর্ব্বতোভাবে প্রমর্দ্দিত ও মৃত্তিকায় শিরোবনত হইয়াও আপনাদিগের বলবীর্য্যচ্যুত হয় নাই—বরং ক্লেশ ও দৌরাত্ম্য সহ্য করাতে তাহাদের বীর্য্য প্রশাণিতই হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত রণ বিশারদ ব্রিটনেরা রোমানদিগের শাসনে এককালে লীন হইয়াছিল, পরে সাক্সন্ ও ডেন এবং নর্মানদিগের পদানত হয়। তাহাদের মধ্যে এক সঙ্গ্রামেই রাজত্বের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, এবং পরাজিত জাতির ধর্ম্ম ও আচার জয়িদিগের ধর্ম্মেতে লীন হইয়াছিল। তাহাদের তুলনায় রাজপুত্রেরা কি মহৎ প্রশংসনীয়!! ইহাঁরা অদ্যাপিও আত্ম স্বভাব রক্ষা পূর্ব্বক দেশীয় গর্ব্বের খর্ব্বতা করেন নাই!!! এ সাধারণ ক্ষমতা নহে; বরং অধিক আশ্চর্য্য এই যে যদবধি স্বদেশানিষ্টকারি রাজন্যবর্গ অবি-

স্বস্ত-কর্ম্ম বশত এককালীন সবংশে লোপ পাইয়াছে, মিবার বংশীয় ভূপতিরা চিরকালাবধি প্রাণ সমর্পণে স্বীকৃত হইয়া এবং ধর্ম্ম রক্ষা ও সম্মান ও স্বাধীনতা বর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকিয়া অদ্যাবধি পূর্ব্ব সীমায় বিরাজ করিতেছেন।

সমরসিংহের মরণানন্তর অবগণ্ড কর্ণনামক তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; এবং রাজমাতা করমদেবী রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক কুতবুদ্দিনকে অম্বর-নগরের যুদ্ধে পরাভূত করেন। কর্ণের পরলোকানন্তর তাঁহার পুত্র মাহুপ রাজা হন; কিন্তু রাজকার্য্যে অপটুতাপ্রযুক্ত কর্ণ রাজার দৌহিত্র ঝালোরাশ্বরের পুত্র রণধবল শঠতাক্রমে তাঁহার নিকটহইতে চিতোর রাজ্য অপহরণ করিয়া বাপ্পার সিংহাসনে চোহান বংশের স্থাপন করিবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু কর্ণের ভ্রাতৃপুত্র ভরত রাজার রাজধানী আরোর নগরে একজন রাজকুলকবি উপনীত হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করাতে তিনি প্রধান সেনাপতিবর্গের সহকারে সঙ্গ্রামে জয়প্রাপ্ত হইয়া পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

১২৫৭ সংবতে ভরতের পুত্র রাহুপ রাজা হয়েন। তাঁহার সময়ে গেহ্লোট্ বংশ "শিশুদিয়া" নামে বিখ্যাত হয়; এবং মিবার দেশীয় রাজারা রাওল উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক "রাণা" উপাধি গ্রহণ করেন। প্রথম উপাধির উৎপত্তির বিবরণ এই যে এতৎ বংশীয় এক জন রাজা চিতোর হইতে তাড়িত হইয়া তদ্দেশ নিকটস্থ পর্ব্বত মধ্যে কোন সময়ে অনেক পর্য্যটন পূর্ব্বক একটা শশক শীকার করাতে ঐ জীবের নামহইতে সেই স্থলের নাম, এবং বংশের নাম "শশোদা" রাখিয়াছিলেন। শেষোক্ত উপাধির বিষয়ে উক্ত আছে যে রাহুপের প্রবল শত্রু পরিহার বংশীয় রাণা উপাধিবিশিষ্ট মোকল নামক রাজাকে পরাজয় করিয়া তিনি তাঁহার দেশ এবং উপাধি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাহুপ অবধি লক্ষ্মণ সিংহ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে নয় জন সম্রাট্ হইয়াছিল; তন্মধ্যে ছয় জন যবনাক্রমহইতে গয়াধাম রক্ষা করিতে যাত্রা করিয়া সঙ্গ্রামে প্রাণ-ত্যাগ করেন।

১৩৩১ সংবতে লক্ষ্মণ সিংহ পিতার আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহারি সময়ে চিতোর আক্রমণ ও রক্ষণ চেষ্টার অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত ঘটিয়াছিল। তাঁহার শৈশবাবস্থায় তদীয় পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজ্যের কর্তৃত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সিংহল দ্বীপের হামির সঙ্ক চোহানের কন্যা পদ্মানী নাম্নী রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কামিনীর রূপ লাবণ্যের আশ্চর্য্য মাধুরী এবং কোমল কমনীয় গঠনের শোভা এমত অনুপমা যে রাজপুত্র রমণীগণের কমনীয় কুলমধ্যে তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্টারূপে গণ্য ছিলেন। এই অপূর্ব্ব রাজমহিষীর উদ্দেশে আলাউদ্দীন্ নামক দিল্লীর অধীশ্বর চিতোর আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়েন; এবং ব্যাপক কাল অনর্থক চিতোর নগর সৈন্যদ্বারা বেষ্টন রাখিয়া পরিশেষে কেবল সেই অপূর্ব্ব রমণীকে দর্পণদ্বারা দর্শনমাত্র করিবার প্রত্যাশা প্রকাশ করাতে চিতোরাধিপতি তাহাতে সম্মত হইলেন। অত্যল্প সহচর সমভিব্যাহারে আলাউদ্দীন্ চিতোর নগরে প্রবেশপূর্ব্বক পদ্মানীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ করিয়া মানিলেন। ভীমসিংহ অল্প সামন্ত সহিত আল্লার আগমনে মুগ্ধ হইয়া, এবং রাজপুত্র-সৌজন্যতায় চালিত হইয়া, বিশ্বাসঘাতক যবনের সম্মানার্থে স্বয়ং একাকী তাহার শিবির পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন; কিন্তু অবিশ্বস্ত যবন পথিমধ্যে অস্ত্রধারি লোক সকলকে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। তাহারা নিভৃত স্থানহইতে নির্গত

হইয়া ভীমসিংহকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেক; এবং পদ্মানীকে সমর্পণ ব্যতিরেকে তাঁহাকে মুক্ত করিতে কোনমতে স্বীকার করিলেক না। এই সংবাদ শ্রবণে চিতোরে হাহাকার রব উপস্থিত হইল। রাজমহিষীকে সমর্পণ, অথবা রাজপদাভিষিক্ত সমরপরায়ণ ভীমসিংহের জীবনাশা পরিত্যাগ করা, উভয়ই সঙ্কট; কিন্তু পদ্মানী ইহা শ্রবণমাত্র স্বয়ং গমনে সম্মতা হইলেন; এবং গোরানামক তাঁহার এক জন স্বদেশীয় সেনাপতি ও তস্য ভ্রাতৃপুত্র বাদল উভয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল, যে আল্লার নিকট সংবাদ প্রেরিত হয়, তিনি যে দিবসে চিতোর নগরের চতুষ্পার্শ্ব হইতে সৈন্য লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিবেন সেই দিবস পদ্মানী তাঁহার নিকটে যাইয়া সাক্ষাৎ করিবেন; পরন্তু সেই রাজমহিষী স্বীয় পদের উপযুক্ত পারিষদের সমভিব্যাহারে গমন করিবেন, ইহাতে যথা বিহিতমতে অনুজ্ঞা প্রচার করান, যাহাতে স্ত্রীলজ্জা সম্বরণে কিছু মাত্র ত্রুটি না হয়। এই রূপে পরস্পর অবধারিত হইলে পর প্রায় ৭০০ শত আচ্ছাদিত পালকি রাজসন্নিধানে উপনীত হইল; প্রত্যেকের মধ্যে এক ২ প্রসিদ্ধ বীর লুক্কায়িত ছিল, এবং প্রত্যেক পালকিতে ছয় জন যোদ্ধা ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক বাহকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। যবন শিবিরে কানাতাবৃত স্থানমধ্যে যান সকল উপনীত হইলে ভীমসিংহ স্বীয় মহিষীর সহিত সাক্ষাৎকরণ কারণ অর্দ্ধ ঘণ্টা সাবকাশ কাল প্রাপ্ত হইলেন। রমণী সমর্পণের ছলনায় ভীমসিংহ অবসর পাইয়া যানারোহণ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে গমন করিবা মাত্রেই ছলগ্রাহী যবন দম্পতি সন্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া পদ্মানী দর্শনে ব্যগ্রচিত্ত হইল। তখন চিতোরের বীর-সমস্ত ছদ্মবেশ পরিহরণপূর্ব্বক সঙ্গ্রামে অগ্রসর হইল; কিন্তু আলাউদ্দীনও সমর সজ্জায় প্রস্তুত ছিলেন। ক্ষণমাত্রের মধ্যে তিনি স্বীয় সৈন্য-দলকে রাজপুত্রগণের প্রতি ধাবমান করাইলেন, এবং ঐ মহাবল পরাক্রমিরা আপনাদের অসম সঙ্খ্যা সত্বেও পলায়নে বিমুখ হইয়া অসঙ্খ্য শত্রু হত্যা করিয়া পরিশেষে প্রত্যেকে রণক্ষেত্রে পাতিত হইল। ইতিমধ্যে ভীমসিংহ এক বেগবৎ হয়ারোহণ পূর্ব্বক অনায়াসে চিতোরের দুর্গ দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় পুনরায় যবন সৈন্যের সহিত তাঁহার সন্দর্শন হয়। চিতোর-নগরবাসি অতি প্রধান বীর-সমূহ গোরা এবং বাদল সেনাপতির আধিপতিত্বে সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তুমুলযুদ্ধের পর বহুতর শত্রু বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে আপাততঃ নিবৃত্ত করিল। এই ভয়ানক যুদ্ধে চিতোরের অনেক প্রিয় সন্তান হত হইয়াছিলেন। বাদলনামক সেনাপতি দ্বাদশ বর্ষীয় বালক, তিনি আঘাত মাত্র প্রাপ্ত্যনন্তর যুদ্ধে অবসর পাইয়া গোরার সহধর্ম্মিণী আপন পিতৃব্য পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করাতে সেই আশ্চর্য্যা স্ত্রী তাঁহাকে স্বীয় স্বামির সমর-পরায়ণতার বিষয় প্রশ্ন করাতে বাদল প্রত্যুত্তর করিল; "তিনি সমরের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছেন; আমি তাঁহার অসির সামান্য অনুবর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বত্রে পশ্চাদ্‌গামী ছিলাম। তিনি রণক্ষেত্রে শত্রুমস্তকরূপ-শয্যা বিস্তীর্ণ করিয়া এক যবন রাজকুমারের দেহ রূপ বালিসে বৈরি বেষ্টিত হইয়া স্বচ্ছন্দে রণভূমিতে শয়ন করিতেছেন"। রমণী প্রত্যুক্তি করিলেন; "কহ বাদল, আমার প্রিয় কি রূপ ব্যবহার করিয়াছেন"? তিনি কহিলেন "মাত, তাঁহার ব্যবহার বর্ণনাতীত, যেহেতুক শত্রু মাত্র নিপাত করিয়া শত্রুদ্বারা যশোল্লেখ অথবা শত্রুকে ভয় প্রদর্শনের অপেক্ষা রাখেন নাই"। এই কথা শ্রুত হইয়া ঐ সাধ্বী স্ত্রী

হাস্যবদনে "প্রিয় আমার বিলম্বে তিরস্কার করিবেন" এই মাত্র কহিয়া চিতোরোহণ করিলেন। এতদ্ঘটনার পর আলাউদ্দিন্ কিয়ৎকাল নিরস্ত থাকিয়া পুনশ্চ সৈন্য সজ্জ্ব করত চিতোর আক্রমণে প্রবর্ত্ত হইলেন। কথিত আছে যে এক দিবস ভীমসিংহ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া শয্যায় পড়িয়া আপন বংশ রক্ষা ও দেশ রক্ষার উপায় মনে২, চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে "মেই ভুখা হোঁ" অর্থাৎ আমি ক্ষুধিত আছি, এই দৈবধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ হইল। পরে চক্ষুরুত্তোলন করিয়া প্রদীপের নিবিড়ালোকে দেখিলেন প্রস্তর স্তম্ভের মধ্যে দণ্ডায়মান এক দেবমূর্ত্তি আছে। তিনি চিতোরের রক্ষাত্রী দেবী। রাণা তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন; "আমার অষ্ট সহস্র স্বজাতি তোমার পদে সমর্পণ করিয়াছি, তথাচ তোমার ক্ষুধা কি নিবারণ হয় নাই"? দেবী কহিলেন; "আমি রাজবলির আকাঙ্ক্ষা করি; এবং যদ্যপি দ্বাদশ রাজমুকুটধারী চিতোর রক্ষার্থে প্রাণ সমর্পণ না করে, তবে তোমার বংশের হস্তহইতে এ দেশ গত হইবেক"। এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন"। পরদিন প্রাতে ভীমসিংহ রাজমন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করিয়া রজনীর বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন; কিন্তু তাঁহারা সম্যক রূপে ঐ বাক্য গ্রাহ্য না করাতে নিবিড় রজনীযোগে সমীপে উপস্থিত থাকিতে তাহাদিগকে অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন। নিরূপিত সময়ে দেবী পুনরায় প্রত্যক্ষ হইবায় দৈববাণী নিঃসৃত হইল; "যদিও সহস্র২ সামান্য ব্যক্তি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই; রাজভোগ ব্যতিরেকে আমার সন্তোষ জন্মে না। এক২ ব্যক্তিকে রাজসিংহাসনারূঢ় করাইয়া তিন দিবস তাঁহাকে ছত্র এবং চামর ও কিরনিয়াদ্বারা রাজ সেবা করাইয়া চতুর্থ দিনে তিনি সমরক্ষেত্রে প্রাণ সমর্পণ করিবেন তবে আমার সন্তোষ জন্মিবে"। এই বাক্যে সকলের প্রতীত হইল; এবং ইহার কর্ত্তব্যতাও স্থিরীকৃত হইল। দ্বাদশ রাজকুমার পরস্পর বিবাদে তৎপর হইয়া প্রত্যেকে দেশ-রক্ষা-রূপব্রতে অগ্রে উৎসর্গ হইতে চেষ্টিত হইলেন। প্রথমে অরিসিংহ জ্যেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত অগ্রগামী হইলেন। দ্বিতীয় অজয়সিংহ পিতার প্রিয়পাত্রবশাৎ পিতৃনুরোধে ক্ষান্ত থাকিয়া পর২ একাদশ ভ্রাতা গত হইলেন। তখন ভীমসিংহ সেনাপতিদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন; "এক্ষণে আমি স্বয়ং চিতোর রক্ষা হেতুক প্রাণ দান করিব" এতৎপূর্ব্বেই "জোহর" নামক আর এক ভয়ানক ক্রিয়া সমর্পিত হইল। রাজপরিবারবর্গ যবন-হস্ত-হইতে স্বীয় সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা হেতুক এক নিবিড় গহ্বর মধ্যে চিতা প্রজ্জ্বলিত করাইয়া ক্রমে২ সমস্ত রাজমাতা ও রাজ দুহিতা ও রাজ বনিতা ও রাজ স্বসা প্রভৃতি সহস্র২ রাজপুত্র-রমণীরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চিতারোহণ করিলেন। সর্ব্বশেষে স্ত্রীজাতির অদ্বিতীয় গর্ব্বপাত্রী ভীমসিংহের মনোরমা মহিষী পদ্মানী স্বীয় যৌবন ও সৌন্দর্য্য ও সতীত্ব দুরন্ত যবন হস্তহইতে উদ্ধার করিয়া অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। এক্ষণে পিতা ও অবশিষ্ট পুত্র উভয়ে পরস্পরের রক্ষার্থে বিবাদমান হইলেন। অবশেষে পিতৃাজ্ঞা বলবতী হইল; এবং অজয় সিংহ এক ক্ষুদ্র দল আত্মীয় সমভিব্যাহারে অরি-শ্রেণিমধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে কেলবারা দেশে গমন করিলেন। পর দিবস প্রাতে রাণা ভীমসিংহ আপন বংশ রক্ষা বিষয়ে স্বচ্ছন্দ প্রাপ্ত হইয়া অবশিষ্ট সহস্র সৈন্য সজ্জ্ব করিয়া নগরদ্বার বিমুক্ত করত রণভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া শত্রু-হত্যা করিতে২ সকলেই বীর

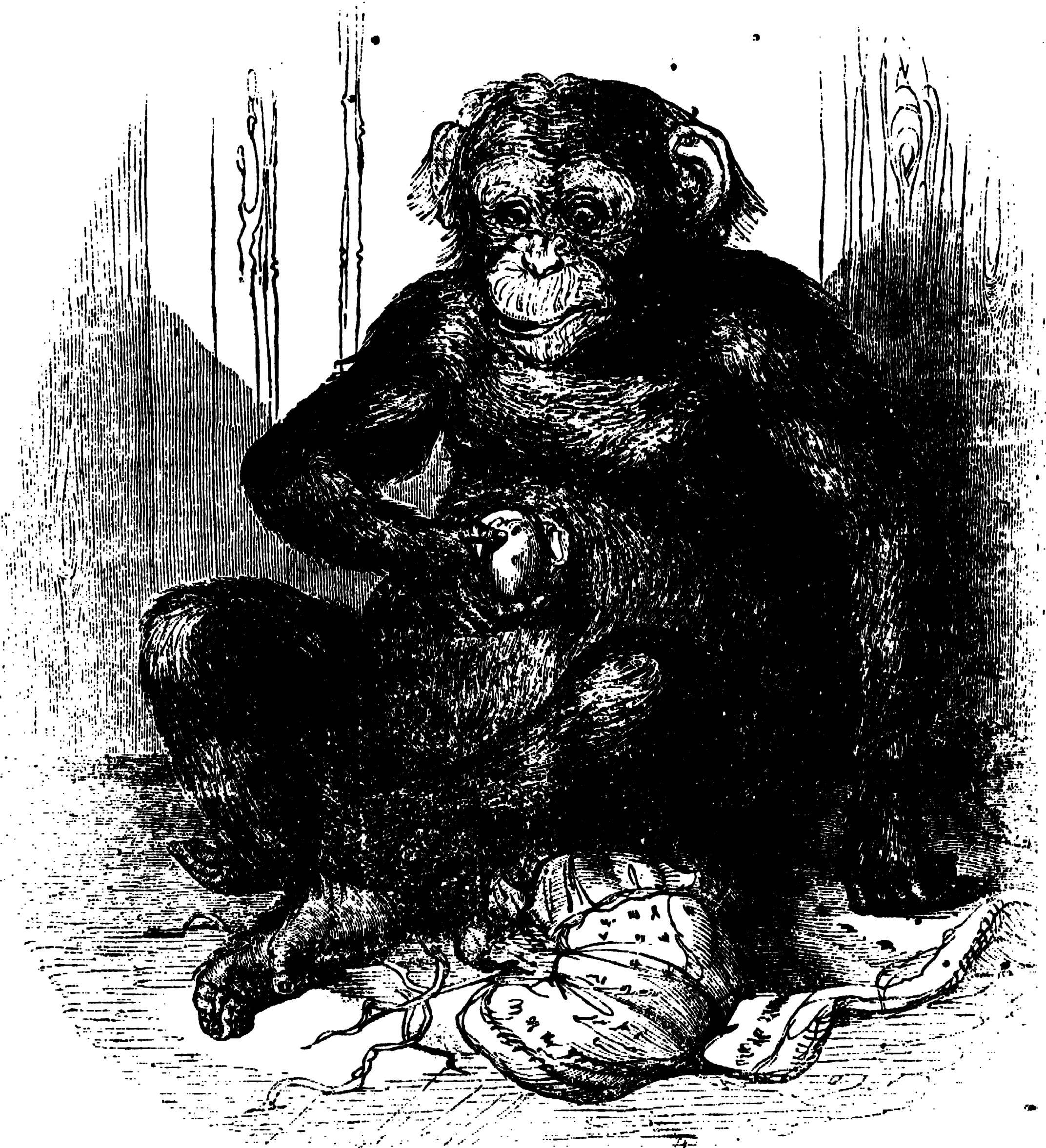
শয্যায় শয়ন করিলেন। আলাউদ্দিন্ পরিপূরিত মানসে চিতোর প্রবেশ করিয়া দেখেন যে নগর-মধ্যে মনুষ্য নাই। কেবল চতুর্দ্দিগে ছিন্ন-দেহ বীর-সমস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, এবং পদ্মানী অন্বেষণে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তদভাবে গহ্বর মধ্যে চিতার শিখা দেখিতে পাইলেন। উক্ত গহ্বর চিরস্মরণীয় হইয়া দেবস্থলী মধ্যে গণ্য হইয়াছে; এবং আগন্তুক মাত্রের গতিরোধের নিমিত্ত এই রূপ জনশ্রুতি আছে যে তথায় এক কালসর্প বাস করে, যাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে প্রাণ নাশ হয়।

সিম্পাঞ্জির বিবরণ।

কএক বৎসর হইল লণ্ডন নগরীয় জীব-সংস্থানুসন্ধায়িনী সভার উদ্যানে এক তরুণ বয়স্ক হৃষ্ট পুষ্ট সিম্পাঞ্জি নামক বনমানুষ-বিশেষ আনীত হইলে জনৈক প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ তাহার স্বভাব ও চরিত্র সকল বিবেচনা করিয়া এক সুচারু প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া বিকাশ করা গেল। প্রস্তাব বাহুল্য হইবার ভয়ে সুমাত্রা দেশীয় বনমানুষের সহিত সিম্পাঞ্জির লক্ষণ-ভেদের বিবরণ এই ক্ষণে প্রকাশ করা গেল না।

“আফ্রিকা দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশের সমুদ্র-তটস্থ গ্যাণ্ডবেসান নামক স্থানের প্রায় ৬০ ক্রোশ অন্তরে উক্ত সিম্পাঞ্জির মাতা যৎকালীন তাহাকে ক্রোড়ে রাখিয়া স্তন পান করাইতেছিল সেই সময়ে গুলিদ্বারা ঐ প্রসুতিকে নষ্ট করিয়া এই শাবককে ধরা যায়। তথায় অতি যত্নে রক্ষিত হইয়া, তৎস্থানহইতে সমুদ্র-পোতদ্বারা ব্রিষ্টল নগরে প্রেরিত হয়, ও তন্নগরে প্রায় চারি সপ্তাহ থাকিলে পর, পূর্ব্বোক্ত জীব সংস্থানুসন্ধায়িনী সভার সভ্যগণেরা তাহাকে ক্রয় করিয়া অবিলম্বে আপনাদিগের উদ্যান মধ্যে লইয়া রাখিলেন। সে স্থলে এই পশুর কুঠরী প্রবেশ মাত্রেই আমরা উহার বৃদ্ধ, কুব্জ, ও খর্ব্ব কাফরির ন্যায় ভাব অবলোকনে আশ্চর্য্য হইলাম। ইহার শ্মশ্রুবধি বদনের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্থানে কতক গুলিন ক্ষুদ্র২ শুভ্র কেশ, এবং কপোলেতে সঙ্কুচিত চিহ্ন থাকাতে তাহার বৃদ্ধত্বের আধিক্য বোধ হয়। ইহার বয়স যথার্থ রূপে নির্ণীত হয় নাই, কিন্তু দন্ত দৃষ্টে অনুমিত হইল যে অষ্টাদশ বা বিংশতি মাসাধিক না হইবেক। সিম্পাঞ্জী পশুর ইতিবৃত্ত-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সহসা ইহার নিদর্শন দেখিয়া ইহাকে শিশু-মধ্যে গণ্য করিবেন। বিশেষতঃ ইতস্ততো দ্রুত গমনে রত ও সতত কৌতুকাক্রান্ত থাকাতে ঐ বালাচরণ প্রকাশ পায়। অপিতু ইহা সতর্ক ও কৌতুকশালী হইয়াও কাহার প্রতি অপকারী কিম্বা উগ্রমূর্ত্তি হয় না; এবং তাহার নিকটে যে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করা যায়, তাহার অবিকল জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করে। আর নিকটস্থ প্রত্যেক বস্তু পরীক্ষা করণে একপ বিজ্ঞতা ও বিবেচকতা প্রকাশ করে, যে অতি প্রবীন দর্শনকারীও ইহাকে দেখিলে হাস্য সম্বরণে সমর্থ হইতে পারেন না।

“পিঞ্জর বা কুঠরীতে ইহাকে অনুক্ষণ বদ্ধ রাখায় ব্যায়ামাভাবে পীড়িত হইবে এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থে তাহার কুঠরী মধ্যে এক দোলনা স্থাপিত আছে, তদুপরি ইহা উপবেশন পূর্ব্বক শারীরিক ব্যায়ামে উল্লাসিত হয়, ও নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গি প্রকাশ করে। তদ্দ্বারা প্রতীত হয় যে ইহা বৃক্ষাদির মত শাখায় বা পল্লবে অবস্থান করিতে উপযুক্ত, ও ইহার পতন শঙ্কা নাই। কখন২ পশ্চাৎ পাদ ও হস্তদ্বারা ঝুলনের রজ্জু



ধারণ পূর্ব্বক তাহার উপরে দণ্ডায়মান হয়। পরে এক চরণে কিম্বা এক করে শরীরের সমস্ত ভার রাখিয়া দুলিতে থাকে, অথবা রজ্জুর উপর অবিশ্রামে ও প্রফুল্লচিত্তে নৃত্য করে।

"উক্ত ক্রীড়ায় ক্লান্ত হইলে ভূমিতে পতিত হইয়া লুণ্ঠন করে, ও কখন খঞ্জভাবে ইতস্ততঃ করে, বা দ্রুত গতিতে গমনাগমন করে। এই রূপ ভ্রমণ কালীন হস্তের দুইটা অঙ্গুলির গ্রন্থি ভূতলে রাখিয়া ও স্কন্ধদেশ কিঞ্চিৎ নত করিয়া বাড়াইয়া দেয়। এই পশু সর্ব্বদা সমান রূপে দাঁড়াইয়া চলিতে শক্য হয়, কিন্তু মনুষ্যের মত একাদিক্রমে পাদ নিক্ষেপ করিতে পারে না, কেননা মনুষ্য প্রত্যেক পাদ নিক্ষেপ কালীন প্রথমতঃ গুল্‌ফ দেশ উত্তোলন করে ও শরীরের ভার পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর

রাখে, ইহা সে রূপ না করিয়া এক সময়েই পদ-তল উত্থিত ও নিক্ষিপ্ত করত প্রথমে এক পদে,পরে অপর পদে, কদাচ উভয় বিপর্য্যয়ে, গমন করে।

“এই পশু যখন পশ্চাৎ পদদ্বারা কোন কাষ্ঠাসন অবলম্বন করিয়া অনায়াসে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া পুনঃ তদবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন ইহাকে দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। এই ব্যায়ামে অতিশয় শারীরিক শক্তি প্রকাশ পায়, যেহেতুক ইহার দেহ সুদীর্ঘ, ও বক্ষঃস্থল প্রশস্ত। ইহার পাকস্থলী বনমানুষের ন্যায় স্থূল।

“ইহাকে যাহারা রক্ষণাবেক্ষণ করে তাহাদিগের প্রতি অতি ঘনিষ্ঠ হইয়া ঐ পশু শিশুর ন্যায় তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করে। কখন বা তাহাদিগের চতুষ্পার্শ্বে দৌড়ায়, কখন বা তাহাদিগের প্রবঞ্চনা করে, ও কদাচিৎ তাহাদিগের শরীরের উপরে আরোহণ করিয়া উহাদিগের গলদেশ হস্তদ্বারা বেষ্টন করে। পরন্তু প্রত্যহ ইহার হস্ত পদাদি ধৌত করিবার সময়ে সে অতি ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করে।

“আমরা অনেক বার দেখিয়াছি যে এই জন্তু যখন তাহার পরিচারকের সমভিব্যাহারে ক্রীড়ায় ও পরিহাসাদিতে প্রবৃত্ত থাকে, তখন ইহার মুখশ্রী দর্শন করিলে ঐপশু যথার্থ হাস্য করিতেছে বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন; যেহেতুক তৎকালীন ইহার নয়নদ্বয় কিঞ্চিৎ মুদ্রিত, বদন-প্রান্ত অর্দ্ধ স্খলিত, ও দন্ত দর্শিত হওয়াতে এক অট্ট হাস্যবৎ শব্দ উচ্চারিত হয়। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য যে এই জন্তু কোন বস্তু প্রাপ্ত মাত্রেই বক্ষে রাখিতে অভিলাষ করে। উহাকে একটা টিনের ঝুমঝুমি প্রদান করাতে তাহার শব্দে মনোযোগ না করিয়া একেবারে হস্তদ্বারা চূর্ণ করিতে চেষ্টা করিল; পরে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা হস্তে ধারণ করিয়া নিক্ষিপ্ত করত অন্য একটা বস্তু লইল, এবং তাহাও ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের বস্তু গ্রহণ করিল। ইহা সর্ব্বদা হস্তদ্বারা অপ্রাপ্য বস্তু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া ত্যাগ করে। এই জন্তু মৃদু স্বভাব প্রযুক্ত সহজে রাগান্বিত হয় না; কিন্তু যদ্যপি কোন কারণে রাগান্বিত হয় তবে কর্কশে কণ্ঠ ও ওষ্ঠ উত্তোলন করিয়া গম্ভীর রূপে রাগোদ্দীপকের প্রতি দৃষ্টি করে, ইহাতে উহার কোঠরস্থ চক্ষুদ্বয় চঞ্চল ও উজ্জ্বল হইয়া আকৃতির বিলক্ষণ চমৎকারিত্ব জন্মায়। ইহার বর্ণ ঘোর পাংশুল। এই ক্ষুদ্র জন্তুতে অন্য২ কপি জাতির ন্যায় হাস্য জনক ক্রীড়া, ও বাচালতা, ও চঞ্চলতা, ও অকারণ দন্ত প্রদর্শন ইত্যাদি ক্রিয়া প্রায় দৃষ্ট হয় না। এবং এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে অস্মদ্দেশীয় ক্ষুদ্র কপিদিগের সহিত ভিন্নতা হেতুক উহাকে উৎকৃষ্ট বোধ হয়। ফল, দুগ্ধ, রন্ধিত মাংস, ও পিষ্টকাদি এই জন্তুর আমোদ জনক খাদ্য। ইহা চাও পান করিয়া থাকে; কিন্তু বিয়ার মদ্য বা অন্য কোন ফেণযুক্ত মাদক দ্রব্যাদি কখন পান করে না। যখন এই জন্তু মনুষ্যের ন্যায় দুগ্ধের বা চার পাত্র গম্ভীর রূপে হস্তে লইয়া ধীরে২ পান করত যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া দেয় তখন ইহাকে দেখিতে আমোদ জন্মায়। পান করিবার সময়ে এই জন্তুর ওষ্ঠ সর্ব্বদা উত্থিত থাকিলেও জলপাত্র বা একটা নারিকেল দুই হস্তে ধরিয়া উহার ছিদ্রে চপল ওষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া পান করত নিরুদ্বেগে যথাস্থানে রাখিতে পারে; এবং তৎ সময়ে তাহার আকৃতি দেখিতে অতি চমৎকার হয়। আমরা এই পশুকে একটা পিষ্টক ভক্ষণ করিতেও দেখিয়াছি। ইহা অন্য২ পশু জাতির ন্যায় পোষিত হয়, এবং গুপকার ও যে

ব্যক্তি ইহাকে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করে তাহারা উভয়ে ইহার প্রিয়পাত্র। ইহাদিগের আগমনে এই জন্তু নানা প্রকার হর্ষের চিহ্ন প্রকাশ করে; ও তন্নিমিত্তে ব্যাগ্রচিত্ত হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদিগকে দর্শন-মাত্রেই ওষ্ঠ স্ফুরিত করিয়া মদু২ শব্দে আহ্লাদ প্রকাশ করে, এবং যদ্যপি বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তবে নিকটবর্ত্তী হইয়া গাত্রোপরি উঠিতে থাকে, ও নানা প্রকার হাস্যজনক ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে। এই সকল কর্ম্মেতে সূপকার কখন২ বিরক্ত হয়, কেননা সে তাহার নিকটহইতে অবসর পাইতে পারে না; ও নিবারণ না করিলে বালকের ন্যায় অঙ্গরাখা ধরিয়া সঙ্গে২ বেড়ায়। এক দিবস ঐ পশু রন্ধনশালার গবাক্ষের কবাটোদ্ঘাটন করিয়া কৌতুকের সহিত চতুর্দ্দিগস্থ নানা প্রকার নূতন২ বস্তু নিরীক্ষণ করত উদ্যানের মধ্যে পলায়ন করিলে উহাকে পুনরানয়ন করা অতি সুকঠিন হইয়াছিল; কিন্তু পরে আহ্বান করিলে যদ্যপিও বাক্য সকল না বুঝিতে পারিয়াছিল তথাচ স্বরসংযোগ জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং আপনার ভৃত্যগণের নিকট আগমন করত গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করিল। বানর জাতি স্বভাবতঃ বৃহৎ সর্পকে ভয় করে, এবং তাহাদিগের দ্বারা প্রায় বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই জন্তু শৈশবাবস্থায় সর্প দেখে নাই অতএব এইক্ষণে সর্প দৃষ্টে ভীত হয় কি না ইহা নিরূপণার্থে লোকেরা তাহাকে একটা বৃহৎ সর্প দেখাইলে সে অতিশয় ভীত হইয়া এক কোণে লুকাইল। পরে সর্পের ঝুড়ির ডালা রুদ্ধ করিয়া তদুপরি একটা আতাফল রাখিলে যদ্যপিও সে ঐ ফল ভক্ষণ করিতে প্রয়াস করিয়াছিল, তথাপি ভয়প্রযুক্ত শত্রুর লুকাইবার স্থানে আসিতে সক্ষম না হইয়া নানা প্রকার শরীরের ভঙ্গিদ্বারা ভয় প্রকাশ করিল, তাহাতে কেহই কোন ক্রমেই তাহাকে মঞ্জুষকার সমীপবর্ত্তী করণে সক্ষম হইল না। পরে সর্পকে স্থানান্তর করিয়া কিয়দংশ আতাফল চৌকির উপরে রাখিলে তখন সে বিশেষ অনুসন্ধান করত ও বার২ সচকিত গমনে অপ্রশস্ত মনে ফল গ্রহণ করিল। এই সকল পরীক্ষার দ্বারা ইহা স্পষ্ট বোধ হয় যে বানরজাতিমাত্রেই স্বভাবতঃ সর্পকে অতিশয় ভয় করে। সিম্পাঞ্জি কুক্কুরকে ভয় করে না, কেননা একটা মাল্টিস্ অর্থাৎ লোম শূন্য স্ত্রী কুক্কুর তাহার শাবকের সহিত সিম্পাঞ্জির ঘরে থাকাতে, সিম্পাঞ্জি শুনীর চীৎকারে কোন মনোযোগ না করিয়া পিঞ্জরের সমীপবর্ত্তী হইয়া উহার একএকটা শাবককে হস্তে লইয়া নিরীক্ষণ করত পুনর্ব্বার ধীরে২ রাখিয়া দেয়। এইরূপ পরিশ্রম করণানন্তর গৃহের কোণে কম্বলের বিছানায় যাইয়া কটিদেশ হস্তদ্বয়দ্বারা বেষ্টিত ও বদন আচ্ছাদিত করিয়া নিদ্রা যাইতে থাকে। ইহাকে উষ্ণ পরিচ্ছদ ও টুপি পরাইয়া ইংলণ্ড দেশে আনিবায়, ইহার অবিকল অপরূপ ও মনুষ্যাকৃতি হওয়াতে দর্শকমণ্ডলী-মধ্যে অসীম কুতূহল হইয়াছিল। অনেকে তাহার নম্রতা ও বুদ্ধি-বিষয়ে অধিক প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইহার এতাদৃশ জ্ঞান ও মেধা থাকে কি না এই সন্দেহ অদ্যাবধি দূর হয় নাই। ইহা প্রতীত হইতেছে যে কপিজাতি বয়ঃপ্রাপ্ত মাত্রেই বাল্যকালের ক্রীড়াসক্তি ও নম্রস্বভাব সকল ত্যাগ করিয়া ঘোরতর রাগান্ধ ও হিংসুক হয়। এই জন্তুর স্বভাব ও মেধা অদ্যাবধি স্থির হয় নাই, কেননা এ পর্য্যন্ত কোন সিম্পাঞ্জি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত রাখা যায় নাই; এতজ্জন্যে আমরা ইচ্ছা করি যে এই জন্তু দীর্ঘজীবী হইয়া প্রাণিতত্ত্বজ্ঞদিগকে উহার পারকতা ও মেধা জ্ঞাত করাউক।" রা, চ, মি,।



নাগান্তক পক্ষী।

নাগান্তকপক্ষির অতি বিস্ময় জনক অবয়ব। ইহার পদদ্বয় সারসের পদের সদৃশ, অথচ মস্তক বাজের মস্তকের ন্যায়, এবং তদুপরি ময়ূর জাতির চূড়ার তুল্য এক চূড়া হয়, ও পুচ্ছ ময়ূর-পুচ্ছ সদৃশ দীর্ঘ হয়। পরন্তু ইহার শারীরিক সমুদয় লক্ষণ ও স্বভাবের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই পক্ষিকে ক্রব্যাদ-বর্গের বাজ ও শকুনি শ্রেণির মধ্যে এক পৃথক্ জাতি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ইহার বাসস্থান আফরিকা খণ্ডের দক্ষিণ অঞ্চল। সেই স্থানে নানাবিধ সর্প ও বিষাক্ত কীট প্রচুর থাকায় তত্রত্য মনুষ্যদিগের সম্যগ্ অনিষ্ট হইত, কিন্তু এই পক্ষিরা নিয়ত তাহাদিগের বিনাশে প্রবৃত্ত হওয়াতে ঐ হিংস্র-জীবদিগের সংখ্যা ন্যূন হইয়া পড়ে, সুতরাং মনুষ্যদিগের মঙ্গলদায়ক হয়। এই গুণ থাকাতে করাসিস্ লোকেরা গোয়াডুলুপ্ দেশে এই পক্ষি লইয়া প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সতত অহি-হিংসায় প্রবৃত্ত হওয়াতে এই পক্ষির নাম "নাগান্তক" হইয়াছে। অনেকে ইহাকে "মসীজীবী" অর্থাৎ কেরানি শব্দে কহেন, কারণ তাঁহারা মনে করেন যে কেরানিরা যে প্রকারে কর্ণে লেখনী রাখিয়া থাকেন, এই পক্ষির চূড়াও তদ্রূপ বোধ হয়। কেহ২ দূর২ পাদ বিক্ষেপের ধারা দৃষ্টে ইহার নাম "দূতপক্ষী" রাখিয়াছেন; এবং অপরে ইহাকে "ধানুকী" বা "তীরন্দাজ" শব্দে বিধান করেন, কারণ ধনুহইতে

যে প্রকারে বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, এই পক্ষিরা তদ্রূপে চঞ্চুদ্বারা তৃণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

অন্যান্য বৃহৎকায় ক্রব্যাদ-বিহঙ্গমের ন্যায় নাগান্তক পর্ব্বত-শৃঙ্গে বা অতি উচ্চ বৃক্ষাগ্রে নীড় নির্ম্মাণ করে, এবং তৎকর্ম্মে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে একত্রে নিযুক্ত হয়। স্ত্রীরা এককালে দুইটি অণ্ড প্রসব করে। কি শুষ্ক বালুকাময় ক্ষেত্র কি অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় জলাশয়, উভয়ই ইহাদিগের চরিবার স্থান; এবং প্রথমোক্তস্থানে সর্প ও গোধিকা এবং শেষোক্তস্থানে কচ্ছপ ও কীট-সকল ইহাদিগের মনোমত খাদ্য প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল জীবদিগকে নাগান্তক পক্ষী আদৌ বিনাশ করিয়া পরে গ্রাস করে, এবং ঐ সংহার কর্ম্ম পদাঘাতদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অপর ইহার পদে এমন শক্তি আছে যে এক পদাঘাতে ইহা অনায়াসে স্থূলকায় কূর্ম্ম কি দুই তিন অঙ্গুলি পরিমাণ স্থূল সর্প অনায়াসে বিনষ্ট করিতে পারে। দৈবাৎ তাহা না হইলে নাগান্তক পক্ষী ঐ সর্প লইয়া উড্ডীয়মান হইয়া অতি উচ্চহইতে তাহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করত স্বকার্য্য সাধন করে। কখন২ অতি বৃহৎকায় সর্পকে পুনঃ২ পাঁচ সাত বার প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ না করিলে তাহারা প্রাণ ত্যাগ করে না; কিন্তু নাগান্তক তদ্বিষয়ে কোন মতে অপটু নহে, পদাঘাত ও পক্ষাঘাত ও উচ্চহইতে নিক্ষেপ করণদ্বারা সতত সর্পাদির সংহার করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ এই পক্ষী উগ্রস্বভাবী নহে, এবং অনায়াসে পোষিত হয়; কিন্তু ঋতুকালে পুংপক্ষিরা পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া থাকে।

কণিকাসমুচ্চয়।

অশ্ববিতরণ।

পাদরি হুক্ সাহেবকৃত "চীন তাতার ও তিব্বত দেশ-ভ্রমণ বৃত্তান্ত" গ্রন্থে লিখিত আছে যে পূর্ব্ব-তাতার-দেশীয় "লামা" নামক বৌদ্ধ ধর্ম্ম যাজকেরা প্রতিমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথিতে এক উচ্চ শিখরোপরি আরোহণ করত বিদেশে গত আত্মীয় স্বজন ও স্বধর্ম্মাবলম্বিদিগের মঙ্গলার্থে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে; এবং পাছে তাহারা বাহন ভ্রষ্ট-হইয়া ভ্রমণ করিতে অক্ষম হয় বা ক্লেশ পায়, এতন্নিমিত্তে বহু সঙ্খ্যক ক্ষুদ্র২ কাগজ-খণ্ডে অশ্বাবয়ব অঙ্কিত করিয়া প্রবল বায়ু মুখে তাহা নিক্ষেপ করত এই বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরানুগ্রহে ও তাহাদিগের ভজন-সাফল্যে ঐ অঙ্কিত অশ্ব প্রকৃতাবয়ব ও রক্ত-মাংসের শরীর প্রাপ্ত হইয়া পর্য্যটন-ক্লেশে নিবদ্ধ বিদেশস্থ ভ্রমণকর্ত্তৃদিগের দাসত্বে নিযুক্ত হইবেক।

মন্দ তিথি-নক্ষত্রাদির শান্তি করণের সুলভ উপায়।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে ইহাও দৃষ্ট হইল যে তিব্বত দেশীয় দৈবজ্ঞেরা মন্দ তিথি নক্ষত্রাদির ফলে স্বদেশে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নিরাকরণার্থে তাহাদিগের রচিত পঞ্জিকাতে উক্ত তিথ্যাদির উল্লেখ করে না, এবং তৎপরিবর্ত্তে কোন মঙ্গলদ তিথির দ্বিত্বারোপ করে। কোন মাসে মন্দ নক্ষত্র বা করণ বা যোগবিশিষ্ট অমাবস্যা হইলে তাহাদিগের মতে সে মাসে অমাবস্যা নাই, এবং তৎপরিবর্ত্তে দুই দিবস চতুর্দ্দশী হয়; কখন২ পর পর তিন চারি তিথি অমঙ্গলদায়ক হইলে সে মাসে এ তিন চারি তিথি পঞ্জিকাতে থাকে না, এবং তৎস্থানে তৎপূর্ব্ব-গত শুভ তিথি পুনঃ২

লিখিত হয়, অর্থাৎ দশমী অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মন্দ হইলে সে মাসে হয় দিবস নবমী থাকিয়া একে বারে প্রতিপদ হয়; দশম্যাদি তিথি এক-কালে ঘটে না।

যাত্রার উপসর্গ।

স্বরভঙ্গো মতিশ্ছন্না গাত্রকম্পো মহদ্ভয়ং।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি সর্ব্বাণি যাচনে॥

স্বরভঙ্গ, বুদ্ধির ব্যতিক্রম, গাত্রকম্প এবং মহাভয়, যাহা মৃত্যু-কালের প্রধান চিহ্ন, তৎসমুদায় যাচ্ঞা করণ সময়েও উপস্থিত হয়।

উত্তমের ধর্ম্ম।

খণ্ডং খণ্ডং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং।
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনশ্চারুগন্ধং
প্রাণান্তেপি প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে নোত্তমানাং॥

যথা ইক্ষুদণ্ডকে খণ্ড২ করিলেও তাহার স্বাদুতা নষ্ট হয় না, এবং পুনঃ২ দগ্ধ করিলেও স্বর্ণের বর্ণের ব্যতিক্রম হয় না, আর চন্দনকে সতত ঘৃষ্ট করিলেও তাহার সদ্গন্ধ লোপ হয় না, তথা প্রাণান্তেও উত্তম ব্যক্তিদিগের স্বভাবের অন্যথা হয় না।

সৌহৃদ্যের পথ্য।

যদীচ্ছেদ্বিপুলাং প্রীতিং ত্রীণি তত্র ন কারয়েৎ।
বাগ্বাদমর্থসম্বন্ধং পরিহাসঞ্চ সর্ব্বদা॥

যাহার সহিত সম্যক্ প্রীতি করিবার মানস তাহার সহিত বিতণ্ডা ও অর্থ সম্বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে, ও তৃতীয়তঃ তাহার সহিত অহরহঃ পরিহাস করাও নিষিদ্ধ।

লাহসা নগরীয়া স্ত্রীদিগের মুখবিন্যাস।

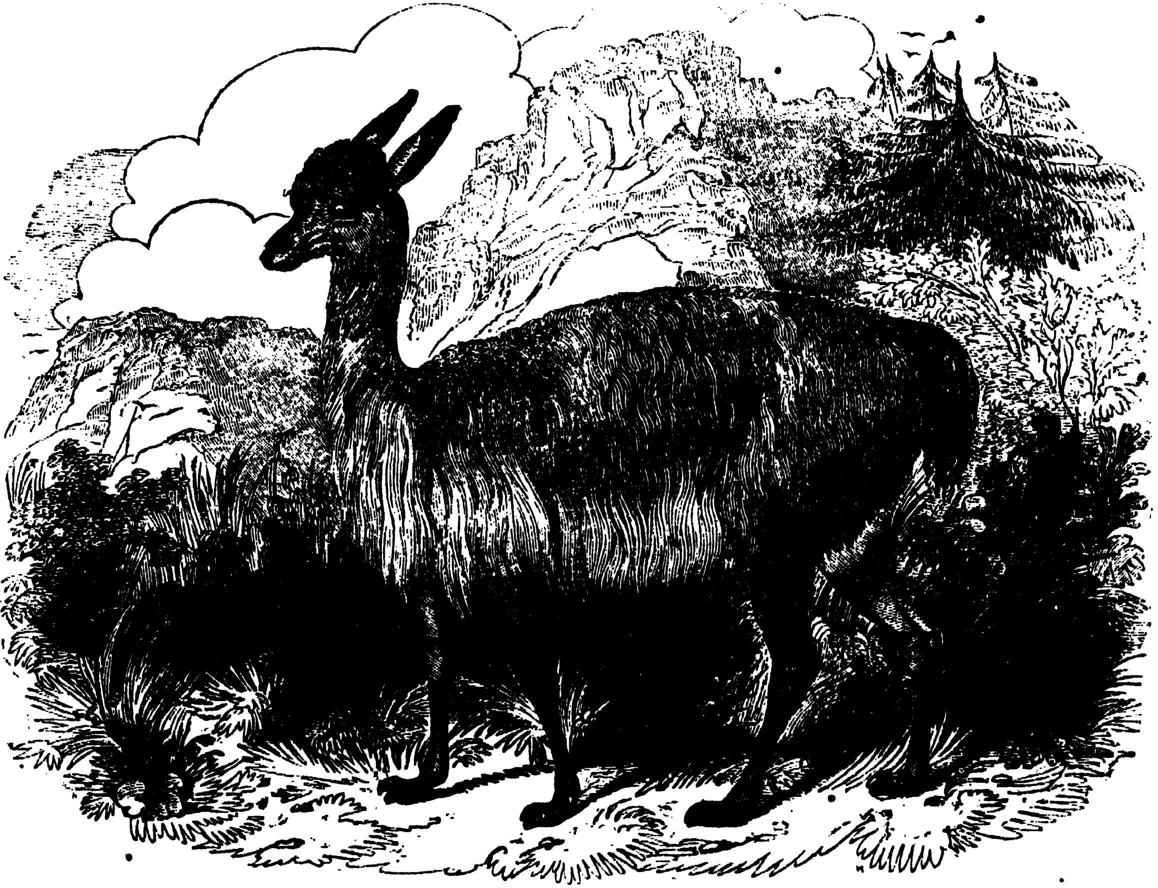
গৃহহইতে বহির্গমন সময়ে অথবা অপরিচিত পুরুষের সন্নিধানে অবগুণ্ঠনদ্বারা মুখাচ্ছাদন করণ রীতি স্ত্রীদিগের মধ্যে অনেক দেশে প্রচার আছে; কিন্তু লাহসা নগরে এতদ্বিষয়ে এক আশ্চর্য্য নিয়ম আছে, এমত আর কুত্রাপি নাই। পাদরি হুক সাহেব লেখেন যে পূর্ব্বে উক্ত নগরে অবগুণ্ঠনের ব্যবহার ছিল না; এবং যথাযোগ্য সন্নিয়মের অভাবে স্ত্রীরা অনেকে ধর্ম্ম-চর্য্যায় বিমুখ হইয়াছিলেন। এই মহদ্দোষের সদুপায় করণার্থে তিন শত বর্ষ-হইল তত্রত্য কোন প্রধান ধর্ম্মবেত্তা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে রাজপথে স্ত্রীদিগের উজ্জ্বল চন্দ্রানন দৃষ্টেই অনেকে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মাচরণের অন্যথা করে, অতএব তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে তৈল ও মসী ও অন্যান্য কুৎসিত দ্রব্যদ্বারা আপন২ মুখ অত্যন্ত কদর্য্যরূপে বিন্যাস না করিয়া কোন স্ত্রী উক্ত নগরের রাজপথে আসিতে পাইবেক না, এবং যে কেহ এই নিয়মের অন্যথায় আপন স্বাভাবিক অচিত্রিত মুখ লইয়া সাধারণ সমীপে দৃষ্টা হইবেক, তাহার দণ্ড বিধান করা যাইবেক। কথিত আছে যে এই নিয়ম প্রচার হওনাবধি অধর্ম্মাচরণের অনেক দমন হয়; পরন্তু সুচতুরা বেশ বিলাসিনীরা এই নিয়ম সত্ত্বেও আপন২ রূপ লাবণ্যের গরিমা প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে অপর স্ত্রীহইতে আপনাদিগের মুখ অত্যন্ত কদর্য্যরূপে চিত্রিত করিয়া থাকেন; সুতরাং উক্ত দেশে যাহার বদনে সর্বাপেক্ষায় অধিক মসী তাহাকেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী জ্ঞান করিতে হয়।

ই বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ;

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৪, শ্রাবণ। [১০ সঙ্খ্যা।



বিকুঙা পশু।

ল্লামা ও আল্পাকা বস্ত্র।

বিলাতহইতে যে সকল লোমশ বস্ত্র এতদ্দেশে আনীত হইয়া থাকে তন্মধ্যে ল্লামা এবং আল্পাকা বস্ত্র সর্বাপেক্ষায় অভিনব, সুতরাং অপ্রসিদ্ধ; পরন্তু ঐ বস্ত্র-সকল অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অনাদর যোগ্য নহে—বরং বিশেষ সমাদর করিবারই উপযুক্ত বটে; কারণ লোমশ বস্ত্রের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষায় চিক্কণ, সূক্ষ্ম ও লঘু, এবং গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করিলে কার্পাশ

নির্ম্মিত বস্ত্রাপেক্ষায় শীতল বোধ হয়। এতদর্থে ইংরাজেরা বনাতের পরিবর্ত্তে অনেকে এই সুচারু বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন; এবং এতদ্দেশীয় কোন ২ নব্য বাবুরাও আল্পাকা-নির্ম্মিত অঙ্গরাখা পরিধান করিতে আরব্ধ করিয়াছেন। আল্পাকা ও ল্লামা বস্ত্র গরদের তুল্য লঘু ও চিক্কণ নহে, কিন্তু চাপ্‌কান্ বানাইবার নিমিত্তে গরদ অপেক্ষায় ইহা কোন ২ মতে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ ব্যয়-সম্বন্ধে আল্পাকার মূল্য গরদের তুল্য হইলেও আল্পাকাকে সুলভ মানিতে হইবেক; কারণ গরদ-নির্ম্মিত চাপ্‌কান্ কেম্ব্রিক্ বস্ত্রের চাপ্‌কানের ন্যায় একবার কি দুই বার পরিলেই কুঞ্চিত হইয়া যায়, তৎপরে ধৌত করিয়া তপ্ত লৌহদ্বারা "স্ত্রি" * না করিলে আর পরিধানের যোগ্য হয় না। আল্পাকা বস্ত্রের চাপ্‌কান্ সাবধানে ব্যবহার করিলে ছয় মাসের মধ্যে ধৌত করিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং যাহার সপ্তাহে ৫।৬ টা কেম্ব্রিক্ বা গরদের চাপ্‌কান্ প্রয়োজন হয় সে অনায়াসে একটা আল্পাকার চাপকানে ছয় মাস কাল যাপন করিতে পারে। অপর আল্পাকা বস্ত্র শুক্ল কৃষ্ণাদি নানা বর্ণের হইয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়েও কাহার পক্ষে অপ্রিয় হইবেক না।

ল্লামা বস্ত্রাপেক্ষায় শাল সুদৃশ্য ও গরীয়স্ বটে; কিন্তু ল্লামা শালহইতে লঘু ও শীতল, এবং গ্রীষ্মকালে ব্যবহারার্থে পূর্ব্বাপেক্ষায় শ্রেয়োজনক; পরন্তু যে দেশে ক্রমাগত নয় মাস ঢাকাই মল্‌মলও অসহ্য বোধ হয়, তথাকার লোকেরা যে স্বদেশজাত জগদ্বিখ্যাত অদ্বিতীয় সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদেশীয় লোমশ বস্ত্রের অনুরাগ করিবেক ইহা সম্ভবও নহে, এবং প্রার্থনীয়ও নহে। তবে মনুষ্য জাতির সুখ সম্ভোগ-বৃদ্ধি করিবার যত উপায় বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ল্লামা ও আল্পাকা বস্ত্র লোমজ। ঐ লোম দক্ষিণ আমরিকা দেশজ পশু-বিশেষের দেহ হইতে উদ্ভব হয়। উক্ত দেশীয় ব্যক্তিরা বহুকালাবধি ঐ লোমদ্বারা এতদ্দেশীয় মলিদা † বস্ত্রের ন্যায় এক প্রকার স্থূল বস্ত্র প্রস্তুত করিত, এবং ঐ লোমজাত সূত্রদ্বারা বস্ত্র বপনও করিত; কিন্তু তাহা ইদানীন্তনের আল্পাকা বা ল্লামা বস্ত্রের তুল্য হইত না। শেষোক্ত বস্ত্রদ্বয় আদৌ ইংরাজেরা প্রস্তুত করেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা তাহা সর্ব্বত্র নীত হইয়াছে। উক্ত লোম যে পশুর দেহহইতে উৎপন্ন হয় তাহার আকৃতি উষ্ট্রের তুল্য, কিন্তু উষ্ট্রহইতে আকারে ক্ষুদ্র। উষ্ট্রের ন্যায় ল্লামার পৃষ্ঠে ককুদ থাকে না, অথচ পৃষ্ঠদেশের অস্থি সকল উভয়েরই তুল্য; এবং ইহারা উভয়েই তৃণহীন-স্থানে বাস করিতে ও জলকষ্ট সহ্য করিতে তুল্যরূপে সক্ষম, ও উভয়েই ভার বহন করিতে সর্ব্বতোভাবে পারগ। পরন্তু আশিয়া খণ্ডের উষ্ট্র বালুকাময় মরুভূমিতে বাস করে, এবং তদর্থে তাহার পদতল স্থূল ও প্রশস্ত হয়, এবং তাহাতে চর্ম্মপিণ্ড থাকে। ঐ চর্ম্মপিণ্ডদ্বারা তাহারা উত্তম-রূপে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হয়, ও তাহাদের পদ বালুকামধ্যে পুতিয়া যায় না। ল্লামা পশু পর্ব্বত-শিখর বাসী; তথায় স্থূলপদের প্রয়োজন নাই, সুতরাং সর্ব্বনিয়ন্তা ইহাদিগের পদকে দুই অঙ্গুলিতে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গুলীর অগ্রে এক দৃঢ় নখ থাকে। ল্লামার আকৃতি উষ্ট্রাপেক্ষায় অধিক সুন্দর; ইহার পদ

* তপ্ত লৌহদ্বারা কুঞ্চিত বস্ত্র ঋজু ও দৃঢ় করণের নাম "স্ত্রি"।

† বস্ত্র সামান্যতঃ উপ্ত হয়, অর্থাৎ ওত (টানা) ও প্রোত (পড়েন) সংযোগে প্রস্তুত হয়; মলিদা তদ্রূপে হয় না। আঠাবিশিষ্ট কোন পদার্থে লোম ভিজাইয়া তাহা বস্ত্রাকারে জমাইলে "মলিদা" প্রস্তুত হয়।

সূক্ষ্ম, স্কন্ধ ঊর্দ্ধাভিমুখ, মস্তক ক্ষুদ্র, নয়ন উজ্জ্বল ও সুদৃশ্য, এবং কর্ণ দীর্ঘ ও নম্র। ইহার বর্ণ ও লোম এক প্রকার নহে, কতক খর্ব্ব, কতক দীর্ঘ কতিপয় কুঞ্চিত, কতকগুলিন সরল হয়।

স্বভাবতঃ ল্লামারা ১।২ শত সংখ্যায় একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; এবং "ইহো" নামক এক প্রকার শরবৎ তৃণ ভক্ষণ করত দিনপাত করে, ও ঐ শর নবীন হইলে জলপান করে না। পরন্তু শুষ্ক তৃণ ভক্ষণ করিলে জলপানের প্রয়োজন হয়। মল পরিত্যাগ করণ সময়ে ইহারা এক বিশেষ নির্ণীত স্থানে গমন করে। অন্য পশুর ন্যায় অনিয়মে যথা তথায় মল ত্যাগ করিবার রীতি ইহাদিগের মধ্যে নাই; এবং এই স্বভাব-বশতঃ ইহারা সর্ব্বদা প্রাণে বিনষ্ট হয়, কারণ ইহাদিগের লোম আহরণকারি চিলিদেশীয় মনুষ্যেরা ঐ স্থান নির্ণয় করিয়া এক-কালে অনায়াসে শতাধিক পশু বিনাশ করে। কেহ২ কুক্কুরদ্বারাও এই পশু বধ করিয়া থাকে; এবং অপরে পর্ব্বতমধ্যস্থ অপ্রশস্ত স্থানে ২॥ হস্ত ঊর্দ্ধে এক গাছা রজ্জু বিস্তার করিয়া তাহার মধ্যে২ মলিন বস্ত্র-খণ্ড বান্ধিয়া রাখে; পরে অনেকে একত্র হইয়া এক দল ল্লামা পশুকে ঐ রজ্জুর নিকটে তাড়াইয়া দিলে ল্লামারা ঐ মলিন বস্ত্র সংযুক্ত রজ্জু দৃষ্টে অত্যন্ত ভয়ে স্পন্দহীন হয়, এবং ঐ অবকাশে শিকারিরা ইষ্টক নিক্ষেপ করত বহু সঙ্খ্যক পশু বধ করে। কথিত আছে যে এই প্রকারে প্রতি বৎসর অশীতি সহস্র পশু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গৃহ পালিত ল্লামা অনায়াসে মনুষ্যের বশীভূত হয়, অথচ ইহাদিগকে শস্যাদিদ্বারা পোষিত করিতে হয় না, কারণ উহাদিগের খাদ্য উহারা আপনারাই সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। ইহাদিগের এক বিশেষ ধর্ম্ম এই যে ইহাদিগকে বিরক্ত করিলে অথবা প্রহার করিলে ইহারা মুখ ফিরাইয়া প্রহারকর্ত্তৃর বদনে নিষ্ঠীবন করে; এবং ঐ থুথু অত্যন্ত দুর্গন্ধময় হওয়াতে প্রহারকর্ত্তৃরা ঐ পশুর পদাঘাতাপেক্ষায় নিষ্ঠীব সহ্য করা কঠিন বোধ করেন। ভারবহনের নিমিত্তে চিলি দেশে বৃষের পরিবর্ত্তে ল্লামা পশুর ব্যবহার আছে, এবং তাহারা ১॥০ মন ভার লইয়া অনায়াসে ১০।১২ ক্রোশ যাইতে পারে। ল্লামার মাংস সুখাদ্য, বস্ত্রার্থে তাহাদিগের লোম সমাদরণীয়, অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ জন্য ইহাদিগের অস্থি অতি উপযুক্ত, এবং জ্বালানি কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ইহাদিগের ঘুঁটিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে; ফলতঃ এক ল্লামা-পোষিয়া তাহাহইতে চিলি দেশীয় ব্যক্তিরা ভৃত্য, খাদ্য, বস্ত্র, আয়ুধ ও জ্বালানি কাষ্ঠ প্রাপ্ত হয়; অথচ এমত উপকারি পশু-প্রতিপালনার্থে কোন পরিশ্রম বা ব্যয় করিতে হয় না!

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই পশুর তিন জাতি নিরূপণ করিয়াছেন; প্রথম, যাহাদিগের লোম দীর্ঘ এবং কর্কশ; দ্বিতীয়, যাহাদিগের লোম কোমল এবং খর্ব্ব; এবং তৃতীয়, যাহারা পূর্ব্বোক্ত জাতিদ্বয়াপেক্ষায় ক্ষুদ্র এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট কোমল লোমবিশিষ্ট। প্রথম প্রকার পশুর নাম "আল্পাকা" বা "পাকো"; দ্বিতীয় জাতি পশুর নাম "ল্লামা" এবং তৃতীয়ের নাম "বিকুণা"; ইতিমধ্যে শেষোক্ত পশুর অবয়ব ১৪৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

দেশ-ভ্রমণ।

(প্রেরিত প্রস্তাব)

মানব জাতির জ্ঞানোপার্জ্জন নিমিত্ত যে যে কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে পর্য্যবেক্ষণও এক কারণরূপে গণ্য, যাহা সম্পূর্ণরূপে দেশ ভ্রমণের পরতন্ত্র; অতএব

যাঁহারা জ্ঞানলাভের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের দেশ-ভ্রমণ করা বিশেষ আবশ্যক। পরন্তু ইহার অসাধারণ ফল কেবল বিভিন্ন দেশ ভ্রমণেই প্রাপ্ত হওয়া যায় এমত নহে; এতদর্থে বিশেষ২ পদার্থের পর্য্যবেক্ষণ করার অত্যন্ত প্রয়োজন। অধ্যয়নদ্বারা যে সকল জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহা ইহার ফলং হইতে প্রচুর, কারণ দেশ-ভ্রমণ-সহকারে যে জ্ঞানাদির উপার্জ্জন করা যায় তাহাতে উপাধ্যায়াদির উপদেশ সমগ্ররূপেই বিহীন, অধ্যয়নাদিতে তাহার নিতান্ত সাপেক্ষত্ব আছে, সুতরাং আচার্য্যদিগের উপদেশ-পরম্পরার বাহুল্য প্রযুক্ত অধ্যয়ন ফলের আতিশয্য স্বীকার করিতে হয়। যে কোন লোক যে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করুন না কেন, পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হইয়া এই আবহমান কাল পর্য্যন্ত কেহ কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, সুতরাং যাঁহারা ইহার ফল লাভে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ গ্রহণ না করেন, তাঁহাদের এই অসুলভ জ্ঞানলাভে সুতরাং বঞ্চিত হইতে হয়।

ভ্রমণ-চর্য্যায় সকলে এক অভিপ্রায়ে নিযুক্ত হয়েন না; সুতরাং অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু নিরীক্ষণ ও লোকাদির চরিত্র সন্দর্শন, এই উভয় কর্ম্মে মনঃসংযোগের সম্যগ্ ন্যূনাতিরেক হয়। যাঁহারা উদ্ভিদ্বিদ্যাদির অনুশীলনে যত্ন করেন, তাঁহাদিগের উদ্যান ও বন দর্শন করাই শ্রেয়ঃ কল্প, আর নগর ও লোকাদির ব্যবহার বিলোকন দ্বিতীয় কল্প; কিন্তু যাঁহারা বিদেশীয় রীতি নীতির বিস্তার জ্ঞাত হইবার বাসনা করেন তাঁহারা অবশ্যই এনিয়মের বৈপরীত্যের অনুধাবন করিয়া থাকেন; অর্থাৎ তাঁহারা প্রথমতঃ মনুষ্যদিগের চরিত্রাদি দেখিয়া পশ্চাৎ নগরাদি অন্য পদার্থ দর্শন করেন। বালকেরা যদবধি মানবদিগের চরিত্রাদি-সন্দর্শনে সক্ষম না হয়, তাবৎ কালপর্য্যন্ত বস্তু নিরীক্ষণ করিতেই উৎসুক হয়; আর যে সকল ব্যক্তি মনুষ্যদিগের চরিত্রজ্ঞানে পারগ তাঁহারা প্রথমে নগরদর্শন ও অবসর-ক্রমে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানানুসন্ধান করেন। পরন্তু ইহাদ্বারা সর্ব্বসাধারণের উপকার না দেখিয়া যাঁহারা নগরাদি পরিভ্রমণের অনাবশ্যকত্ব স্বীকার করেন, সে কেবল তাঁহাদিগের অদূরদর্শিত্বের কারণ। এক্ষণে দেশাদিভ্রমণ সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য কি না ইহা বিবেচনা করিতে হইলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, ইহা সকল লোকের পক্ষে তুল্য শ্রেয়স্কর হয় না। যাঁহাদিগের অবিচলিতচিত্ত, ও যাঁহারা অপরাপর কুৎসিত লোকদিগের চরিত্র শ্রবণ কিম্বা দর্শন করিয়া স্বীয় স্বভাব-পথহইতে পরিচ্যুত না হয়েন, দেশ ভ্রমণ তাঁহাদিগেরই অত্যন্ত উপকারের নিমিত্তে হয়। অপর অনেকের আচরণ দেশ ভ্রমণদ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়; ও উত্তমতা অধমতাকে আশ্রয় করে এবং কখন অধমও উত্তম হইয়া উঠে। এমন কতশতলোকদিগকে দেখা গিয়াছে যাহারা দেশ যাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একেবারে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত এক অপূর্ব্ব নির্দ্ধারিত চরিত্র অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশকে সচ্চরিত্র না দেখিয়া অসদ্বৃত্ত দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে ভ্রমণকর্ত্তৃরা অনেকেই দেশ ভ্রমণের পূর্ব্বে নানা বিষয়ক জ্ঞান সঞ্চয় করিব সংকল্প করিয়া তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন না, বরং নানা প্রকার ক্লেশ সহনে পরাঙ্মুখ হইয়াই ইহা অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহাও আমরা অনেক ব্যক্তিতে দেখিতেছি, যে তাঁহারা পরিবারের তিরস্কার কলহ প্রভৃতি ক্লেশে অসহিষ্ণু হইয়া অথবা নরহত্যাদি মহাপাপ সম্পাদন পূর্ব্বক রাজদণ্ডভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই বিস্তীর্ণ

ধরামণ্ডলে পরমেশ্বর-প্রণীত পদার্থের জ্ঞানই সার, তাহার সম্যক্ উপার্জ্জন নিমিত্ত যাঁহারা দেশ ভ্রমণ স্বীকার করেন্ তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি বিরল। যে যুবা ব্যক্তিরা সুশিক্ষা-বিরহে দেশ-ভ্রমণে নিযুক্ত হয়, তাহারা প্রায় তত্রত্য লোকদিগের সুব্যবহার সন্দুহে বঞ্চিত হইয়া মন্দব্যবহারই লাভ করিয়া থাকে; কেবল সুশিক্ষিত হইয়া যাঁহারা এতদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন্। যুবা ব্যক্তিরা যদি দেশ ভ্রমণে ইচ্ছা করেন্ অথচ সেই সকল দেশের চলিত ভাষায় অনভিজ্ঞ হন, তবে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যবিষয়ে এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি কহিয়াছেন, যে তাঁহারা এমত লোক সমভিব্যাহারে নগর পর্য্যটন করিবেন, যাহারা সেই২ জনপদের ভাষায় সুশিক্ষিত, ও তথাকার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন। কারণ ঈদৃশ লোক অনায়াসেই তাঁহাদিগকে বিশেষ দর্শন যোগ্যবস্তুর উপদেশ প্রদান করিতে পারে; আর সেই২ স্থানের বিচার ও নিয়ম-প্রণালী অতি সহজেই তাঁহাদিগের বুদ্ধিগোচর করাইতে সক্ষম হয়েন। এই সদুপায় ব্যতিরেকে যুবাপুরুষদিগের পক্ষে এতদ্বিষয়ে আর কোন উপায়ান্তর আমাদিগের নয়নগোচর হয় না। আমরা বিদ্যোপার্জ্জন প্রভৃতি যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম আবশ্যকবোধে নির্ব্বাহ করিতে অভিলাষ করি তাহা নিয়মের অধীন হইয়া করাই কর্ত্তব্য।

দেশ-ভ্রমণ শিক্ষাপ্রণালীর এক প্রধান অংশ; অতএব ইহা উপযুক্ত নিয়মানুসারে সম্পন্ন করা মানব জাতির পক্ষে শ্রেয়স্কর। যাঁহারা নিয়ম বশে না থাকিয়া জ্ঞান বুদ্ধিবাসনায় পর্য্যটন পরিশ্রম অকাতরে স্বীকার পূর্ব্বক নানা লোক ও বস্তু সকল নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারা ইহার প্রকৃত ফলের শতাংশের একাংশও লাভ করিতে পারেন না। যে সকল ব্যক্তি নিয়মানুবর্ত্তি হইয়া দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইবার বাসনা করেন, তাঁহাদিগের অতি আবশ্যক, যে তাঁহারা এক২ খানি পুস্তক করিয়া যে২ দেশ ভ্রমণ করেন, সেই২ স্থানের সবিশেষ বৃত্তান্ত লেখেন; কারণ ইহা করিতে হইলে বহুবিষয়ের অনুসন্ধান অপেক্ষা করে, সুতরাং তদ্দ্বারা জ্ঞান প্রাচুর্য্য লাভের সম্ভাবনা। সাতিশয় যত্ন পুরঃসর প্রতিদিবস দৈনন্দিনবৃত্তান্ত সকল লেখাও তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সচরাচররূপে এমন দেখা যায় যে অনেকানেক বিলাসিব্যক্তিরা দুর্লভ জ্ঞানের পরিবর্ত্তে কেবল চিত্তের আনন্দ জন্মাইবার জন্য স্বীয়বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে নানা দেশ ও রাজসদন প্রভৃতি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, আর যদি দৈবক্রমে তাঁহারা লিখন পঠনাদিতে সক্ষম হয়েন, তবে সময় ক্রমে পুস্তক শালাদিতে উপস্থিত হইয়া রমণীয় আখ্যায়িকা ও সর্ব্বজন বিদিত প্রাচীন বৃত্তান্তাদি পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু ফলতঃ তাঁহারা ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও তাহার ফলে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন, এবং তদ্দর্শনে অনেকেই বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত ইহার অব্যবহার্য্যত্ব স্বীকার করেন।

যাঁহারা মনুষ্যদিগের চরিত্রাদি দর্শন করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে মানস করেন, তাঁহাদিগের সেই২ দেশের কেবল রাজধানীতে কালক্ষেপণ না করিয়া তাহার প্রান্তবাসী লোকদিগের ব্যবহারপরম্পরা দর্শন করা কর্ত্তব্য। দেখুন না কেন, যাবতীয় প্রধান২ নগর দৃষ্ট হইতেছে তৎ সকলেই সমতুল্য। তত্রত্য ব্যক্তিগণের চরিত্রাদিনানা জাতীয় লোকদিগের সহবাস-প্রযুক্ত নানামতে বিমিশ্র হওয়াতে তাহা বিশেষ রূপে অবগত হওয়া অতিশয় দুষ্কর, সুতরাং যাঁহারা বিশেষ২ দেশের বিশেষ২ রীতি নীতির লক্ষণ জ্ঞাত হইতে

বাঞ্ছা করেন পূর্ব্বোক্ত যুক্তিই তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। ইহা সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এই মহানগরী কলিকাতা মধ্যে যে সকল লোক বাস করেন তাঁহাদিগের চরিত্রাদি দর্শন করিয়া হিন্দুদিগের যথার্থ রীতি নীতি ও তাঁহাদিগের কিপ্রকার ধর্ম্ম ইহা বিশেষ রূপে বোধ করা অতিশয় কঠিন; অনুমান করি কোনক্রমেই বোধ করা যায় না, যেহেতুক সেই সকল লোকের মধ্যে কিয়দংশ ইংরাজদিগের মতব্যবহার করিয়া থাকেন, ও কতক গুলিন্ বা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোসলমানদিগের রীতির অনুষ্ঠান করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের রীতি নীতি ও ধর্ম্মাদি দেখিয়া বঙ্গদেশের আদিম ধর্ম্মাদি অবগত হওয়া অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এস্থলে ভ্রমণকারি মহাশয়দিগের উত্তমরূপে মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দর্শনাদি করা বিশেষ প্রয়োজন। দেখুন যদি কোন লোক কোন এক দেশে উপস্থিত হইয়া তথাকার রাজনীতি এবং রাজা ও প্রধান ২ মন্ত্রিবর্গের বিচারপদ্ধতি শ্রবণ করিয়া নিবৃত্ত হন, আর তাঁহাদিগের বিচার সমূহ প্রজাদিগের কিরূপ কল্যাণকর তাহা যদি না অবগত হয়েন, তবে তাঁহাদিগের উক্তবিচার শ্রবণাদিকে অবশ্যই পণ্ডশ্রম বলিয়া মানিতে হইবেক। সুতরাং এবম্বিধ স্থলে পর্য্যটন কারিদিগের বিবেচনা পূর্ব্বক দর্শনকরার যে কি অত্যন্ত আবশ্যক তাহা অবশ্য সকলের বোধগম্য হইবেক। দেশভ্রমণ প্রথা ইংলণ্ড মহারাজ্যে অতিশয় প্রচলিত। তথাকার লোকেরা অনেকে প্রায় বিদ্যালয়ে পাঠসমাপনানন্তর নানা দেশ ভ্রমণদ্বারা অশেষ প্রকার জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকেন। এতজ্জন্য তত্রস্থ লোকেরা এক্ষণে এমত ভূতত্ত্ববিদ্ হইয়াছেন যে তাঁহারা এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলকে করস্থিত বদরিকার ন্যায় দর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয়, যে অন্যদেশীয় লোকেরা এই প্রথা বিহীন হইয়া কূপস্থিত মণ্ডূকের ন্যায় চিরদিন অবস্থিতি করিতেছেন, আর তজ্জন্য এমত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন যাহা বর্ণন করিতে হইলে কেবল বিলাপ ও পরিতাপের উদয় হয়!

নীড়।

নীড় নির্ম্মাণ বিষয়ে বিহঙ্গমেরা যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করে তাহার আলোচনায় অনেকেই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন; যেহেতু তাহা জীবদিগের প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহের এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল, এবং সেই সর্ব্বনিয়ন্তার অসীম কৃপার চিহ্ন দৃষ্টে কাহার অন্তঃকরণে আনন্দের সঞ্চার না হইবেক? আশু বিবেচনায় বোধ হয় যে বিহঙ্গমের বুদ্ধি বৃত্তির সঞ্চারও নাই, ফলতঃ জীবনের অপরাপর কর্ম্ম সমাধা করণবিষয়ে তাহাদিগের অল্প বুদ্ধিতার এপর্য্যন্ত ভূরি২ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে তাহার উল্লেখ করাতে ব্যক্ত কথার পুনরুক্তি বোধে পাঠকদিগের বিরক্ত হইবার সম্ভাবনা, অথচ পক্ষিদিগের নীড় নির্ম্মাণ-কুশলতা-দৃষ্টে মনে ইহার সম্যক্ বিপরীত ভাবই উদয় হয়। দেখুন অতি সামান্য ক্ষুদ্র টুণ্টুনি পক্ষী, যাহার অন্য কোন ক্ষমতা নাই, সে নীড় নির্ম্মাণ বিষয়ে কি পর্য্যন্ত দক্ষতা প্রকাশ করে! কতপরিশ্রমে এবং কীদৃশ নৈপুণ্যতা-সহকারে কার্পাশ সঙ্গ্রহ করত সেই কার্পাশে সূত্র বানাইয়া তদ্দ্বারা এক পত্রোপরি অপর এক পত্র সীবনকরত, পরে সেই পত্র নির্ম্মিত কুঠরি মধ্যে অপূর্ব্ব কোমল শয্যা সংস্থাপন করিয়া তদুপরি অণ্ড প্রসব করে; এবং পাছে কেহ ঐ নীড় দে-



খিতে পায় এতন্নিমিত্তে নানাবিধ পত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করে। মির্চিং (মধুচুক) পক্ষির নীড়ও অতি সুন্দর। উহা পাটদ্বারা নির্ম্মিত হয়, এবং তদুপরি ঐ পক্ষিরা এক প্রকার সূক্ষ্ম সূত্র বেষ্টন করত তাহার মধ্যে উত্তম পিঞ্জিত পাটের বিছানা সংস্থাপন করে। অনেক পক্ষী মৃত্তিকা বা

বালুকা খনন করিয়া তন্মধ্যে নীড় স্থাপন করে, এবং এতদ্দেশে গাংসালিক উহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। কতক পক্ষী মৃত্তিকার নীড় নির্ম্মাণ করে, এবং অপরে তৃণাদির নীড় বানাইয়া তাহাতে মৃত্তিকার লেপ দেয়। কাঠঠোকরা আদি কতক পক্ষী কাষ্ঠ ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে অণ্ড প্রসব করে, এবং তদ্ধেতুক তাহারা "সূত্রধর" শব্দে বিখ্যাত হইয়াছে। বৃহৎকায় পক্ষি-সকল, যাহাদিগের শরীর স্বাভাবিক অতি উষ্ণ এবং যাহারা এককালে দুইটি মাত্র অণ্ড প্রসব করে, তাহারা নীড় নির্ম্মাণে বিশেষ মনোযোগী নহে; কিঞ্চিৎ তৃণ একত্র করিয়া তদুপরিই অণ্ড প্রস্ফোটিত করে। ক্ষুদ্র পক্ষিদিগের শরীর তাদৃশ উষ্ণ না হওয়াতে সুতরাং তাহাদের অণ্ড উষ্ণতাভাবে অনায়াসে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল, অতএব সর্ব্বনিয়ন্তা এই পক্ষিদিগকে এই সংস্কার ও শক্তি দিয়াছেন যে তাহারা জলবায়ুর অভেদ্য অতি উত্তম ও উষ্ণ ও কোমল নীড় অনায়াসেই নির্ম্মাণ করিতে পারে। উত্তরামরিকাদেশীয় টুণ্টুনির তুল্য এক প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী এমত আশ্চর্য্য নীড় নির্ম্মাণ করে যে তদ্দৃষ্টে অনেক সুবিজ্ঞ ব্যক্তি কহিয়াছিলেন যে, "বোধ হয়, এই পক্ষীহইতে মনুষ্য সূচিকর্ম্ম শিখিয়াছেন"; এবং অপর এক জন তৃণাদিদ্বারা ইহাদিগের নীড় বপন করিবার ধারা দৃষ্টে কহিয়াছিলেন; "বোধ হয়, পুরাতন ভগ্ন বস্ত্র দিলে ইহারা মনুষ্যাপেক্ষায় উত্তমরূপে রিফু করিতে পারে"। কোন২ পক্ষি কার্পাশ বা তদ্বৎ অন্য পদার্থ জমাইয়া এক প্রকার মলিদা বস্ত্র প্রস্তুত করত তদ্দ্বারা নীড় নির্ম্মাণ করে। ঐ মলিদা মনুষ্যজাত মলিদার তুল্যপ্রায় বোধ হয়। এতদ্দেশীয় তালচড়া পক্ষির ন্যায় জাবাদ্বীপস্থ এক জাতীয় পক্ষী তাহার মুখামৃতদ্বারা এক প্রকার নীড় বানাইয়া থাকে। ঐ নীড় বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য এই যে তাহা জলে সিদ্ধ করিলে তাহার সমুদয় দ্রব হইয়া মাংসের ঝোলের ন্যায় অতি সুখাদ্য ঝোল প্রস্তুত হয়, কিছু মাত্র মলা কি কঠিন পদার্থ অবশিষ্ট থাকে না। চীন দেশীয় মনুষ্যেরা এই ঝোল অত্যন্ত প্রিয় ও পুষ্টিকর জ্ঞান করেন; এবং তাঁহাদিগের চিকিৎসকেরা নানাবিধ রোগোপশমনার্থে ইহা পথ্যরূপে নিরূপণ করিয়া থাকেন, সুতরাং অনেকেই ইহার প্রয়াসী হওয়াতে ইহা অত্যন্ত বহুমূল্য হইয়াছে, এবং সচরাচর সুবর্ণের সহিত তুল্যমূল্যে বিক্রয় হয়।

এতদ্দেশীয় বাবুই * পক্ষির সুচারু নীড় সকলেই দেখিয়াছেন। ইহাদিগের এক তালা, ডেড় তালা দো তালা, এবং কদাপি তিন তালা বাসা যে কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যতার সহিত রচিত হয় তাহাও অনেকে বিবেচনা করিয়া থাকিবেন। কথিত আছে যে রজনীযোগে বাবুই পক্ষিরা যথার্থ বাবুয়ানার নিয়মে আপন আপন গৃহ দীপালোকে প্রদীপ্ত করিয়া থাকে; এবং বিলাতি কাচের দেয়ালগিরির অভাবে বাসার দেয়ালে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা দিয়া তাহাতে জোনাকিপোকা সংলগ্ন করত স্বস্ব অভীষ্ট সিদ্ধ করে। গৃহপালিত বাবুই-পক্ষিরা আপন২ প্রতিপালকদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগের আজ্ঞানুসারে বারুদ পুরিয়া পিস্তল ছুড়িতে পারে। শ্রুত আছি যে পশ্চিমাঞ্চলে কোন২ সুচতুর নায়কেরা এই পক্ষী প্রেরণ করত দূরস্থ নায়িকার মস্তকহইতে টীকাভরণ অপহরণ করিয়া থাকে।

আমরিকা দেশীয় বাবুইয়ের নীড় এতদ্দেশীয় বাবুই-বাসার তুল্য; কিন্তু তাহা কদাপি দুই তালা হয় না। ইহার ছবি ১৫১ পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

*প্রশ্ন; বাবু শব্দহইতে কি বাবুইয়ের উৎপত্তি? এবং তাহাদের পরস্পর কি কোন সম্বন্ধ আছে?

তদ্দৃষ্টে পাঠক-মহাশয়েরা তাহার অবয়ব জ্ঞাত হইবেন। উত্তরআমেরিকায় এই পক্ষির নাম বাল্‌টিমোর্, এবং গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে ইহারা নগরে আগমন করত উচ্চ বৃক্ষাগ্রে আপন মনোহর নীড় নির্ম্মাণ করে। এতৎ-সময়ে তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা অতি সাবধানে রেশম ও সূত্রাদি রৌদ্রে শুষ্ক করেন, কেননা অবকাশ পাইলেই এই পক্ষিরা ঐ সূত্রাদি চুরি করিয়া আপন ২ আবাস নির্ম্মাণার্থে লইয়া যায়। ঐ নীড় নির্ম্মাণার্থে শণ, পাট, কার্পাশ, রেশম, কেশ, লোম, যে কিছু সূত্রবৎ কোমল বস্তু তাহারা প্রাপ্ত হয় তাহাই সঙ্গ্রহ করে, এবং তৎসমুদায়-অশ্ব কেশদ্বারা অতি সাবধানে সীবিত করিয়া অতি পরিপাটী নীড় প্রস্তুত করে। নীড়ের অধোভাগ গোকেশদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া অশ্বকেশদ্বারা অপর বস্তুর সহিত সংলগ্ন হয়। দৃষ্ট হইয়াছে যে সকল বাল্‌টিমোর্ পক্ষির নীড় তুল্যাকার হয় না। তাহার পারিপাট্যবিষয়ে বিশেষ তারতম্য আছে, এবং বোধ হয়, ঐ তারতম্য তাহাদের বয়ঃক্রম ভেদে ঘটে; বয়সের আধিক্যের সহিত এই পক্ষিরা নীড় নির্ম্মাণে উত্তরোত্তর পারদর্শী হয়। পরন্তু এবিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে যদ্যপি পক্ষিরা কেবল জাতি সংস্কার বশতঃ নীড় নির্ম্মাণে রত হয়, বিবেচনাবশতঃ তৎকর্ম্ম করে না, তবে তাহার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ প্রাপ্তির কারণ কি?

সম্পত্তি শাস্ত্র।

পরিশ্রম।

মনুষ্য জাতির পরিশ্রমের স্বরূপ ও ভেদ, নিরূপণ।

মানবগণ দ্রব্যের মূল্য বিধান জন্য যে কোন প্রকার আয়াস করিয়া থাকেন তাহার নাম "পরিশ্রম"।

মনুষ্যের ক্ষমতা সহকারে যে মূল্য সৃষ্ট হয় তাহার প্রভেদ বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইলে আমাদিগের নয়নগোচর অবশ্যই হইবেক যে মানবীয় শ্রম ত্রিবিধ প্রকারে বিনিযুক্ত হয়। প্রথমতঃ, দ্রব্য সকল প্রকৃতিসিদ্ধ-ভৌতিক আকারে পরিণত হইয়া রূপান্তর হয়। ইহার নিদর্শন কৃষক আদৌ ক্ষেত্রে শস্যের বীজ বপন করে, তাহা প্রস্তুত হইলে কর্ত্তন করে, পরে তাহার বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার অনেক অবয়বে নানাবস্তু নির্ম্মিত হয়। যথা এক ব্যক্তি সূত্রধর এক বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডহইতে কোন প্রকার দ্রব্য বা পাত্রের অবয়ব নির্ম্মাণ করে। তৃতীয়তঃ, কতক দ্রব্য কেবল স্থানমাত্রে পরিবর্ত্তিত হয়। যেমন নাবিকেরা আপন২ নৌকা বোঝাই করিয়া দ্রব্য সকল এক দেশহইতে দেশান্তরে লইয়া যায়। উৎপত্তি বিষয়ে মানবীয় পরিশ্রমের মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে তাহাহইতে কোন না কোন প্রকার ফল অবশ্যই উৎপন্ন হইবেক। আর এই শ্রমের ভিন্নতা সম্পাদনার্থেই শ্রমিরা কৃষি, বস্তুৎপাদন, ও বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম্মের ভিন্ন ২ নামে উল্লেখ করিয়া থাকে।

এতৎ সমুদায়ে এই প্রতিপন্ন করা গেল, যে মনুষ্যের সুখ ও স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিবার জন্যে সর্ব্বপ্রকার মানবীয় শ্রম বিনিয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক; এবং এই রীত্যনুসারেই এক ব্যক্তি অন্যের আশ্রয় ব্যতীত কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে না। যদি কৃষিবিষয়ে লোক শ্রম না করিত তাহা হইলে সকলে অনাহারে মরিত। যদি কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম করিবার প্রথা না থাকিত তবে মনুষ্যেরা শীতাদিতে বাঁচিত না। যদি নানাবিধ বস্তুজাত এক-দেশহইতে দেশান্তরে লইয়া যাইবার পদ্ধতি না হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব২ শ্রমের ফল ব্যতীত অন্য কিছুমাত্রের সুখভোগ করিতে পারিত না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে এই ভূমণ্ডলে কতক

লোক কেবল আপন২ শ্রম ও দুঃখ সহকারে দিনপাত করিয়া আসিতেছে। তাহাদের সঙ্খ্যা অধিক নহে, আর তাহারা কোনকালেই সুখী হইতে পারে না। অতএব এতাদৃশ কৃষক, শিল্পী, ও বণিক্‌গণ যদি আপনা আপনি ঈর্ষ্যাদি করে তাহা হইলে তাহাদের অনভিজ্ঞতা আমরা অনায়াসেই দেখিতে পারি। ইহারা তুল্যরূপেই পরস্পর উপকারী, এবং এক২ শ্রেণী অপর শ্রেণিদ্বয়ের সহায় হইয়া থাকে।

কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি এমন আছেন যে তাহারা না শিল্পী না কৃষক, না বণিক্; কেবল ছাত্র, বা দার্শনিক, কিম্বা ব্যবস্থাপক অথবা চিকিৎসক, বা ধর্ম্মোপাসকরূপে কালহরণ করিয়া আসিতেছেন। এতাদৃশ ব্যক্তিরাই সভ্যসমাজে অন্যান্য ব্যবসায়ি-শ্রেণিহইতে বিশিষ্ট প্রকার উপযোগী ও ভূরি পারিতোষিকের যোগ্য হন।

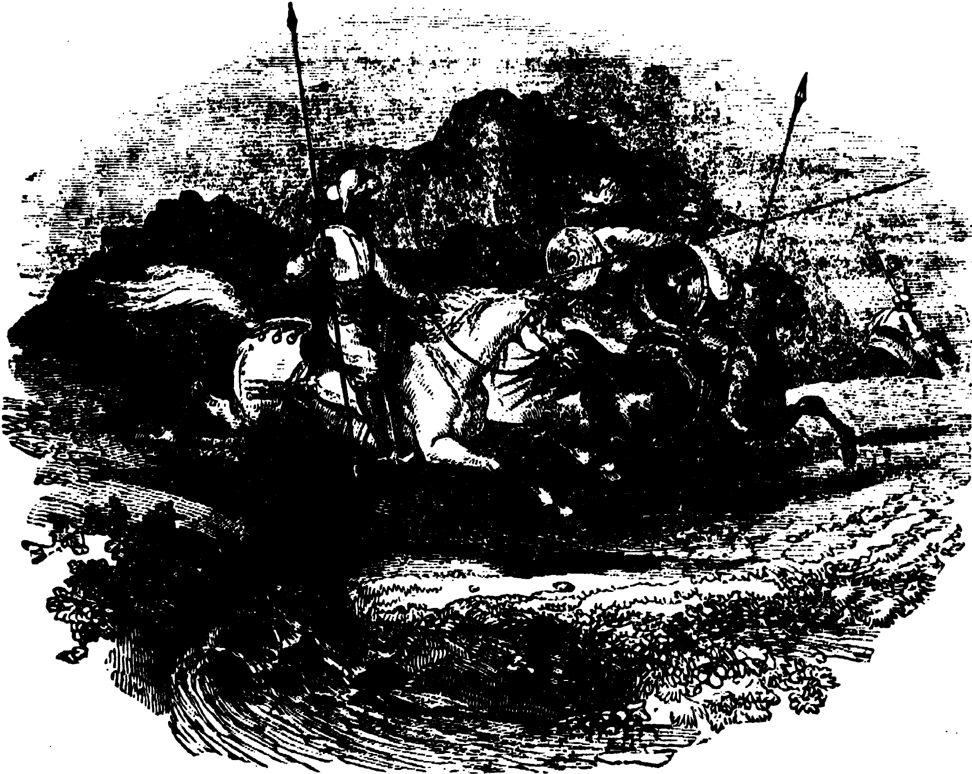
দ্রব্য গুণবিশেষ-বলে মানবীয় শ্রমের
ফলোপধায়কতা বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়।।

মনুষ্যেরা স্বীয় শ্রম সহকারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে২ ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় সেই সমুদায় ফলই মানবীয় শ্রমের ফলোপধায়কতাদ্বারা উৎপন্ন ইহা অনুমান করিতে সমর্থ হই। এই রূপে কৃষক ঐকাহিক পরিশ্রমের দ্বারা যদি এক মন পরিমিত শস্য উঠাইতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার শ্রমের ফলোপধায়কতাই সেই মন পরিমাণের তুল্য হয়। যদি সেই শ্রমে দুই মন উঠায় তাহা হইলে সেই শ্রম দুইমনের সদৃশ হইয়া উঠে। এক জন সূত্রকার এক দিনে এক সের তুলা কাটিয়া সূত্র প্রস্তুত করিতে পারিলে সেই প্রস্তুত সূত্রই তাহার শ্রমের ফলোপধায়কতাস্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক। যদি সেই শ্রমে দশ সের তুলা কাটিতে পারে তাহা হইলে তাবন্মাত্রই তাহার শ্রমের ফল হইবেক।

ইহাতে এই প্রতিপন্ন করা হইল যে শ্রমের ফলোপধায়কতাধিক্যই সেই ভূমির ও তৎপ্রতিবাসিবর্গের উৎকৃষ্ট ফল ইহা স্বীকার করিতে হইবেক। প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত আছেন যে কৃষকের পক্ষে হাজা শুকা ভূমি অধিকারে রাখা অপেক্ষা উর্ব্বরা ভূমি অধিকার করা অতি শ্রেয়স্কর, কারণ এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভূমিতে যত শস্য উৎপন্ন করিতে পারে তাহাহইতে ঐ পরিশ্রমে অধিক শস্য উর্ব্বরা ভূমিতে জন্মাইতে পারে সন্দেহ নাই।

পানিপতের যুদ্ধ।

পূর্ব্বাপর ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই ব্যক্ত হয় যে জনপদের সুখসম্ভোগের বৃদ্ধির সহিত অলসতা ও নিরুদ্যমতাও সম্যগ্‌রূপে বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন রোমান্ জাতীয়েরা প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত উৎসাহান্বিত ও কর্ম্মে তৎপর ও যৎকিঞ্চিৎ সুখসম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইত; পরে ঐ রাজ্যের বিপুল বিস্তার হইলে সকলেই সম্ভোগের উপাসনায় এমত নির্ব্বীর্য্য হইয়াছিল, যে অনায়াসেই অসভ্য গথ জাতীয়দিগের নিকট শিরোবনত হয়। বলিষ্ঠ আফ্‌গান্ এবং মোগল জাতীয়েরাও ভারতবর্ষের অপর্য্যাপ্ত সুখে মগ্ন হইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই নির্ব্বীর্য্য হয়। অপর এই নিয়ম জাতি সম্বন্ধে যে প্রকার বলবান্, বংশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ভীমপরাক্রম মহারাষ্ট্র কুলতিলক শ্রীযুক্ত শিবাজি, যাঁহার বলবীর্য্যের গরিমায় ভারতবর্ষীয় যবনেরা কম্পমান হইয়াছিল, এবং দক্ষিণদেশীয় হিন্দুরা পরাধীনতা-শৃঙ্খলহইতে মুক্ত হইয়াছিল, তাঁহার বংশ



মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধ যাত্রা।

দেড়শত বৎসর কাল মধ্যে সম্ভোগ পঙ্কে এ প্রকার নিমগ্নপ্রায় হয়, যে আপন পরিজনের শাসন করিতেও অক্ষম হইয়াছিল। শিবাজির নামমাহাত্ম্যে তাঁহার বংশ পরম্পরা কখন রাজোপাধিচ্যুত হয় নাই, কিন্তু রাজক্ষমতা ব্যবহার করিবার বোধ তাহাদের কিছুমাত্র ছিল না। সতত হেয় ইন্দ্রিয় সুখে মগ্ন থাকিয়া মন্ত্রিবর্গের হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার অর্পণ করিত, সুতরাং প্রধান মন্ত্রি রাজার ভৃত্য হইয়াও রাজাহইতে অধিক ক্ষমতা ধারণ করিতেন; ফলতঃ তিনিই রাজা হইতেন, এবং রাজা তাঁহার পোষ্যবর্গের মধ্যে গণ্য হইতেন। অপর এই দুরবস্থা যে কেবল ঐ রাজ-পরিবারেই বদ্ধ-মূল ছিল এমত নহে। প্রধান২ সেনানায়ক ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সকল ও প্রায় সম্পদবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রে তাহার অধীন হইয়া মহারাষ্ট্র ও হিন্দুজাতির প্রদীপক মহিমাকে সকলঙ্ক করিয়াছিল। পরন্তু সামান্য প্রজাবর্গের মধ্যে সম্পত্তির তাদৃশ বৃদ্ধি না হওয়াতে সুখলালসার অভাবে মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত্র প্রজাবর্গেরা নিতান্ত নির্বীর্য্য হয় নাই; তথা স্বাধীনতা রক্ষার্থে কদাপি সন্গ্রামে অনিচ্ছুক হয় নাই; কিন্তু নায়কাভাবে সেনা সঞ্চালন কে করিবে? চিলিয়ানওয়ালার রণক্ষেত্রে শিখ সুরসঙ্ঘ সমর-সাধনে অদ্বিতীয় ব্রিটন সৈন্যের তুল্য সোসর হইয়াছিল; কেবল সেনাপতির মন্দাচরণেই শত্রু হস্তে আপন স্বাধীনতা সমর্পণ করে। আর যে দুর্ঘটনায় চিলিয়ানওয়ালার সমরক্ষেত্রে শিখদিগের রাজ্যবিনাশ হইয়াছে, তদ্রূপ আপদ—সংখ্যা এতদ্দেশে বিরল নহে বরং তাহার অত্যন্ত প্রাচুর্য্যই ভারতবর্ষের উপস্থিত দুরবস্থার প্রধান কারণ। পানিপতের যুদ্ধ এবিষয়ের এক দৃষ্টান্ত স্থল। ঐ যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা বলবীর্য্য বিষয়ে আফগান্ জাতির ন্যূন ছিল না,

কিন্তু সেনাপতি প্রথমাবধি অপটুতা প্রকাশ করেন, এবং তাহাহইতেই দুর্দান্ত যবনদিগকে ভারত ভূমিহইতে দূরীকরণের প্রবল উপায় ব্যর্থ হইয়া তদুদ্যোগিদিগেরই বিনাশের কারণ হইয়াছিল।

এই যুদ্ধ সময়ে শিবাজির উত্তরাধিকারি মহারাষ্ট্রাধিপতি কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় কেবল রাজ সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, রাজকীয় ক্ষমতার লেশও তাঁহার ছিল না; "পণ্ডিত প্রধান" উপাধি বিশিষ্ট তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সে সকল ধারণ করিতেন। এই মন্ত্রির নাম বালা-রায়। ইনি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ এবং সৌভাগ্যান্বিত ছিলেন, কিন্তু স্বভাবতঃঅলস এবং সম্ভোগপ্রিয় হওয়াতে আপন জ্ঞাতি শ্রীসদাশিব রায় ভাওর হস্তে রাজত্বের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। সদাশিব বাল্যকালাবধি প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র বাবা সিদ্ধবির নিকট উপদিষ্ট হইয়া করসঙ্গ্রহে ও সৈন্যসঞ্চালনে ও রাজকার্য্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়াছিলেন। প্রত্যহ সূর্য্যোদয় অবধি মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত তিনি রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন; এবং কর্ম্মদক্ষতার ও সদ্বক্তৃতার কৌশলে সকলকেই আপন বশে আনিয়াছিলেন, ও সকলেই তাঁহার ক্ষমতার প্রতি সম্যগ্ নির্ভর করিত, ও তদ্ধেতুকই তিনি রাজপ্রতিনিধি হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাঁর কর্তৃত্বে নানাবিধ বৃহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু তৎসমুদয়ের মধ্যে ভারতভূমিকে মুসলমানদিগের গ্রাসহইতে বিমুক্ত করণোপক্রম সর্ব্ব প্রধান।

১৮১৩ সংবতে ঐ কার্য্যের প্রারম্ভ হয়, এবং এতদর্থে শ্রী রঘুনাথ রাও, শ্রী মোলহার রাও হোল্‌কার, শ্রী ঝঙ্কুজি সিন্ধিয়া প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় সেনা-নায়ক-সকল সুসজ্জীভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শৌর্য্য বলে নর্ম্মদার দক্ষিণ তটস্থ অনেক প্রসিদ্ধ স্থান-সকল তাঁহাদের হস্তগত হইলে তাঁহারা লাহোর নগরে উপনীত হয়েন। তথায় কাবুল দেশের অধিপতি আহ্‌মদ্ শাহ্ দুরাণির সেনাপতির সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে সিন্ধুনদীর অপর তট পর্য্যন্ত পলায়ন করিতে বাধ্য করত কএক মাস আর্য্যাবর্ত্তদেশ স্ববশে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে রাজকর উত্তমরূপে সঙ্গ্রহ হয় নাই, সুতরাং সৈন্যদিগের বেতন বক্রি পড়িল, এবং তদর্থে অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কায় রঘুনাথ রাও আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসৈন্যে দক্ষিণদেশে প্রত্যাগমন করেন। সদাশিব রাও এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রঘুনাথকে তিরস্কার করত কহিলেন, যে "তোমার কর্তৃত্বে রাজভাণ্ডার বৃদ্ধি না হইয়া অশীতি লক্ষ টাকার ঋণগ্রস্ত হইল"। এবং তদুত্তরে রঘুনাথ কহিয়াছিলেন; "ভাল, এবার আপনি চেষ্টা করিয়া দেখিবেন. তাহাতে কি করিতে পারেন"। এই রূপ কথায় ২ উভয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ হইবার উপক্রম হইলে বালারাও মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়কে শান্ত করেন।

১৮১৭ সংবতে প্রাগুক্ত কর্ম্মের পুনরায় আন্দোলন হয়; এবং সদাশিব তদ্বিষয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং আর্য্যাবর্ত্তের উপার্জ্জনার্থে বালারায়ের সপ্তদশ বর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী বিশ্বাস রাওকে প্রধান সেনাপতি-পদে বরণ করত যবন-দমনে যাত্রা করিলেন। ইহাঁর রণযাত্রা এক তুমুল ব্যাপার হইয়া উঠিল, এবং অনেক হিন্দু রাজন্যবর্গ ইহার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। শ্রী মোলহার রাও হোলকার এতদর্থে পঞ্চ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য-সহ সুসজ্জ হইলেন। শ্রী ঝঙ্কুজি সিন্ধিয়া দশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া আইসেন; অপর শ্রী আমাজি গুই কোয়ার ৩০০০ সহস্র; শ্রী যশোবন্ত রাও পোয়ার

২০০০, শ্রী সমসের বাহাদুর ৩০০০, শ্রী বেলাজি যাদুন্ ৩০০০; সদাশিবের শ্যালক শ্রী বলবন্ত রাও ৭০০০, ইত্যাদি অনেক বীর মণ্ডলী সমবেত হইয়া সদাশিবের সাহায্যে প্রবৃত্ত হয়েন। কথিত আছে এই ব্যাপারে ৫৫০০০ অশ্বারূঢ় ও ১৫০০০ পদাতিকচিহ্নিত * সেনা এবং তদ্ব্যতীত এতৎ সংখ্যার চতুর্গুণ নানাবিধ অচিহ্নিত সেনা ও ২০০ কামান একত্র হইয়াছিল।

এতৎসৈন্য সামন্ত লইয়া সদাশিব আর্য্যাবর্ত্তে উপনীত হইলে তত্রত্য সমস্ত প্রধান রাজন্যবর্গের নিকট উপঢৌকন সহ দূত প্রেরণ করত আফ্গান্ জাতীয়দিগের দূরী-করণার্থে তাহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করাতে হিন্দু রাজারা অনেকেই এতদর্থে সসৈন্যে অগ্রসর হন; কিন্তু মুসলমান্ রাজারা বিশেষতঃ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মৌখিক সৌহৃদ্য প্রকাশ-পূর্ব্বক আন্তরিক বিপক্ষতাচরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জাঠদিগের অধিপতি শ্রী সূর্য্যমল্ল সদাশিবের পক্ষে হইয়া উপস্থিত ব্যাপারে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করণার্থে আদেশিত হইয়া কহিলেন; "মহাশয় আর্য্যাবর্ত্তের প্রভু, এবং সকল বিষয়ে পারদক্ষ; আমি এক জন সামান্য ভূম্যধিকারী মাত্র; কিন্তু আপনার আদেশানুসারে আমার অল্প বুদ্ধিতে যাহা ঘটে তাহা কিঞ্চিৎ কহি। প্রথমতঃ মহাশয়ের সেনা নায়কেরা ও সৈন্যেরা সপরিবারে আসিয়াছে, এবং নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে আনিয়াছে। এসকল পদার্থ যুদ্ধ যাত্রায় অত্যন্ত নিষিদ্ধ। অপর আপনার কামান সকল অত্যন্ত ভারি, তাহা লইয়া দ্রুত গমনাগমনে ক্লেশ হইবেক। মহাশয়ের সৈন্য-সকল ভারতবর্ষের অন্য সৈন্যাপেক্ষায় তৎপর বটে, কিন্তু আপনার শত্রুদলও অত্যন্ত তৎপর, অতএব অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সামন্ত না লইয়া যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ; এবং তদর্থে স্ত্রী, পুত্র, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চর্ম্মণ্বতী নদীর অপর পার্শ্বে ঝান্সি অথবা গোয়ালিয়রের দুর্গে রাখিয়া সমর পরায়ণ হওয়াই কর্ত্তব্য। অথবা আমার দেশস্থ দীগ বা কোম্বির বা ভরতপুরের প্রসিদ্ধ দুর্গ আপনাকে সমর্পণ করিতেছি; তাহাতে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পরিচারকাদি রাখিয়া বিহিত করুন। ইহা হইলে আপনার পশ্চাতে সর্ব্বত্র আত্মীয় থাকিবেক; এবং কদাপি খাদ্য সামগ্রীর অপ্রতুল বা অভাব হইবেক না।" শ্রী মোলহার রাও কহিলেন, "সূর্য্যমল্ল অতি উত্তম পরামর্শ দিয়াছেন; এতদ্রূপ করিলে অনায়াসেই শত্রু দমন করা যাইবেক। অকস্মাৎ লুঠ করিয়া যুদ্ধ করাই মহারাষ্ট্রীয়দিগের পূর্ব্বাপর রীতি, এবং তাহা পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ অনাবশ্যক পোষ্যবর্গ ও বৃহদাকার তোপ সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করায় মঙ্গলদায়ক হইবেক না। পুনঃ ২ অকস্মাৎ যুদ্ধে শত্রুরা অবশ্যই ক্লান্ত হইয়া পলায়নঃপরায়ণ হইবেক; বিশেষতঃ শত্রুদিগের এতদ্দেশে গৃহাদি নাই; শিবিরে থাকিয়া সর্ব্বদা অকস্মাৎ যুদ্ধে তাহারা কদাপি তিষ্ঠিতে পারিবেক না। অপর আর্য্যাবর্ত্তও মহারাষ্ট্রীয়দিগের আবাস নহে; অতএব পরাস্ত হইয়া মহারাষ্ট্রে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলে আমাদিগের অপমান নাই; পরন্তু এ উভয়ই বহু পরিজন সমভিব্যাহারে থাকিলে কদাপি সুসাধ্য নহে।"

এই বাক্যে সভাস্থ প্রসিদ্ধ সেনাধ্যক্ষেরা অনেকেই সন্তুষ্ট হইলেন। কেবল সদাশিব এতৎ পরামর্শে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন; "মোলহার রাও,

* পল্টিআলি দলে পরিগণিত সর্ব্বদা যুদ্ধ ব্যাবসায় নিযুক্ত সৈন্যের নাম "চিহ্নিত সৈন্য"। অন্য ব্যবসা পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থে কিয়ৎকালের নিমিত্তে যুদ্ধে নিযুক্ত ব্যক্তিরা "অচিহ্নিত সৈন্য"।

বযোবাহুল্যে তোমার বলবীর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে, নচেৎ তোমাকর্ত্তৃক এমত বাক্য কহা যোগ্য হইত না। সূর্য্যমল্ল সামান্য জমিদার; তাহার পক্ষে সর্ব্বদা তৃষিত থাকা ও পলায়নের পন্থা স্থির করা অসম্ভব নহে। পরন্তু ঐ পরামর্শ মহৎ লোকের গ্রাহ্য নহে। সামান্য লোকের পরামর্শে আমি কদাপি নিন্দার ভাজন হইব না”।

মহারাষ্ট্র-বীরমণ্ডলী সকলেই সদাশিবকে বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করিতেন। এইক্ষণে তাঁহার প্রমুখাৎ এতদ্রূপ কর্কশ ও অসাবধানতার বাক্য শ্রবণে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং মনে২ তর্ক করিলেন, যে উপস্থিত ব্যাপারে আমাদিগের বিভ্রাট ঘটিবেক; এই মতগর্ব ব্রাহ্মণ পরাস্ত না হইলে আর কাহারও রক্ষা নাই।

এতদ্ব্যাপারের কিয়দ্দিবস পরে সদাশিব দিল্লিনগর আক্রমণ করিয়া যবনদিগের সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, এবং কএক দিবস ক্রমাগত তোপদ্বারা নগরস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে ক্ষত বিক্ষত করিলে দুর্গাধ্যক্ষ য়াকুব আলি খাঁ ভগ্নোৎসাহ হইয়া দিল্লীশ্বরের রাজপাটস্থ মহাদুর্গ মহারাষ্ট্রীয় হস্তে সমর্পণ করিলেন। সদাশিব দুর্গ প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রস্থ সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করত, দিল্ল্যধিপতির রাজসভার রৌপ্য নির্ম্মিত ছাদ ভগ্ন করিয়া তদ্দ্বারা ১৭০০০০০ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত করাইলেন; এবং তৎপরেই বর্ষার প্রারম্ভে যুদ্ধ বিগ্রহের অসম্ভবে উক্ত দুর্গে অবস্থিতি করিলেন।

সদাশিবের এবম্ভূত যুদ্ধযাত্রা বিবৃতকরণানন্তর অধুনা তাহার শত্রুবর্গের বৃত্তান্ত বক্তব্য। তন্মধ্যে রোহিল খণ্ডের অধিপতি নজিবুদ্দৌলা সর্ব্বাগ্রগণ্য; কিন্তু তিনি একক মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে অক্ষম হওয়াতে আফ্গানদিগের অধিপতি অহমদশোহ্ আব্দালিকে আহ্বান করেন। দ্বিতীয়, দিল্ল্যধিপতির অমাত্য শাহ্ ওলি খাঁ; তৃতীয়, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা; চতুর্থ, হাফিজ্ রহমৎ খাঁ; পঞ্চম, শাহ্পসন্দ খাঁ; ষষ্ঠ, আহমদ্ শাহ্ বঙ্গস্; সপ্তম, ভুণ্ডি খাঁ; অষ্টম, আমিরবেগ্ খাঁ; নবম, বর্খোর্দার খাঁ। এতৎ সেনাপতিদিগের অধীনে প্রায় ৪১০০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য এবং ৩৮০০০ পদাতিক ও ঐ সংখ্যার প্রায় চতুর্গুণ অচিহ্নিত সৈন্য ও প্রায় এক শত তোপ ছিল। এই সকল সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে যবন সেনাধ্যক্ষেরা আহমদ্ শাহ্ আব্দালিকে সেনাপতিপদে বরণ করত বর্ষার আগমনে অনুপশহরনগরে অবস্থিতি করেন; এবং কিয়ৎকাল পরে সে স্থান মনোনীত না হওয়াতে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিল্লি নগরের সমীপে যমুনাতটে শাহডেরা নামক স্থানে আপনাদিগের শিবির সংস্থাপন করিলেন।

এই সময়ে উভয় পক্ষীয় কএক জন প্রধান২ সেনাধ্যক্ষের পরামর্শে পরস্পর সন্ধি হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু নজিবউদ্দৌলা তদ্বিষয়ে আগ্রহ না করাতে সে উপক্রম ব্যর্থ হয়। তৎপরে বর্ষাবসানে শারদীয়া মহাপূজা সমাধা হইলে সদাশিব দিল্লি নগরের ৫০ ক্রোশ অন্তরে স্থিত কুঞ্জপুরনগর আক্রমণ করত তুমুল যুদ্ধের পর তত্রস্থ সমস্ত আফ্গান্ সৈন্য কারাবদ্ধ করিয়া ঐ নগর আপন হস্তগত করিলেন। কুঞ্জপুরের দুর্ঘটনায় আহমদ্ শাহ্ বিষণ্ণ হইয়া দিল্লিহইতে ১৮ ক্রোশ অন্তরে বাগমৎ নামক স্থানে যমুনা নদী পার হইয় মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-প্রতি অগ্রসর হইলে তাহারা ১৪ কার্ত্তিকের অপরাহ্নে তাঁহার সহিত প্রথম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু অল্প ক্ষণের মধ্যেই রজনীর আগমনে উভয়েই যুদ্ধে নিরস্ত হইল। পরদিন প্রাতে পুনরায় যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাহাতেও কোন পক্ষের জয়াবধারণ হইল না; এই প্রকারে কএক

দিবস গত হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা হরিয়ানাদেশের* পানিপত নগরে উপনীত হইয়া তথায় শিবির স্থাপন করিলেক; এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে ৪০ হস্ত পরিমাণ প্রশস্ত এক পরিখা খনন করিয়া শিবির বেষ্টন করিলেক। আহমদ্ শাহ্ও ঐ শিবিরের ৪ ক্রোশ অন্তরে আপন শিবির সংস্থাপন করেন, এবং দারুময় প্রাচীরদ্বারা তাহা বেষ্টন করেন।

এই প্রকারে উভয় পক্ষীয় সৈন্য সংস্থাপিত হইলে ক্রমাগত তিনমাস উভয়ে পরস্পরের অনিষ্ট করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই সম্মুখ সঙ্গ্রামে অগ্রসর হইল না। ইতি মধ্যে গোবিন্দ পণ্ডিত নামক এক জন মহারাষ্ট্রীয় সেনাধ্যক্ষ আহমদ্ শাহের শিবিরের ৪০ ক্রোশ অন্তরে থাকিয়া তৎশিবিরে খাদ্য দ্রব্যাদি আনিবার উপায় এপ্রকারে নষ্ট করিয়াছিল যে তথায় দুই টাকায় এক সের আটা প্রাপ্তি হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল, এবং ইহার সদুপায়ার্থে আহ্মদ্ শাহ্ আতাই খাঁ নামক জনৈক সেনানীর সমভিব্যাহারে এক দল অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহারা এক রজনীর মধ্যে চল্লিশ ক্রোশ স্থান উত্তীর্ণ হইয়া অকস্মাৎ গোবিন্দের শিবির আক্রমণ করত সমস্ত ধ্বংস করে; ও গোবিন্দের মস্তক কাটিয়া আহমদ্ শাহকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্তে লইয়া যায়। অপর এক দিবস সদাশিবের পঙ্ক্তিহইতে ২০০০০ ঘাসচ্ছেদক রক্ষকরহিত হইয়া কিয়দ্দূরে গমন করাতে আফগান্ সৈন্যেরা তাহাদিগের মস্তক চ্ছেদ করত ২০০০০ নর মুণ্ডের এক পর্ব্বতাকার রাশি স্থাপন করে!! অপিচ উভয় সৈন্যদলে তিনবার অতি ঘোর সঙ্গ্রামও হইয়াছিল; এবং তাহাতে উভয়েরই অনেক অনিষ্ট হওয়াতে সকলেই বিষণ্ণ হইয়াছিল। এতৎ সময়ে অপর এক আপদ উপস্থিত হয়। উভয়দলের সৈন্য ও পরিচারক ও অশ্ব-গজ-উষ্ট্রাদি জীব-সমষ্টি প্রায় চতুর্দশ লক্ষ প্রাণী হইবেক; পানিপত গ্রামে ক্রমাগত তিন মাস এতৎ সমুদয়ের খাদ্য প্রাপ্ত হওয়া অতি কঠিন হইল। যে সকল বীরেরা যমযাতনা তুচ্ছ করিয়া তোপ মুখে অকুতোভয়ে ধাবমান হইতেন; তাঁহারা ক্ষুধার যাতনা সহ্য করিতে অশক্ত হইলেন। কেহই আর স্থির হয়েন না। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা পানিপতের বাজার লুঠ করিলেক; কিন্তু তাহাতে কত দিন চলিতে পারে? এতদবস্থায় সদাশিব সন্ধি করিয়া সৈন্য বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইল। পরিশেষে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সেনানী সমবেত হওত সদাশিবের সদনে উপনীত হইয়া কহিলেন; "অদ্য আমরা দুই দিবস অনাহারে রহিয়াছি; এইক্ষণে এই ক্লেশহইতে আমাদিগকে মুক্ত করুন; সম্প্রতি এক শেষ যুদ্ধে আমাদিগের ভাগ্যে যাহা উপলব্ধ হয় তাহাই গ্রাহ্য।" ভাও ইহাতে সম্মত হইলেন; তৎপর দিন প্রাতে যুদ্ধ যাত্রা স্থির হইল, এবং সৈন্যমাত্রে ভ্রাতৃবর্গ-সম্মুখে* পানপত্র হস্তে লইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

১৮-১৭ সংবতের মাঘ মাসের তৃতীয় দিবসের অতি প্রত্যুষে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা তোপ সকল পুরোবর্ত্তি করিয়া সঙ্গ্রামে যাত্রা করিলেক। আহ্মদ্ শাহ্ও ইহার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আপন সৈন্য সামন্ত লইয়া অগ্রসর হইলেন।

সূর্য্যোদয় সমকালে সঙ্গ্রামেরও আরব্ধ হইল, এবং মহারাষ্ট্রীয়েরা অনবরত তোপ ও বন্দুক ও হাউই

* হরিয়ানা দেশের বিশালক্ষেত্র অতি প্রসিদ্ধ স্থান। ঐ স্থানে অনেকবার অতি ঘোরতর সঙ্গ্রাম হইয়াছে। পূর্ব্বে কুরু পাণ্ডবদিগের পরস্পর যুদ্ধ ঐ স্থানে হইয়াছিল। তথায় কুরুক্ষেত্রের তীর্থস্থান-সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

* পান লইয়া সপথ করা অতি প্রাচীন রীতি। মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞের সময় প্রদ্যুম্ন পান পত্র হস্তে লইয়া প্রতিশ্রুত হইয়া শৈল্যদত্তকে ধৃত করণার্থে যাত্রা করেন।

ছুড়িতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাদিগের তোপ-সকল অত্যন্ত ভারি হওয়াতে অনায়াসে নাড়া যাইত না, সুতরাং তদ্দ্বারা উত্তম লক্ষ্য না হইয়া তোপের গুলি-সকল আফ্গান্ সৈন্য উৎক্রমণ করিয়া তাহাদি-গের অর্দ্ধ ক্রোশ পশ্চাতে গিয়া পড়িতে লাগিল। আফ্গান্ পক্ষে শাহ্ ওলি খাঁর সৈন্যদলভিন্ন অন্য কেহ অধিক তোপধ্বনি করে নাই; পরন্তু তোপদ্বারা গুলি নিক্ষেপ করিবার অধিক অবকাশও ছিল না। অল্প কাল মধ্যেই উভয় দল সৈন্য পরস্পর সম্মুখ-বর্ত্তি হইয়া বাহুযুদ্ধের উপক্রম করিলেক। দক্ষিণ বাহুতে মহারাষ্ট্রীয়দলান্তর্গত ইব্রাহীম্ খাঁ গার্দি সসৈন্যে এমত বেগে রোহিলাদিগের উপর আক্র-মণ করিলেন, যে ক্ষণকালের মধ্যে তৎপক্ষীয় অষ্ট সহস্র ব্যক্তি শমন ভবনে প্রেরিত হইল, এবং অপর রোহিলারা পলায়নের উপক্রম করিলেক, এমত সময়ে ইব্রাহীম্ খাঁ এবং আমাজি গুইকোয়ার নানা স্থানে আহত হইয়া শত্রুহস্তে পতিত হইলেন। বাম বাহুতে ঝন্কুজি সিন্ধিয়া ও মোলহার রাও শাহ্ পছন্দ খাঁ ও নজিবুদ্দৌলাকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ব্যূহের মধ্য স্থলে সদাশিব স্বয়ং দিল্লীশ্বরের প্রধান উজির শাহ্ওলি খাঁর সৈন্যান্ত-র্গত এক দল দশ সহস্র অশ্বারোহির ব্যূহ ভগ্ন করিয়া তাহাদিগের তিন চারি সহস্র ব্যক্তিকে নি-পাত করিলেন। বেলা দুই প্রহর ২।।০ ঘণ্টা প-র্য্যন্ত এই অবস্থায় সর্ব্বত্রই মহারাষ্ট্রীয়েরা আশ্চ-র্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিলেক। সহস্র ২ যবন নিপাত হইতে লাগিল, এবং অপরে রণক্ষেত্রহইতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষার চেষ্টায় উৎসুক হইল; এমত সময়ে বিশ্বাস রাও আহত হইয়া অশ্বহইতে নিপতিত হইলেন; এবং বেলা দুই প্রহর তিন ঘটিকার সময় সদাশিব স্বয়ং বীর শয্যায় শয়ন করিলেন। তদ্দৃষ্টে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-মধ্যে সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িল। যে যোদ্ধারা ক্ষণ কাল পূর্ব্বে মার ২ ধ্বনি করত যবন সংহারে একান্ত রত ছিলেন, তাঁহারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া শোকে মগ্ন হইলেন এবং ঐ উৎসাহভঙ্গে অকস্মাৎ সকলেই পলায়নপরায়ণও হইল। মহারাষ্ট্রীয় মুণ্ডে রণক্ষেত্র পূরিত হইল, এবং হিন্দুদিগের আর্য্যাবর্ত্ত প্রতি-প্রাপণের আশা একেবারে শেষ হইল।

এই ভয়ানক যুদ্ধ সময়ে মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে প্রায় পাঁচ লক্ষ মনুষ্য ছিল; সমরশেষে বেলা-বসানে তাহার অধিকাংশই বীরশয্যায় শয়ন করে, অবশিষ্ট যে সকল রণকাতরেরা সমরক্ষেত্রহইতে পলায়ন করত প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টান্বিত ছিল, তাহাদিগেরও অধিকাংশ বৈরভাবাপন্ন যবন জমিদারদিগের হস্তে পতিত হইয়া তাহাদিগের হেয় জীবন সম্পত্তিহইতে বঞ্চিত হয়। অপর ৪০০০০ ব্যক্তি যাহারা অস্ত্রাঘাতে ক্ষতাঙ্গ হইয়া যবন হস্তে বন্দী হইয়াছিল, ঐ দুরাচার জয়িরা তাহাদের প্রায় সকলেরই মস্তকচ্ছেদন করে; এবং তদ্বিষয়ে কেহ নিষেধ করিলে উপহাস করিয়া কহিত; "আমরা যখন এতদ্দেশে আগমন করি তখন আমাদিগের স্ত্রীপুত্রেরা তাহাদিগের পার-ত্রিক মঙ্গলার্থে কিছু পৌত্তলিক নিধন করিতে অনুরোধ করিয়াছিল; যুদ্ধ সময়ে যাহা মারি-য়াছি তাহা স্বকীয় মঙ্গলার্থে হইয়াছে, সম্প্রতি কিছু পরিবারের ভাল করা কর্ত্তব্য"। শ্রী রাজা-বাবু পণ্ডিত, রায় ঝন্কুজি সিন্ধিয়া, ইব্রাহীম্ খাঁ গার্দি এবং অপর কয়েক জন অতি প্রসিদ্ধ সেনা-নীরাও অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছিলেন; এবং যবনেরা ঐ বীরগণকেও অত্যন্ত ক্লেশ দিয়া কাহার ২ ক্ষতাঙ্গে বিষাক্ত ঔষধি প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের নিধন করে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ;

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৪, ভাদ্র। [১১ সঙ্খ্যা।



কচ্ছ-দেশের বিবরণ।

ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে দ্বারকা দ্বীপ ও সিন্ধু সাগর সঙ্গমের নিকট কচ বা* কচ্ছ নামক এক প্রসিদ্ধ দেশ আছে। উক্ত দেশ পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ১৪২ জ্যোতিষি ক্রোশ দীর্ঘ, এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫৪ জ্যোতিষি ক্রোশ প্রশস্ত; এবং বোম্বাই নগর হইতে বায়ু কোণে প্রায় ৪০০ ক্রোশ অন্তর। ইহার পূর্ব্বে এবং উত্তরে "রণ্ণ" নামক এক বিশাল লবণাক্ত মরুভূমি আছে। উক্ত মরুভূমি শৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশ হইতে সিন্ধু নদের মুখপর্য্যন্ত ১৩৩ জ্যোতিষি ক্রোশ বিস্তার।

* কচ্ছ শব্দে সমুদ্র বা নদীতটস্থ নিম্ন স্থান। প্রস্তাবিত দেশ এই লক্ষণে লক্ষিত, এবং, বোধ হয়, তদর্থে উক্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কচ্ছ শব্দের অপভ্রংশে কচ শব্দ ব্যবহার হয়।

বর্ষার প্রারম্ভাবধি ছয়মাস কাল এই সমস্ত স্থান সমুদ্রজলে প্লাবিত হইয়া থাকে, এবং অন্য সময়ে স্থানে২ লবণাক্ত সমুদ্র জল সঞ্চিত হয়, এবং অপর স্থানে জল শুষ্ক হইয়া লবণে মণ্ডিত হয়। পানোপযুক্ত জল ও তৃণাদির অভাব প্রযুক্ত এই মরুভূমি দিয়া যাতায়াত করা অত্যন্ত কঠিন; বিশেষতঃ সূর্য্য কিরণে-ভাসমান-লবণের জ্যোতিতে সর্ব্বত্র এমত প্রখর উজ্জ্বল হইয়া উঠে যে অল্পক্ষণ মাত্র তদ্দৃষ্টি করিলে নয়নেন্দ্রিয় বিকল হইবার সম্ভাবনা। তথায় অহরহঃ মরীচিকা দৃষ্টা হয়। মধ্যে২ কএকটা দ্বীপ আছে, এবং তাহাতে বৃক্ষ তৃণাদির প্রাচুর্য্যে মনুষ্য ও পশুর স্বচ্ছন্দে বাস হইয়া থাকে। এই সকল দ্বীপ মধ্যে কাবরা, গদ্রা, দুকরবার, এবং নবাবেট নামক দ্বীপ-সকল প্রসিদ্ধ।

কচ্ছ-দেশের সমুদ্রতট মরুভূমি প্রায় অতি নিম্ন এবং বালুকাময়; কেবল স্থানে২ অত্যল্প তেজোরহিত সামান্য তৃণ ও কএক খর্জুর বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। কচ্ছের মধ্যস্থলে এক বিষম পর্ব্বতশ্রেণী আছে, এবং তথাহইতে কএক বলবান জল প্রবাহ নির্গত হইয়া কচ্ছ দেশকে ফলবৎ করে। পরন্তু কচ্ছ দেশের মৃত্তিকা বালুকায় পরিপূর্ণ হওয়াতে, অত্যন্ত পরিশ্রম ও সতত সাবধানে জলসেচন না করিলে যথা প্রয়োজনীয় শস্যাদির উৎপত্তি হয় না। অপর এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরাও কৃষি কর্ম্মে পারদর্শী নহে, এবং কৃষ্যুপযোগি উত্তম অস্ত্রাদিও তাহাদের নাই; অতএব তদ্দেশে যে কিঞ্চিৎ শস্য উৎপন্ন হয় তাহাতে তত্রত্য প্রজাপুঞ্জের সামঞ্জস্য হওয়া কঠিন, সুতরাং সতত দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা; এবং অনাবৃষ্টি হইলে অথবা কোন কারণ বশতঃ বাণিজ্য-প্রবাহে প্রয়োজনীয় পরিমাণে শস্য আনীত না হইলেই ঐ আপদ্ ঘটিয়া উঠে। তত্রত্য প্রধান উৎপন্ন-দ্রব্য কার্পাশ; এবং স্থানে২ কিঞ্চিৎ ইক্ষুও জন্মিয়া থাকে। ভুজ নগর এতদ্দেশের রাজপাট, এবং ইহাতে নানাবিধ সুস্বাদু ফল ও বিবিধ সুরম্য পুষ্প উৎপন্ন হয়, পরন্তু আম্র দাড়িম্বাদি, শ্রেষ্ঠ ফল তথায় উত্তমরূপে জন্মে না। এরণ্ড বৃক্ষ, করবীর বৃক্ষ, তথা শ্বেত-দ্রাক্ষা ও কৃষ্ণ-দ্রাক্ষা এবং এক প্রকার খরবুজ তদ্দেশের সর্ব্বত্রই সুপ্রাপ্য।

কচ্ছদেশে শকটাদি গমনাগমনের উপযুক্ত পথ সমীচীন নাই, সুতরাং সকলেই অশ্ব ও উষ্ট্রারোহণে যাতায়াত করেন, এবং তদর্থে ধনিব্যক্তিরা কাটিওয়ার দেশের প্রসিদ্ধ ঘোটক ব্যবহার করেন। এতদ্দেশে যে ঘোটক জন্মে তাহা সুদৃশ্য ও বলবান বটে; কিন্তু ইহার পৃষ্ঠদেশ ঋজু না হইয়া ভগ্ন প্রায় ন্যুব্জ হওয়াতে অনেকের মনোনীত হয় না। এতদ্দেশে যে সকল উষ্ট্র ব্যবহার হয় তাহার অধিকাংশ মালব এবং সিন্ধু দেশ হইতে আনীত হয়। কচ্ছ দেশের উত্তরাংশে বহু সংখ্যক বন্য গর্দ্দভ আছে, তাহারা কদাপি মনুষ্যের বশীভূত হয় না; এবং বনে খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইলে শস্য ক্ষেত্রে আসিয়া প্রজাদিগের সম্যগ্ অনিষ্ট করে। এতদ্দেশে ছাগ ও মেষ প্রচুর, এবং তাহাদিগের লোমে কম্বল, গালিচা ইত্যাদি নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। মহিষ, নীলগাই, হরিণ, কৃষ্ণসার, ব্যাঘ্রাদি পশু এতদ্দেশের বন্য স্থানের সর্ব্বত্রই যথেষ্ট আছে।

এতদ্দেশের জনসঙ্খ্যা চারিলক্ষ। তাহার অর্দ্ধেক হিন্দু এবং অপরার্দ্ধ মুসলমান। পরন্তু অপরত্র ধর্ম্ম-সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানেরা সর্ব্বদা যে প্রকার কলহ করে, এতৎ স্থানের বৈরধর্ম্মাবলম্বিরা তদ্রূপ নহে। উহারা কিয়দংশে পরস্পরের ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকে। মুসলমানেরা হিন্দুর পর্ব্বাহে পর্ব্ব-

রক্ষা করে; এবং হিন্দুরা ও মুসলমানদিগের কোন২ ধর্ম্মচর্য্যায় প্রবৃত্ত হয়। এতদ্দেশের প্রধান পর্ব্ব নাগপঞ্চমী; এবং তদ্দিবসে নগরস্থ হিন্দু মোসলমান সমস্ত লোক একত্র হইয়া ভুজ নগরের প্রধান মন্দিরে নাগ পূজায় * নিযুক্ত হয়। এতদ্দেশে জিন ধর্ম্মানুগামী অনেকে আছে। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" ইহা তাহাদিগের প্রধান স্মৃতি, এবং তদ্ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে তাহাদিগের প্রধান-ধর্ম্মবেত্তারা নানাবিধ উপহাসজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে। পাছে মুখমধ্যে কীট পতঙ্গাদি প্রবেশ করে তন্নিবারণার্থে অনেকে বদনোপরি সূক্ষ্ম বস্ত্রের অবগুণ্ঠন ধারণ করে; এবং ভ্রমণ কালীন দৈবাৎ কীটাদি বিনাশের সম্ভাবনা নিরাকরণার্থে বর্ত্ম সম্মার্জন করত গমন করে, এবং তদর্থে সর্ব্বদা তাহাদিগের হস্তে সম্মার্জনী (ঝাঁটা) থাকে। অপর জীব হিংসার ভয়ে তাহারা রাত্রিকালে ভোজন করে না, এবং জল না ছাঁকিয়া পান করে না। সর্ব্বপ্রাণির প্রতি দয়াও ইহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম; এবং তদ্ধর্ম্ম প্রতিপালনে ইহারা সতত অনুরাগী। ইহাদিগের উৎসাহে কচ্ছদেশে নানাবিধ অতিথিশালা ও ঔষধালয় স্থাপিত আছে, এবং ঐ স্থানে পশুপক্ষ্যাদি সকলে উপকৃত হয়। ভুজনগরে জনৈক ধার্ম্মিক পুণ্যার্থে এক বাটীতে পাঁচ সহস্র মূষিক প্রতিপালন করিতেন; এবং তাহাদিগকে প্রত্যহ তিনবার ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা একত্রে আহ্বান করিয়া শস্য প্রদান করিতেন।

পূর্ব্বকালে এতদ্দেশীয় হিন্দু-রাজা ও কিয়দংশ প্রজারা সিন্ধু দেশীয় যবনদম্পতি গ্রহণ করাতে তাহাদের অপত্যেরা বর্ণসঙ্কর হইয়া "ঝারিজা" নামে এক পৃথক্ শ্রেণী সংস্থাপন করে। এই ঝারিজারা অধুনা মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী; পরন্তু ইহাদের ক্ষেত্রিয়াভিমান অদ্যাপি যায় নাই; এবং পাছে অন্য জাতির সহিত তাঁহাদিগের দুহিতাদের বিবাহ হওয়াতে কৌলিন্য মর্য্যাদার হানি হয় এতদর্থে কন্যা জন্মিবা মাত্র তাহাদিগকে বিনাশ করে; এবং আপনারা অপর জাতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করে। ইংরাজদিগের চেষ্টায় এই কদর্য্য রীতির অনেক দমন হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা এমত বলবতী ছিল যে ১৮৭০ সংবতে কাপ্তান মেকমর্ডো সাহেব অনেক অনুসন্ধান করত নিরূপণ করিয়াছিলেন যে তৎসময়ে ১২০০০ ঝারিজার মধ্যে কেবল ১৮ জনা তদ্বংশজাতা স্ত্রী ছিল!!! ঝারিজাদিগের শরীর অত্যুত্তম রূপে গঠিত, ও তাহারা বলবান্ ও সুন্দর ও যুদ্ধ বিষয়ে পারদর্শী বটে; কিন্তু অলস ও অহঙ্কারে পরিপূর্ণ এবং সম্যগ্ রূপে বিদ্যাহীন হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত গুণ-সকল নিষ্ফল হইয়াছে। কচ্ছদেশের বর্ত্তমান রাজা ঝারিজা বংশজাত; এবং তদ্বংশের সমস্ত দোষ গুণ তাঁহাতে বর্ত্তিয়াছে; পরন্তু তিনি ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহাদিগের আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়াতে ইংরাজদিগের অমতে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার অত্যাচারে রাজ্যের কোন বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বাণিজ্য-বিষয়ে কচ্ছ দেশীয় ব্যক্তিরা সম্যগ্রূপে তৎপর। তাহাদিগের অন্যূন ২৫০ সমুদ্র-পোত আছে; এবং তদ্দ্বারা তাহারা স্বদেশ জাত অত্যুত্তম ছীট ও শুক্ল বস্ত্রাদি অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ আফ্রিকাখণ্ডের পূর্ব্ব তটে লইয়া যায়; এবং তথা হইতে আপনাদিগের প্রয়োজনীয় বস্তু সকল আনয়ন করে। ঐ বস্তু মধ্যে হস্তিদন্ত ও খড়্গি-চর্ম্ম প্রধান। এই সকল বাণিজ্য কার্য্যের প্রধান স্থান মাণ্ডাবি-

* পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের অনেক প্রসিদ্ধ স্থানে বিশেষতঃ কাশ্মীর-দেশে ও লঙ্কা-দ্বীপে নাগপূজার রীতি অতি প্রবলা ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিরা অনেক যত্ন পূর্ব্বক ইহার নিষেধ করেন।

নগর। তথায় প্রায় ৫০০০০ ব্যক্তির বসতি আছে, এবং তাহারা অনেকেই বাণিজ্য ব্যাপারে তৎপর হওয়াতে মাণ্ডাবির বন্দর সর্ব্বদা সমুদ্র-পোতে পরিপূর্ণ থাকে, এবং তত্রত্য লোকেরা বিশেষ ধনী ও সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।

আল্কাৎরা বানাইবার প্রকরণ।

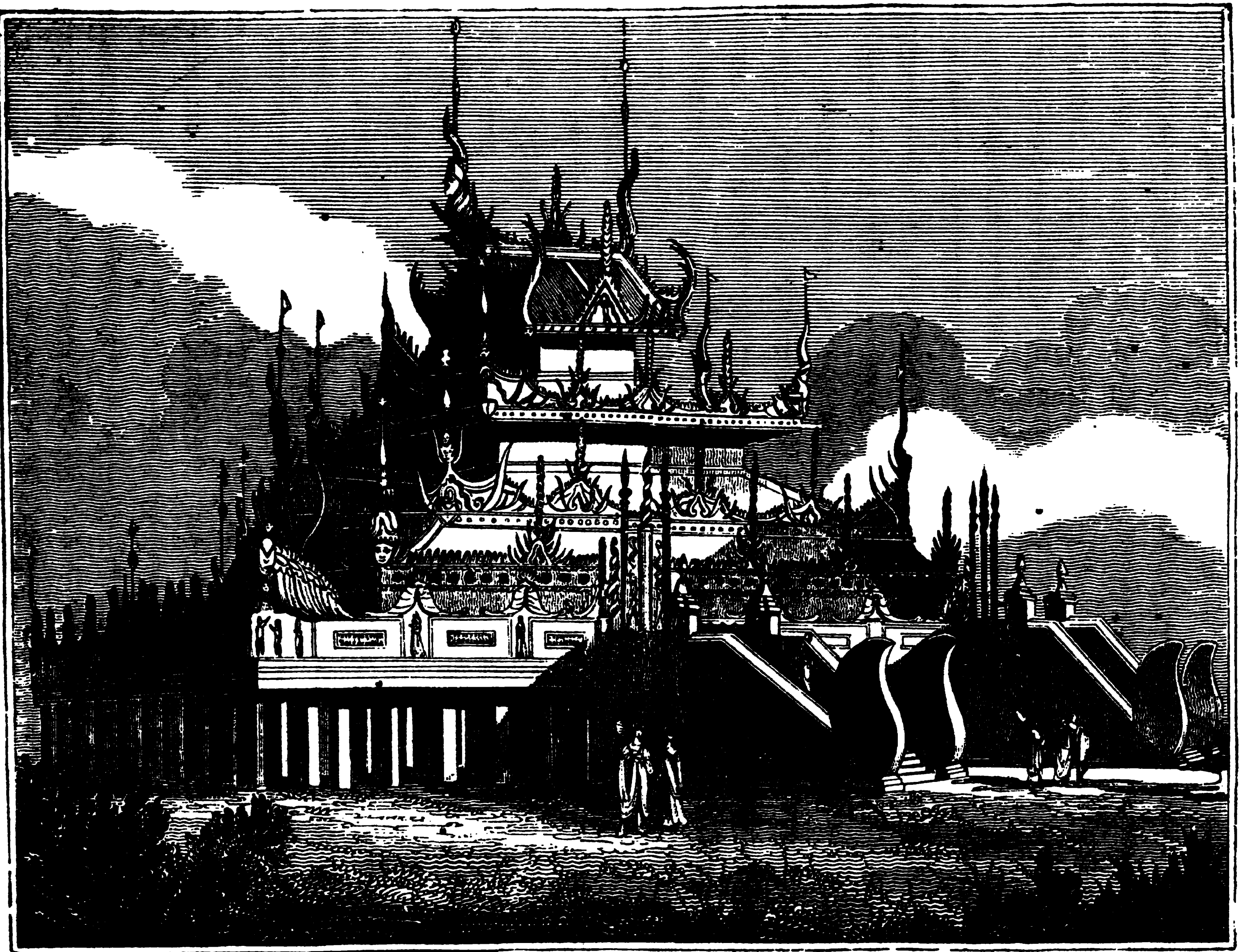
অধুনা আল্কাৎরা এতদ্দেশে যে প্রকার প্রচুররূপে ব্যবহার হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে কএক দিবস হইল কোন আত্মীয় 'আল্কাৎরা কি?' এবংবিধ যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তদ্রূপ প্রশ্ন অন্যেও করিতে পারেন; অতএব তদ্বিষয়ে আমাদিগের আত্মীয়-প্রতি-প্রোক্ত প্রত্যুত্তর লেখনীবদ্ধ করিলাম।

আল্কাৎরা বৃক্ষজাত পদার্থ। ধুনা, তার্পিন তৈল, গোঁদ, এবং অপর কএক পদার্থ-মিলিত হইয়া আল্কাৎরা উৎপন্ন হয়। ইউরোপ-খণ্ডের উত্তরাংশ ইহার জন্ম স্থান, এবং তথায় ইহার নাম "থার" বা "ঝার"; এবং তৎশব্দহইতে ইংরাজি "তার" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বোধ হয় এতদ্দেশে প্রচলিত আল্কাৎরা শব্দ আরব্য ভাষাহইতে জাত। দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় দৃশ্য এবং তদ্বংশজাত "ফর্" নামে বিখ্যাত এক প্রকার বৃক্ষে আল্কাৎরা জন্মে। তৎপ্রস্তুতকারিরা আদৌ শৃঙ্গাকার এক গর্ত্ত খননপূর্ব্বক তাহার অধোভাগে এক লৌহকটাহ স্থাপন করত তন্নিম্নে এক ছিদ্র করিয়া এক পার্শ্বে ঐ ছিদ্র স্ফুটিত করে, এবং তথায় এক পিপা স্থাপন করে। পরে ফর্ বৃক্ষের মূল ও কাষ্ঠখণ্ডের এক স্তূপ বানাইয়া ঐ গর্ত্ত-মধ্যে স্থাপন করত কুম্ভকারের পোয়ানের ন্যায় তাহা মৃত্তিকাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ঐ ফর্ কাষ্ঠের মাচানে অগ্নি প্রদান করিলে, ঐ কাষ্ঠ দগ্ধ হইতে থাকে, এবং ঐ উত্তাপে কাষ্ঠস্থ ধুনা, তার্পিনতৈল, গোঁদ ও অন্যান্য পদার্থ ধূমাকারে নির্গত হয়, ও গর্ত্তের ঊর্দ্ধভাগ মৃত্তিকাদ্বারা অবরোধিত থাকাতে নিম্নগামী হইয়া তত্রস্থ লৌহ কটাহে তৈলাকারে পরিণত হয়, এবং পরে পূর্ব্বোক্ত ছিদ্রদ্বারা পিপায় আসিয়া পতিত হয়। এই তৈলাকারে পরিণত পদার্থের নাম আল্কাৎরা; এবং তাহা লৌহ কটাহে জাল দিয়া ঘনীভূত করিলে "পিচ্" নামে বিখ্যাত হয়।

গর্জ্জন তৈল, মাটিয়া তৈল, আল্কাৎরা আস্ফাল্টম্ ইত্যাদি পদার্থ-সকলের আকর সম্যগ্ স্বতন্ত্র। এতদ্দেশীয় বৃক্ষবিশেষে অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিলে গর্জ্জন তৈল উৎপন্ন হয়; ব্রহ্মদেশের স্থানে২ মৃত্তিকা খনন করিলে মাটিয়া তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়; আস্ফাল্টম্ খনি দ্রব্য, এবং কদাপি সমুদ্র তটেও প্রাপ্য; পরন্তু দ্রব্যগুণজ্ঞ ব্যক্তিরা এই সকল পদার্থের ধর্ম্মবিষয়ক সামঞ্জস্য থাকায় তাহাদিগকে এক পর্য্যায়ে গণ্য করেন।

বৌদ্ধদিগের মঠ।

যদিচ হিন্দু শাস্ত্রে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যৎপরোনাস্তি নিন্দা আছে, এবং বস্তুতঃ তদ্ধর্ম্ম মনুষ্যজাতির পারত্রিক শ্রেয়স্কর নহে, তথাপি অসঙ্খ্য মনুষ্য ঐ ধর্ম্মপথের অনুগামী হইয়াছেন। উক্ত ধর্ম্ম প্রথমতঃ কাশীধামে প্রচার হয়; পরে তথাহইতে বিস্তার হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপিলে হিন্দু রাজন্যবর্গ ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ নানাবিধ কৌশলদ্বারা এতদ্দেশহইতে তাহার দূরীকরণ করেন।



ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ মঠ।

পরন্তু তাহাতে ঐ ঈশ্বরবিমুখ-ধর্ম্মপন্থার কোন হানি হইল না; নেপাল দেশ, তিব্বত দেশ, তাতার দেশ, মাঞ্চুরিয়া দেশ, চীন দেশ, ব্রহ্ম দেশ, সিয়াম দেশ, মলয় দেশ, লঙ্কা দ্বীপ, ইত্যাদি নানাবিধ প্রসিদ্ধ স্থানে উহা বিস্তার হইয়া অধুনা তৎসর্ব্বত্র অতি গৌরবের সহিত বিরাজমান আছে। কথিত আছে যে মানব জাতির পঞ্চমাংশ এই ধর্ম্মাবলম্বী। এই ধর্ম্মানুগামিব্যক্তি-মাত্রে দুই দলে বিভক্ত হয়; প্রথম, গৃহস্থ; দ্বিতীয়, উদাসীন। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে গৃহস্থদিগের আচার, ব্যবহার ও স্বভাব নানা প্রকার হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের প্রধান ধর্ম্ম নিরামিষ ভোজন; তত্রাপি গৃহস্থ বৌদ্ধেরা অধিকাংশ ঐ নিয়মের অন্যথাচরণ করত সর্ব্বদা আমিষ ভক্ষণে রত থাকে। কিন্তু উদাসীনেরা তদ্রূপ নহে; তাহাদিগের ধর্ম্ম-রীতি সর্ব্বত্রই সমানা। তাহারা কদাপি আমিষ ভক্ষণ করে না। উদাসীন হওয়াতে সুতরাং দারপরিগ্রহে বিড়ম্বিত হয়, এবং বাসার্থে কেহ স্বগৃহও নির্ম্মাণ করে না। এতদ্বিষয়ে বুদ্ধ-দেব স্বয়ং আজ্ঞা করেন যে তাঁহার মতানুযায়ি উদাসীনদিগের কর্ত্তব্য যে জ্ঞান-সঞ্চয়নে, ধর্ম্মঘোষণায় ও তীর্থ ভ্রমণে বর্ষের আট মাস তাহারা কালযাপন করে; এবং কেবল বর্ষা ঋতুর চারি মাস অতিথি হইয়া গৃহস্থের আবাসে অথবা পর্ব্বতগুহাতে বাস করে। ও এতদাদেশানুসারেই আদিম বৌদ্ধেরা দিনপাত করিতেন; কিন্তু অল্প দিবসের মধ্যেই তাঁহাদিগের সংখ্যা এতদ্রূপে বৃদ্ধি হয় যে তৎসমুদায়ের নিমিত্তে গৃহস্থের বাটীতে আবাস পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল, সুতরাং বর্ষাকালে ঐ সকল ব্যক্তিদিগের আবাসজন্য অন্য উপায় করিতে হইত; একারণেই মঠের সৃষ্টি হয়। মগধ দেশের অধিপতি রাজা অজাতশত্রু প্রথমতঃ মঠের স্থাপন করেন, এবং তন্মঠে স্বয়ং বুদ্ধদেবের বিহার করাতে তাহা "বেহার" নামে বিখ্যাত হয়; এবং তৎপ্রযুক্ত বুদ্ধ-মঠ মাত্রের নাম বেহার হইয়াছে, এবং, বোধ হয়, ঐ কারণ বশতই মগধ রাজ্যের নামও পরিবর্ত্তিত হইয়া বেহার হয়।

অধুনা যে সকল দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার আছে তৎসর্ব্বত্র এতদ্রূপ মঠও আছে, এবং এক ২ মঠে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ উদাসীন বাস করিয়া থাকেন। কোন২ প্রসিদ্ধ বেহারে ৫০০০ উদাসীন একত্রে দেখা গিয়াছে। এই সকল উদাসীনেরা ভিক্ষাদ্বারা উপজীবিকা সঞ্চয় করেন, এবং ঐ ভিক্ষার্জ্জিত বস্তুর অধিকাংশ অতিথি-সেবায় ব্যয় করেন। সর্ব্ব-প্রাণি-প্রতি দয়া করিতে বুদ্ধ দেব পুনঃ২ আদেশ করেন, এবং তদাজ্ঞা প্রতিপালনে তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই সতত তৎপর হন; সুতরাং বেহারে অতিথি সেবা এক প্রধান ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে; এবং তৎসম্পাদনে কেহই ত্রুটি করেন না।

প্রত্যেক বেহারে এক ২ জন প্রধান আচার্য্য থাকেন। তিনি বেহারস্থ অপর সমস্ত উদাসীনদিগকে স্ববশে রাখিয়া প্রত্যহ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন; এবং ঐ উদাসীনেরাও অবকাশমতে গৃহস্থবালকদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান। এতদ্রূপে বেহার-সকল বিদ্যাভ্যাসের স্থান হইয়া উঠিয়াছে, এবং যে সকল দেশে উত্তম বেহার আছে, তথায় অন্য বিদ্যালয় থাকে না। ফলতঃ সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ বেহার-সকল তত্রত্য সমস্ত বিদ্যা ও বিদ্বানের আলয় হইয়াছে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে বেহার সংস্থাপন করা অতি পুণ্য-কর্ম্ম, এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচলিত দেশে ধনিব্যক্তি-মাত্রেই স্ব ২ সাধ্যানুসারে এতৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বহু ধন ব্যয় স্বীকার করেন, সুতরাং তত্তদ্দেশে সুচারু বেহারের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য হই-

য়াছে। বুহ্ম-দেশে যে সকল উত্তম অট্টালিকা আছে তন্মধ্যে বেহার-সকলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং তাহা নানাবিধ ও প্রচুর স্বর্ণাভরণে মণ্ডিত হইয়াছে।

১৬৫ পৃষ্ঠায় যে সুচারু মন্দিরের ছবি মুদ্রিত হইয়াছে বুহ্ম-দেশে তাহার নাম "কিউম্ দোগি," অর্থাৎ রাজ-প্রতিষ্ঠিত মঠ। তত্রত্য অপর মঠ-হইতে এই প্রসিদ্ধ মঠ অতি-উচ্চ ও প্রশস্ত, এবং নানাবিধ স্বর্ণাভরণে সুশোভিত। বুহ্ম দেশে অতি উত্তম কাষ্ঠ সুপ্রচুর হওয়াতে তত্রত্য অনেক প্রসিদ্ধ আবাস কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়, তথা প্রস্তাবিত মঠও কাষ্ঠে নির্ম্মিত, এবং পাঁচ-তলা ঊর্দ্ধ। কাপ্তান সাইম্ সাহেব এই মঠ দর্শন করত তাঁহার রচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-গ্রন্থে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে লেখেন যে "এই মঠের পোতা ৮ হস্ত উচ্চ; অতি বিশাল কাষ্ঠখণ্ড-সকল অগ্রে ভূমিতে পুঁতিয়া তদুপরি তাহা প্রস্তুত হইয়াছে। এক প্রশস্ত সোপানদ্বারা এই পোতার উপর উঠিয়া এতৎ অট্টালিকার সৌন্দর্য্য-দর্শনে আমরা বিশেষ আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ইহার চতুর্দ্দিগ্ নানাবিধ আশ্চর্য্যগঠনে-রচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত (গিল্টি করা) গরাদিয়াদ্বারা বেষ্টিত; এবং তন্মধ্যে প্রশস্ত ও সুচারু বারাণ্ডায় বেষ্টিত এক বিস্তার গৃহ আছে। ঐ গৃহের ছাদ ৫০ ফুট উচ্চ বহু সংখ্যক স্তম্ভোপরি স্থাপিত; এবং তাহার চতুর্দ্দিগে সুবর্ণে মণ্ডিত মনোহর গরাদিয়া আছে। স্তম্ভের নিম্নভাগে ৩ হস্ত পরিমাণ স্থান রক্তবর্ণাক্ত, অপর সর্ব্বাংশ সুবর্ণে মণ্ডিত। আমরা এতৎ গৃহের মধ্যস্থলে স্বর্ণমণ্ডিত এক সিংহাসনোপরি গৌতম (বুদ্ধ) দেবের সুবর্ণ মণ্ডিত প্রস্তরময় এক প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। তৎসম্মুখে উপাচার্য্য এক সাটিন বস্ত্রের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন; এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে অপর কএক জন আচার্য্য কৃতাঞ্জলিপুটে অতি নম্রভাবে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন।"

সৃষ্টির সমন্বয়।

পৃথিবীস্থ যে কোন পদার্থের আলোচনা করা যায় তাহাতেই সর্ব্ব-নিয়ন্তার অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানের অখণ্ড প্রমাণ উপলব্ধি হয়। সকল বস্তুই পরস্পর উপকারজনক; সকলেই অপরাপরের মঙ্গল ও ব্যবহারার্থে হইয়াছে; প্রত্যেকেই পৃথিবীর হিতার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয়; কোন পদার্থই নিরর্থক বা কেবল অনিষ্টকর বোধ হয় না। মহাবাত ও বজ্র যাহাতে পর্ব্বত শৃঙ্গ-সকল সমুৎপাটন করে,—জীবদিগের ধ্বংস করে,—তরি সকলকে জলমগ্ন করে,—গ্রাম ও নগর-সকলকে ছিন্নভিন্ন করে,—তাহাও আমাদিগের পরমোপকারী; এবং তাহা না থাকিলে মনুষ্য-জাতির অচিরাৎ ধ্বংস হইত। গলিত বস্তুজাত দুর্গন্ধ পূর্ণ অপরিষ্কার বায়ুর সংশোধনার্থে মহাবাত ও বিদ্যুৎ অতি প্রধান উপায়। অপর সেই গলিত বস্তুজাত দুর্গন্ধ, যাহার ঘ্রাণে মনুষ্য নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়, তাহাও নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। বৃক্ষদিগের পোষণার্থে ঐ দুর্গন্ধ বায়ু সর্ব্বদা আবশ্যক; এবং সেই বৃক্ষহইতে জীবদিগের খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন হয়। হিংস্র-পশু-সত্ত্বে তাদিতর জীব-সঙ্ঘের কোন ইষ্টাপত্তি নাই, এমত বোধ হইতে পারে। পরন্তু জীবদিগের মধ্যে পরস্পর খাদ্যখাদক সম্বন্ধ না থাকিলে পৃথিবীতে যে পরিমাণে প্রাণী আছে তৎ সমুদায়ের খাদ্য দ্রব্য সুপ্রতুল হইত না। আর হিংস্র পশুর অত্যাচারে কোন জীবশ্রেণির

লোপ হইয়াছে এমত প্রমাণও নাই; প্রত্যুত সর্বত্র খাদ্য সম্বন্ধীয় পশুর প্রাচুর্য্যই দেখা যায়।

অপত্যপ্রতিপালনের উপায় এক অনির্বচনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার; তাহার বিবেচনা করিলে সর্বনিয়ন্তার প্রতি কেবল কৃতজ্ঞতারই উদয় হয়। জীবের প্রথমাবস্থাই অত্যন্ত দুর্বলাবস্থা; সুতরাং তদবস্থায় বিশেষ সাবধানতা ব্যতীত রক্ষা পাইবার উপায় নাই; অতএব করুণাময় সৃষ্টিপালকের অখণ্ড নিয়মে তদবস্থায় জীবদিগের শরীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র থাকে; এবং পাছে বায়ু সংস্পর্শেও অনিষ্ট হয় এতদর্থে প্রথমাবস্থায় মাতৃগর্ভে তাহা লুক্কায়িত থাকে। পরে গর্ভহইতে প্রসবিত হইলে মাতৃহৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হয়; এবং তদ্দ্বারা চালিত হইয়া সেই জননী প্রাণপণে অপত্য প্রতিপালনে নিযুক্তা থাকে। পক্ষিরা ঐ সময়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক আপন দৈহিক উষ্ণতাদ্বারা অণ্ড প্রস্ফুটিত করণার্থে অনবরত তদুপরি তা (তাপ) দেয়; এবং অণ্ডহইতে শিশু নির্গত হইলে তাহার রক্ষা ও পোষণার্থে কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম না করে? পরন্তু যদ্যপি তৎসময়ে অপত্যের দেহ ক্ষুদ্র না হইত তাহা হইলে তাহার ভূমিষ্ঠ হওয়াই দুঃসাধ্য হইত, কারণ তাহা হইলে মাতা তাহাকে প্রসব করিতে পারিত না। পরে রক্ষা পাওয়াও অত্যন্ত ক্লেশকর হইত; কারণ মাতা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ইতস্ততঃ করিতে ও আপদ্‌হইতে পলায়ন করিতেও পারিত না। বিহঙ্গমবিশেষেরা পক্ষাচ্ছাদন করত শত্রুহইতে অপত্য রক্ষায় অশক্ত হইত। মৎস্য ও কীটের অণ্ড অতি ক্ষুদ্র হওয়াতেই অনায়াসে শত্রুহইতে লুক্কায়িত করা যাইতে পারে; নচেৎ কদাপি তাহাদের রক্ষা হইত না। কত সহস্র ২ বিহঙ্গম কীটাণ্ড আহরণার্থে অবিরত অনুসন্ধান করিতেছে, এবং প্রাপ্তি মাত্রেই তাহার ধ্বংস করিতেছে? অথচ ক্ষুদ্রতা প্রযুক্ত অনায়াসেই অসংখ্য শত্রুহইতে রক্ষা পাইয়া নানাবিধ কীটেরা আপন ২ জীবনের কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতেছে, কোন মতে কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটি হয় না, এবং কোন কীট বংশের লোপও হয় নাই! বৃক্ষ সম্বন্ধেও এই নিয়ম সর্বতোভাবে বলবান্। তাহারাও প্রথমাবস্থা সর্বাপেক্ষায় ক্ষুদ্র এবং দুর্বল, এবং অতি সাবধানে রক্ষিত হয়। বৃক্ষ সর্বাদৌ-পুষ্পকেশরাগ্রে রজোরূপে পরিণত থাকে, এবং পাছে তথায় কোন অনিষ্ট ঘটে অতএব ঐ রজঃ পুষ্পদলে আবৃত থাকে। উদ্ভিদ্বেত্তারা কহিয়া থাকেন যে পুষ্পের প্রধান অংশ তাহার রজঃ ও কেশর; এবং নানাবিধ উত্তম বর্ণের সুকোমল দল-সকল যাহাতে মনুষ্য মাত্রের মনঃ বিমোহিত করে এবং যদভাবে সামান্য ব্যক্তিরা পুষ্পকে পুষ্প শব্দবাচ্য জ্ঞান করেন না, তাহা উক্ত রজঃ ও কেশরের আবরণমাত্র। ঐ রজঃ কেশরাগ্রে পরিপক্ব হইলে গর্ভকেশরে * নিপতিত হয়। এবং তদ্দ্বারা গর্ভে আনীত হইয়া বীজাকারে পরিণত হয়। অপিচ ঐ বীজাবস্থাও অতি কোমল ও তন্মধ্যস্থিত অঙ্কুর অনায়াসেই নষ্ট হইতে পারে; অতএব উক্ত বীজ

* যদুপরি পুষ্প জন্মে তাহার নাম বৃন্ত। ঐ বৃন্তহইতে যে দল নির্গত হয় তাহার নাম "বৃন্তদল;" তদুপরি অন্য বর্ণের যে পাপড়ি জন্মে তাহার নাম "দল"। ঐ দলক্রোড়স্থ সূত্রবৎ পদার্থের নাম "কেশর"। উক্ত কেশর দুই প্রকার হয়। প্রথম যাহার অগ্রে ধূলিবৎ পদার্থ থাকে তাহাকে "পরাগ কেশর" কহা যায়; অপর যাহার অগ্র কিঞ্চিৎ আঠাবৎ পদার্থে আর্দ্র থাকে তাহার নাম "গর্ভ-কেশর"। প্রায় সকল পুষ্পেই গর্ভ-কেশর পরাগ-কেশরের মধ্য স্থলে থাকে। কোন ২ পুষ্পে পরাগ কেশর মধ্যস্থলে ও গর্ভ-কেশর এক পার্শ্বে দৃষ্ট হইয়াছে। অপর কোন বৃক্ষের এক শাখায় গর্ভকেশরবিশিষ্ট পুষ্প অর্থাৎ স্ত্রী পুষ্প, ও অপর শাখায় কেবল পরাগ-কেশরযুক্ত পুষ্প অর্থাৎ পুংপুষ্প, জন্মে। জনার বৃক্ষের অগ্রভাগে পুংপুষ্প হয়, এবং তাহাকে লোকে "ফুল" শব্দে কহে; এবং অধোভাগে স্ত্রীপুষ্প হয়, এবং তাহাই জনার বা কুক্ড়া নামে বিখ্যাত। কদাপি এক বৃক্ষে স্ত্রী পুষ্প ও অপর বৃক্ষে পুংপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, এমতও দৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্রূপ পুং বৃক্ষকে লোকে "রাঁড়া বৃক্ষ" কহিয়া থাকে। গর্ভ-কেশরের মূলে গর্ভস্থান, এবং তাহাতেই বীজের উৎপত্তি হয়।

নানাবিধ অতি স্থূলত্বচে আবৃত থাকে। নারিকেল অতি উচ্চ বৃক্ষে জন্মে, অন্য ফলবৎ তথাহইতে ভূমিতে পড়িলে ভগ্ন হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা এবং ভগ্ন হইয়া বীজ নষ্ট হইলে সুতরাং নারিকেল জাতির লোপ হইবার আশঙ্কা সম্ভবে। এতন্নিমিত্তে পরম কারুণিক ভগবান্ নারিকেলকে অতি স্থূল এবং স্থিতিস্থাপক * গুণবিশিষ্ট ত্বচে (অর্থাৎ ছোবড়ায়) আবৃত করিয়াছেন। তৎ প্রযুক্ত সুপক্ব নারিকেলের বৃক্ষাগ্রহইতে ভূমিতে পড়িয়া কোন ক্রমে ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অপর সেই বীজহইতে বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইলে তাহাও অতি দুর্ব্বল ও কোমল ও অনায়াসে নাশ্য হইয়া থাকে; এবং ক্রমশঃ নানাবিধ উপায়দ্বারা পুষ্ট না হইলে বৃদ্ধি পায় না। নবাঙ্কুর হওন সময়ে অতি ক্ষুদ্র ২ দুইটি পত্র না হইয়া যদ্যপি কোন অশ্বত্থাদি বৃক্ষের চারা একেবারে প্রমাণানুরূপ পত্র ধারণ করিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তদ্ভারে তাহার দুর্ব্বল মূল সমুৎপাটিত হইয়া—অথবা ঐ ক্ষুদ্র মূলে বৃহৎকায় পত্রের পোষণোপযোগ্য রস সঙ্গ্রহ না হইয়া—বৃক্ষের বিনাশ হইত; পরন্তু এমত অনিয়ম কুত্রাপি হয় না। বৃক্ষের মূলের যে পর্য্যন্ত শক্তি তদনুসারেই বৃক্ষের পত্রাদি হয়; কদাপি তাহার অধিক হয় না। পশুমধ্যে মাতৃ-স্তনে যে পরিমাণে দুগ্ধ জন্মে শাবকেরও তৎপরিমাণে খাদ্য প্রয়োজন হয়; এবং শাবকের দেহ সম্বন্ধে যে পরিমাণে খাদ্য-প্রয়োজন, মাতার দেহেও সেই পরিমাণে দুগ্ধ সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা। যেখানে যে পরিমাণে বৃষ্টি হয় সেখানে সেই পরিমাণে শস্য হয়। যেখানে অধিক বৃষ্টি সেখানে তৎপরিমাণে বৃষ্টিতে জন্মোপযোগ্য শস্য উৎপন্ন হয়। যেখানে বৃষ্টি হয় না, সেখানে বন্যা হইয়া ভূমিকে ফলবতী করে, অথবা তথায় এ প্রকার শস্যের সৃষ্টি আছে যাহার উৎপন্নার্থে বর্ষার প্রয়োজন নাই। কোন২ স্থানে ক্রমাগত তিন চারি মাস রাত্রি থাকে, পরে ক্রমাগত তিন চারি মাস দিবস হয়; পরন্তু তথাকার জীব জন্তু সকলের জীবনের কার্য্য ঐ নিয়মেই উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর যে দেশে এমত সকল বৃক্ষ আছে যাহা শীত সংস্পর্শে বাঁচিতে পারে না তথায় সর্ব্বদা গ্রীষ্মেরই প্রাদুর্ভাব; যথায় সমতার প্রয়োজন তথায় সমতা, ও যথায় শীতলতার আবশ্যক তথায় নিয়ত শীতেরই বৃদ্ধি থাকে; ফলতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ও সকল বস্তুই পরস্পর উপকারজনক ও প্রয়োজনীয়, কেহ কাহার নিরবচ্ছিন্ন অপকারী নহে; এবং তাহাদের প্রত্যেকের অভাবে অপরের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

* বস্তুকে নমু করিয়া ছাড়িয়া দিলে যে শক্তিতে তাহা আপন পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহার নাম স্থিতিস্থাপক শক্তি।

চামরি-গো।

পাঠক মহাশয়েরা সকলেই শ্বেত-চামর দেখিয়াছেন, কিন্তু যে পশুর কেশহইতে তাহা প্রস্তুত হয় সে পশু, বোধ হয়, অতি অল্প লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিবেক, কারণ তাহারা অতি শীতল-দেশবাসী, কদাপি উষ্ণতা সহ্য করিতে পারে না; এবং গ্রীষ্ম দেশে আনীত হইলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। অনেকে এতদ্দেশে উক্ত পশুকে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেরই পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে। তিব্বত, তাতার, মাঞ্চুরিয়া, চীন-দেশের পশ্চিমাংশ, এবং আশিয়া খণ্ডের মধ্যবর্ত্তি অপর দেশসকল এই পশুর বাসস্থান, এবং অন্যত্র গো-সকল যে সকল প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে, প্রস্তাবিত দেশে প্রায়



তৎসমুদায় কার্য্য চামরি-গোদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই জীব মহিষবৎ বৃহৎ, এবং সর্ব্বাঙ্গ কেশে মণ্ডিত। উক্ত কেশ দেহের অপর সর্ব্বত্র কৃষ্ণ বর্ণের হয়, কদাপি ধূম্র, শুক্ল ও কৃষ্ণে মিশ্রিতও হয়; কেবল পুচ্ছ, ও ককুদ ও ললাটোপরি তদ্বর্ণের হয় না। তথাকার কেশ শুক্ল বর্ণবিশিষ্ট; এবং তাহাই চামর বানাইবার নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়। যে সকল দেশে চামরি-গোর আবাস তত্রত্য মাংসাশি-মনুষ্যমাত্রে এই পশুর মাংস গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং তথাকার বিষম শীত নিবারণার্থে ইহার কেশসংযুক্ত চর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ ধারণ করেন, এবং তাহা শয্যার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চামরি-গোর কেশে বস্ত্র ও এক প্রকার সুদৃঢ় রজ্জু নির্ম্মিত হয়, এবং তাহার খুর ও শৃঙ্গে শিরিশও অস্ত্রাদির মুষ্টি বানান যায়। চামরী গাভীরা সুপ্রচুর দুগ্ধবতী, এবং ঐ দুগ্ধ অতি সুস্বাদু হয়, অপিচ তাহাতে যে নবনীত জন্মে, তাহা অপর সকল নবনীত হইতে শ্রেষ্ঠ। ভার-বহন বিষয়ে চামরী অতি সমর্থ, এবং সকলেই ইহাদিগকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকে। পরন্তু এই সকল নানা গুণ-সত্ত্বেও এই পশু সুবিখ্যাত হয় নাই। ইহার সুখ্যাতির প্রধান কারণ কেবল ইহার পুচ্ছ; এবং ঐ পুচ্ছের মাহাত্ম্য বিষয়ে নানাবিধ মিথ্যা-গল্প প্রচলিত আছে। তুর্ক জাতীয়দিগের বিশ্বাস আছে যে ঐ পুচ্ছ সমভিব্যাহারে থাকিলে যুদ্ধে পরাজয় হয় না; অতএব তাহাদিগের সৈন্যদলের পতাকা-সকল এই গোপুচ্ছে নির্ম্মিত হয়। এতদ্দেশীয় রাজাদিগের সম্পত্তি মধ্যে শ্বেত-ছত্র ও চামর অতি প্রধান, এবং ঐ চামর দীর্ঘ ও লঘু, ও স্বচ্ছ এবং ঘন-কেশবিশিষ্ট হইলেই শ্রেয়স্কর হয়। এতদ্বিষয়ে ভোজরাজকৃত "যুক্তি-কল্পতরু" গ্রন্থে কথিত আছে যে—

"দীর্ঘে দীর্ঘায়ুরাপ্নোতি লঘৌ ভীতিবিনাশনং।
"স্বচ্ছে স্যাদ্ধনকীর্ত্তিভ্যাং ঘনে স্যুঃ স্থিরসম্পদঃ॥
"খর্ব্বে খর্ব্বায়ুরুদ্দিষ্টং গুরুর্গুরুভয়প্রদঃ।
"বিরলে রোগশোকাভ্যাং মলিনং মৃত্যুমাদিশেৎ॥"

অর্থাৎ দীর্ঘ [কেশবিশিষ্ট চামরে] দীর্ঘায়ু হয়; লঘুতায় ভয় বিনাশ করে। স্বচ্ছ গুণে ধন এবং কীর্ত্তির বৃদ্ধি হয়; এবং সঘন রোমে স্থির-সম্পদ প্রাপ্তি করায়। [এবং রোমের এতদ্‌গুণ চতুষ্টয়ের বিপর্য্যয়ে ফলেরও বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ] খর্ব্বচামর অল্পায়ুঃপ্রদ হয়, ভারি হইলে মহা ভয় প্রদান করে। [কেশ সকল] বিরল হইলে রোগ এবং শোকের উৎপত্তি করে, এবং মলিন হইলে মৃত্যু দায়ক হয়।

চামরির সহিত ইতর গোর সংসর্গে এক প্রকার বর্ণসঙ্কর গোর উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং এই জাতির হিমালয় পর্ব্বতের অনেক স্থানে নিবাস আছে। তথায় এই বর্ণসঙ্কর পুং-গোকে "যৌ" এবং স্ত্রী-গোকে "যোমো" শব্দে কহে। গোদ্বারা যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয় ইহাদ্বারাও তৎসমুদায় নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। "আসিয়াটিক সোসাইটী" নামক সভার অদ্ভুত-পদার্থ-সঙ্গ্রহালয়ে এই পশুর চর্ম্ম একখানি আছে, এবং তদ্দৃষ্টে প্রকৃত চামরির অবয়ব অনুমান করিতে পারা যায়।

সাহিত্য বিবেক।

অভিপ্রায় ভিন্ন কেহই বাক্য উচ্চারণ করেন না, এবং সেই বাক্য দুই প্রকার হইয়া থাকে; প্রথমতঃ "ব্যক্ত্যনুদ্দেশ্য-বাক্য" অর্থাৎ মনোগত ভাব প্রকাশ করণার্থে আপনার প্রতি প্রোক্ত বাক্য; দ্বিতীয়, "উদ্দেশ্য-বাক্য" অর্থাৎ কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমূহের উদ্দেশে প্রোক্ত বাক্য; এবং যে শাস্ত্রে ঐ বাক্য-সকলের সুশৃঙ্খলায় প্রয়োগ বিষয়ক বিধি নিরূপণ করে তাহার নাম "সাহিত্য", অর্থাৎ বাক্য বিষয়ক হিতকারি শাস্ত্র। রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য পরস্পর অন্বিত সেই কাব্যকে সাহিত্য শব্দে বিধান করাযায়, পরন্তু, বোধ হয়, সে কেবল তৎকাব্যের উৎকর্ষজ্ঞাপনার্থে ঘটিয়া থাকিবেক।

ব্যক্ত্যনুদ্দেশ্য-বাক্যসম্বন্ধে কোন নিয়মের আবশ্যক নাই, কারণ বক্তা নানাবিধ বিশৃঙ্খলতায় বাক্য উচ্চারণ করিলেও আপনার বাক্য আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, এবং তাহা হইলেই বাক্য-তাৎপর্য্য সফল হইল; অন্যের তাহা বুঝিবার প্রয়োজন না থাকায় তদ্বিষয়ের নিয়ম করণে ফলাভাব।

উদ্দেশ্য-বাক্যে এক ব্যক্তি স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় অপরকে ব্যক্ত করে। তদ্বাক্যের পরস্পর ঐক্য ও মাধুর্য্যাদি গুণ থাকিলে যে অভিপ্রায়ে বাক্য প্রয়োগ করাযায় তৎসিদ্ধির সুলভতা হয়, সুতরাং তদ্বিষয়ে বিশেষ নিয়মের প্রয়োজন, এবং ঐ নিয়ম সাহিত্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। বাক্যের পরস্পর অর্থ ব্যুৎপাদন ব্যাকরণ শাস্ত্রে নিষ্পন্ন হয়; এবং আশু বিবেচনা করিতে হইলে বোধ হয় বাক্যের প্রয়োজ্যতা ও অপ্রয়োজ্যতা বিষয়ে বক্তা আপনিই বিহিত বিবেচনা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে নিয়মান্তরের আবশ্যক করে না। যথা ক্রোধ-প্রকাশ-করণ-সময়ে ক্রুদ্ধ ব্যক্তিহইতে ক্রোধ-জ্ঞাপক বাক্যই নির্গত হয়, কারুণ্য বাক্যের স্ফূর্ত্তি কদাচ হয় না, তথা অন্যান্য-ভাব প্রকাশ-করণ-সময়ে ও তত্তদ্ভাবনারূপ বাক্যেরই সম্ভাবনা। পরন্তু এই স্বাভাবিক রীতি কেবল মনোগত ভাব প্রকাশ সম্বন্ধেই ফলবতী হয়; রসোদ্দীপন-বিষয়ে পরম্পরা পরীক্ষায় যে সকল নিয়ম

উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে তাহারই অনুশীলন করা আবশ্যক; বিশেষতঃ কাব্যাদি রচনা সময়ে, যখন অন্তঃকরণে যে সকল রস স্তব্ধীভূত থাকে তাহারই বর্ণনা করিতে হয়, তখন তদ্রসোদ্বোধ-বিষয়ক নিয়ম জানিবার অত্যন্ত প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে, আর এতজ্জন্য কেবল যে নিয়মেরই আবশ্যক এমত নহে; কিন্তু নিয়ম করিবার হেতু এবং ঐ রসের প্রকৃত-তত্ত্ব অনুসন্ধান করাও কর্ত্তব্য; নচেৎ উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে অভিপ্রায় ভিন্ন কেহ বাক্য উচ্চারণ করেন না। সেই অভিপ্রায়-ভেদে উদ্দেশ্য বাক্য তিন প্রকার হইয়া থাকে; যথা; ১, বুদ্ধ্যুদ্দীপক, অর্থাৎ যে বাক্যে তর্ক করা যায় বা অজ্ঞানি-ব্যক্তির মনে জ্ঞানালোক প্রদান করা যায়; ২, রসোদ্দীপক, অর্থাৎ যদ্দ্বারা শ্রোতার মনে করুণাদি-রসের উদ্দীপন হয়, এবং ৩, মনোব্যাবর্ত্তক, অর্থাৎ যে বাক্যদ্বারা শ্রোতার মনকে এক পথহইতে অন্য পথে আনয়ন করা যায়, যথা ক্রোধিকে স্নিগ্ধ বাক্যে শান্ত করা ইত্যাদি। ঐ অভিপ্রায়-ভেদে বাক্য-রচনার পদ্ধতি বিভিন্না হইয়া থাকে, এবং তাহার অন্যথা করিলে ফলের হানি হয়। যে পদ্ধতিতে রসোদ্দীপক বাক্যরচনা করা যায়, তদনুসারে বুদ্ধ্যুদ্দীপক প্রস্তাব লিখিলে কদাপি তুল্য ফল সম্ভবে না। রসোদ্দীপক রচনায় যমক, অনুপ্রাস, রূপকাদি নানাবিধ অলঙ্কারের ব্যবহার প্রয়োজনীয়। বুদ্ধ্যুদ্দীপক বাক্যে তাহার প্রয়োগে আপাততঃ ভ্রমের সম্ভাবনা, প্রকৃত প্রস্তাবের কোন উপকারই হয় না; বিশেষতঃ অঙ্ক শাস্ত্রের উপদেশ সময়ে অলঙ্কার নিতান্ত নিষিদ্ধ। ২, ৩, ৫, ৭ ও-৯-য়ে ২৬ সংখ্যা হয়, ইহা সপ্রমাণ করিতে হইলে, দুই এবং তিনে পাঁচ, পাঁচ এবং পাঁচে দশ, এবং দশ ও সাতে সতের, এবং সতের ও নয়ে ২৬, এই প্রকার বলিলেই বক্তার অভিপ্রায় সর্ব্বতো ভাবে সুব্যক্ত হয়; তদন্যথায় যমক অনুপ্রাস বা রূপকে কদাপি সুলভে ইষ্ট-সিদ্ধি হইতে পারে না। অতএব বুদ্ধ্যুদ্দীপক রচনায় অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র ও অঙ্ক শাস্ত্র এবং উপদেশ বিষয়ক রচনায় অলঙ্কার পরিহরণ পূর্ব্বক যাহাতে অভিপ্রায়ের স্পষ্টতা বোধগম্য হয় তাহাই কর্ত্তব্য। পরন্তু এ কথা বলায় আমাদিগের এমত অভিপ্রায় নহে যে অন্যত্র অভিপ্রায় স্পষ্টতার প্রয়োজন নাই। প্রত্যুত সর্ব্বত্রই স্পষ্টতার আবশ্যক। রচনা সম্বন্ধে ইহা এক অত্যুৎকৃষ্টগুণরূপে গণ্য। এই গুণ-বিরহে কোন রচনাই সমাদরণীয়া হইতে পারে না, এবং এই গুণ-প্রাপ্তির নিমিত্তে লেখক মাত্রেরই নিয়ত চেষ্টা করাই বিধেয়। আমাদিগের পূর্ব্বোক্তবাক্যের এই মাত্র তাৎপর্য্য যে অঙ্কশাস্ত্রে অলঙ্কার নিরপেক্ষ শুদ্ধ স্পষ্ট বাক্যেরই অত্যন্তাবশ্যক। এতদ্রূপ স্পষ্টতা বিচারালয় সম্পর্কীয় কাগজ-পত্রেও বিশেষ প্রয়োজনীয়। তথায়ও অলঙ্কার সার্থক হয় না; প্রত্যুতঃ তাহাতে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। এতদ্বিষয়ে মিতাক্ষরাকার লেখেন “[আবেদন পত্র] বিরূপ, ব্যর্থ, বিরুদ্ধার্থক, অধিক শব্দান্বিত না হইয়া স্বল্পাক্ষর স্বল্প অথচ কোমল শব্দে বহু-মর্ম্মাবধারক হইবেক”; এবং ইদানীন্তন বিচারালয়ের কর্ম্মচারিরা এতদ্রূপ আবেদন-পত্র রচনায় সম্যগ্রূপে অপটু হওয়াতেই অধুনা আবেদন পত্রৈক-পার্শ্বে সংক্ষেপে তন্মর্ম্ম লিখনের প্রথা হইয়াছে। অপর অঙ্কশাস্ত্র ও বিধি নিরূপকবাক্য ব্যতীত অন্য প্রকার বুদ্ধ্যুদ্দীপক রচনায় সাবধানে বিবেচনাপূর্ব্বক উপমাদি সামান্যালঙ্কার ব্যবহার করিলে ক্ষতি নাই, পরন্তু রূপকাদি প্রদীপ্ত অলঙ্কার কদাপি প্রয়োগ-যোগ্য হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার রচনার নাম রসোদ্দীপক। ইহার অভিপ্রায় শ্রোতার মনোমধ্যে করুণাদি

রসের উদ্দীপন করত আনন্দ প্রদান করা। এবং তদর্থে কোন রসাত্মক বাক্যকে উপযুক্ত অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া মনের সহিত সন্দর্শন করাইতে হয়। এতদ্রূপ রচনার প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল কবিতা। তাহাতে অলঙ্কারমাত্রেরই প্রচুর-রূপে ব্যবহার আছে; ফলতঃ কবিতা ও রসাত্মক গল্পই অলঙ্কারের উপযুক্তাধার; অপিতু মনোব্যাবর্ত্তকবাক্যেও অলঙ্কার নিষিদ্ধ নহে।

যে বাক্যে কোন ব্যক্তির মনকে এক পন্থাহইতে ফিরাইয়া অন্য পথে আনয়ন করা যায় তাহার নাম "মনোব্যাবর্ত্তকবাক্য;" এবং জনসমাজে বক্তৃতাই ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। ইহা পূর্বোক্তরচনাদ্বয় অপেক্ষা কঠিন। পূর্বোক্ত রচনাদ্বয়ে এক২ মাত্র অভিপ্রায়। বুদ্ধ্যুদ্দীপকবাক্যে ন্যায় ও স্পষ্টতা রক্ষা করিলেই ইষ্টাপত্তি হয়; এবং রসোদ্দীপকবাক্যে মনের সন্তোষই উদ্দেশ্য, ও তাহা জন্মানই মুখ্য কল্প। মনোব্যাবর্ত্তক বাক্যের অভিপ্রায় দুই; প্রথমতঃ কোন পদার্থকে সপ্রমাণকরা, এবং দ্বিতীয় তদ্বিষয়ে শ্রোতার মনকে রত করান; সুতরাং ইহাতে ন্যায় ও স্পষ্টতা ওরসোদ্দীপন—এতৎ সকলের ঐক্য ভিন্ন কদাপি ইষ্ট সিদ্ধি সম্ভবে না; এবং যে সকল বক্তৃতায় এই সকল গুণের উত্তম সম্মিলন হয় তাহাই অত্যন্ত সমাদরণীয়া ও ফলবতী হইয়া থাকে।

যে প্রকার অভিপ্রায় ভেদে রচনার ত্রৈবিধ্য নিরূপিত হইল, অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যাদি ভেদেও রচনা ত্রিবিধ হইয়া থাকে; তদ্যথা; সাধারণী, বৃত্তগন্ধিনী, ও উৎকলিকা। পরন্তু এতদ্বিষয়ে এইক্ষণে আমাদিগের মনোনিবেশ করিতে প্রবৃত্তি নাই। আদৌ রচনার অঙ্গসম্বন্ধীয় দোষ-গুণ বিচার্য্য; পরে অলঙ্কারের লক্ষণ করা কর্ত্তব্য, এবং এই উভয়ের বিশেষ বোধ হইলে, রচনা প্রণালীর বিচার অনায়াসেই সাধ্য হইবেক।

পদ, পদাংশ, বাক্য, অর্থ, এবং রস, এই পঞ্চ রচনার অঙ্গ; অলঙ্কার অলঙ্কারমাত্র; এবং ইহাদিগের প্রত্যেকেতে দোষের সম্ভাবনা আছে। সাহিত্য শাস্ত্রজ্ঞেরা পদগত দোষকে চতুর্দ্দশ প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন; তদ্যথা (১) দুঃশ্রাব্য, অর্থাৎ শ্রবণে কটু; (২) অশ্লীলতা, অর্থাৎ লজ্জাদিজনক ভাষাবিশিষ্ট; (৩) চ্যুতসংস্কৃতিত্ব, অর্থাৎ ব্যাকরণঅশুদ্ধ পদের প্রয়োগ; (৪) অপ্রযুক্ততা, অর্থাৎ যে পদ শুদ্ধ হইলেও সল্লেখকেরা ব্যবহার করেন না তাহার প্রয়োগ; (৫) গ্রাম্যত্ব, অর্থাৎ গ্রাম্য বাক্যের প্রয়োগ; (৬) অপ্রতীতত্ব, অর্থাৎ যে পদের কোন এক মাত্র শাস্ত্রে ব্যবহার আছে তাহার প্রয়োগ; (৭) সন্দিগ্ধতা, অর্থাৎ যে পদের প্রয়োগে দুই অর্থের সন্দেহ জন্মে; (৮) নিহিতার্থতা, অর্থাৎ লক্ষণাদ্বারা অপ্রসিদ্ধ অর্থে নিষ্পাদ্য পদ; (৯) নিরর্থকতা, অর্থাৎ যে বাক্যের প্রয়োজন নাই কেবল পাদ পুরণের নিমিত্তে তাহার প্রয়োগ, (১০) নেয়ার্থতা অর্থাৎ যে পদের যে অর্থ তদ্ভিন্ন অন্য অর্থে বা গৌণার্থে তাহার প্রয়োগ, (১১) অবাচকতা, অর্থাৎ যে অর্থের নিমিত্ত পদ প্রয়োগ করা যায় তদ্দ্বারা তদর্থের বোধ হয় না এমত পদের প্রয়োগ; (১২) ক্লিষ্টতা, অর্থাৎ অত্যন্ত বুদ্ধি শ্রমদ্বারা যে শব্দার্থের বোধ হয় তাহার প্রয়োগ। (১৩) বিরুদ্ধমতিকারিতা, অর্থাৎ একার্থে প্রযুক্ত শব্দের বিরুদ্ধরূপ অর্থের বোধক বাক্যের প্রয়োগ; (১৪) অসমর্থতা, অর্থাৎ যে পদে লেখকের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত করে না তাহার প্রয়োগ।

সতীত্ব।

(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

ইহা সর্বকালে ও সকল লোক-মধ্যে বিদিত আছে, যে পতি-শুশ্রূষা ও পতির প্রতি প্রকৃষ্ট-রূপে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম্মও কর্ত্তব্য

কর্ম্ম। বুধগণ ইহাকে সতীত্ব শব্দে বিখ্যাত করেন; ও ইহার বিস্তার মাহাত্ম্যজন্য ইহাকে বিবিধ পারলৌকিক ফলের আস্পদ বলিয়া বর্ণনা করেন। সীমন্তিনীরা এই ধর্ম্মসহকারে বহুবিধ সদ্‌গুণের আধার হইয়া পৃথিবীর পরম কল্যাণকারিণী হয়েন; এবং তৎ-পারিতোষিক-স্বরূপ অসীম যশোরাশি লাভ করেন। সতীত্ব তাহাদিগের অসাধারণ অনুপম ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে, কারণ অলঙ্কার-বিমুক্তা রূপবিহীনা রমণী এই ধর্ম্ম সংযুক্তা হইলেও জনসমাজে অত্যন্ত আদরণীয়া হয়েন; কিন্তু ইহার অভাবে নানা রত্নে ভূষিতা লাবণ্যময়ী ললনাও দুশ্চরিত্রাপবাদে সকলের অবজ্ঞার পাত্র হয়েন। সতী নারীরা স্বভাবতঃ ধীরা, লজ্জাশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা; তাহাদিগদ্বারা সংসারের নানাবিধ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ইহাতে সন্দেহ কি? যদ্যপি দাম্পত্য-সুখ সাংসারিক অপরাপরসুখাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তবে তাহার উপলব্ধির নিমিত্তে সতী স্ত্রীর কি পর্য্যন্ত আবশ্যক তাহা বচন-পথের অতিক্রান্ত; অতএব এমত স্ত্রীরত্ন লাভ করাও সামান্য সৌভাগ্যের কর্ম্ম নহে। সতী স্ত্রীর স্বামী অতিশয় কুপুরুষ ও দরিদ্র হইলেও অসীমস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করেন। তিনি দিবসাবসানে সাংসারিক পরিশ্রমহইতে অবসৃত হইয়া যখন সেই ধর্ম্ম-বিশুদ্ধ-প্রণয়িনীর নিষ্কলঙ্ক-বদন-সুধাকরকে সন্দর্শন করেন, বিবেচনা করুন, তখন তাঁহার মনোমধ্যে কীদৃশ অলৌকিক সুখের সঞ্চার হয়? তিনি পরিবার জনের ভরণ-পোষণ-জন্য অনুক্ষণ অর্থ চিন্তায় ব্যস্ত থাকিলেও সেই সুলোচনার সুধাময় মধুরালাপ ও অকৃত্রিম প্রীতি-প্রভাবে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন। এমত অনেকানেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইয়াছে, যে ব্যক্তিরা প্রথমতঃ দুর্ব্বৃত্ত ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত থাকিয়াও এবম্বিধ সদ্‌ভার্য্যা সমাগমদ্বারা সুশীল ও সৎক্রিয়াবান্ হইয়াছেন। পরিজন মধ্যে অসতী মহিলা সকল-সুখাবরোধের প্রধান কারণ; সেই স্বৈরিণীদিগের অসাধ্য অপকর্ম্মের অস্তিত্ব-প্রতি আমাদিগের সন্দেহ জন্মে। অধিক কি কহিব, তাহারা স্বাভীষ্ট সাধনার্থে স্বীয় পতির ও পুত্রের প্রাণ পর্য্যন্তও সংহার করিয়া থাকে। একারণ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে দুষ্টা ভার্য্যা শঠংমিত্রমিত্যাদি। এতৎ শ্লোকোক্ত ব্যক্তিরা সাধুদিগের সতত পরিত্যজ্য, যেহেতুক ইহাদিগের সংসর্গে সহবাস করা ও সর্পাশ্রিত আবাসে বাস করা উভয়ই তুল্য; কারণ উভয়ই সংশয়পূর্ণ ও আপদ্‌জনক।

সতীরা আপন প্রাণাপেক্ষা পতিকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করেন, স্বামির ক্লেশে ক্লিষ্টা হয়েন এবং তাঁহার সুখেই সুখানুভব করেন। কোন২ সময়ে পতির পরিতুষ্টি-জন্য মরণ পর্য্যন্তের অনুসরণ করেন। শাস্ত্রকারেরা এবিধায় তাঁহাদিগের প্রতি "পতিপ্রাণা" বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় যে কোন২ পণ্ডিতেরা সতীনারীর অস্তিত্বে নানা প্রকার সংশয় উত্থাপন করিয়া কহেন, "যে সতীত্ব ধর্ম্ম কেবল কাল্পনিক মাত্র, যেহেতুক পৃথিবী মণ্ডলে পতিব্রতা সতী স্ত্রী নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য; তবে যে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কতক-গুলীন স্ত্রীদিগকে এবংবিধ গৌরবান্বিত বিশেষণ দিয়া বিখ্যাত করেন, তাহাতে কেবল সাধারণ সীমন্তিনী-গণের সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-জন্য উৎসাহ প্রদান করেন"। তাঁহারা আরো কহেন যে "মহিলাগণ স্বভাবতঃ চঞ্চলা, দুশ্চরিত্রা ও স্বেচ্ছাচারিণী, অতএব স্বভাব বৈপরীত্যে যে তাহারা এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা কদাপি বিশ্বাস-যোগ্য নহে,— বরং ইহাই বিশ্বাস্য যে তাহাদিগের মধ্যে 'অনেকেই দেশ কাল ও পাত্রাভাব প্রযুক্ত নি-

তাস্ত নিরুপায় হইয়া স্ব২ স্বভাব-সিদ্ধ অপকর্ম্ম-সম্পাদনে ক্ষান্ত থাকেন; এই নিমিত্তে তাহা-দিগকে সতী বলা কোন ক্রমে সঙ্গত নহে”। এই আপত্তির বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ না করিয়া বিসম্বাদিদিগকে প্রথমতঃ এই কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে, যে তাহারা মানব-সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মের যথার্থ অবস্থিতি স্বীকার করেন কি না? যদ্যপি অন্য ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে সতীত্বের ও প্রকৃতত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক। নতুবা তাহাদিগের এই অপ্রসিদ্ধ বিধি স্থলান্তরে অর্থাৎ অপরাপর ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রয়োগ করিলে, তৎসামুদায়িকই কাল্পনিক বোধ হইবেক; তাহা হইলে সকলেই আপত্তি উত্থাপন-স্থলে অনায়াসেই কহিতে পারিবেন, যে মানব-বর্গ কেবল কারণান্তর বশতঃ, ও বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া, ধর্ম্মাদি সৎকর্ম্মানুশীলনে নিবিষ্ট হয়েন, নচেৎ ঈদৃশ অভিরুচি কদাপি তাহাদিগের প্রকৃত ইচ্ছানুগত হয় না। সুতরাং এপ্রকার বাগ্‌বিরোধ করিলে ভূমণ্ডল-মধ্যে সুশীল ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তির সম্পূর্ণ অভাব হইয়া উঠে। সে যাহা হউক এবিষয়ে বৃথা বিতণ্ডা করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন-বোধে আপত্তিকারিদের পূর্ব্বপক্ষের এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে পৃথিবীতে লোক সকল স্বাভাবিক সীমা নিবদ্ধ থাকিয়া নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মাদি সাধনে যদনুসারে কৃতকার্য্য হয়েন, সেই পরিমাণে অবলাগণও এই শ্রদ্ধেয়-ধর্ম্ম-প্রতিপালনে যথেষ্ট সক্ষম, তাহার অন্যথা সম্ভবে না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জীবন চরিত্র ও তাহাদের এই ধর্ম্মানুরক্তি-বিষয়ে যে সকল প্রামাণিক উদাহরণ প্রকাশিত আছে তদ্দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বিপক্ষবাদিরা কেবল স্বপক্ষ-রক্ষণ-জন্য বনিতাগণকে প্রাগুক্ত বিরূপ-লক্ষণ-বিশিষ্ট করিয়াছেন; বস্তুগত্যা তৎসমস্তই অপ্রসিদ্ধ ও কাল্পনিকমাত্র। পুরাণাদিতে কথিত আছে যে, সত্যকালে বেদবতী নাম্নী এক সতী স্ত্রী ছিলেন; বিষম কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত, চলচ্ছক্তি-বিহীন, অতিদরিদ্র এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার পতি ছিলেন; অন্যান্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে অতিশয় অবজ্ঞা করিত, এবং ঘৃণাপ্রযুক্ত তাঁহার নিকটবর্ত্তি হইত না; কিন্তু বেদবতী সতত স্বামির আজ্ঞাবহ থাকিয়া অকপট-ভক্তি-প্রকাশপুরঃসর পবিত্রচিত্তে তাঁহার পরিকর্ম্ম পরিচর্য্যাদি করিতেন। অধিকন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত চিররুগ্ন-ব্যক্তির সন্তোষার্থে লক্ষহীরা নাম্নী এক জন বার-বনিতার ভবনে দাস্য-বৃত্তি-পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত পতির প্রতি বিরক্তি বা স্বাভাবিক-ভক্তি-ভাবের ব্যতিক্রম করেন নাই॥ কোন প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা কহেন, যে প্রাচীন কালে জর্ম্মন রাজ্য এই ধর্ম্মাক্রান্ত স্ত্রীদিগের প্রাচুর্য্যে বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিল। সে সময়ে তদ্দেশীয়েরা এপ্রকার সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, তাঁহারা পত্রকুটীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন, ও যৎসামান্য রূপে গ্রাসাচ্ছদনাদি আহরণ-পূর্ব্বক অতি কষ্টে কাল-যাপন করিতেন। কিন্তু এবংবিধ দুঃখাবৃত হইয়াও তাঁহারা স্ব২ পত্নীদিগের অপূর্ব্ব ভক্তি-ও অসাধারণ শ্রদ্ধার প্রভাবে অসীম সন্তোষভোগ করিতেন। সেই সীমন্তিনীরা পতিকে পরম-পদার্থ বলিয়া জানিতেন, ও নিতান্ত প্রণয় প্রযুক্ত নয়ন পথের বহির্ভূত করিতেন না। একারণ স্বামিরা প্রয়োজন-বশতঃ যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলে, স্ত্রীসকল অকুতো-ভয়ে তাহাদিগের সমভিব্যাহারে ভয়ানক সমর ক্ষেত্রেও উপনীতা হইতেন। এমত প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে সতী নারীরা

নানা প্রকারে স্বদেশের পরম হিতৈষিণী হইয়াছেন। রোম নগরীয় লুক্রিষিয়া নাম্নী এক লোকমান্যা সতী ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত স্থল। এই রূপ ভিন্ন২ দেশে বিভিন্ন স্ত্রী জাতীয়ের মধ্যে বিবিধ উদাহরণ বিদিত আছে। অপিচ ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত, যে বহু কালপর্য্যন্ত বঙ্গ ভূমিতে এই লোকোৎকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবল প্রাদুর্ভাব আছে। এতদ্দেশীয় অবলাগণের প্রতি যে প্রকার উৎকট নিয়মাদি নির্দ্ধারিত আছে, ভিন্ন দেশীয় অঙ্গনাগণ তাহা হইতে সম্যগ্রূপে বহির্ভূত। বিবেচনা করুন, ইংগ্লণ্ড ও অন্যান্য দেশীয় প্রমদাগণ বহু-পরিশ্রম-পুরঃসর শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন; বয়োবৃদ্ধ কালে স্বেচ্ছানুসারে তাহাদিগের বিবাহ হয়; তাহারা পতির পরলোকানন্তর পুনর্ব্বার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন, ও স্বামী অসৎশীল বা পরদার রত হইলে দেশীয় ব্যবহার মতে তাহাকে অনায়াসেই পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বঙ্গদেশীয় দুর্ভাগা কন্যাদিগের কি বিপরীত অবস্থা! তাহারা প্রথমতঃ শাস্ত্রানভিজ্ঞত্ব জন্য নীতি-জ্ঞানে বঞ্চিতা, দ্বিতীয়তঃ জনক জননীর অনুমত্যনুসারে শৈশবাবস্থায় বিবাহিতা হইয়া স্বামির সম্পূর্ণ পরতন্ত্রা থাকেন; বিশেষতঃ পতি-বিয়োগে তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য-যাতনা সহ্য করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন দেশব্যবহার বশতঃ নৃসংশ কৌলীন্য-প্রথার দুঃসহ যাতনায় ও অন্যান্য কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে নিবদ্ধ থাকিয়া তাঁহারা অশেষ প্রকার ক্লেশ স্বীকার করেন। এতাবৎ দুঃখাকর-নিয়ম-সকল সতীত্ব ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট প্রতিকূল ইহা স্বীকার করিতে হইবেক, সন্দেহ কি? কিন্তু যখন অস্মদ্দেশীয় কামিনীরা এসমস্ত অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া এই পরম-ধর্ম্ম-প্রতিপালনের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছেন, তখন তাহাদিগকে অপরাপর মহিলাগণাপেক্ষায় অধিকাংশ প্রশংসা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

কণিকাসমুচ্চয়।

রন্ধন প্রথা।

কাপ্তান ওয়েকফিল্ড সাহেব নূতন-জিলাণ্ড দেশে ব্যঞ্জন রন্ধনের নিয়ম বিষয়ে লেখেন যে প্রথমতঃ তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা ২ হস্ত দীর্ঘ ও প্রায় এক হস্ত গভীর এক গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করে; এবং ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিতে থাকে, যখন ঐ প্রস্তর সকল উত্তাপে অগ্নি বর্ণ হইয়া উঠে তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করত তদুপরি বনজ শাক ও ঘাস ও গোলআলু ও মৎস্য কি মাংস একত্রে স্থাপন করিয়া তৎসমুদয় এক ঝুড়িদ্বারা আচ্ছাদন করত সর্ব্বোপরি মৃত্তিকার লেপ দেয়। এতদবস্থায় উক্ত দ্রব্য কিয়ৎকাল থাকিলেই সুপক্ব হইয়া উঠে; এবং অভ্যাস বশত সুপকারিণীরা অনায়াসে ঐ সময় নিরূপণ করিয়া যথাযোগ্য কালে গর্ত্তহইতে ব্যঞ্জন উদ্ধার করেন।

(২) পাক-করণ-বিষয়ে আষ্ট্রেলিয়া দেশের লোকেরা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগাপেক্ষায় অত্যন্ত অধম। তাহারা সর্প, মণ্ডূক ও মৎস্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে; কিন্তু কঙ্গারু নামক পশুর মাংস পাইলে তদ্রূপ না করিয়া এক প্রস্তরোপরি তাহা রাখিয়া অপর একপ্রস্তরদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করত ঐ প্রস্তর উত্তপ্ত করে, এবং যথাযোগ্য সময়ে প্রস্তরস্থ মাংস সুপক্ব হইলে ঐ প্রস্তরহইতে বাহির করিয়া লয়।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৭৪, আশ্বিন। [১২ খণ্ড।



নূতন-জিলণ্ড-দ্বীপের বিবরণ।

ভারতবর্ষীয় মহাসমুদ্রের পূর্ব্ব-সীমায় যে সমুদ্র আছে তাহার নাম "স্থিরসমুদ্র"। ঐ সমুদ্রে যত উপদ্বীপ আছে এত অধিক আর কুত্রাপি নাই। এই সকল উপদ্বীপের অধিকাংশই অতি ক্ষুদ্র; পরন্তু

কএকটা প্রকাণ্ড২ দ্বীপও আছে; বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া নামক দ্বীপ এতাদৃশ বিস্তৃত যে তাহার অর্দ্ধাংশও ভারতবর্ষহইতে বৃহৎ বোধ হয়। ভূগোলবেত্তারা ইহাকে মহাদ্বীপ শব্দে কহিয়া থাকেন। ইহার অধিকাংশ ইংরাজদিগের অধীন; এবং দেশ-বহিষ্কৃত করণোপযোগ্য তজ্জাতীয় অপরাধিরা ঐ স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহার কিয়দ্দূর পূর্ব্বে অপর এক বৃহৎ দ্বীপ আছে; তাহার নাম নূতন-জিলণ্ড। ১৬৯৮ সংবতে শ্রীত্রবেল্ জান্সেন্ তাস্মান্ নামক এক জন ওলন্দাজ পোতাধ্যক্ষ জাবা-দ্বীপের ওলন্দাজ-রাজপ্রতিনিধির অনুমত্যনুসারে অজ্ঞাত দ্বীপ-সকলের অনুসন্ধান করিতে যাত্রা করত প্রথমতঃ অষ্ট্রেলিয়া [illegible]দ্বীপের দক্ষিণে এক বৃহৎ দ্বীপে উপ[illegible]পন প্রভুর নাম চিরবিখ্যাত করণা[illegible]র নাম "বান-ডিমন্ ভূমি" [illegible]র তথাহইতে কিয়দ্দূর পূর্ব্বে অপর [illegible]সেন; তাহার নাম "নূতন-জিলণ্ড"। [illegible]র নিকট তাস্মান্ সাহেব পোত নঙ্গর করিলে তত্রত্য কএক জন মনুষ্য দুই ডোঙ্গায় আরোহণ করিয়া জাহাজের কিয়দ্দূরহইতে বিদেশীয়দিগের সহিত সম্ভাষা করিলেক; কিন্তু জাহাজের নিকট আইল না। পরদিবস এক ডোঙ্গায় ১৩ জন মনুষ্য পোতের নিকট আইল; কিন্তু কোনমতেই পোতের উপর আসিতে স্বীকার করিল না। ইত্যবসরে অপর ৭ খানা ডোঙ্গায় কএক ব্যক্তি তীরহইতে পোতাভিমুখে যাত্রা করিলেক, তাস্মান্ সাহেব এতদ্দৃষ্টে সন্দিগ্ধান্তঃকরণ হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারি অপর-পোতের অধ্যক্ষকে সাবধান করণাভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র নৌকায় ছয় জন নাবিককে প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহারা কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে ডোঙ্গাস্থ-ব্যক্তিরা অত্যন্ত বেগে নাবিকদিগকে আক্রমণ-করত চারি জনকে বধ করিয়া এক জন নাবিকের শব লইয়া পলায়ন করিলেক। তাস্মান্ সাহেব এই দুঃখজনক ঘটনায় পোতের নঙ্গর উঠাইয়া তথাহইতে যাত্রা করিলেন; এবং তৎসময়ে ২২ খানা ডোঙ্গা তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হওয়াতে এক তোপ ধ্বনিপূর্ব্বক এক জনের প্রাণঘাত করেন; এবং পথিমধ্যে ঐ দ্বীপের এক অন্তরীপ-নিকটে আসিয়া আপন প্রভুর কন্যা যাহাকে তিনি বিবাহ করিবার মানস করিয়াছিলেন তাহার নাম চিরবিখ্যাত করিবার নিমিত্তে ঐ কামিনীর নামে উক্ত অন্তরীপের নাম-করণ করিলেন; অর্থাৎ তাহার নাম "মারিয়া-বান-ডিমন্" রাখিলেন।

নূতন-জিলণ্ডদ্বীপে তাস্মান্ সাহেব যাত্রা করণের পর এক শত বৎসর কাল মধ্যে অপর কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি তথায় গমন করে নাই। পরে ১৮২৪ সংবতে কাপ্তান কুক্ সাহেব তদ্দ্বীপে গমন করেন; কিন্তু তথাকার মনুষ্যদিগের সহিত সদ্ভাব করিতে অশক্ত হইয়া কএক জনকে বন্দুকদ্বারা বধ করত অপর দুই জনকে বন্দি করিয়া আপন পোতে আনয়ন করেন।

অতঃপর ডিসর্বিল্ নামক এক জন ফরাসিস্ কাপ্তেন এতদ্দ্বীপে আগমন করেন। তাঁহার সহিত দ্বীপস্থ মনুষ্যদিগের বিশেষ হৃদ্যতা হয়; এবং তাহারা তাঁহার পোতস্থ বহু-জন রুগ্ন-নাবিককে আপনাদিগের গ্রামে লইয়া রাখে, এবং নানাবিধ সেবা-শুশ্রূষাদ্বারা আরোগ্য করে। কিন্তু আশু তাহারা এই সদ্ব্যবহারের অতি বিপরীত ফল পাইয়াছিল। কাপ্তান ডিসর্বিল্ সাহেবের এক খানা ক্ষুদ্র-নৌকা হারাইবাতে তিনি মনে করিলেন যে দ্বীপস্থ মনুষ্যেরাই তাহা চুরি করিয়াছে; এবং ঐ কুসংস্কারের বশীভুত হইয়া দ্বীপস্থ এক জন প্রধান দলপ-

তিকে নিমন্ত্রণ করত আপন পোতে আনিয়া কয়েদ করিলেন; এবং যে গ্রামে তাঁহার নাবিকেরা পরস্মোপকৃত হইয়াছিল তাহা এবং তন্নিকটস্থ অপর দুই গ্রাম দগ্ধ করত তথাহইতে প্রস্থান করিলেন!!

অতঃপর ১৮২৭ সংবতে মারিয়ন্ নামক অপর এক জন ফরাসিস্ দুই জাহাজ লইয়া তদ্দ্বীপে গমন করেন। তাঁহার সহিতও দ্বীপস্থ লোক দিগের প্রথমতঃ বিশেষ হৃদ্যতা হয়; কিন্তু এক মাস কাল গত হইলে সেই হৃদ্যতার কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হইলে পর এক দিবস মারিয়ন্ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারি ষোড়শ (ব্যক্তি) মৎস্য বেধনার্থে দ্বীপ-মধ্যে গমন করিয়া রজনীতে পোতে প্রত্যাগমন করিলেন না। ইহাতে পোতস্থ ব্যক্তিরা মনে করিলেক যে দ্বীপস্থ তিকোরি নামক জনৈক দলপতি আমোদ প্রমোদে তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পরদিবস প্রাতে পোত হইতে অপর কএক জন নাবিক মিষ্ট জল ও কাষ্ঠ আহরণার্থে দ্বীপমধ্যে গমন করিলেক; এবং চারি ঘণ্টা-কাল পরে তাহাদের কেহ প্রত্যাগমন না করাতে পোতস্থ লোকেরা উদ্বিগ্ন চিত্ত হইতেছিল, এমত সময়ে দেখিলেক এক জন নাবিক সন্তরণ করিয়া পোতাভিমুখে [illegible]সিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সকলেই বি[illegible] এবং তাহার নিকট শ্রুত হইল [illegible] হারিদিগকে ও মারিয়ন্ প্রভৃতি [illegible] স্থ লোকেরা নিবিড়-বন-মধ্যে লইয়া [illegible] ধ্বংস করিয়াছে, কেবল পলায়নদ্বারা তাহার প্রাণ-রক্ষা হইয়াছে। অতঃপর পোতহইতে অপর এক দল নাবিকেরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দ্বীপে উত্তরিল; এবং স্বজাতীয় কাষ্ঠ সঞ্চয়ার্থী যে কেহ অসভ্য দ্বীপবাসিদিগের বিশ্বাসঘাতকতাহইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদিগকে পোতে প্রত্যানয়ন করিয়া তথাহইতে যাত্রাকালে বন্দুকদ্বারা বহু-সঙ্খ্যক মনুষ্যের ধ্বংস করে। এতদ্রূপে দ্বীপবাসিদিগের সহিত ইংরাজ ও ফরাসিসদিগের পরস্পর অনিষ্টাচরণ বহু-কালাবধি হইয়াছিল: কিন্তু বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই যে এতদ্ অসদাচরণের সূত্র সভ্য ইউরোপীয়দিগের হইতেই প্রথম হয়! ইহাদিগের কেহ অসভ্যদিগের কুঠার লইয়া মূল্য দিত না—কেহ তাহাদিগকে পরিশ্রম করাইয়া বেতন দিত না—কেহ দ্রব্য অপহরণ করিত—সুতরাং তাহাতে অসভ্য দ্বীপবাসিরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ব্যক্তি-বিশেষের অপরাধে ইউরোপীয় মাত্রের অনিষ্ট করিত।

নূতন-জিলণ্ড দ্বীপ বঙ্গদেশহইতে [illegible] বৃহৎ, এবং উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। "কুকের [illegible] নামক এক খাড়িদ্বারা এই দ্বীপ দুই [illegible] ইয়াছে। ইহার উত্তরভাগ ক্ষুদ্র, [illegible] অনেক ইংরাজের বসতি আছে। এতদ্দ্বী[illegible] মাত্রেই অতি অসভ্য; এবং নরমাংস [illegible] ধর্ম্মঘোষক পাদরিরা অনেকে ইহাদিগের ম[illegible] নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি ইহাদিগের নৃমাংসভক্ষণের স্পৃহা সর্ব্বতোভাবে দূরাকৃত করিতে পারেন নাই। কএক বৎসর হইল এতদ্বিষয়ে এক জন দলপতি কহিয়াছিলেন; "শ্বেত পুরুষেরা * যাহা বলুন, আমরা কদাপি পৈতৃক নীতি পরিত্যাগ করিব না; চিরকাল [illegible] হইয়া আসিতেছে; এই ক্ষণে [illegible] হই-বেক? শ্বেতপ[illegible] আমাদিগের [illegible] কার পূর্ব্বাপর হইয়া আ[illegible] তদ্রূপে প্রত্যহ নরমাংস [illegible] ভোজন করিব না"।

* অর্থাৎ ইংরাজেরা।

পূর্ব্বে ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্রাদি এই অসভ্য জাতির ছিল না। তাহারা প্রস্তর নির্ম্মিত কুঠার ও কাষ্ঠের যষ্ট্যাদি ব্যবহার করিত। কিন্তু সম্প্রতি ইংরাজদিগের নিকটহইতে নানাবিধ লৌহময় অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং সকলেই গৃহে একাদিক্রমে যথাসম্ভব বন্দুক রাখিয়া থাকে।

পরিধেয় বিষয়েও ইহাদিগের পূর্ব্বে অত্যন্ত দুর্দশা ছিল। বল্কল ও চর্ম্ম-মাত্র পরিধেয় ছিল, এবং অনেকে দিগম্বর অবলম্বন করিত। কিন্তু অধুনা ইংরাজদিগের সহবাসে ইহারও অনেক অন্যথা হইয়াছে।

নতন-জিলণ্ড-দ্বীপস্থ লোকের উল্কি পরিতে অ-ত্যন্ত অনুরক্ত এবং সকলেই বালের [illegible] উল্কি-দ্বারা [illegible]। ১৭৭ পত্রে যে চিত্র মুদ্রিত [illegible]লোকদিগের অবয়ব এবং উল্কি [illegible]স্পষ্ট বিদিত হইবেক *। যদিচ [illegible] অসভ্য বটে, তথাপি কায়িক ও [illegible]ক্ষমতা বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়া দেশের মনু-[illegible]কায় সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। অষ্ট্রেলিয়া-দ্বী-পের মধ্য-দেশবাসি মনুষ্যের ন্যায় অত্যন্ত অধম, অসভ্য ও জীর্ণ-তনু, বো[illegible] হয়, পৃথিবীর অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

রাজপুত্র-ইতিহাস।

তৃতীয় সঙ্খ্যা।

[illegible] রাজাদিগের রাজধানী চি-[illegible]ষ্ট ও পতন, এবং [illegible]সতীত্ব-রক্ষা-হেতুক প্রা[illegible]মরা এতৎপত্রের নবম সঙ্খ্যায় বাহুল্যরূপে বর্ণন করিয়াছি; সং-প্রতি উক্ত ঘটনার পর-পর বৃত্তান্ত প্রস্তাব করা যাইতেছে।

যবন সেনাপতি আলাউদ্দিন ১৩৬৯ সংবতে চি-তোর নগর গ্রহণ করিয়া ধারাপুরী, অবন্তি রাজ্য, অনলবারা, মন্দার, দেবগড়, শোলাঙ্কি, প্রমরা, পরিহার এবং তাক—অর্থাৎ সমস্ত অগ্নিকুলবংশের আবাস-স্থান—এককালীন লোপ করিলেন। জে-সলমীরও বুঁদি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ২ রাজ্যসমূহ তদীয় বিক্রমের বশীভূত এবং তদীয় বলে প্রমর্দ্দিত হই-য়াও এক্ষণে পুনর্ব্বার শিরোত্তোলন করিয়াছে। কেবল মাড়োয়ার-দেশায় রাঠোর ও অম্বর দেশীয় কচবহ বংশের তৎকালীয় অবস্থা সামান্য প্রযুক্ত আল্লার বল প্রকাশের উপযুক্ত স্থল বোধ হয় নাই; সুতরাং এই আপদহইতে অনায়াসে ত্রাণ পাইয়াছিল।

এই পরাক্রমশালি দুর্দ্দান্ত যবন যোদ্ধাকে প্র-সিদ্ধ দিল্লীশ্বর আলমগিরের সহিত অনেক বিষয়ে তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি যে "দ্বিতীয় সে-কন্দর" শব্দ উপাধি গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎকালীয় মুদ্রা সকলে তাহাই মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল বৃথা দম্ভ প্রকাশ হয় নাই; ভারতবর্ষীয় সিংহাসনারূঢ় যবনদিগের [illegible]উদ্দিন অগ্রগণ্য। তিনি কএক দিব[illegible]তি পূর্ব্বক আপন পরাক্রম-ম[illegible] হিংসা ও হিন্দু জাতির প্রতি [illegible]সূচক সহস্র ২ ক্রিয়াতে দেশ পরিপূ[illegible]য় অ-ধিকৃত ভূপতি ঝালোরাধিপতি মল্লদেব নামক রাজপুত্রকে মিবার দেশের রাজ্য ভার সমর্পণ পূর্ব্বক দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

বাপ্পা-বংশের অবশিষ্ট শাখা রাণা অজয়সিংহ চিতোরের নিধন-সময়ে তথাহইতে পলায়ন করত

---

* বিবিধার্থ-সঙ্[illegible]রাপিণী[illegible] মধ্যে উল্কি পরিবার রীতি লোপ হইয়াছে; যদ্যপি তদ্বিষয়ে কাহার কিছু সন্দেহাবশেষ থাকে, বোধ করি, উল্লেখিত ছবির দৃষ্টে তাহারও সম্যক্প্রাপ্তি হইবেক।

স্বচ্ছন্দে কেলবারা-দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত স্থান মিবার-দেশের পশ্চিম-সীমাস্থ আ-রাবল্লি-পর্ব্বতের অন্তর্গত, এবং ঐ পর্ব্বতের শিরো-নালা নামক বিস্তৃত-গহ্বরের উপরি-ভাগস্থিত ভীমসিংহের সহিত তাঁহার শেষ-সন্দর্শন-সময়ে তিনি এই প্রবল পিত্রাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, "যে একশত বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পর অর্থাৎ মরণানন্তর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা অরিসিংহের পুত্রকে রা-জ্যপ্রদান করিবে"। হামীর-নামক উক্ত-পুত্রের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং বাল্যোপাখ্যান অত্যন্ত চমৎ-কৃত। এক দিবস অরিসিংহ বন্য-শুকর-মৃগয়ায় অন্দোয়া-নামক অরণ্যে কতিপয় সমবয়স্কের সম-ভিব্যাহারে একটা শূকরের প্রতি ধাবমান হইলে ঐ শূকর এক শস্য-ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং তদ্দৃষ্টে তৎক্ষেত্রপালপত্নী কোন এক রমণী একটা বৃহৎ শস্য-শীষ উত্তোলন করিয়া তাহার শেষ-ভাগ [illegible] ন্যায় তীক্ষ্ণ করত [illegible]রের পার্শ্ব-[illegible] মৃগয়ার্থিবর্গের সম্মুখে [illegible] গমন করিল। মৃগয়ার্থিবর্গ সকলেই [illegible]-ক্রিয়ায় মুগ্ধ হইয়া স[illegible]-পার্শ্বে উক্ত [illegible] রন্ধনপূর্ব্বক প্রীতি-ভোজন করি-তে[illegible] ভুবনের যশোল্লেখ করিতে-ছি[illegible] একটা মৃৎপিণ্ড কোথাহইতে [illegible] কুমারের অশ্ব-পদ ভগ্ন করি-[illegible] করিয়া সকলে দেখিল যে উক্ত [illegible]পত্নী গগনবিহারি পক্ষির আক্রমণ [illegible] ক্ষেত্র রক্ষা-হেতুক এক উচ্চ-স্থানে দণ্ডায়মানা হইয়া ছিকাদ্বারা মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করিতেছিলেন; দৈবাৎ ঐ একটা মৃৎপিণ্ড আসিয়া এই অনিষ্ট-ঘটন ঘটাইয়াছিল। রমণী এই দুর্ঘটনে যথেষ্ট অকল্পিত ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। মৃগয়ান্তে বাটা-প্রত্যাগমন-সময়ে পু-নরায় ঐ অদ্ভুত-স্ত্রীর সহিত মৃগয়ার্থিবর্গের সন্দ-র্শন হইল। দেখেন মস্তকে দুগ্ধের কলস এবং হস্ত-দ্বয়ে এক২টা মহিষ-শাবক ধৃত করত গজরাজগমনী গৃহে যাত্রা করিতেছেন। রাজ-অমাত্যের মধ্যে এক জন অশ্বারোহী কৌতুক-ছলে রমণীকে বিরক্ত করিবার মানসে তাহার সমীপে অতিবেগে গমন করত তাহার শরীর-স্পর্শ করিলেক, কিন্তু ক্ষেত্র-পাল-পত্নীর চাতুর্য্যে দুগ্ধের কলস না পড়িয়া কেবল অশ্বারূঢ় ব্যক্তিই ভূমিতে নিপতিত হইল।

এই অপূর্ব্ব ক্ষেত্রপালপত্নী চন্দানো-বংশীয় এক জন দরিদ্র-রাজপুত্রের দুহিতা। কুমার অরিসিংহ মৃগয়ার পর [illegible] সংবাদ কর[illegible] তাহার পিতাকে নিকটে [illegible] করিলে [illegible] রাজ-সন্নিধানে [illegible] না হ[illegible] উপবেশন করিলেক। রা[illegible] ঈষদ্ধাস্য করাতে রাজকুমার[illegible] দিগের প্রতি কটাক্ষ করেন, ও [illegible] ক্তির নিকট তাঁহার দুহিতার পাণি-গ্র[illegible] করিলে ঐ রূঢ়-পিতা তাহাতে অসম্মত হয়, পরে আপন সহধর্ম্মিণীদ্বারা তিরস্কৃত হওয়াতে রাজ-পরিণয়ে সম্মতি-প্রদান করিল। এই চন্দানো রাজপুত্রাণীর গর্ভে হামীরের জন্ম হয়। তিনি সমস্ত বাল্যকাল মাত্রাশ্রমে নিক্ষেপ করেন। পরে অজয়-সিংহের পুত্রেরা তাঁহাদিগের প্রবল পিতৃ-শত্রু মুঞ্জা-বেলেচাকে দমন করিতে অ[illegible] [illegible]সিংহ আপন দ্বাদশ-বর্ষীয় ভ্রা[illegible] [illegible]স্থান করেন; এবং হা[illegible] [illegible]ণ-পূর্ব্বক অঙ্গীকার [illegible] [illegible]বে স্বদেশে প্রত্যাগম[illegible] [illegible] দিবসান্তে এই [illegible] [illegible]স্তক আপন অশ্ব-পার্শ্বে [illegible] কেল-বারার রাজমার্গে আগম[illegible] [illegible]রিতে দৃষ্ট হইয়াছিল।

অগর্ব্বে ছিন্ন-মুণ্ড খুড়ার পদে সমর্পিয়া হামীর কহিলেন "আপন অরি-মস্তক ঈক্ষণ করুন"। অজয়সিংহ পরমাহ্লাদে তাঁহার বদন চুম্বন করত "পরমেশ্বর তোমার শিরে রাজত্বের, চিহ্ন-লিপি করিয়াছেন," এই কথা কহিয়া শব-শিরার শোণিতদ্বারা তাঁহার মস্তকে রাজটীকা-প্রদান করিলেন। এই ঘটনায় অজয়সিংহের তনয়েরা রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া এক জন তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; এবং অপর সুজনসিংহ দক্ষিণ দেশে গমন করে। তথায় তাহার বংশহইতে শিবাজি-নামক সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় ভুপতির উৎপত্তি [illegible]।

এইরূপে ১৩৫৭ সংবতে হা[illegible] হইলেন; এবং একাদিক্রমে [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] তৎপর [illegible] হইলে তিনি কেলবারার মধ্যে [illegible] হইয়া "হামীর তলাও" নামক তথায় [illegible] সরোবর নির্ম্মাণ করেন, ও শত্রু-আক্র[illegible] [illegible]দেশের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে অহরহ নিযুক্ত [illegible]লেন। এমত সময়ে চিতোরাধিপতি মল্লদেবের নিকটহইতে রাজদূত নারিকেল হস্তে লইয়া পরিণয়ের প্রস্তার-সহিত সমাগত হইল। মন্ত্রিগণেরা সন্দেহ করিলেন যে এ কেবল এক ছলনামাত্র। কিন্তু [illegible]মীর নারিকেলরূপী-প্রস্তাব গ্রহণানন্তর বক্র মন্ত্রিগণকে কহিলেন "যদ্যপি ছলনাই হয় তথাচ [illegible] [illegible]তৃকালয়ে এক দণ্ডের নিমিত্তেও পদ [illegible] সমর্থ হইব। সর্ব্বথা বিপদ-সম্পাদে [illegible] থাকা রাজপুত্রদিগের কর্ত্তব্য। [illegible] ও আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দে[illegible] হয়; এবং কখন বা মস্তকে [illegible] সিংহাসনে উপবেশন করিতে হয়"।

এতদ্রূপে বিবাহের প্রস্তাব পরস্পর অবধারিত হইলে পর কেবল ৫০০ অশ্বারোহি সৈন্য লইয়া হামীর বিবাহ-যাত্রা করেন। চিতোরের দুর্গে সমাগত হইলে মল্লদেবের পঞ্চ পুত্র অভ্যর্থনা হেতুক অগ্রসর হইল; কিন্তু রাজ অট্টালিকাদ্বারে বিবাহ উদ্দেশে তোরণ † সংলগ্ন না থাকাতে হামীর সন্দিগ্ধমনা হইলেন; তত্রাপি অকুতোভয়ে চিতোর-নগর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় মল্লদেব ও তাঁহার পুত্র বন্বির এবং অপর সমস্ত সেনানায়ক কর্ত্তৃক কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক সমাদৃত-হইলেন। প্রচলিত সমারোহের কিঞ্চিন্মাত্র অপেক্ষা না করিয়া মল্লদেব স্বীয়-কন্যা আনয়ন পুরঃসর বরকন্যার পানি-সংযোগ-পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করত কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অতঃপর পাত্রকন্যা বাসরগৃহে গমন করিল। এবং তথায় হামীর শ্রুত হইলেন যে তিনি বিধবার পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন। মল্লদেব-সুতা প্রথমত [illegible] [illegible]ট্টি-বংশীয়-[illegible] [illegible]হিত বিবাহিতা [illegible] শৈশবা[illegible] [illegible]মি সঙ্গ্রামে হত [illegible] এই অজ্ঞা[illegible] হামীর অত্যন্ত অ[illegible] কিন্তু নববিবাহিত যোষিতের বদান্যতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত তাঁহার ঐ বৈধব্য [illegible] শোক সম্বরণ হইয়াছিল। ঐ প্রৌঢ়া [illegible] [illegible]কে

---

* রাজমুকুট।

† রাজপুত্রেরা তিন কাষ্ঠখণ্ডে রচিত ও [illegible], ত্রিকোণাবয়ব তোরণ নামক বস্তু [illegible] [illegible]পরি রাখিয়া থাকে। বর তাহা অগ্রেই [illegible] [illegible] করিতে চেষ্টা করিলে কন্যা-যাত্রিণী কামিনীরা তাহার প্রতি মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করেন। পরিশেষে চতুর্দ্দিগহইতে তাঁহার প্রতি ফলপুনিক্ষিপ্ত হয়, ও বরপাত্র জয়ী হইয়া তোরণ ভগ্ন করিলে কামিনী কুল পলায়ন করেন। এবং তিনি ভাবি শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করেন। এই ব্যাপারের নাম "তোরণ তোড়না"। বোধ হয় ইহারি অবশিষ্ট রীতি এতদ্দেশে "ঢেলাফেলা" নামে অদ্যাপি প্রচলিত আছে; এবং অনুভব হয় নববিবাহিত যোষিতের সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা ও পাত্রের বীরত্বে তাহা নষ্ট হওয়ার অনুকরণে এই উভয় রীতির সূত্র হইয়াছে

শিক্ষা দিলেন যে পাত্র-বিদায়কালীন অন্য বস্তু কিছু মাত্র প্রার্থনা না করিয়া জাল-নামক সেনাপতিকে তাঁহার পিতার নিকটহইতে যাচঞা করিয়া লএন। এই উপদেশানুসারে হামীর ভার্য্যা এবং সেনাপতি প্রাপ্ত হইয়া চিতোর নগরে এক পক্ষ কাল-যাপন করত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই বিবাহের ফলস্বরূপ ক্ষেত্র সিংহ-নামক পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিলে মল্লদেব স্বীয় দৌহিত্রকে চিতোরের সমীপস্থ পার্ব্বত্য-দেশ-সমস্ত প্রদান করেন। বালকের এক-বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইলে পর ক্ষেত্রপাল নামক দেবতার নিকট সাপরাধি হওয়াতে মল্লদেবের দুহিতা পিত্রালয়ে আগমনের ইচ্ছা স্বীয় [illegible] নিকট প্রকাশ করেন; এবং পরে [illegible] ব্যাহারে পিত্রালয়ে উপনীত হই[illegible] যে তাঁহার পিতা বিদেশে যুদ্ধ-যা[illegible] [illegible]র জাল-সেনা[illegible] উ[illegible]দেশ[illegible] [illegible]-নগরস্থ-সৈন্য [illegible]কে আপন [illegible] স্বামিকে [illegible] করি[illegible] হামীর তৎক্ষণাৎ [illegible]রে আগমন [illegible] বাহুবলে সম[illegible] দমন করিয়া [illegible] পৈতৃকাসনে উ[illegible] করিলেন।

[illegible] হইতে প্রত্যাগমন করিয়া [illegible] রাজ-পুত্র-সৈন্য তাঁহার [illegible]। এবং তিনি তাহাদিগের [illegible] তথা-হইতে দিল্লীতে আলাউ[illegible]রাধিকারি মহম্মদ খিলিজি নামক পাদশাহের নিকট স্বীয়-পরাজয়-বার্ত্তা লইয়া যাত্রা করেন।

এ স্থলে চিতোর দুর্গ হইতে সুর্য্যবংশীয়-পতাকা পুনরায় উড্ডীয়মানা হইল; এবং সমস্ত পশ্চিম-পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য গহ্বর ও দেশ হইতে চিতোরের মঙ্গলার্থে রাজপুত্রেরা আপন২ নিভৃত-স্থান-হইতে নির্গত হইয়া যবনাধীনত্ব পরিত্যাগের আশয়ে পুলকিত হইল। হামীর এই সকল ব্যক্তি-হইতে বল এবং সাহস প্রাপ্ত হইয়া দিল্লীশ্বর মহম্মদ চিতোর গ্রহণার্থে উপনীত হইলে তাঁহার সহিত সঙ্গ্রাম করিতে উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন না। মহম্মদ হামীরের তুল্য রণপটু না হওয়াতে এবং অনবধানতা প্রযুক্ত কুস্থানে পতিত হইয়া হামীর কর্তৃক অনায়াসে পরাভূত এবং কারারুদ্ধ হয়েন; এবং তিন মাস-কাল যাবৎ ঐ অবস্থায় থাকিয়া তৎপরে আজমির, রিনথম্পুর, নাগোর প্রভৃতি রাজ্য [illegible] এবং এক শত হস্তি পণ দিয়া [illegible]ক্ত হন।

[illegible] মল্লদেবের তনয় [illegible] [illegible] হস্তে পতিত হইয়াছি[illegible] বন্বির হামীরের নিকট [illegible] এবং হামীর তাহাকে নিমর্চ[illegible] কেরার দেশের অধিপতিত্ব প্রদানপূর্ব্বক বংশ-প্রতিপালনার্থে বন্বিরকে নিযু[illegible] করেন; এবং ঐ পদে নিয়োগ-করণ-সময়ে [illegible] হিয়াছিলেন; "পূর্ব্বে যবনের দা[illegible] [illegible]য়াছ, এক্ষণে স্বধর্ম্মাক্রান্তের সাপক্ষ[illegible] বিশ্বাস-ঘাত করিও না। [illegible] নিজ-বস্তু পুনর্গ্রহণ করিয়াছি[illegible] করি [illegible] [illegible]মার পিতৃ[illegible] [illegible]শের রক্ষিত্রী [illegible] [illegible]য়াছেন, এবং আ[illegible] [illegible]রিবেন।" কিয়ৎকাল পরে [illegible] করাতে ঐ প্রাচীন [illegible] [illegible]জের অন্তর্গত হয়।

এতৎসময়ে হামীরের তুল্য পরাক্রান্ত হিন্দু-

ভূপতি ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। প্রাচীন বংশ সকল এককালীন লোপ হইয়া মাড়োবার, জয়পুর, বুঁদি, গোয়ালিয়র, চান্দেরি, প্রভৃতি অভিনব রাজ্যসমূহ সকলেই তাঁহার অধীনত্বে থাকিয়া কর-প্রদান করিতে লাগিল। এই সময় অবধি ২০০ শত-বৎসর-পর্য্যন্ত চিতোর-রাজ্যের প্রজারা পরম-সুখে কাল-যাপন করিয়াছিল; এবং পর২ উত্তম২ রাজার হস্তে সাম্রাজ্য সমর্পিত হওয়াতে দেশের মঙ্গল বিলক্ষণরূপে বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। বিশেষতঃ দিল্লীতে পরস্পর বিরোধি যবন-বংশীয়দের কলহেতে এই [illegible] বিলক্ষণ সহায়তা হয়; এবং অদ্যাপি [illegible] সকল মনোহর অট্টালিকা-প্রভৃতি দৃষ্ট [illegible] বহু দিবসের [illegible] ও প্রচুর [illegible] কেনন [illegible] সমুদ্রসিংহ ও [illegible] রাজ [illegible] অট্টালিকা ব্যতিরেকে আর [illegible] অট্টালিকাদি আলাউদ্দিন পাদ- [illegible] হইয়াছিল। এবম্প্রকারে পূর্ণায়ুঃ [illegible] যশ বিস্তার করত হামীর পর- [illegible] এবং তাঁহার পুত্র ক্ষেত্রসিংহ [illegible] তে চিতোরের রাজ্যভার গ্রহণ করেন [illegible] লীলা-নামক এক জন পাঠানের হস্ত [illegible] এবং জাহাজপুর বলপূর্ব্বক উদ্ধার [illegible] এবং [illegible] গড়, দসোর ও চপ্পান [illegible]। বা- [illegible] ক্রোধ [illegible] হকে [illegible] আপন [illegible] পতির [illegible] কল্পনা হইলে [illegible] বিনষ্ট হন।

অতঃপর [illegible] লাক্ষা রাণা চিতোরাসনে [illegible] রেন। এই ভূপতি প্রথমেই মেয়রওয়ারা পার্ব্বত্য রাজ্য স্ববশে আনিয়া তাহার রাজধানী বিরাটগড় ধ্বংস করত তথায় বেদনুর নামক স্থান নির্ম্মাণ করেন। পরে ঐ অপহৃত চপ্পন রাজ্যের অন্তর্গত যাওর নামক স্থানে রৌপ্য এবং রাঙ্গের আকর প্রকাশ হওয়াতে লাক্ষার যথোচিত গৌরবের উপায় হয়। তিনি নগরছুল-দেশের রাজপুত্রদিগকে অম্বর-নগরে পরাজয় করিয়াছিলেন; এবং দিল্লীর রাজা মহম্মদ-শাহ-লোদির সহিত বেদনুর নগরে সাক্ষাৎ করিয়া একদা ঐ রাজার সৈন্যকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। [illegible]ৎপরে গয়াধাম পর্য্যন্ত যবন-সেনার প্রতি ধাব- [illegible] হইলে তাঁহাকে তথাকার যুদ্ধে প্রাণ-সম- [illegible] রিতে হয়।

[illegible] রাণার রাজ্য সময়ে অনেক প্রকাণ্ড২ জলা- [illegible] তাহার জল-রক্ষা-হেতুক উচ্চ২ বাঁধ সমস্ত প্রস্তু [illegible] ছিল; এবং যাওরার আকর হইতে সমু- [illegible] পিত [illegible] উদ্দিন চিতোরের যে সকল [illegible] করিয়া [illegible] সমুদয় [illegible] হইয়াছিল। [illegible] উৎসৃজি [illegible] অদ্যাপি [illegible]

লাক্ষা [illegible] এদিকে [illegible] স্থাপিত করত বৃদ্ধাবস্থায় এক দি[illegible] উপবিষ্ট ছিলেন, এ[illegible] রিণমল্লের নিকট হইতে [illegible] সহিত তাঁহার কন্যার [illegible] কেল ফল * সমাগত হইল [illegible] তাহাকে যথা যোগ্য সম্মান-পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া চণ্ডা তথায় উপস্থিত না থাকা-যুক্ত লাক্ষা কহিলেন; "চণ্ডা আগমনমাত্রেই আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন"। পরে আপন ওষ্ঠ-দেশে হস্ত-প্রদান

* বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণসময়ে রাজপুত্রেরা এক নারিকেল ফল প্রেরণ করিয়া থাকে। ইহা তাহাদিগের অতি প্রাচীন রীতি।

পূর্ব্বক কৌতুকচ্ছলে ব্যঙ্গ করিলেন "চণ্ডা উপস্থিত মাত্রেই আপনকার আনীত ফল গ্রহণ করিবেন; কেননা আমার ন্যায় বুড়ার নিমিত্তে কিছু এমন ক্রীড়ার সামগ্রী প্রেরিত হয় নাই।"

এই ব্যঙ্গ শুনিয়া সকলেই হাস্য-বদন হইল; কিন্তু চণ্ডা প্রত্যাগমনান্তর ঐ উপহাস-বাক্য শুনিয়া আপন নির্ব্বন্ধীকৃত-কন্যার প্রতি পিতার কটাক্ষপাত হওয়াও অনুচিত বিবেচনায় উক্ত বিবাহের প্রস্তাব কোন মতেই গ্রাহ্য করিতে স্বীকার করিলেন না। লাক্ষা পুত্রের অবাধ্যতায় বিশেষ রাগান্বিত হন, এবং প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলে মাড়োয়ারাধিপতি রুষ্ট হইতে পারেন এই শঙ্কা করিয়া সক্রোধে কহিলেন; "ভাল, আমি স্বয়ং পাণি-গ্র[illegible] করিতে প্রস্তুত হইতেছি, পরন্তু তুমি স্বীকার কর[illegible] এই পরিণয়ের ফলোদয় হইলে আপন উত্তরা[illegible]রিতা-সত্বে বঞ্চিত হইয়া কেবল মাত্র প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত থাকিবে"। চণ্ডা তৎক্ষণাৎ [illegible] দেবের নাম স্মরণ করত তাহাই [illegible], [illegible] হইল।

[illegible] ফলোদয় হয়। [illegible] বালক হইলে রাণা যব[illegible] যাত্রা করিতে [illegible] সিন্ধু-ভূপতিদিগের [illegible] হইলে রাজদণ্ড ও [illegible] পূর্ব্বক পুণ্য-ক্ষেত্রে যাত্রা [illegible] উপায় চিন্তা করিতেন। [illegible] ক্রমে সেই পুণ্য-ধামে দেহ সম্বরণ [illegible] স্বর্গীয় বিদ্যাধরী-কর্ত্তৃক সূর্য্যমণ্ডলে [illegible] নীত হইয়া জঠর-যন্ত্রণাহইতে নিষ্কৃতি [illegible] মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। [illegible] গয়াধামে যাত্রা করিবার পূর্ব্বক্ষণে [illegible] উত্তরাধিকারী নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করেন। তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিষয় এক দিবস মাত্র আন্দোলিত হইয়াছিল; এক্ষণে চণ্ডার সহিত কথোপকথনে রাণা জিজ্ঞাসিলেন "মোকলের নিমিত্ত কোন্২ দেশ অবধারিত করা যায়?" "সমস্ত চিতোর রাজ্য" এই বীরবাক্য তৎক্ষণাৎ চণ্ডার মুখহইতে নিঃসৃত হইল; এবং নিঃসন্দেহ করিবার নিমিত্তে তিনি ভূয়ো২ কহিলেন "আপনার রণ যাত্রার পূর্ব্বেই কনিষ্ঠকে রাজ্যাভিষিক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য"। লাক্ষা এপরামর্শ অনুসারে উত্তরাধিকারি নি[illegible] করাতে চণ্ডা সর্ব্বাগ্রে কনিষ্ঠের অধীনত্ব স্বীকার [illegible]-সেবায় অগ্রসর হইলেন; এবং আপন [illegible] সম্মান-রক্ষা হেতুক এইমাত্র অবধারিত [illegible]র প্রধান মন্ত্রিত্বপদ থা[illegible] হই[illegible] ভূম্যাদি[illegible]ক তাহা[illegible] সূচক বল্লমের চিহ্ন তদুপরি [illegible]। চণ্ডা রাজকার্য্য-সম্পাদনে সর্ব্বাংশে [illegible] অনায়াসে আপন সত্ব ত্যাগ [illegible] ধারণ সহিষ্ণুতা ও সুজনতার [illegible]

পিতার আজ্ঞা-পা[illegible] স্পূর্ণ বয়ঃক্রম [illegible] নির্ব্বাহ [illegible] লেন; কিন্তু [illegible] হইলেন; [illegible] নন [illegible] গ [illegible] র্থা [illegible] সত[illegible] বি[illegible]বেচনা [illegible] গু[illegible]য়া [illegible] হইয়া হালার প্রবেশ [illegible]